

এইচ.এস.সি. পরীক্ষা-২০২৬

সাজেশন ও সমাধান

বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

- ✓ সকল বোর্ডের ২০২৬ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত।
- ✓ বিভিন্ন বোর্ডের বিগত বৎসরের প্রশ্নসমূহের সমাধান সংযোজিত।
- ✓ বাংলায় কম নম্বর পাবার কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বেশি নম্বর পাবার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- ✓ সিলেবাসের ধারাক্রম অনুযায়ী বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- ✓ সিলেবাস, প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- ✓ সকল বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্রের আলোকে মডেল প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে।
- ✓ এই গ্রন্থ থেকে ২০২৫ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় ১০০% কমন ছিল।

নিশ্চিত এ+ প্রাপ্তির লক্ষ্যে গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে।

প্রণয়নে

ড. এ. আই. এম. মুসা (মুসা স্যার)

এই সাজেশনটিসহ অনার্স-মাস্টার্স সাজেশন এবং যাবতীয় শিক্ষা বিষয়ক তথ্য পাওয়া যাবে :

www.onlinereadingroombd.com ওয়েব সাইটে

Online Book Shop: www.boipottro.com

মূল্য= ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
❖ বাংলায় কম নম্বর পাবার কারণ ও বেশি নম্বর পাবার উপায়	
❖ সিলেবাস-বাংলা দ্বিতীয় পত্র	
❖ প্রশ্নের ধারা ও মান বণ্টন	
❖ সাজেশন (সকল বোর্ডের জন্য)	
❖ বাংলা উচ্চারণ	
❖ বাংলা বানান	
❖ বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি: পদ	
❖ বাংলা শব্দ গঠন: শব্দের শ্রেণি বিভাগ, উপসর্গ এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয়	
❖ সমাস	
❖ বাক্যতত্ত্ব	

❖ বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	
❖ বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	
❖ পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ	
❖ দিনলিপি লিখন, অভিজ্ঞতা বর্ণনা, ভাষণ, প্রতিবেদন	
❖ পত্রলিখন – আবেদনপত্র, আমন্ত্রণপত্র ও ব্যক্তিগতপত্র, বৈদ্যুতিন চিঠি, ক্ষুদ্রে বার্তা	
❖ সারমর্ম ও সারাংশ, ভাবসম্প্রসারণ	
❖ সংলাপ, ক্ষুদ্রে গল্প	
❖ প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা	
❖ মডেল প্রশ্ন	
❖ দিনাজপুর বোর্ডের ২০১৯ সালের প্রশ্ন	

বাংলায় কম নম্বর পাবার কারণ

- ১। আনুপাতিক হারে বাংলা কম পড়া।
- ২। উত্তর মানসম্পন্ন এবং যথাযথ না হওয়া।
- ৩। উত্তরে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা।
- ৪। মূল বই না পড়া।
- ৫। পদ্ধতি অনুযায়ী উত্তর না করা।
- ৬। উত্তরে ঘষামাজা বা কাটাকাটি করা।
- ৭। কোন উত্তর কত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে, সেই বিষয়ে পূর্ব পরিকল্পনা না থাকা।
- ৮। হাতের লেখা দ্রুত না হওয়া।
- ৯। হাতের লেখা সুন্দর বা স্পষ্ট না হওয়া।
- ১০। বানান ভুল।
- ১১। বাক্য গঠনে দুর্বলতা।
- ১২। সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ।

১৩। যতিচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ না করা।

১৪। উত্তরপত্র যথাযথভাবে না সাজানো। উত্তরপত্রের গেটা-আপ ও
মেক-আপ যথার্থ না হওয়া।

বেশি নম্বর পাবার উপায়

- ১। মাতৃভাষা বলে বাংলা বিষয়কে অবহেলা না করে অন্যান্য বিষয়ের
মত বাংলাকেও গুরুত্ব দিয়ে পড়া।
- ২। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার মত করে উত্তরটি প্রস্তুত করা এবং সেই
ভাবেই উত্তরপত্রে উপস্থাপন করা।
- ৩। উত্তরে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা যেন না হয় সে দিকে
সতর্ক নজর রাখা।
- ৪। শুধু গাইড বা নোট না পড়ে মূল বই বার বার পড়া। সৃজনশীল
পদ্ধতিতে ভালো নম্বর পেতে হলে
- ৫। মূল বই পড়ার বিকল্প নেই। উত্তর করার যথাযথ পদ্ধতি অনুযায়ী
উত্তর করা।

- ৬। কোনো অবস্থাতেই যেন উত্তরে ঘষামাজা বা কাটাকাটি না হয় সে দিকে লক্ষ রাখা। এ জন্য লেখার অনুশীলন করতে হবে।
- ৭। কোন উত্তর কত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা যাবে, সেই বিষয়ে বাসায় অনুশীলন করতে হবে। একটি উত্তর খুব বড় এবং ভালো করে লিখে অন্য উত্তর সংক্ষিপ্ত ও যেনতেনভাবে লিখলে ভালো ফল পাওয়া যায় না।
- ৮। হাতের লেখা দ্রুত করা জন্য বেশি বেশি লেখার অভ্যাস করতে হবে এবং পড়ার সময় কঠিন শব্দগুলোর বানান লক্ষ করে পড়তে হবে।
- ৯। হাতের লেখা যাতে সুন্দর বা স্পষ্ট হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে তোমার লেখা অন্য জন পড়বেন এবং পড়ার পর নম্বর দিবেন।
- ১০। পরীক্ষার খাতায় যেন কোনো অবস্থাতেই বানান ভুল না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। মনে রাখবে তুমি যতই ভালো লেখ না কেন, বানান ভুল হলে যথাযথ নম্বর পাবে না।
- ১১। উত্তরের প্রতিটি বাক্য যেন শুদ্ধ হয় সে দিকে সতর্ক নজর রাখা।

১২। কোনো অবস্থাতেই যেন সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ না হয়। মনে রাখতে হবে, একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ না করার জন্য প্রশ্নপত্রের শুরুতেই পরীক্ষার্থীদের সতর্ক করে দেয়া হয়।

১৩। যতিচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ যাতে হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

১৪। উত্তরপত্র যথাযথভাবে যেন সাজানো থাকে সে দিকে নজর রাখতে হবে। মনে রাখবে তোমার সমস্ত শ্রম ও মেধা উত্তরপত্রে উত্তর উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হবে।

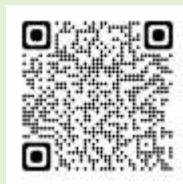
উল্লিখিত পরামর্শগুলো যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় তবে অবশ্যই এ+ নম্বর পাওয়া যাবে। অন্যথায় বেশি নম্বর পাবার আর কোনো উপায় নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬
সিলেবাস
মান বন্টন ও প্রশ্নের ধারা

মান বন্টন

বাংলা: ২য় পত্র
পূর্ণমান: ১০০

ক্রমিক নং	ব্যাকরণ: ৩০	নম্বর বিভাজন
১	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	৫ নম্বর
২	বাংলা বানানের নিয়ম	৫ নম্বর
৩	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি : পদ	৫ নম্বর
৪	বাংলা শব্দগঠন (উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস)	৫ নম্বর
৫	বাক্যতত্ত্ব	৫ নম্বর
৬	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	৫ নম্বর
	নির্মিতি: ৭০ নম্বর	

১	পারিভাষিক শব্দ থেকে ১টি এবং অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
২	দিনলিপি লিখন ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা থেকে ১টি এবং ভাষণ রচনা ও প্রতিবেদন রচনা থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৩	বৈদ্যুতিন চিঠি অথবা স্মুদে বার্তা থেকে ১টি এবং পত্রলিখন অথবা আবেদনপত্র থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৪	সারাংশ, সারমর্ম ও সারসংক্ষেপ থেকে ১টি এবং ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫	সংলাপ রচনা থেকে ১টি এবং স্মুদে গল্প রচনা থেকে ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৬	প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা; ৫টি বিকল্প থাকবে, ১টি রচনা লিখতে হবে।	২০ নম্বর
মোট নম্বর = ১০০		

প্রশ্নের ধারা

ক্রমিক	ব্যাकरण: ৩০	নম্বর
১	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম (উচ্চারণের নিয়মের একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা ৮টি শব্দ থাকবে এর ৫টির উচ্চারণ নির্ণয় করতে হবে)	৫ নম্বর
২	বাংলা বানানের নিয়ম (বানানের নিয়মের একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা ৮টি শব্দ থাকবে এর ৫টির উচ্চারণ নির্ণয় করতে হবে)	৫ নম্বর
৩	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি : পদ (পদের পরিচয় থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা পদ নির্ণয় করতে হবে।)	৫ নম্বর
৪	বাংলা শব্দগঠন (উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস) (শব্দের শ্রেণিবিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা সমাস অথবা প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করতে হবে।	৫ নম্বর
৫	বাক্যতত্ত্ব (বাক্যের একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা ৮টি বাক্য থাকবে ৫টি রূপান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ (৮টি বাক্য থাকবে ৫টি শুদ্ধ করে লিখতে হবে অথবা অনুচ্ছেদ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
	নিমিতি: ৭০ নম্বর	

১	পারিভাষিক শব্দ (১৫টি শব্দ থেকে ১০টি) থেকে ১টি এবং অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
২	দিনলিপি লিখন ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা থেকে ১টি এবং ভাষণ রচনা ও প্রতিবেদন রচনা থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৩	বৈদ্যুতিন চিঠি অথবা স্মুদে বার্তা থেকে ১টি এবং পত্রলিখন অথবা আবেদনপত্র থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৪	সারাংশ, সারমর্ম ও সারসংক্ষেপ থেকে ১টি এবং ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫	সংলাপ রচনা থেকে ১টি এবং স্মুদে গল্প রচনা থেকে ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৬	প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা; ৫টি বিকল্প থাকবে, ১টি রচনা লিখতে হবে।	২০ নম্বর
মোট নম্বর = ১০০		

**নমুনা প্রশ্ন ই-বুকের শেষে দেওয়া
আছে**

১০০% কমানের নিশ্চয়তায় এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

সাজেশন

বাংলা দ্বিতীয় পত্র প্রণয়নে মুসা স্যার

(অধ্যাপক ড. এ. আই. এম. মুসা)

- ভূতপূর্ব : সহযোগী অধ্যাপক, রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর
- গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা
- সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর
- বিভাগীয় প্রধান, সরকারি পিসি কলেজ, বাগেরহাট
- অধ্যক্ষ, তারাগঞ্জ সরকারি কলেজ, রংপুর।

মূল্য-২৫০ টাকা

এইচ এস সি পরীক্ষা ২০২৬

সাজেশন

বিষয় : বাংলা দ্বিতীয় পত্র

(সকল বোর্ডের জন্য)

লা ইউ ডিউ আযরাল আমিলীন-
(কোন আমলই বৃথা যায় না) -আল কুরআন

যে সব বঙ্গের জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নিগর্য ন জানি।

সাজেশনটি অনুসরণ করার আগে মনে রাখবে- ‘শুদ্ধ উত্তর এবং পরিচ্ছন্ন উত্তরপত্র’ই বাংলায় বেশি নম্বর পাবার উপায়।

এইচএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস

শিরোনাম	বিষয়বস্তু (পাঠ ও পাঠের শিরোনাম)	নম্বর বিভাজন
ব্যাকরণ	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	৫ নম্বর
	বাংলা বানানের নিয়ম	৫ নম্বর
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি : পদ	৫ নম্বর
	বাংলা শব্দগঠন (উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস)	৫ নম্বর
	বাক্যতত্ত্ব	৫ নম্বর
	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	৫ নম্বর
নির্মিতি	পারিভাষিক শব্দ এবং অনুবাদ	১০
	দিনলিপি লিখন এবং প্রতিবেদন রচনা	১০
	বৈদ্যুতিন চিঠি/স্কুদেবার্তা এবং আবেদন পত্র	১০
	সারাংশ ও সারমর্ম এবং ভাবসম্প্রসারণ	১০
	সংলাপ এবং খুদে গল্প রচনা	১০
	প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখন : বিষয়সমূহ- নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জাতীয় চেতনা শিল্প ও অর্থনীতি, সাম্প্রতিক বিষয়।	২০
	মোট নম্বর =	১০০

সাজেশনের সমাধান দেখতে ভিজিট করুন: www.onlinereadingroombd.com

প্রশ্নের ধারা ও মান বন্টন

ব্যাকরণ: ৩০	বিভাজন
বাংলা উচ্চারণের নিয়ম (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটির উত্তর করতে হবে)	৫
বাংলা বানানের নিয়ম (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটির উত্তর করতে হবে)	৫
বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটির উত্তর করতে হবে)	৫
বাংলা শব্দ গঠন: উপসর্গ ও সমাস (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটির উত্তর করতে হবে)	৫
বাক্যতত্ত্ব (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটির উত্তর করতে হবে)	৫
বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটির উত্তর করতে হবে)	৫
নিমিতি: ৭০	
পারিভাষিক শব্দ <u>অথবা</u> অনুবাদ (১৫টি পারিভাষিক শব্দ থাকবে ১০টি দিতে হবে <u>অথবা</u> ১টি অনুবাদ [ইংরেজি থেকে বাংলা] দিতে হবে)	১০
দিনলিপি লিখন/ প্রতিবেদন রচনা <u>অথবা</u> ভাষণ/অভিজ্ঞতা বর্ণনা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টি দিতে হবে)	১০
আবেদন পত্র <u>অথবা</u> বৈদ্যুতিন চিঠি/স্মুদে বর্তা (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি দিতে হবে)	১০
ভাবসম্প্রসারণ <u>অথবা</u> সারাংশ /সারমর্ম (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি দিতে হবে)	১০
সংলাপ <u>অথবা</u> খুদে গল্প রচনা (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি দিতে হবে)	১০
প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখন, বিষয়সমূহ: নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জাতীয় চেতনা (৫টি থেকে ১টি দিতে হবে)	২০
শিল্প ও অর্থনীতি, সাম্প্রতিক বিষয়।	
মোট নম্বর=	১০০

এই সাজেশনের সমাধান ই-বুক/পিডিএফ আকারে পাওয়া যাবে নিচের
ওয়েব সাইটে। ওয়েব এড্রেস :

www.onlinereadingroombd.com

বিস্তারিত সাজেশন

ব্যাকরণ অংশ : নম্বর ৩০

১। বাংলা উচ্চারণের নিয়ম: [ক থেকে ছ পর্যন্ত ১টি প্রশ্ন থাকবে]

(ক) ‘অ’ ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ঢাবো-১৬, ১৭, ২২, ২৫ দিবো-১৭, ২৪, কুবো-১৬, ২৫, চবো- ১৬, ২৫, রাবো- ২৩, ২৪, ২৫, যবো-১৭, ২৫, মবো-২৩, ববো-১৭)

অথবা, অ-এর উচ্চারণ কোন কোন স্থানে ও-এর মতো বা ও-বৎ হয়।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখ।

(খ) ব-ফলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(যবো-২৩ ববো-২৩ কুবো ২২, ২৪, রাবো-২২, সিবো-২২, মবো-২৪, দিবো-২৫)

(গ) ম-ফলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(ঢাবো-২৩, দিবো -২৩, ববো-২৫, যবো-২৫)

(ঘ) উদাহরণসহ প্রমিত বাংলায় ‘এ’-কার উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(কুবো-২৩, সিবো-২৩, ২৫, ববো-২২, দিবো-২২, মবো-২২)

(ঙ) ‘য-ফলা’ উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। (ঢাবো-২৪)

(চ) প্রমিত বাংলায় আদ্য ‘অ’ উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(ছ) উদাহরণসহ প্রমিত বাংলায় অন্ত্য ‘অ’ উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(জ) মধ্য ‘অ’ উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(চ) নিচের যে কোনো ৫টি শব্দের প্রমিত উচ্চারণ লেখ:

অগ্নিকাণ্ড, অত্যাচার, অন্তঃকরণ, অহু, অংশ, অতু্যক্তি, অন্ত্য, আক্কেল, অংশীদার, অদক্ষ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, আঞ্চলিক, অকথ্য, অদ্বিতীয়, অল্পপূর্ণা, আত্মহত্যা, অকস্মাত, অদ্য, অপরাহ্ন, আত্মা, অকৃতজ্ঞ, অধিকার, অবিনাশ, আত্মীয়, অক্ষ, অধ্যক্ষ, অবিনাশী, আবশ্যিক, অক্ষয়, অধ্যবসায়, অবিশ্বাস, আবৃত্তি, অক্ষর, অধ্যয়ন, অভিজাত, অভিজাত্য, অক্ষাংশ, অধ্যাপক, অভিজ্ঞ, আশ্চর্য, অক্ষি, অনন্ত, অভিধান, আশ্রম, অগ্রিম, অনভ্যাস, অভিমান, আসক্তি, অঙ্গুলি, অনিঃশেষ, অভিযোগ, আহবান, অজ্ঞান, অনিন্দ্য, অরণ্য, আহ্নিক, অতঃপর, অনিবার্য, অর্ঘ্য, আহ্বান, অতি, অনুকরণ, অশিক্ষিত, আল্লাদ, অতীত, অনুকূল, অসময়, অতীশ, অনুবাদ, অসহ্য, অত্যন্ত, অনৈক্য, অসীম, ইতঃপূর্বে, উক্ত, উদ্যত, উল্লাস, ইতিবৃত্ত, উচ্চারণ, উদ্যম, উহ্য, ইতিহাস, উজ্জীবিত, উদ্যোগ, উনসত্তর, ইতোমধ্যে, উৎকৃষ্ট, উন্মাদ, ঋগ্বেদ, ইত্যাদি, উদাহরণ, উন্মোচন, ঋণ, ঈশ্বিত, উদ্বাস্ত, উপমা, ঋতু, ঈশান, উদ্বিগ্ন, উপস্থিত, ঋতুরাজ, এক, একীভূত, ঐশ্বরিক, ওষ্ঠধ্বনি, একক, একুশ, ঐশ্বর্য, ওষ্ঠ্য, একগুঁয়ে, এখন, ঐশ্বর্যবান, ওজ্জ্বল্য, একটি, ঐকতান, ঐশ্বর্যশালী, ঔদার্য, একতা, ঐকমত্য, ঐহিক, ঔপনিবেশিক, একদিন, ঐক্য, ওঙ্কার, ঔপন্যাসিক, একা, ঐচ্ছিক, ওজস্বী, ঔষধ, একাডেমি, ঐতিহ্য, ওতপ্রোত, একান্তর, ঐর্শ্য, ওপর, কক্ষ, কৃতজ্ঞ, খতিয়ান, গণিত, কণ্ঠ, কেমন, খদ্যোতিকা, গদ্য, কন্যা, কোষাধ্যক্ষ, খবর, গৌরব, কপট, ক্রমশ, খাদ্য, গ্রন্থ, কবি, ক্রোড়পত্র, খাদ্যশস্য, গ্রহণ, কবিতা, ক্ষণ, খ্রিস্টাব্দ, গ্রহণ, কমল, ক্ষতবিক্ষত, গঞ্জ, গ্রাহ্য, কর্তব্য, ক্ষতি, গঞ্জনা, গ্রীষ্ম, কর্ম, ক্ষতিগ্রস্ত, গণতন্ত্র, গ্রীষ্মকাল, কল্যাণ, ক্ষয়িষ্ণু, গণনা, কারক, খচিত, গণিত, চক্রবাক, চৌদ্দ, জনশ্রুতি, জ্ঞাত, চক্রান্ত, চৌর্য, জনৈক, জ্ঞাতব্য, চক্ষুশ্মান, ছদ্মবেশী, জন্মগ্রহণ, জ্ঞাতি, চরিত্র, ছন্দ, জয়ধ্বনি, জ্ঞান, চর্যাপদ, ছবি, জলজ, জ্ঞানী, চলন্ত, ছাত্র, জলপ্রপাত, জ্ঞাপন, চলন্ত, ছিদ্র, জাগ্রত, জ্বলন্ত, চলিষ্ণু, ছিয়াত্তর, জিহ্বা, জ্যামিতি, চিহ্ন, ছোট, জীবন্মৃত, জ্যৈষ্ঠ, চিহ্নিত, জগদ্বিখ্যাত, জীবাশ্ম, টগর, চৈত্র, জটিল, জীবাশ্ম, তটিনী, তন্ময়, দক্ষ, দীনবন্ধু, তৎক্ষণাৎ, তীক্ষ্ণ, দন্ত্য, দুঃখ, তত্ত্ব, তীব্র, দরখাস্ত, দুঃশাসন, তত্ত্বজ্ঞ, তূর্য, দরিদ্র, দেখা, তত্ত্বাবধান, ত্যাজ্য, দর্শনীয়, দেহ, তত্ত্বাবধায়ক, ত্রিকালজ্ঞ, দায়িত্ব, দ্বিত্ব, তত্ত্বীয়, ত্রিকালদর্শী, দায়িত্বজ্ঞান, দ্বিপ্রহর, তথ্য, দই, দাহ্য, দ্ব্যর্থ, তন্নী, দক্ষ, দ্বিগ্বিজয়ী, দ্রষ্টব্য, ধন্যবাদ, নদী, নিঃশর্ত, নিষিদ্ধ, ধার্য, নদীমাতৃক, নিঃশ্বাস, নিঃস্রাব, ধ্বংস, ননদ, নিঃসংশয়, নৈঃশব্দ্য, ধ্বনি, নবজাত, নিঃসন্তান, নৈসর্গিক, ধ্রুবতারা, নবান্ন, নিঃস্ব, ন্যস্ত, নক্ষত্র, নব্বই, নিত্য, ন্যায্য, নতি, নাগরিক, নিশ্চিহ্ন, পক, পার্শ্বস্থ, প্রতিজ্ঞাপত্র, প্রশ্ন, পক্ষ, পুনঃপুন, প্রত্যক্ষ, প্রশয়, পঞ্চেন্দ্রিয়, পুনশ্চ, প্রত্যঙ্গ, প্রস্তুতি, পথ-বাসী, পুষ্পাঞ্জলি, প্রত্যাখ্যান, প্রাঞ্জলতা, পথিকৃৎ, পোষ্য, প্রথম,

প্রাণিজ, পদপ্রার্থী, প্রচণ্ড, প্রধান, প্রাপ্য, পদ্ম, প্রচেষ্টা, প্রপঞ্চ, প্রায়শ্চিত্ত, পদ্য, প্রজাপতি, প্রবন্ধ, প্রারম্ভ, পরীক্ষা, প্রজ্ঞা, প্রভাত, প্রেতাশ্রা, পরীক্ষিত, প্রণীত, প্রশস্ত, ফুটন্ত, পর্যন্ত, প্রতজ্ঞা, প্রশস্তি, ফুলশয্যা, বক্তব্য, বাহ্যিক, বিষবৃক্ষ, ব্রহ্ম, বক্তৃতা, বিক্ষত, বিহ্বল, ব্রহ্মপুত্র, বক্ষ, বিখ্যাত, বীরাঙ্গনা, ব্রহ্মা, বধিত, বিচক্ষণ, বুদ্ধিজীবী, ব্রহ্মাণ্ড, বনবাস, বিচ্যুত, বেতন, ব্রাহ্মণ, বনস্পতি, বিজ্ঞ, বৈশাখ, ভক্ষক, বন্ধন, বিজ্ঞপ্তি, বৈষ্ণব, ভক্ষণ, বন্যা, বিজ্ঞান, বৈসাদৃশ্য, ভগ্ন, বর্ষিত, বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিত্ব, ভবিষ্যৎ, বহি, বিদ্বান, ব্যতিক্রম, ভয়ঙ্কর, বাগ্মী, বিদেশ, ব্যথিত, ভরসা, বাগ্মী, বিবাহ, ব্যবধান, ভগ্ন, বাঞ্ছনীয়, বিভ্রান্ত, ব্যাকরণ, ভিক্ষুক, বাল্মীকি, বিশেষজ্ঞ, ব্যাখ্যা, ভৌগোলিক, বাহ্য, বিশ্বাস, ব্যূহ, ভ্রষ্ট, মঞ্চ, মর্মান্তিক, মূঢ়, যকৃৎ, মঞ্জুর, মর্যাদা, মৃগ, যক্ষ্মা, মতি, মসৃণ, মৃন্ময়, যখন, মধ্যাহ্ন, মস্তিষ্ক, মেঘমালা, যজ্ঞ, মন, মহত্ব, মেলা, যথাক্রমে, মনমালিন্য, মানচিত্র, মৈত্রী, যুগ্ম, মনুষ্যত্ব, মাহাত্ম্য, মোহিত, মনোজ্ঞ, মুক্তমঞ্চ, মৌন, মন্তব্য, মুহূর্ত, মৌর্য, রক্ত, লক্ষ্মী, শয্যা, শ্রদ্ধাস্পদ, রক্ষক, লক্ষ্য, শশ্রূষা, শ্রবণ, রক্ষিত, লগ্ন, শস্য, শ্রম, রঞ্জিত, লগ্নি, শাস্ত্র, শ্রমসঙ্গী, রশ্মি, লঘিষ্ঠ, শাসন, শ্রাবণ, রহস্য, লজ্জিত, শিক্ষক, শ্রাব্য, রাষ্ট্রপতি, লভ্য, শিষ্য, শ্রুতিমধুর, রূপসী, লভ্যাংশ, শুদ্ধ, শ্লেষ্মা, রোমাঞ্চ, লাঞ্ছনা, শুদ্ধ, যগ্ণ, রৌপ্য, লাঞ্ছিত, শূন্য, যষ্ঠ, লক্ষ, লাভ্য, শ্বাশত, যোগাসিক, লক্ষণ, শক্তি, শ্রদ্ধা, ষোড়শি, সংগ্রহ, সত্ত্বর, সরণ, স্বাগত, সংজ্ঞা, সত্য, সহস্র, স্বাধীন, সংবরণ, সদ্য, সহিষ্ণু, স্মরণীয়, সংবর্ধনা, সন্ধ্যা, সহ্য, স্মর্তব্য, সংবাদপত্র, সবিনয়, সুতীক্ষ্ণ, স্মৃতি, সংযত, সবিশেষ, সুষ্ঠু, হিংস্র, সংরক্ষণ, সভ্য, সুহৃদ, হিতৈষী, সহি, সমন্বয়, সৃজনশীল, হত, সধিত, সমবেত, সৌন্দর্য, হৃদয়, সঠিক, সমীহ, স্বরাজ, হ্রস্ব, সত্তর, সম্প্রতি, স্বল্প।

(৫১২টি)

উচ্চারণের নিয়ম থেকে একটি প্রশ্ন এবং উচ্চারণ নির্ণয়ের জন্য ৮টি শব্দ থাকবে ; ৫টি দিতে হবে। নিয়ম না লিখে উচ্চারণ নির্ণয়ের উত্তর দেওয়াই উত্তম।

২। বাংলা বানানের নিয়ম :

(ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী অ-তৎসম শব্দের ৫টি নিয়ম লেখ।

(চবো-১৬, ২৫ ববো-১৬, সিবো-১৭, ঢাবো-২৪, মবো-২৫)

অথবা, বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ঢাবো-২৩, ২৫, মবো-২৩, রাবো-২৩ ২৫, দিবো-২৩, কুবো-২৩ ২৫, সিবো-২৩, যবো-

২৩ ও ববো-২৩)

অথবা, প্রমিত বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম লেখ। (য. বো. ১৬, চবো-১৯)

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

অথবা, বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(খ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই-কার ব্যবহারের ৫টি নিয়ম। (দিবো-১৬, ১৭ সিবো-২৫, ববো-২৫)

(গ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। (রাবো-১৯, দিবো-২৫)

(ঘ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ‘ই’, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (বর্ব) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(সবো-১৮)

(ঙ) ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব বিধানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(চ) ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ষ-ত্ব বিধানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ছ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে বিদেশি শব্দের বানানের ৫টি নিয়ম লেখ।

(জ) নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ :

অকপ্পাৎ, অনুগামীনী, অলঙ্ঘ, আনবিক, ইতিমধ্যে, অক্ষুন্ন, অনুদিত, অশ্রুজল, আনুষঙ্গিক, ইতিমধ্যে, অগ্নাশয়, অনুর্ধ্ব, অহোরাত্রি, আবিস্কার, ইতোপর, অগ্নুৎপাত, অনুসঙ্গ, আইনজীবী, আমাবস্যা, ইদানিং, অতলস্পর্শী, অনুসূয়া, আকস্মিক, আর্শিবাদ, ইদুর, অতিথী, অপকর্ষতা, আকাংখ্যা, আলচ্যমান, ইদৃশ, অত্যন্ত, অপরাহু, আগন্তক, আশাঢ়, ইম্পিত, অদ্যবধি, অপরীসিম, আগমনি, আশীষ, অধিনস্থ, অপহরন, আচরন, ইংরেজী, অধ্যাবসায়, অপাঙেতয়, আত্মস্ত, ইতপূর্বে, অধ্যায়ন, অপেক্ষামান, আদ্যন্ত, ইতমধ্যে, অনাথিনী, অপ্রতুলতা, আদ্র, ইতিপূর্বে, উচ্চাস, উদ্ধত্য, উপাধী, এতদ্বারা, ঔচিত্ত, উজ্জ্বল, উদ্বেলিত, উর্মি, এতদসংক্রান্ত, উৎকর্ষতা, উপন্যাসিক, উল্লেখিত, এসিস্টেন্ট, উত্যক্ত, উপযোগীতা, উশৃঙ্খল, ঐক্যতান, উদীচি, উপরুক্ত, একত্রিত, ঐক্যমত, কটুক্তি, কিংবদন্তী, কৃচ্ছসাধন, ক্ষুণ্ণিবৃত্তি, গৌন, কথপোকথন, কিনাক্ষ, কৃতি, গড্ডালিকা,

গ্রন্থাবলী, কর্ণেল, কিম্বদন্তী, কৃতিবাস, গণ্ডুষ, গ্রহিতা, কমজীবী, কুজ্জটিকা, কৃতীত্ব, গরিয়সী, গ্রামীণ, কলংকিত, কুপমণ্ডুক, কৌতুহল, গিতাঞ্জলি, ঘনিভূত, কল্যান, কৃচ্ছ, ক্ষতিগ্রস্ত, গুণীগণ, ঘুরাঘুরি, কার্য্যালয়, কৃচ্ছতা, ক্ষিণজীবী, গৃহস্ত, ঘূর্ণীয়মান, চতুস্কোন, টুর্গামেন্ট, দুরাবস্থা, দুর্জয়, নিক্কন, চিক্কন, ডাষ্টবিন, দূরবস্থা, দুর্দর্ম, নিরপরাধী, ছাত্রছাত্রীগণ, তরুছায়া, দূরাবস্থা, দুর্বলতা, নিরব, জগত, তিরস্কার, দুর্গাম, দুর্বিসহ, নিপুণী, জাজ্জল্যমান, তেজস্ক্রিয়, দুর্বিসহ, দূষ্যাপ্য, নির্দোষী, জীবীকা, তোরন, দুষিত, দৈন্যতা, নির্মীয়মান, জেষ্ঠ্য, দণ্ডবিদী, দূরন্ত, দোষনীয়, নিশিথিনী, জৈষ্ঠ্য, দায়ীত্ব, দূরবৃত্ত, দ্বন্ধ, নীরোগী, জোন্সারাত, দারিদ্রতা, দূরাদৃষ্ট, ধংস, নুপুর, ঝঞ্জাট, দিবারাত্রি, দূরুহ, ননদী, নূন্যতম, ঝরণা, দুঃস্ত, দুর্গতি, নমস্কার, নৈঋত, পঁচা, পিপিলিকা, পেশাজীবী, প্রত্যাশ, প্রাতঃভ্রমণ, পন্য, পিরিত, পৈত্রিক, প্রনয়ণ, প্রাতঃরাশ, পরজীবী, পুন্যাহ, পোষ্টমাষ্টার, প্রনয়িনি, প্রাতঃস্মরণী, পরাণ, পুরস্কার, প্রণষ্ট, প্রবাহমান, প্রোজ্জলণ, পরিস্কার, পুরান, প্রতিদন্দি, প্রাণপুরুষ, প্রোজ্জলিত, পল্লীগ্রামে, পুননির্মান, প্রতিদন্দিতা, প্রাণীজগত, ফটোশ্বেট, পানিনি, পূর্বাহ্ন, প্রতিযোগীতা, প্রাণীতত্ত্ব, ফলপ্রসু, পিত্রিদত্ত, পৃথকন, প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রাণীবিদ্যা, ফাঁসী, বনস্পতি, বানিজ্য, বিভিসিকা, বৈয়াকরণিক, ব্যবহার, বন্দোপাধ্যায়, বাল্মিকি, বীরস্বনা, ব্যতীত, ব্যার্থ, বয়ঃজেষ্ঠ্য, বিদুষি, বুৎপত্তি, ব্যপ্ত, ব্রহ্মন, বহিঃস্কার, বিদ্যান, বুদ্ধিজীবী, ব্যবহারজীবী, বাংলালী, বিদ্রূপ, বৈচিত্র, ব্যতীত, বাধনীয়, বিভিষণ, বৈদন্ধ, ব্যাত্যয়, ভর্তিচ্ছ, ভ্রাতৃস্পুত্র, মনযোগ, মন্ত্রীসভা, মুখস্ত, ভগ্ন, ভ্রুকৃটি, মনিজাল, মরিচিকা, মুচ্ছর্গা, ভগ্নীভূত, মণিষা, মনিষা, মহত্ব, মুমূর্ষু, ভীষন, মনঃগ্রাহী, মনিষী, মহিয়সি, মুহুমূহু, ভূয়সী, মনঃদুঃখ, মনোকষ্ট, মহিষি, মুহ্যমান, ভূবণ, মনঃবাঞ্ছা, মনোক্ষুণ্ণ, মল্লত, মূর্ছনা, ভুল, মনজোগ, মনোপীড়া, মাধুর্যতা, মূহূর্ত, ভোগলিক, মনস্তর, মনোপুত, মাহাত্ম, মৌনতা, ভ্রাতাগণ, মনমোহন, মন্ত্রীত্ব, মুখরিত, যক্ষা, শমিরণ, শারিরীক, শুধুমাত্র, শ্লেষ্মা, যদ্যপি, শরিরীক, শাস-প্রসাস, শুশ্রূষা, ষষ্ঠদশ, রেজিষ্ট্রেশন, শশুরবাড়ী, শিরঃচ্ছেদ, শ্বশুড়, ষাণ্মাসিক, লক্ষ্মন, শশ্মান, শিরঃচ্ছেদ, শ্বাশত, ষ্টেডিয়াম, লজ্জাস্কর, শশ্রূষা, শিরনাম, শ্বাশুড়ি, ষ্টেশন, লবন, শয্য, শিরমণি, শ্রদ্ধাঞ্জলী, ষ্টোর, লব্ধপ্রতিষ্ঠিত, শহীদমিনার, শিরোমনি, শ্রমজীবী, শমিটীন, শান্তনা, শুচীপত্র, শ্রেণী, সংস্কৃতিক, সম্বর্দ্ধনা, সাতন্ত্র, সৌহার্দ, স্বরস্বতী, সকাতির, সম্বলিত, সাত্ত্বিক, ষ্টেডিয়াম, স্বস্ত্রীক, সচিত্রিত, সম্বাদ, সাবলম্বন, স্থূল, স্বাক্ষরতা, সত্ত্বা, সম্মানীয়, সামীগ্রহ, স্নেহশিস, স্বান্তনা, সত্যেও, সয়ংবরা, সায়াহ্ন, স্মৃতি, স্বার্থকতা, সধর্মচূত, সর্বশান্ত, সুপারিস, স্বচ্ছল, স্মরণাপন্ন, সন্ধাপদ্বিপ, সর্বস, সুসম, তঃস্কুর্ত, স্মরণার্থী, সন্ধিহান, সলজ্জিত, সুস্থ্য, স্বত্ব, শ্রেহাশীষ, সন্যাসী, সশংকিত, সুস্বাগত, স্বত্বা, শ্রোতস্বিনি, সমিটীন, সহকারি, সূধি, স্বত্বাধিকারী, হিনমন্যতা, সমিপবর্তিনি, সহমর্মীতা, সোনালী, স্বপরিবার, হৃদপিণ্ড, সমিরন, সহযোগীতা, সৌজন্যতা, স্ববান্ধব, হৃদস্পন্দন।(৩৭৬টি)

বানানের নিয়ম থেকে একটি প্রশ্ন এবং বানান শুদ্ধীকরণের জন্য ৮টি শব্দ থাকবে ; ৫টি দিতে হবে। নিয়ম না লিখে উচ্চারণ নির্ণয়ের উত্তর দেওয়াই উত্তম।

৩। বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি : পদ

(ক) বিশেষ্য পদ কাকে বলে? বিশেষ্য পদ কত প্রকার ও কী কী?

উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার বিশেষ্য পদের পরিচয় দাও।

(দিবো-২০১৬, রাবো-২৫ মোবো-২৫, চবো-২৫)

অথবা, উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(রাবো-২৩)

অথবা, বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(সিবো-২৩)

(খ) বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। (চা. বো. ১৬, দিবো-২৩)

অথবা, উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(যবো-২৩, চাবো-২৫, সিবো-২৫, ববো-২৫, কুবো, যাবো-২৫)

অথবা, ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(ববো-২৩)

(গ) আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। (রাবো- ১৬,

সিবো-১৭)

অথবা, আবেগ শব্দ বলতে কী বুঝে? আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(চাবো-২৩, মবো-২৩ দিবো-২৫)

অথবা, আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ

আলোচনা কর।

(কুবো-২৩)

সাজেশনের সমাধান দেখতে ভিজিট করুন:



(ঘ) বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী?

উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার বিশেষণ পদের পরিচয় দাও।

(ঙ) গঠন অনুযায়ী ক্রিয়া কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ এদের পরিচয় দাও।

(চ) অনুসর্গ কাকে বলে? ৪টি বাক্যে অনুসর্গের প্রয়োগ দেখাও।

(ছ) যোজক কী? উদাহরণসহ যোজকের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। (কুবো-১৯)

(জ) উদাহরণসহ সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(চবো, ববো-১৬, ঢাবো, ববো-১৭, চবো-১৯, ঢাবো-১৯)

(ঝ) নিচের অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষ্য অথবা বিশেষণ অথবা সর্বনাম অথবা ক্রিয়া অথবা ক্রিয়া বিশেষণ অথবা চিহ্নিত শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর।

(কিছু নমুনা প্রশ্ন নিচে দেয়া হলো)

প্রশ্ন-১ নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো:

“আবু ছোটোমামা হয়েছে। আবু ছোটোমামা হয়েছে।” আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অজ্ঞশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে-। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ। তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, “আবুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আবু তা হলে মুক্তিবাহিনী তাই না?”

প্রশ্ন-২ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ নির্বাচন কর:

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকায় বিক্রমপুরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম মানিক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন।

প্রশ্ন-৩ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ নির্বাচন কর:

সাদা মেঘ আকাশ ছেয়ে আছে। হঠাৎ টিপ-টিপ বৃষ্টি শুরু হলো। করিম ভাঙ্গা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদ হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

প্রশ্ন-৪: নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত কর:

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি, বিশ্বকবি। গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পান। সারা বিশ্বের বিদগ্ধজন যেমন আইনষ্টাইন, রোমা রোল্যান্ড, ইয়েটস প্রমুখের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আবার ইতালির মুসোলিনিকে নিয়ে তিনি ঐকেছিলেন ব্যঙ্গচিত্র।

প্রশ্ন-৫: নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য শব্দ খুঁজে বের কর :

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যপ্রিয়, রূপপিয়াসী, কল্পনাবিলাসী। মনকে আকর্ষণ করার মতো এমন অনেক কিছু প্রকৃতিজগতে ছড়িয়ে আছে। রূপালি নদী, বিল, আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, সবুজ বৃক্ষলতা, নানা বর্ণের ফুল, নানা রঙের ফল, মায়াবী জ্যোৎস্না যে কারো হৃদয় মুগ্ধ করবেই।

প্রশ্ন-৬: নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত কর :

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানীর পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

প্রশ্ন-৭ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি সর্বনাম পদ চিহ্নিত কর :

আজি আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসেবে বড়, না গুণের হিসেবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপর ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্ন-৮: নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য নির্বাচন কর :

প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার একটি টেলিভিশন। সুস্থ শরীর না হলে খেলায় জয়লাভ অসম্ভব। সবুজ ঘাসের উপর হবে সাইকেল চালনা। হাসিহাসি মুখ নিয়ে বিজয় মধ্যে উঠল ছেলেটি।

প্রশ্ন-৯: নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ নির্বাচন কর :

রাত আটটাও বাজে নি, এর মধ্যে গনেশের হোটেল বন্ধ। নিরাময় ফার্মেসিও বন্ধ। একবার মনে হলে আমার নিজের ঘড়িই বন্ধ হয়ে আছে, রাত বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু আমি টের পাচ্ছি না।

প্রশ্ন-১০ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি সর্বনাম পদ নির্বাচন কর:

সেখানকার ছেলেমেয়েরা বেশ মজা পেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ছেলেটা নিশ্চয় পাগল হবে। ঠিক আছে আমরা সবাই তাকে রাজকুমার মনে করে সম্মান দেখাই।

প্রশ্ন-১১ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ পদ বাছাই করে লেখ:

নীল আকাশ। রোদেলা দুপুর। দখিনা বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। সাদা মেঘের দল বলাকার মতো উড়ছে। গ্রামের মেঠো পথে ছেলেরা খেলছে।

প্রশ্ন-১২ নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ নির্বাচন করো:

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখবর।

প্রশ্ন-১৩ নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ পদগুলোর ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো:

আজ সারাদিন আকাশ সাদা মেঘে ঢাকা। মৃদু বাতাস বইছে। রাজিব ভাঙা ছাতা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আপন মনে গান গাইছি। উহ্! বড্ড ঠান্ডা।

প্রশ্ন-১৪ নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে-দেওয়াতের ওপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই-এজন্য হুকা হাতে, নিমীলিত লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কিনা।

পদের সংজ্ঞা ও পরিচয় থেকে একটি প্রশ্ন এবং পদ নির্ণয়ের জন্য একটি অনুচ্ছেদ বা ৮টি বাক্য থাকবে ; ৫টি দিতে হবে।
সংজ্ঞা/পরিচয় না লিখে পদ নির্ণয়ের উত্তর দেওয়াই উত্তম।

৪। বাংলা শব্দ গঠন: (উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয় প্রত্যয় এবং সমাস)

শব্দগঠন

(ক) অর্থ অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও

কী কী? প্রত্যেক প্রকার শব্দের পরিচয় দাও।

(খ) উৎস অনুযায়ী শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার শব্দের পরিচয় দাও।

(গ) বাংলা ভাষায় কোন কোন প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উপসর্গ

(ঘ) ‘উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।’- আলোচনা কর।

(দিবো, যবো, ববো-১৭, সিবো-১৯, যবো-১৯)

(ঙ) পাশের উপসর্গগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি কর ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও:

অঘা, অজ, আড়, আব, নি, ভর, সু, হা, অপ, নির, উৎ।

(চ) উপসর্গ কাকে বলে? যে কোনো চারটি বিদেশি উপসর্গের সাহায্যে একটি করে শব্দ গঠন কর।

(ছ) উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

সমাস

(ঝ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ:

চতুষ্পদী, নবরত্ন, চৌমাথা, পঞ্চনদ, চৌমুহনী, পঞ্চপ্রদীপ, চৌরাস্তা, পঞ্চবটী, তেতালা, পঞ্চরাত্র, তেপান্তর, পসুরি, তেমোহনা, শতবর্ষ, তেরোনদী, শতাব্দী, ত্রিপদী, ষড়ঋতু, ত্রিফলা, সপ্তডিঙা, ত্রিভুবন, সপ্তর্ষি, ত্রিলোক, সপ্তাহ, দশআনি, সহস্রাব্দ, অতীন্দ্রিয়, উপকূল, অনুগমন, উপজেলা, অনুরণন, উপনদী, অনুরূপ, উপবন, অপরাহ্ন, গরমিল, আকর্ষণ, ঘোলাটে, আকর্ণ, দুর্ভিক্ষ, আদিগন্ত, প্রত্যক্ষ, আমরণ, ফিকালাল, আমূল, বিশ্রী, আরক্তিম, যথারীতি, আলুনি, যথাসাধ্য, উচ্ছ্বল, যথেষ্ট, উচ্ছ্বাস, লালচে, উদ্বেল, হরতাল, উপকর্ষণ, হাভাত, অতিমাত্রা, প্রবাদ, অভিমুখ, প্রভাত, প্রগতি, প্রভাব, প্রতিহিংসা, প্রভাষক, প্রত্যেহ, প্রশান্তি, প্রবচন, প্রহার, প্রবচন, কালান্তর, দেশান্তর, গৃহান্তর, বাক্যান্তর, গ্রামান্তর, ভাষান্তর, জনৈক, মতান্তর, জন্মান্তর, মাথাপিছু, তন্মাত্র, যুগান্তর, দর্শনমাত্র, রূপান্তর, দিনভর, লোকটি, দীপান্তর, লোকান্তর, অহিনকুল, দা-কুমড়া, অহোরাত্র, দিগ্বিদিক, আঁট-সাঁট, দুধেভাতে, আজকাল, দোয়াত-কলম, আত্মীয়স্বজন, ধনদৌলত, আদ্যোপান্ত, নথিপত্র, আমরা, পথেঘাটে, আয়ব্যয়, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, উত্তরোত্তর, বইপুস্তক, ওষ্ঠাধর, বনেনবাদড়ে, কাগজ-কলম, ভরণপোষণ, কীটপতঙ্গ, মরাবাঁচা, কুশীলব, মায়েঝিয়ে, ক্রীড়াকৌতুক, রক্তমাংস, ক্ষুৎপিপাসা, রাজাউজির, খোরপোশ, লেনদেন, গঙ্গ-যমুনা-মেঘনা, শান্তশিষ্ট, গণ্যমান্য, শীততপ, গ্রাসাচ্ছাদন, সত্যাসত্য, ছেলেমেয়ে, সাত-সতের, জনমানব, সাপে-নেউলে, জলেস্থলে, সৈন্য-সামন্ত, টীকাভাষ্য, হতাহত, তোমরা, হাতে-পায়ে, তোরা, হিতাহিত, দম্পতি, হ্রাসবৃদ্ধি, অনাশ্রিত, নিরুদ্বেগ, অপয়া, নীলকণ্ঠ, অবিশ্বাস্য, নীলাম্বর, অল্পপ্রাণ, পাঁচগজি, অশীবিষ, পাপমতি, আয়তলোচন, বিপত্নীক, আশীবিষ, বিমনা, উনপাঁজুরে, বিশালাক্ষী, উর্গনাভ, বীণাপাণি, একচোখা, বেওয়ারিশ, একরোখা, বেহায়া, কমবখত, মকরমুখো, কানাকানি, মন্দভাগ্য, কৃতবিদ্যা, মহাত্মা, কোলাকুলি, মৃগনয়না, ক্ষুরধারা, যুবজানি, খড়মপা, রক্তারক্তি, গজানন, রত্নগর্ভা, গভীরচিত্ত, লাঠালাঠি, গলাগলি, শতবাষিকী, গায়ে-হলুদ, শিক্ষক, গৃহস্থ, স্বাপদ, চতুর্দশপদী, সজল, চতুষ্পদ, সতীর্থ, চন্দ্রচূড়, সদর্প, চোখাচোখি, সপরিবার, চৌচালা, সবান্ধব, টানাটানি, সবিনয়, তর্কাতর্কি, সলজ্জ, তিমিরকুন্তলা, সশস্ত্র, তেপায়া, সহৃদয়, তেভাগা, সহোদর, ত্রিভুজ, সাক্ষর, দশানন, সুশীল, দোটানা, সেতার, দোমন, হাতাহাতি, দ্বীপ, হাতেখড়ি, নদীমাতৃক, হাভাতে, নিরর্থক, হাসাহাসি, সংখ্যাতিত, ভাতরাঁধা, বিপদাপন্ন, মাছধরা, দুঃখপ্রাপ্ত, প্রাণবধ, জাতিগত, মাহারা, চরণাশ্রিত, দেশত্যাগ, বইপড়া, চিরস্থায়ী, নদীশাসন, চিরসুখী, আমকুড়ানো, চিরকুমার, বিদ্যাহীন, ক্ষুধার্ত, পাঁচকম, যুক্তিসঙ্গত, জ্ঞানশূন্য, ঢেকিছাঁটা, আগাছাপূর্ণ, ছায়াশীতল, পদদলিত, জনাকীর্ণ, প্রথাবদ্ধ, কণ্টকাকীর্ণ, বাকবিতণ্ডা, মধুমাখা, বাগদত্তা, শ্রমলব্ধ, রক্তাক্ত, গুণমুগ্ধ, শোকাবুল,

চেষ্টালক, ভিক্ষালক, আইনসঙ্গত, মেঘলুপ্ত, মনগড়া, অন্ত্ৰিচিন্তা, গুরুভক্তি, চিড়িয়াখানা, ছাত্রাবাস, জয়ন্তী, তপোবন, ডাকমাণ্ডল, দেবদত্ত, দেশপ্রেম, ফাঁসিকাঠ, বিয়েপাগল, বসতবাড়ি, মুক্তিযুদ্ধ, বিদ্যালয়, রান্নাঘর, মড়াকান্না, গণশিক্ষা, হজযাত্রা, আদ্যান্ত, মুখভ্রষ্ট, ঋণমুক্ত, মেঘমুক্ত, জন্মান্ত, যুদ্ধবিরতি, দুগ্ধজাত, রোগমুক্ত, দেশপলাতক, লক্ষ্যভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট, লোকভয়, পদচ্যুতি, সত্যভ্রষ্ট, প্রাণপ্রিয়, স্বর্গচ্যুত, বিলাতফেরত, অপরাহ্ন, পাতাবাহার, অশ্বডিম্ব, পাষণ্ডস্থপ, অশ্বপদ, পুষ্পসৌরভ, উপলখণ্ড, পুষ্পাঞ্জলি, কবিগুরু, বনস্পতি, কর্মকর্তা, বিদ্যাসাগর, কলঙ্করেখা, বিধিলিপি, খেয়াঘাট, রণ-তুর্য, খ্রিষ্টধর্ম, রাজদণ্ড, গণতন্ত্র, রাজধানী, গল্পপ্রেমিক, রাজনীতি, গৃহকর্তা, রাজপথ, চা-বাগান, রাজপুত্র, ঋণাধারা, রাজভয়, ধর্মসংস্কার, রাজহংস, নদীতীর, রাষ্ট্রপতি, নবীনবরণ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, নীপবৃক্ষ, সূর্যালোক, পল্লিকবি, অকালবার্ধক্য, বাক্সবন্দী, অকালমৃত্যু, বিপদসঙ্কুল, অভূতপূর্ব, ভূতপূর্ব, কার্যক্রম, রণদক্ষ, গাছপাকা, রথারোহণ, গৃহপ্রবেশ, রাতকানা, চিন্তামগ্ন, রাতজাগা, বনবাস, সলিলসমাধি, বনভোজন, অকাতর, অনিষ্ট, অক্ষত, অনুচিত, অখ্যাত, অনেক, অনাচার, অপরিপূর্ণ, অনাশ্রিত, অফুরন্ত, অনাসক্ত, অবিশ্বাস্য, অনাহার, অমানুষ, অনাহুত, অসঙ্গত, অনিবার্য, অসত্য, অনির্বচনীয়, অনৈক্য, অরিন্দম, পকেটমার, ইন্দ্রজিৎ, পঙ্কজ, উদাস্ত, প্রভাকর, কুস্তকার, প্রশ্নকর্তা, খেচর, প্রিয়ংবদা, গায়েপড়া, বাজিকর, গৃহস্থ, বাস্তহারী, গ্রন্থকার, বিস্ময়কর, ঘরছাড়া, বেতনভোগী, জলচর, মধুকর, জাদুকর, মৃত্যুঞ্জয়, তিমিরবিদারী, যাদুকর, দ্রুতগামী, সত্যবাদী, ধামাধরা, সমন্বয়ক, নিশাচর, সর্বনাশা, কলুরবলদ, ঢাকেরবাঁয়া, কলেরগান, বালিরবাঁধ, খেলারমাঠ, বুদ্ধিরটেকি, গানেরআসর, সোনারতরী, ঘোড়ারডিম, সোনারপ্রতিমা, চোখেরবালি, সোনারবাংলা, টাকারকুমির, হাতেছড়ি, অলসতন্দ্রা, মরানদী, কদাচার, মহাকবি, কুকর্ম, মহাজন, ক্রীতদাস, মহানবি, গিনিমা, মহাপৃথিবী, গোলাপফুল, মিঠেকড়া, ছিন্নবস্ত্র, মৃদুমন্দ, নবপৃথিবী, রাঙামাটি, নবযৌবন, লালগোলাপ, নবান্ন, শ্বেতপত্র, নরাধম, ষড়যন্ত্র, নীলপদ্ম, সজ্জন, প্রাণচঞ্চল, সৎলোক, বেগুনভাজা, মৃদুমন্দ, একাদশ, পলান্ন, আয়কর, পানাপুকুর, ঈগলপাখি, প্রাণভয়, উর্গাজাল, ফৌজদারিআদালত, ঘরজামাই, বিরানববই, ছায়াতরু, মমতারস, জয়মুকুট, মৌমাছি, জীবনবিমা, রক্তনদী, জ্যোৎস্নারাত, শিক্ষামন্ত্রী, দ্বাদশ, সংবাদপত্র, ধর্মঘট, সিংহাসন, নাতজামাই, হাটুজল, কালঘুম, পরানপাখি, অলসতন্দ্রা, প্রাণপাখি, কালচক্র, প্রাণভোমরা, ক্ষুধানল, বিষাদসিদ্ধ, জীবন-নদী, ভবনদী, জীবনপ্রদীপ, মনমাবি, জীবনবারি, মোহনিদ্রা, দিলদরিয়া, যৌবনসূর্য, অরুণরাঙা, তুষারধবল, কচুকাটা, বকধার্মিক, কাজলকালো, বজ্রকঠোর, কুসুমকোমল, মিশকালো, গজমূর্খ, শশব্যস্ত, ওলকপি, বজ্রকণ্ঠ, করপল্লব, ব-দ্বীপ, চরণকমল, বাহুলতা, চাঁদমুখ, বীরকেশরী, দেহলতা, মনবিহঙ্গ, পদ্মআঁখি, মুখচন্দ্র, পুরুষসিংহ, সিংহপুরুষ, ফুলকুমারী। (৫০৫টি)

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

(জ) প্রত্যয়ের নামসহ নিচের শব্দগুলোর প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর:

অন্য, ঢাকনা, উক্ত, ঢালাই, উক্তি, ত্যাগ, উচিত, দর্পণ, উজান, দর্শক, উঠতি, দর্শন, উড়ো, দর্শনীয়, উৎরাই, দাতা, উগ্ধ, দিশারী, কমতি, দুগ্ধ, করণীয়, দোলনা, করা, দ্রষ্টব্য, কর্তব্য, ধর্ম, কর্তা, ধুনরি, কান্না, নয়ন, কারক, নশ্বর, কার্য, নাচা, কীর্তি, নায়ক, ক্রেতা, নিড়ানি, খাওয়ানো, নেতা, খেকো, পড়ন্ত, খেচর, পড়ুয়া, খেলনা, পরিত্যাগ, খ্যাতি, পরিশ্রমী, গণনা, পাওনা, গতি, পাক, গন্তব্য, পাচক, গাইয়ে, পাঠক, ঘাটতি, পানীয়, ঘাতক, পৃথিবী, চলন্ত, প্রগতি, চলিষ্ণু, প্রচলিত, চেনা, প্রসূতি, ছুটি, ফেরত, জয়, বক্তব্য, জয়ী, বক্তা, জ্যান্ত, বধ, বরনা, বরণীয়, ঠকা, বর্তমান, বসত, সেলাই, বহতা, স্মরণ, বাজনা, স্মরণীয়, বাড়তি, স্মর্তব্য, বিদিত, স্মারক, বিদ্যুৎ, হত্যা, বিধাতা, হাঁচি, বিনয়, হাসি, বৃষ্টি, অনুরাগী, বৈঠক, অস্তিম, ভক্ত, আঁজলা, ভক্তি, আগ্নেয়, ভয়, আঙ্গিক, ভাবুক, আত্মজা, ভাস্কর, আদ্য, মানত, আধুনিক, মিশুক, আধুলি, মুক্ত, আর্থিক, মুক্তি, আশাঢ়ে, মুগ্ধ, ইচ্ছুক, মোড়ক, ইতরামি, যাচাই, ঐচ্ছিক, যোদ্ধা, ঐতিহাসিক, রাঁধুনি, ঐহিক, রাখাল, ঔপন্যাসিক, রুঢ়, কলমদানি, রোদন, কাঁদুনে, লিখিত, কাঠুরে, লেখক, কাগুরি, শয়ন, কাব্য, শান্তি, কায়িক, শোচনীয়, কালিমা, শোনা, কুঠিয়াল, শোষক, কৌশল, শোষণ, কৌশিক, শ্রবণ, খুকু, সঞ্চয়, খোদাই, সম্রাট, গাছটি, সহিষ্ণু, গাড়োয়ান, সিংহ, গৈয়ো, সুলভ, গোছো, সূর্য, গোয়াল, সৃষ্টি, গৌরব, গ্রাম্যতা, পাথুরে, ঘরামি, পানতা, ঘোলাটে, পানসে, ঘোষাল, পান্তা, চতুরালী, পার্থিব, চাকা, পাবর্ত্য, চাপল্য, পিতৃব্য, চিরুনি, পূজারি, ছেলে, প্রাচুর্য, ছেলেমি, প্রাত্যহিক, জনক, প্রেম, জবানবন্দি, ফলন্ত, জমান, ফুলেল, জেলে, বখাটে, টেকো, বড়াই, ডিঙা, বন্দিনী, ঢাকাই, বাগিচা, ঢাকেশ্বরী, বাঙালি, তনিমা, বাজ্ময়, তন্বী, বাদলা, তবলচি, বান্ধব, তেতো, বার্ষিক, দাঁতাল, বুদ্ধিমান, দাপট, বুনো, দারোয়ান, বেঈমান, দিব্য, বেলে, দীঘল, বৈদিক, দুগ্ধিত, বৈশাখী, দেশীয়, বৈষয়িক, দৈত্য, বৈষ্ণব, দৈনিক, বোনাই, দ্বৈপায়ন, ভেতো, দ্রাঘিমা, ভৌতিক, ধনবান, মধুর, ধার্মিক, মন্ত্রী, নকলনবিশ, মহত্ত্ব, নজরানা, মহিমা, নতুনত্ব, মাধুর্য, নন্দাই, মাধ্যমিক, নবীন, মানব, নাটুকে, মানবিক, নীলিমা, মালাই, নোনা, নেয়ে,

মিঠাই, নোনতা, মিতালি, মিথুক, মেয়ে, রোগাটে, মোঘলাই, লঘিষ্ট, মৌখিক, লজ্জিত, যৌগিক, লাজুক, রাঘব, লালচে, রাবণি, লালিমা, রোগা, লেঠেল, লোনা, সাহিত্য, লৌকিক, সাহিত্যিক, শহুরে, সৈনিক, শারীরিক, সৈন্য, শিক্ষানবিস, সোনালি, শীতল, সৌন্দর্য, শৈব, স্বপ্নিল, শৈল্পিক, স্বাভাব্য, শৈশব, হলেদ, সওদাগর, হাঁপানি, সন্ন্যাসী, হাতল, সাঁতারু, হাতান, সাংবাদিক, হাতানো, সাপুড়ে, হাতুড়ে, সামরিক, হিংসুক, সামাজিক, হিমেল, সামুদ্রিক।

শব্দের গঠন, শ্রেণিবিভাগ, উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় এবং সমাস থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে। এখান থেকে সমাস কিংবা প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয়ের উত্তর করাই উত্তম।

৫। বাক্যতত্ত্ব:

(ক) গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার বাক্যের পরিচয় দাও।

(দিবো-১৯, ঢাবো- ২৫, ১৯, ১৭, ১৪, ০৫, ০৩, ববো-১৭, ১২, সিবো-২৩, ২৫, ববো-২৩, কুবো-২৫)
অথবা, বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

(মবো-২৩, দিবো-২৩)

অথবা, গঠনরীতির আলোকে বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

(কুবো-২৩)



(খ) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যিক?

উদাহরণসহ লেখ।

(রাবো-১৯, ২৩, ২৪ সিবো-১৯, মবো-২৪, ২৫, ববো-২৪, ২৫, চবো-২৪ ২৫, কুবো-২৪)

(গ) অর্থ অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার বাক্যের পরিচয় দাও।

(ববো-১৯, চবো-১৯, ঢাবি-২৪, যবো-২৪, ২৫, রাবো-২৫, দিবো-২৫)

অথবা, অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(ঢাবো, যবো-২৩)

(ঘ) প্রদত্ত বাক্যগুলো নির্দেশ অনুযায়ী রূপান্তর কর:

সরল বাক্য থেকে মিশ্র বা জটিল বাক্য	
দরিদ্রকে দান কর।	অসুস্থ হলেই তিনি ডাক্তার ডাকেন।
গুণবান ব্যক্তি বিনয়ী হয়।	আপনি গেলে আর ভাবনা কি?
ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।	দুর্নীতিবাজের মনে সুখ থাকে না।
তিনি ধনী হলেও অসাধু নন।	নদী তীরে বসলেই কুল কুল ধ্বনি শুন।
দরিদ্র হলেও তিনি উদার।	পরিশ্রম করলেই পরীক্ষায় সফল হবে।
দরিদ্র হলেও তিনি সুখী।	মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।
সত্যবাদীকে সকলেই ভালবাসে।	
মিশ্র বা জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্য	
যদি পরিশ্রম না কর, তবে পাসের আশা বৃথা।	যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী।
যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।	যে ব্যক্তি ধার্মিক তিনি নির্ভয়ে থাকতে পারেন।
যারা ধার্মিক, তারা সুখী।	যে মিথ্যা বাদী তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।
যারা নির্বোধ তারা এ কথা বিশ্বাস করবে।	
সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য	
আমি বহু কষ্টে অর্থ উপার্জন করেছি।	দশ মিনিট পর ট্রেন এলো।
কম বয়সের জন্য তোমাকে ক্ষমা করলাম।	দোষ করায় তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।
তিনি আর বেঁচে নেই।	সত্য কথা না বলে বিশ্বাস হারা হয়েছে।
তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।	সন্ধ্যাবেলায় আমরা বাড়ি ফিরলাম

দরিদ্র হলেও লোকটি সৎ।	
যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য	
আমরা মাঠে গেলাম এবং খেলতে লাগলাম।	লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট নয়।
আমার কথায় বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে।	লোকটির বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না।	লোভ পরিত্যাগ কর, তুমি সুখে থাকবে।
পড়াশুনা কর তবে জীবনে উন্নতি করতে পাবে।	সত্য কথা স্বীকার কর নতুবা শাস্তি পাবে।
মিশ্র বা জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য	
যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে।	যেটা আমি দেখেছি সেটা অবিশ্বাস করব না।
যদি পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে।	যেহেতু এটা তার কাজ সেহেতু আমি হস্তক্ষেপ করব না।
যদিও তিনি ধনী তথাপি তিনি অসুখী।	লোকে যা বলে তাতে কান দিও না।
যৌগিক বাক্য থেকে মিশ্র বা জটিল বাক্য	
পড়াশুনা কর নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার।	তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।
চরিত্র অমূল্য সম্পদ, কিন্তু অনেকেই চরিত্রহীন।	দোষ করেছ অতএব শাস্তি পাবে।
ছেলেটির বয়স অল্প কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান।	সাধনা কর, সিদ্ধিলাভ হবে।
তাঁর ধন আছে কিন্তু মান নেই।	সে দরিদ্র বটে কিন্তু সত্যবাদী।
অস্তিত্বাচক বাক্য থেকে নেতিবাচক বাক্য	
আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ।	পৃথিবী অস্থায়ী।
আমাকে যেতে হবে।	প্রকৃত সৎ লোকের খুবই অভাব।
খাদ্যে ভেজাল দেওয়াই সবচেয়ে জাতীয়তা বিরোধী অপকর্ম।	প্রতিভা যে দেবপ্রদত্ত এ কথা আংশিক সত্য।
তাসনীরের স্বাস্থ্য ভাল।	ভাগ্যে এমন নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে।

দরিদ্র সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।	লোকটি সত্যবাদী।
নেতিবাচক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্য	
আমি মিথ্যা বলিনি।	কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে বলা হল না।
এখানে আমি অনেক দিন আসিনি।	তুমি ছাড়া কেউ চুরি করেনি।
এটি অপেক্ষা সুন্দর বস্তু আর নেই।	তোমার এরূপ ব্যবহার উচিত হয়নি।
এমন কথা সে মুখে আনিতে পারিত না।	যে জাতির অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎও নেই।
এমন কোন লোক নেই যিনি দেশকে ভালবাসেন না।	
নির্দেশক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য	
অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় না।	টাকায় সবই হয়।
আমি তখন জাগ্রত ছিলাম।	নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করেছে।
আমি তোমাকে এ কথা বলিনি।	পরিণামে ধর্মের জয়।
কাজেই আর উপায় নেই।	মহাত্মা গান্ধী অহিংসার পূজারী ছিলেন।
ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা	স্যারদের ভ্রম হয়।
প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে নির্দেশক বাক্য	
আপনি কি এ রকম কথা বলেননি?	কে জানে সে কবে আসবে?
আমরা পতঙ্গ না তো কি?	জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়?
আমার বাস কি কেবল বাংলাদেশেই?	জাতি গঠনের কাজ কি সমাপ্ত হয়েছে?
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি মহাপুরুষ নন?	ফুল কে-না ভালবাসে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে?	ভুল কার না হয়?
ইচ্ছাসূচক বাক্য থেকে নির্দেশক বাক্য	
আলম, তুমি দীর্ঘজীবী হও।	জীবনে শান্তি লাভ কর।
আল্লাহ তোমার ভাল করুন।	নতুন ধানে হোক নবান্ন।
আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুন।	সৎ পথে তার মৃত্যু হোক।

জয় হোক বাংলাদেশের জয়।	সুখী হও।
অনুজ্ঞাসূচক বাক্য থেকে নির্দেশক বাক্য	
এই স্থান ত্যাগ কর।	তুমি সেখানে যাও।
এখনই এখান থেকে যাও।	দুর্জনকে দূরে রাখিও।
গুরুজনদের মান্য করিও।	বিপদে ধৈর্য ধর।
চুপ কর।	মন দিয়ে লেখাপড়া করিও।
তুমি আজ বিদ্যালয়ে যাও।	সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করো।
নির্দেশক বাক্য থেকে বিস্ময়সূচক বাক্য	
এ তো ভয়ানক দুঃখের কথা।	দৃশ্যটি বড় চমৎকার।
এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী কত অমায়িক ছিলেন।	নিতুর গানের গলা খুব মিষ্টি।
গলাটি অতি চমৎকার।	পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের দৃশ্যগুলো বড় অপূর্ব।
ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব	যা দেখলাম তা ভুলবার নয়।
দৃশ্যটি বড় করুণ।	সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি।
বিস্ময়সূচক বাক্য থেকে নির্দেশক বাক্য	
আজ কী আনন্দ!	কী সুন্দর রং!
আহা! কী মিষ্টি গলা।	ত্যাগের কী অপূর্ব মহিমা!
আহা! ছেলেবেলায় যদি ফিরে যেতে পারতাম।	সে রাত্রি কী ভয়ানক!
কী সুন্দর খেলা!	সেই বাড়িটি কী অপূর্ব!
কী সুন্দর দৃশ্য!	
নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবাচক	
এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না।	তারা বাধা দিলেও কিছু করার নেই।
এতে দোষ নেই।	তাহারা পাষণ্ড নয়।
তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।
প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্য	

খাঁচার মধ্যে থেকেই পাখি কি গান গায় না?	যার মনে প্রত্যয় জন্মে না সে কি আপত্তি জানাবে না?
চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?	সেটা কি আমাদের মত সঙ্কচিত বিস্তারিত হয় না?
পরোপকার কি সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই ধর্ম নয়?	

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে এবং আটটি বাক্য দেওয়া থাকবে, যা নির্দেশ অনুযায়ী (৫টি) রূপান্তর করতে হবে। প্রশ্নের পরিবর্তে বাক্য রূপান্তর করা উত্তম।

এই সাজেশনের সমাধান ই-বুক/পিডিএফ আকারে পাওয়া যাবে নিচের ওয়েব সাইটে। ওয়েব এড্রেস :

www.onlinereadingroombd.com

৬। বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ:

(ক) নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ:



বাক্যের ভুল প্রয়োগ

আমরা প্রতিপালন হচ্ছি।	তোমার যুক্তি খণ্ডন হয়েছে।
আমাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে।	বস তোমার প্রতি ক্রোধ হয়েছেন।
আমাদের আচরণে তারা সন্তোষ হলো।	বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।
আমার কথা প্রমাণ হয়েছে।	সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।
আমার কথা শুনে সে বিস্ময় হয়েছে।	সূর্য উদয় হয়েছে।
গৌরব লোপ পেয়েছে।	সে চমৎকার হয়েছে।
ঘটনা বর্ণনা হয়েছে।	সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।

বহুবচনের বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ

অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।	সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
নূতন নূতন ছেলেগুলো বড় উৎপাত করিতেছে।	সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।
যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এই বসুন্ধরার বাসিন্দা।	সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।

সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।

সাধু ও চলিতরীতিজনিত অপপ্রয়োগ

তাকে কলেজে যাইতে হইবে।	তাহার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
তারা শ্মশানে শব পোড়াচ্ছে।	তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।
তাসনীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন।	তাহারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

লৈঙ্গিক অপপ্রয়োগ

আজ করিম সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে।	বর্তমানে বিদ্বান নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
আজ তার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান	মন্ত্রী মহাশয় পাপিষ্ঠ চাকরানিকে শাস্তি দিলেন।
এই মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।	রাহেলা এই বাড়ির কর্তা।
কিশোর বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল।	লটারি জিতেছেন এই ভাগ্যবান নারী।
তাসনিমের মতো বুদ্ধিমান বালিকা এ অঞ্চলে নেই।	সেই সাধক নারীর কথা কে না জানে।

বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচন জনিত অপপ্রয়োগ

অনেক হয়েছে, গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।	নিজের চরকায় মোবিল দাও, অন্যের কথা ভাবতে হবে না।
আমি বসে আছি, যদি ময়লা ফেলতে ভাঙা কুলোর ডাক পড়ে।	পরীক্ষা এলে অনেকেই চোখে হলুদ ফুল দেখে।
ও তো ঢোলের বাঁয়া, সঙ্গে থাকাকো যা না থাকাকো তা।	মাখনের পুতুলটা কি তোমাদের সঙ্গে অতদূর যেতে পারবে?
ওরা এক বাঁকের মাছ তো, তাই চালচলনও একরকম।	মাস্টার সাহেব কারো সাতোও নেই সতেরোতেও নেই।
চোরটা যেন মাগুর মাছের প্রাণ; দু-চার ঘায়ে কিছু হবে না।	যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা চালতা।
তার খোদার উপর কারসাজি করার অভ্যাস গেল না।	সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	

বিশেষণের আধিক্যজনিত অপপ্রয়োগ

আবশ্যকীয় বিষয়ে কার্পণ্য ভালো নয়।	তোমরা একত্রিত গমন করো।
খবরটি শুনে আমি উদ্বেলিত হয়েছি।	দেশের উন্নয়নে আমরা সবাই সচেষ্টিত হবো।
তার আকুলিত আবেদন আমাকে মুগ্ধ করেছে।	প্রফুল্লিত চিত্তে সে কথাটি বলল।
তার সক্রিয় আবেদনে আমার মন গলে গেল।	বাংলাদেশ এখন আনন্দে মুগ্ধিত।
তার সত্যের আবেদনে আমার মন গলে গেল।	সকৃৎজ চিত্তে সে আমার দিকে তাকালো।
তার সচিত্রিত প্রতিবেদন আমাদের মুগ্ধ করেছে।	সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করবে।
তার সলজ্জিত ভঙ্গি সবাইকে মুগ্ধ করেছে।	সবিনয়পূর্বক বিষয়টি জানতে চাই।

বিশেষণ প্রয়োগে সচেতনতাজনিত অপপ্রয়োগ

অাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।	প্রধান শিক্ষকের পরিবারটি এ এলাকার সম্ভ্রান্তশালী পরিবার।
আপনার সঙ্গে গোপন পরামর্শ আছে।	বান্দরবন পাবতীয় এলাকা।
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	সমৃদ্ধমান পরিবারে তার জন্ম।
আমাদের দেশ উন্নতশীল দেশ।	সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
নীরোগী লোক প্রকৃত সুখী।	সে যে ধরণের আচরণ করেছে তা কথিতব্য নয়।
পুলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্ধিহান।	

বিশেষ্যের স্থলে বিশেষণজনিত অপপ্রয়োগ

ইহার আবশ্যক নাই।	দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেননি।
তিনি উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করছেন।	সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।

বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ

আকষ্টপর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।

আপনার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।	বিদেশি অতিথিদের সুস্বাগত জানানো হলো।
আমাদের দেশ এক সময় ব্রিটিশদের অধীনস্থ ছিল।	বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।
আলোচ্যমান অংশটুকু রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া।	বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
ইদানিংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা হচ্ছে।	ব্যাপারটা আমার আয়ত্তাধীন নয়।
কেবলমাত্র দুর্নীতিই এ সংকটের জন্য দায়ী।	শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।
চোরটি বমালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।	সবিনয়পূর্বক নিবেদন জানাই।
ছেলেটি দারুণ সুবুদ্ধিমান।	সশক্তিত্বে সে কথাটা বলল।
তৎকালীন সময়ে সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।	হীন চরিত্রবান লোক পশুরও অধম।

সমাস-ঘটিত অপপ্রয়োগ

অহনিশি দেশের কথাই ভাবি।	নির্দোষী মানুষ যেন সাজা না পায়।
তার মতো নিরহঙ্কারী মানুষ এই সমাজে নেই।	নীরোগী মানুষ দেশের সম্পদ।
ধনী-নিধনী সবাই এই সুযোগ পাবে।	ভ্রাতাবৃন্দ আপনাদের আগমনে আমি আজ পুলকিত।
নিরপরাধী হয়েও করিম সাজা পেল।	মাতাজাতিকে সবার সম্মান করা উচিত।
নিগুণী মানুষ মানুষের সম্মান পায় না।	মাহিমামণ্ডিত এই জয় সমস্ত জাতিকে সম্মানিত করেছে।
নির্জর্গনী ব্যক্তি মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।	

প্রত্যয়ঘটিত অপপ্রয়োগ

অসহ্যনীয় যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাচ্ছে।	পরীক্ষার হলে পরস্পর কথা বলা দোষণীয় বিষয়।
এই সিদ্ধান্তে আমরা ঐক্যমত হতে পেরেছি।	বই কেনার বিষয়ে আমার কোনো কার্পণ্যতা নেই।
চিন্তার দৈন্যতা জাতিকে গ্রাস করেছে।	বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়।

তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে।	বিবাদমান দুই পক্ষই সন্ধি করতে রাজি হয়েছে।
তার আচরণে সৌজন্যতা প্রকাশ পেয়েছে।	ভালো-মন্দের স্বাভাবিকতা সে বুঝতে পারে না।
তার গানের সুরে আমি মুহ্যমান হয়ে আছি।	মিরাজের বোলিং-এ বৈচিত্র আছে।
তার সুরের মাধুরিমা সবাইকে মুগ্ধ করেছে।	লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে দেশের মানুষ আজ সুন্দর স্বপ্ন দেখছে।
তিনি আমাদের সবার কাছে মান্যনীয় ব্যক্তি।	

যথাযথ শব্দ ব্যবহার না করার অপপ্রয়োগ

অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	এত পরিশ্রম আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।
অসুস্থবশত সে কলেজে আসতে পারে নি।	কুপুরুষের মতো কথা বলো না।
আগত রবিবারে তারা যাবে।	ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।
আমরা চাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রকরণ করতে।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।
আমার সাবকাশ নাই।	তিনি স্বস্ত্রীক রংপুরে থাকেন।
আসামির অনুপস্থিতে বিচার চলছে।	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান।
এই ফুলের রক্তিমতা চোখে পড়ার মতো।	বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।	

(খ) নিচের অনুচ্ছেদগুলো শুদ্ধ করে লেখ:

প্রশ্ন -১ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

অফিস চলাকালীন সময়ে রাহাত সাহেব বাসায় ফিরে এলেন। তিনি খুবই সুবিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁকে দেখে তাঁর স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক হলেন। রাহাত সাহেব বসায় ফিরেই আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজন করলেন। স্ত্রীর কোনো কথায় জবাব না দিয়ে পোশাক বদল করে আবারও বেরিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী নিঃসন্দ্বিহান যে, তাঁর কোনো বিপদ ঘটেনি।

প্রশ্ন -২ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

একটি লজ্জাকর ব্যাপার। সশক্তিত চিত্তে সে বলিল। আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রাই অমনোযোগি। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা ত সচেষ্টিত নয়, বরং অবস্থা দেখে মনে হয় তাহারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগীতায় নেমেছে।

প্রশ্ন -৩ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

শুধুমাত্র তোমার কথায় আমি রাজি হয়েছি। সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনেকে আগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আজ সভায় অনেক সিদ্ধান্ত হয়েছে। সদা সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

প্রশ্ন -৪ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

ক্লাস চলাকালীন সময়ে কনক ফিরে আসল। সে সুবুদ্ধিমান নয়। তার এভাবে ভীত হওয়া আবশ্যকীয় নয়। ক্লাসের নতুন নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে। এ কথা শুনে কনকের মা বিস্মিত হয়েছেন। তবে কনক নিঃসন্দেহান যে, তারা তাকে কিছুই করতে পারবে না।

প্রশ্ন -৫ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

শহরের বাজারে তরিতরকারী ফলমূলের দাম উচ্চ চড়া। গাঁ থেকে টাকায় কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। নিজের একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূরে যেতে, আসা যাওয়া একার দ্বারা হবে না তার। পিসি সম্মত হয়েছিল।

প্রশ্ন -৬: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

মিলিটারিরা এখন যাবতীয় সকল গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির সব প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। অন্য আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করে দিয়ে রেখেছে এই মানুষদের সাড়ির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জয়গা তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ধরে ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে।

প্রশ্ন -৭: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আফসানা বিদ্বান, দেখতেও সুন্দর। তার মতো বুদ্ধিমান তরুণী এই তল্লাটে নেই। কিন্তু তার কনিষ্ঠ বোন তার মতো সুবুদ্ধিমতি নয়। তাদের মা মারা যাওয়াতে তারা এখন চোখে হলুদ ফুল দেখছে।

প্রশ্ন -৮: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

সত্য পথে থাকলে দারিদ্র আসবে। কিন্তু দারিদ্র কখনো ব্যক্তিত্বকে আঘাত করতে পারে না। ব্যক্তিত্ববান মানুষকে সকলে সম্মান করে। অপরদিকে তুমি যদি বিভবান হয়েও ব্যক্তিত্ববান হতে না পার তাহলে তোমাকে সবাই ঘৃণা প্রকাশ করবে।

প্রশ্ন -৯: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আমাদের ক্লাসের রতন সূর্যগ্রহণের কারন পরিস্কারভাবে বলতে না পারায় পুরস্কারটা হারাইল। অথচ দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তার মধ্যে রতন সবচেয়ে ভালো। গতকালের এই অনুষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিল। আজকের অনুষ্ঠানে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

প্রশ্ন -১০: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

জীবনে স্বার্থকতা লাভের জন্য পাঠে মনোযোগি হওয়া জরুরী। মনিষিদের জীবনি পাঠ করিলে, বিদ্যান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসিলে জীবনে সফল হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন -১১: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

উন্নতশীল বাংলাদেশের এক অসহায় কৃষক রমজান। দারিদ্রতা তার নিত্য সঙ্গী। অহোরাত্রি পরিশ্রম করেও অধীনস্থ সকল সদস্যবৃন্দের মুখে খাদ্য তুলে দিতে সে অক্ষম।



প্রশ্ন -১২: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আহাদ জরিনার ভাতুস্পুত্র। তার বাহু দুটি আজানু পর্যন্ত লম্বিত। গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয় সে। উন্নত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূসার জন্য সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে হাসপাতালের এক ডাক্তার তাকে অনেক সুপরামর্শ দেন।

প্রশ্ন -১৩: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বাল্মিকি রামায়ণই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। যে সকল লোকসমূহ এ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহারা ছাড়াও অনেক অশিক্ষিত জনগণ এর কাহিনি জানেন বা শোনেছেন। বিদ্যাদেবী স্বরস্বতীর শুভাশীষে ইদানিংকালে অনেক ছাত্রছাত্রীরাই এ গ্রন্থের কাহিনি সম্পর্কে কিছুট ধারণা লাভ করে থাকে। ফলে শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নয়, পৌরনিক বিষয় জানার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পারদর্শীতার পরিচয় দিচ্ছে।

প্রশ্ন -১৪: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

রাহেলা দেখতে খুব সুন্দরী, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ সংকট অবস্থা পার করছে। কেননা পরিবারে ঐক্যতা নেই। বিশেষ করে স্বামীর আচরণ লজ্জাকর হয়ে উঠল। লোকটা কুপুরুষের মতো কথা বলছে।

প্রশ্ন -১৫: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলে পাড়া। চারদিকে ফাঁকা জায়গার শেষ নাই, কিন্তু জেলে পাড়ার বাড়িগুলো গায়ে গায়ে ঘেষিয়া জমাট বেধে আছে। প্রথম দেখলে মনে হয়, এই বুঝি তাহাদের অনাবশ্যিক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দারিদ্র মানুষগুলো নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তাহার পর ভাবিয়া দেখলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়, স্থানের অভাব এ জগতে নেই, তবু মস্তক গুঁজিবার ঠাই এদের ওইটুকুই।

প্রশ্ন -১৬: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

দেশে বানান ভুলের মহড়া চলছে। দূরাবস্থা এমনই যে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়েও উদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ ইংরেজী বানানে দূর্বল হলে আমরা তাকে ইংরেজীতে দক্ষ মনে করি না অথচ বাংলা বানান না জানাটাই যেন স্বাভাবিক। ইংরেজী হোক, বাংলা হোক শুদ্ধ বানানে লেখতে পারা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

প্রশ্ন -১৭: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

কর্মমুখী শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এটা গ্রহণ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অত ব্যাপক সময়ের প্রয়োজনীয়তা হয় না। অর্থাৎ সীমিত সময়ের মধ্যে সীমিত অর্থ ব্যায়ে এই শিক্ষা অর্জন সম্ভব। এই শিক্ষা গ্রহণে বয়সের কোনো বাধাধরা নিয়ম নাই। এই শিক্ষা স্কুল কলেজের ছেলে হইতে শুরু করে প্রৌড় ব্যক্তি পর্যন্ত লইতে পারেন এবং এই শিক্ষা নারী পুরুষ যে কেউ লইতে পারেন।

প্রশ্ন-১৮: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

এখন হেমন্তকাল, মুঘলধারে মেঘ হচ্ছে। আজ ক্লাসে যেতে হবে না তাই বাবুল আনন্দ চিত্তে কাথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবুলের মা চিতই পিঠা বানিয়ে তাকে খেতে ডাকলেন।

প্রশ্ন-১৯: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা সূফলা শস্য শ্যামল তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন ধান তার বসুন্ধরা যার। তাই তো অভাগা চাষাবৃন্দ কে? সে কেবল মাত্র ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরবে হাল বহন করিবে আর পাট উৎপন্ন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে মোরাই ভরা ধান ছিল গোয়াল ভরা গরু ছিল উঠান ভরা মুরগি ছিল একথার অর্থ কি?

প্রশ্ন-২০: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বিদ্বাজনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ্যতা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা সশঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদযোগকে জানাই সুস্বাগত।

প্রশ্ন-২১: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

রাত জেগে ফেসবুক দেখে অনেক ছাত্ররা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দৌর্বল্যতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যকীয় প্রস্তুতির অভাবে কাক্ষিক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে পুষ্প দেখে।

প্রশ্ন-২২: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

সেদিন স্যার রাগিয়া বললেন, তোমরা এস. এস. সি. পাস করিলে কিভাবে? মনিষি, সমিচীন, লবন, আকাংখা, শান্তনা বিদ্যান, সংস্কৃতিবান ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করছ। এ জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন-২৩: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধতম করে লেখার ব্যাপারে তাহারা তো সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয় তাহারা যেন সর্বদাই ভুল করার প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন-২৪: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

ইদানীংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সবস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

প্রশ্ন -২৫: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে গিতাঞ্জলী কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তার পুরস্কারপ্রাপ্তিতে ছিদ্রাম্বেশিরা যে খুব খুশি হয়েছিলেন তা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে কেউ কেউ ছোটো করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল।

প্রশ্ন-২৬: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করতে হইলে পাঠে মনোযোগি হইতে হবে। দূরাবস্থা আকাক্ষার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

প্রশ্ন-২৭: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করিয়াছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা শিকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গো বজায় রাখবার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুণ সেই দিনই নিভে যাবে।

প্রশ্ন -২৮ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগি। বানান শুদ্ধতম করে লিখার ব্যাপারে তাহারা সচেষ্টিত নহেই, বরং অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয়, তাহারা যেন ভুল করিবার প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। এ যথার্থ লজ্জাকর ব্যাপার। সুতরাং বিদ্যান হবার জন্য চেষ্টা কর।

প্রশ্ন -২৯ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

জাহিন ও মাহিন পড়াশুনায় ভীষণ ভালো। তাদের মধ্যে খুব সখ্যতা গড়ে উঠেছে। কলেজ থেকে দু'জনকে সমুচিত পুরস্কার দেয়া হবে। রহিম দীর্ঘদিন শিরোপীড়ায় ভুগছে। করিম তার সেবা শ্রদ্ধা করছে।

প্রশ্ন -৩০ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

তরু সুবুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু সংসারের দৈন্যতায় পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না। উদয়াস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে। তবু দারিদ্র্যতা দূর হয় না। আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজন সে কখনও করতে পারেনি।

প্রশ্ন -৩১ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে তপু ফিরে এল। সে খুবই সুবুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক পর্যন্ত ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রথমেই সে আকর্ষণ ভোজন

করিল। তা দেখে তপুর মা বিগ্নিত হলো। তবে তপু নিঃসন্দিহান যে, তার অসুখ হবে না।

প্রশ্ন -৩২ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিয়েছে। ওর বাবা-মায়ের আর বাঁচার স্বাদ নেই। তারা খুবই অপমান হয়েছেন। সবাই ওকে সচ্চরিত্রবান মনে করত।

বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ থেকে একটি অনুচ্ছেদ এবং আটটি অশুদ্ধ বাক্য থাকবে। এখানে অনুচ্ছেদের পরিবর্তে বাক্য শুদ্ধীকরণ উত্তর করা ভালো হবে।

খ বিভাগ (নিমিতি অংশ)

মানবন্টন

নিমিতি : ৭০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
পারিভাষিক শব্দ <u>অথবা</u> অনুবাদ (১৫টি পারিভাষিক শব্দ থাকবে ১০টি দিতে হবে <u>অথবা</u> ১টি অনুবাদ দিতে হবে)	১০
দিনলিপি লিখন/ প্রতিবেদন রচনা <u>অথবা</u> ভাষণ/অভিজ্ঞতা বর্ণনা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টি দিতে হবে)	১০
আবেদন পত্র <u>অথবা</u> বৈদ্যুতিন চিঠি/স্মুদে বর্তা (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি দিতে হবে)	১০
ভাবসম্প্রসারণ <u>অথবা</u> সারাংশ /সারমর্ম (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি দিতে হবে)	১০
সংলাপ <u>অথবা</u> খুদে গল্প রচনা (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি দিতে হবে)	১০
প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখন, বিষয়সমূহ: নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জাতীয় চেতনা (৫টি থেকে ১টি দিতে হবে) শিল্প ও অর্থনীতি, সাম্প্রতিক বিষয়।	২০
মোট=	৭০

বিস্তারিত সাজেশন

৭। পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ:

(পারিভাষিক শব্দ অথবা অনুবাদ থেকে উত্তর করতে হবে, নম্বর - ১০)

(ক) নিচের শব্দগুলোর পরিভাষা লেখ:

Abbreviation, Adjust, Anatomy, Ability, Administration, Annexation, Abolition, Admission, Anticorruption, Abstract, Admit card, Appearance, Academic, Adult education, Appendix, Academic year, Adviser, Architecture, Academy, Affidavit, Art, Accessories, Agenda, Article, Account, Agent, Assembly, Acid, Agreement, Attestation, Acknowledgement, Aid, Auction, Act, Air conditioned, Audio, Acting, Air-mail, Auditor, Acting editor, Allegation, Author, Adaptation, Allotment, Autograph, Address of welcome, Alphabet, Autonomous, Ad-hoc, Analysis, Axis, Background, Bearer, Boy Scout, Bacteria, Bench, Boycott, Badge, Bibliography, Brand, Bail, Bidder, break of study, Balcony, Bilingual, Broadcast, Ballot, Bio-data, Broker, Ballot paper, Biography, Bulletin, Banker, Black-out, Bureau, Bankrupt, Blueprint, Bureaucracy, Banquet, Bond, By-Election, Basic, Booklet, By-law, Basic-pay, Book-post, Cabinet, chief, Consequence, Calendar, Chief Whip, Constitution, Campus, Circle, Coordinator, Capitalist, Civil, Copy, Carbon, di-oxide, civil war, Copyright, Care-

taker, Client, Cordon, Carfew, Code, Correspondent, Cargo, cold storage, Corruption, Cartoon, Cold war, Council, Catalogue, Colony, Counsel, Ceiling, Comet, Credit, Census, Concession, Crown, Chancellor, Conduct, Current Account, Cheque, Conference, Custom, Data, Delta, Diplomat, Dead lock, Democracy, Diplomatic, Death penalty, Demonstrator, Discharge, Death certificate, Deposit, Discount, Debate, Deputation, Dividend, Debenture, Deputy, Documentary, Debit, Deputy Secretary, Donation, Debt, Design, Donor, Decimal, Diagnosis, Dowry, Deed, Dialect, Dual, Deed of gift, dialogue, Duel, Defense, Diplomacy, Dynamic, Edition, Epitaph, Executive, Editor, Equality, Existentialism, Editorial, Equation, Exit, E-mail, Era, Expert, Embargo, Estimate, Export, Enceyclopedia, Ethics, External, Endorsement, Evaluation, Eye-wash, Enquiry, Excuse, Eye-Witness, Face Value, Fiction, Follow-up, Fact, File, Forecast, Faculty, Fine arts, Foreign-Aid, Famine, First-aid, Format, Fascism, Fitness, Free-market, Feudal, Flat rate, undamental, Gain, Globalisation, Grant, Galaxy, Glossary, Graph, Garrison, Godown, Gratuity, Gazette, Good will, Green house, Genaration, Goods, Green room, Geology, Governing body, Guard, Get-up, Grade, Guilty, Global, Graduate, Gunny, Hand bill, Hoarder, Hostile, Handicraft, Home Ministry, Humanity, Harbour, Honorarium, Hybrid, Headline, Honorary, Hygiene, Hearing, Hood, Hypocrisy, Heroin, Horticulture, Highway, Hostage, Idealism, Internal, Journal, Idiom, Interpreter,

Judge, Immigrant, Interview, Judgement, Impeachment, Investigation, Justice, Index, Invoice, key-word, Inflation, Irrigation, Kindergarten, Initial, Isolation, Kingdom, Instalment, Jail, Interim, Jail-code, Landscape, Legend, List, Latitude, Lender, Literal, Leaflet, Liberal, literate, Leap year, Lien, literature, Lease, light year, Lock-up, Legal, Limited, Mail, Measure, Misconduct, Manifesto, Medical College, Miscreant, Manpower, Memorandum, Monarchy, Manuscript, Mercury, Motion, Market Value, Method, Museum, Marketing, Migration, Myth, Mass Education, Millennium, Mythology, Mayor, Mineral, National Assembly, Newspaper, Notice Board, Nationality, Nomination, Nursery, Nationalization, Nominee, Nutrition, Nebula, Non-aligned, Neutral, Note, Oath, Octave, Orbit, Obedient, Office bearer, Ordinance, Obligatory, Option, Organ, Occupation, Optional, Organization, Para , Pioneer, Principal, Parade, Plant, Principle, Paradox, Plosive, Proctor, Parliament, Pole, Provost, Parole, Pollution, Public, Passport, Portal, Public works, Pass-word, Postmark, Public fund, Pay, Postpaid, Public Opinion, Pay order, Power house, Public relations, Pay-bill, Prefix, Public service, payee, prepaid, Public works, **Penal Code**, Prescription, Publication, Pen-friend, President, Publicity, Pensions, Prime, Phonetics, Primitive, Quack, Quarter, Quorum, Quality, Quarterly, Quota, Quantity, Query, Quote, Quarantine, Questionnaire, Racism, Recommend, Relationship, Radio, Record room, Remark, Range, Referendum, Renew, Rank,

Reform, Republic, Ratio, Refugee, Retirement, Rational, Regiment, Rotation, Reality, Registration, Routine, Sabotage, Service, Spokesman, Salary, Session, Sponsor, Sanction, Sestet, Stamp, Sanction, Settlement, Stock market, Satellite, Signal, Study, Saving certificate, Significant, Subsidy, Scale, Sir, Superintendent, Secondary, Skill, Surplus, Secretary, Skull, Symbol, Secular, Specialist, Syntax, Tally, Theory, Transport, Tax, Thesis, Treaty, Telecast, Token, Trial, Telecommunication, Tradition, Tribunal, Termination, Training, Tribunal, Terminology, Transparency, Ultimatum, Urbanization, Vice-Chairman, Unclaimed, Vacation, Vice-versa, Undertaking, Vaccine, Violation, Uniform, Valid, Virus, Union, Validity, Vision, Universal, Valuation, Viva-voce, Unskilled, Vehicle, Vocabulary, Up-to-date, Venue, Vocation, Urban, Vice Chancellor, Walk Out, Weekend, Witness, War-crime, White-paper, Workshop, War-criminal, Will, Worship, Warship, Wit, Wrist watch, Xerox, Year Book, Zone, X-ray, Zigzag, Zoo, Yard, Zonal office. (৫৫৬টি)

অথবা, (খ) নিচের অনুচ্ছেদগুলো বাংলায় অনুবাদ কর:

1. Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, then only our country will make progress.

2. Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. Smoking causes cancer, heart attack and diseases of the respiratory organs. So everyone should give up smoking.
3. Books are men's best companions in life. You must have very good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do you much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some other may give you much pleasure.
4. The real heroes are those whom the world do not know. They work among the poor, among the distressed. They do not expect any reward from them. They are moved by the sufferings of others and their main object is to relieve the sufferings of others. They do not want fame, no medals glitters on their breast, no poet sings their praise. They work and die for others.
5. Honesty is a noble virtue. It is the secret of success every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect and fearlessness. An honest man passes his days in respect of happiness.
6. Patriotism is love for one's country. It is a powerful sentiment and wholly unselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life for the welfare of his country. It is an idealism that gives courage and strength, but false patriotism makes a man narrow-minded and selfish.

7. Punctuality is to be cultivated and formed into a habit.
This quality is to be acquired through all our works from our boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. Everything at the right time should be our motto.
8. Man cannot live alone. So he likes to keep company. He cannot do without the help of others even for a day. For this reason men have been living together for many days. This is called social life. None can act according to his sweet will in society.
9. Man is the architect of his own fortune. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life, but if he does otherwise, he is sure to repent when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day.
10. Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships between these elements. When these relationships are disturbed, life becomes difficult or impossible.
11. The proverb says that Allah helps those who help themselves. A man who relies on his own ability and does his work by himself is helped by Allah. Such a man is always crowned with success. The great virtue creates in him the confidence which is essential for success in

life. It is a self-confident man who only reaps the fruit of his labour in full.

12. People addicted to smoking often suffer from various diseases including cancer. Cancer is a fatal disease which takes a heavy toll of human lives every year all over the world. Medical science is yet to find out a cure for it. Besides, smoking irritates the eyes and offends the nose, So all of us, young or old, should give up this dangerous habit.

13. Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate. We must shake off this inactivity and aversion to physical labour. Man is the maker of his own fortune.

14. We live in society. So we must learn to live in peace and amity with others. We have to respect others life and property. We have a lot of duties and responsibilities to the society. Education should aim at making each individual fully aware of these duties and responsibilities. It is true that one has to learn how to earn one's bread. But man does not live for bread alone.

15. A newspaper is the store house of knowledge. We can know the conditions, manner and customs of other countries of the world from a newspaper. It is, in fact, the summary of all current history. It supplies information's to all classes of people. The businessman can find the condition of the world market about his goods.

The sportsman can see the results of important games in different parts of the world.

16. Truthfulness is the greatest of all the virtues which make a man really great; if we do not cultivate the habit of speaking the truth, we will never win the respect of others. A lie never lies hidden for long. Today or tomorrow it comes to light. Then the real character of the liar is revealed and nobody trusts him.

17. Japan is called the Children's Paradise. Japanese parents are very good to their children and train them to be polite and kind to teach other. Indeed, they are among the most polite children in the world. While making fun and games, they rarely quarrel or while making fun and games, they rarely quarrel or while making fun and games, they rarely quarrel or fight. In a country where the houses are chiefly made of wood, where lamps and letters are so much used as in Japan, terrible fires often take place.

18. A patriot is a man who loves his country. Works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friends of the people.

19. A garden is not a source of beauty only, it is also a source of income to men. Men of their great love of flowers decorate their homes with them on different occasions. Men love flower for they are the symbol of

beauty and purity A village home without a garden looks bare and poor.

20. A language never stands still. It is always changing and developing. Their changes are rapid in primitive societies; but slow in advanced ones because the invention of printing and the spread of education have fixed a traditional usage. The only important change that English has undergone since the sixteenth century is a very large increase in its vocabulary.

21. A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He discovers the treasure hidden inside each student.

22. Bengali language has a glorious tradition. In this country, Students and people laid down their lives to keep the honour of our language. Those martyrs are the pride of our nation and history.

23. Bangladesh is a democratic country. In a democratic country any boy or girl can become the most important person. He does not need money. He does not need powerful friends. He needs the three things-ability, integrity and hard work. Bangladesh also needs people with three things.

24. Bangladesh is not a very big country. But it is one of the most densely populated countries in the world. About one hundred and forty millions people live in this small country. Its population is still on the increase. If

the present rate of increase continues uncontrolled her population will be doubled within next twenty years.

25. Early rising is beneficial to health. The boy who rises early can enjoy the excellent air of the morning. He can take a walk by the **river** side or in the open field. He can enjoy the sweet songs of the birds and see the beautiful sight of the sunrise. All these make him healthy and cheerful.

26. Gardening is my hobby. I grow only flowers in my garden. Many people produce vegetables in the garden. I do not like this when flowers bloom on the plants, my heart is filled up with Joy.

27. English is an international language. There is hardly any country in the world where English is not taught. If one once finds interest in it, one cannot but learn it. We should learn English with a view to enriching Bengali. Don't you like speaking English?

28. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Every body trusts him. No one can prosper in life if he is not honest. An honest shop-keeper is liked very much by his customers. All go to his shop and buy things from him. They begin to trust him. His credit grows and his business flourishes.

29. Education is the backbone of a nation. No progress can be made possible without education. Ignorance is similar to darkness. So the light of education is necessary for society. Everybody will have to appreciate this truth. Students both boys and girls must be conscious of their

responsibility. Otherwise the nation will not be able to see the light of hope.

30. Health is wealth. A good health is a guarantee for happiness. A healthy poor man is happier than a sick moneyed man. A healthy man is an asset both to his family and to the nation. A sick man, on the other hand, is not only a liability to his family but also to the society.

31. He who loves his country is a patriot. The patriots loves their native land more dearly then their own life. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after death.

32. It was the 16th December, 1971. On that day the Pakistani soldiers surrendered their arms. It will go down in history as a memorable day. Seventy-five million people of Bangladesh achieved freedom after nine months struggle. The man who deserves the greatest credit for this is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

33. It is known to all that present age is an age of science. The more a nation is skilled in science and technology the more it is developed. Though our Bangladesh is small in area it is prosperous in manpower. If we try we can also acquire competence in science and technology. We canbuild up our Sonar Bangla of our dreams.

34. Illiteracy is a great problem of our country. No development efforts can succeed unless illiteracy is eradicated. eradication of illiteracy in a country like

Bangladesh with so vast population is undoubtedly a gigantic task. No individual community, organization not even the government is capable of solving this huge problem in a single handed, It is the social responsibility of all the literate people to make some concerted efforts to remove illiteracy from the country.

35. We live in an age of science. We can see the influence of science in all fields. Science is a constant companion in our daily life. We have made the impossible possible with the help of science. Present civilization is the glorious achievement of science. Poverty and disease have to be conquered with the help of science. Science has to be employed in the greater welfare of mankind.

এই সাজেশনের সমাধান ই-বুক/পিডিএফ আকারে পাওয়া যাবে
নিচের ওয়েব সাইটে। ওয়েব এড্রেস :

www.onlinereadingroombd.com

36. This is our homeland. Her name is Bangladesh. How beautiful our Bangladesh is! The sky assumes a golden colour in morning and evening. The silvery moon appears at night. Golden crops covered fields and her villages are green.

37. We are the citizens of an independent country. Independence is the birth-right of man. But no nation can achieve independence without efforts. Again, the people of a country must be determined to preserve that

independent. It is the sacred duty of every citizen to preserve the independence of this motherland.

38. Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate.

এই অংশে ১৫টি ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ থাকবে যার বাংলারূপ লিখতে হবে। এর অথবা থাকবে একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদ যা বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। এখানে অনুবাদের পরিবর্তে পারিভাষিক শব্দের উত্তর করা ভালো হবে।

৮। দিনলিপি লিখন/ অভিজ্ঞতা বর্ণনা অথবা ভাষণ/ প্রতিবেদন:

(এই চারটি বিষয় থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দিনলিপি লিখন ও অভিজ্ঞতা বর্ণন থেকে থেকে একটি প্রশ্ন এবং ভাষণ ও প্রতিবেদন থেকে থাকবে একটি প্রশ্ন। এখানে দিনলিপি অথবা ভাষণ উত্তর করা ভালো হবে।

◇ দিনলিপি লিখন:

(ক) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

(দিবো, যবো-২৩, সিবো-২০১৬, ববো-১৭, সিবো-২৫)

(খ) তোমার কলেজ জীবনের বিশিষ্ট কোনো দিনের উল্লেখপূর্বক দিনলিপি লেখ।

অথবা, কলেজের প্রথম দিনের বর্ণনা দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর দিনলিপি লেখ।

(ববো -২৫)

অথবা, তোমার কলেজের নবীন বরণের বিবরণের দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

(গ) তোমার কলেজে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের অনুভূতি ব্যক্ত করে

একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর। (সকলবোর্ড-১৮, ববো, মবো, কুবো-২৪, ২৫)

(ঘ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি

দিনলিপি লেখ। (কুবো-২৩)

অথবা, তোমার কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের একটি

দিনলিপি লেখ। (সিবো-২৩)

(ঙ) তোমার কলেজে ‘বসন্তবরণ’ পালিত হয়েছে। এই দিনের বর্ণনা

দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। (ঢাবো-২৩)

অথবা, তোমার কলেজে ‘বসন্তবরণ’ উৎসব-এর একটি দিনলিপি লেখ।

(ববো-২৩)

(চ) তোমার জীবনে কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে, তার উল্লেখপূর্বক

একটি দিনলিপি লেখ।

(ছ) তুমি কলেজ থেকে শিক্ষা সফরে গিয়েছো, তার বর্ণনা দিয়ে একটি

দিনলিপি লেখ।

(জ) কোনো একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের দিনলিপি লেখ। (মবো-২৩,

ঢাবো-২৫)

(ঝ) তোমার এসএসসি বা মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনের

একটি দিনলিপি লেখ। (কুবো-১৯, মবো-২৫)

(ঞ) বই মেলায় বিবরণ দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

অথবা, একটি বইমেলা তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এর উল্লেখ

করে একটি দিনলিপি লেখ।

(ট) বৃক্ষমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ। (চবো-

২৫)

(ঠ) কলেজের শেষ দিনের অনুভূতি বর্ণনা করে একটি দিনলিপি লেখ।

(দিবো-২৫)

অথবা

❖ অভিজ্ঞতা বর্ণনা:

(ক) কোনো ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। (রাবো-

১৯, ঢাবো-১৯)

(খ) কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। (রাবো, ঢাবো-২০১৬, ঢাবো-১৭,

চবো-১৯)

অথবা, তোমার কলেজ জীবনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা

বর্ণনা কর। (সিবো-১৬)

(গ) তোমার কলেজে বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(ঘ) তোমার কলেজ জীবনে কোনো একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে, তার

অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অথবা, কলেজ ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছো, তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অথবা, তোমার কলেজ জীবনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা

কর।

(ঙ) একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহীদ মিনারে যাওয়ার

অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। (চবো-১৭)

(চ) তোমার কলেজের নবীণবরণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। (সিবো-১৯)

(ছ) তোমার এসএসসি পরীক্ষার পূর্বদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(জ) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(ঝ) বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অথবা, বিজয় দিবস উদ্যাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(ঞ) জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(ট) কোন এক শীতের সকাল অথবা গ্রীষ্মের দুপুর অথবা বৃষ্টিমুখর সন্কার

অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

◆ ভাষণ:

- (ক) মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ভাষণ তৈরি কর। (দিবো-২০১৩)
- অথবা, ‘মাদকের অপর নাম মৃত্যু’- শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের উপযোগী একটি ভাষণ রচনা কর। (কুবো-২০১৬, চবো-১৯)
- (খ) ‘নিরাপদ সড়ক চাই’- শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ রচনা কর। (চাবো-২০১৬)
- (গ) জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর। (চাবো-১৭)
- (ঘ) জাতি গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা সভায় সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।
- (ঙ) বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একজন বক্তা হিসেবে তোমাকে ভাষণ দিতে হবে। ভাষণটি তৈরি কর।
- (চ) ইন্টারনেটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে একটি মঞ্চ ভাষণ লেখ।
- (ছ) তোমার কলেজে নবীনবরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ তৈরি কর।
- (জ) ‘খাদ্যে ভেজাল: কারণ ও প্রতিকার’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ তৈরি কর।
- (ঝ) ‘ইভটিজিং প্রতিরোধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।
- (ঞ) নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।
- (ট) মরণ ব্যাধি এইডস-এর ভয়াবহতা তুলে ধরে একটি মঞ্চ ভাষণ লেখ।
- (ঠ) পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার নির্দেশ করে একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।

◈ প্রতিবেদন :

(ক) তোমার কলেজের গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ

(দিবো ২০১২, কুবো ২০১২, সিবো ২০১৫, চবো-২০১৬, ঢাবো-১৯, রাবো-২৪)

(খ) বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(ঢাবো-২৪, ২৫)

অথবা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লিখ।

(রাবো, কুবো-২৩)

অথবা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণ ও এর প্রতিকার সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। (সিবো-২৩, ২৫)

অথবা, ‘দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি’ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(দিবো-২৩)

(গ) সড়ক দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(মবো, ববো-২৩, চবো-২৫)

(ঘ) ‘খাদ্যে ভেজাল ও প্রতিকার’ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(যবো ২০১৩, দিবো ২০১৫, সিবো-২০১৬, যবো-১৯, ববো-২৫)

অথবা, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য সাম্প্রতিক ভেজাল মিশ্রণ প্রবণতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। (যবো-১৯, সিবো-১৭)

অথবা, ‘খাদ্যে ভেজাল ও প্রতিকার’ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(ঢাবো-১৪, যবো-১৩, সিবো-১৬, দিবো-১৫)

অথবা, ‘বাজারে খাদ্যে ভেজাল ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। (কুবো-১৫)

(ঙ) তোমার কলেজে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান মালার বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখ।

(চ) মহান স্বাধীনতা উদযাপন উপলক্ষে কলেজে উদযাপিত অনুষ্ঠানমালার উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(ববো ২০১৩, রাবো ২০১৬)

(ছ) ‘যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা’ এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (সিবো ২০১২)

অথবা, তোমার শহরে যানজট সমস্যার উপরে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(জ) বন্যাদুর্গত এলাকার বিপর্যস্ত জনজীবনের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (দিবো-২৫)

সাজেশনের সমাধান পেতে :

অথবা, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় তোমার এলাকায় যে বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তা জানিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

অথবা, ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত একটি এলাকার বিপর্যস্ত জনজীবন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ। (দিবো ২০১৩)

(ঝ) তোমার এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখ।

(ঞ) ‘বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

(ট) কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখ।

(ববো-২৪, কুবো-২৫)

(ঠ) তোমার কলেজ এ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখ।

(ড) তোমার কলেজে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতার উপর একটি প্রতিবেদন লিখ।

- (ঢ) ‘পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য চাই বৃক্ষরোপণ’ এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (রাবো-২৫, যবো-২৫)
- (ণ) তোমার এলাকার গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (ঢাবো-২৩)

৯। পত্রলিখন: বৈদ্যুতিন চিঠি/স্মুদেবার্তা অথবা আবেদনপত্র:

(মোট ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। নম্বর ১০। বৈদ্যুতিন চিঠি অথবা স্মুদে বার্তা থেকে একটি প্রশ্ন এবং পত্রলিখন অথবা আবেদনপত্র থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এখানে আবেদনপত্র বা ই-মেইল উত্তর করা উত্তম হবে)

◇ আবেদনপত্র

- (ক) একটি বে-সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন পত্র রচনা কর। (ববো-১৪, ববো-২৩)

অথবা, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভের জন্য দরখাস্ত লেখ।

(ঢাবো-০৭, ২৫, রাবো-১৪, ০২, কুবো-০৫, ববো-১৫)

অথবা, কোনো বিদ্যালয়ে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদন রচনা কর।

- (খ) কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকপদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র রচনা কর।

(রাবো-০৭, কুবো-১৭, চবো-৫, সিবো-১৭, ০৬, ববো-১৭, কুবো-২৪, মবো-২৫)

অথবা, কোনো মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন জানিয়ে একটি দরখাস্ত লেখ।

(যবো-০৮, দিবো-১৯, ০৯, সিবো-১৯)

- (গ) কোনো (সরকারি/বেসরকারি) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র রচনা কর।

(চবো-২০১৩, সিবো-২০১৬, রাবো-২০১৬, সিবো-১৭, ববো-১৭, কুবো-১৭, সিবো-১৯, দিবো-১৯ দিবো-২৩, রাবো-২৪)

(ঘ) একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী/স্টোরকিপার পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র রচনা কর। (দিবো-২০১৩, সিবো-২৩, কুবো-২৪)

(ঙ) কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'হিসাবরক্ষক' পদে নিয়োগ লাভের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ। (সিবো-২৫, কুবো-২৫)

(চ) কোনো কলেজে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন পত্র রচনা কর।

(সিবো-২০১৩)

(ছ) তোমার এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব/যানজট নিরসন/রাস্তা সংস্কার/বন্যাতদের সাহায্য/ মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিং/সন্ত্রাসী কার্যক্রম/আইন শৃঙ্খলার অবনতি/ এডিস মশা/ডেঙ্গু জরের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা কর।

(কুবো-২০১৩, /ববো-২০১৩, ঢাবো-১৭, যবো-১৭, ববো-১৯, চবো-১৯)

(জ) শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

(রাবো-২৩,২৫, যবো-২৩ ঢাবো, ববো, মবো-২৪, চবো-২৫)

(ঝ) সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে 'মাঠকর্মী' হিসেবে চাকুরির জন্য যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। (ববো-২৫)

(ঞ) রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

(কুবো- ০৩, ০৬, ১৯, ঢাবো-০১, রাবো-০৩, ১৩)

(ট) নজরুল জয়ন্তী/সাংস্কৃতিক সপ্তাহ/ একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন

উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর। (রাবো-১৩, চবো-১৭, কুবো-১৯, যবো-

১৯)

◇ বৈদ্যুতিন চিঠি :

(ক) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুক ব্যবহার না করে নিয়মিত পড়াশোনা করার পরামর্শ দিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ। (যবো-২৩, ২৫, মবো-২৫)

(খ) এইচ এস সি পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফলের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ।

(গ) ইন্টানেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল জানিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।

(রাবো-২০১৬, ববো-১৭, যবো-১৯, ববো-২৩)

(ঘ) বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল প্রেরণ কর।

(চবো-২০১৬, রাবো-১৭, মবো, কুবো, সিবো-২৩)

(ঙ) সদ্য পড়া কোনো বই সম্পর্কে মতামত জানিয়ে বন্ধুকে বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ।

(কুবো-২৪)

(চ) তোমার বোনের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।

(দিবো-২৩, রাবো-২৫)

(চ) পিতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত বন্ধুকে সাঙ্গনা দিয়ে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ।

(রাবো-২৩, দিবো-২৪,)

(ছ) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বৈচিত্র্য তুলে ধরে প্রবাসী বন্ধুকে পাঠানোর জন্য একটি ই-মেইল প্রস্তুত কর। (কুবো-২০১৬)

(জ) স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি ই-মেইল প্রেরণ কর।

(ঢাবো-২০১৭)

(ঞ) জরুরি রক্তের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও। (সিবো-২০১৬, ববো-২৫)

(ট) তোমার দেখা বাংলাদেশের কোনো একটি গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও। (কুবো-১৯)

(ঠ) মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিগুলো উল্লেখ করে বন্ধুদের প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা কর। (ববো-১৯, ববো-২৪, ঢাবো-২৫)

(ড) তোমাদের কলেজে অনুষ্ঠিতব্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে একজন দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব বরাবর একটি ই-মেইল রচনা কর।

(ঢাবো-২০১৬)

(ঢ) শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। (ঢাবো-২৩, রাবো-২৪)

(ণ) তোমার বন্ধুর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। (চবো-২৪)

(ত) মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে ছোটো ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি প্রেরণ কর। (কুবো-২৫)

◆ ক্ষুদে বার্তা:

(ক) জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ কর।

(টাবো-১৯)

(খ) তোমার কোনো বন্ধু পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ৫টি বাক্যে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ কর।

অথবা, তোমার কোনো বন্ধু মেডিকেল/বুয়েট/বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ৫টি বাক্যে ক্ষুদে বার্তা লেখ।

(গ) বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর। (ববো-১৬, দিবো, যবো-১৭)

(ঘ) ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

(ঙ) শিক্ষা সফরে যাওয়ার বিভিন্ন তথ্য জানিয়ে সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদে বার্তা লেখ। (চবো-১৭)

(চ) কোনো কোম্পানির বিক্রয় কর্মকর্তা হিসেবে বিশেষ পণ্যের ডিসকাউন্টের কথা জানিয়ে গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

(ছ) বাংলা নববর্ষের র্যালিতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

(জ) আসন্ন পরীক্ষার জন্য দোয়া চেয়ে বাবার কাছে ন্যূনতম ৫টি বাক্যে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ কর।

(ঝ) মা দিবসে মাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি ক্ষুদ্রে বার্তা প্রেরণ কর।

(সিবো-১৯)

[বি. দ্র. মনে রাখবে, আবেদনপত্র বা নিমন্ত্রণপত্র, ই-মেইল পড়ার বা মুখস্থ করার কিছু নেই, এগুলো লিখে লিখে অনুশীলন করতে হয়।]

১০। সারাংশ, সারমর্ম, সারসংক্ষেপ ও ভাবসম্প্রসারণ:

(২০২৬ সালের পরীক্ষায় সারাংশ, সারমর্ম ও সারসংক্ষেপ থেকে ১টি এবং ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এখানে ভাবসম্প্রসারণ উত্তর করা উত্তম হবে)

সারমর্ম

১ এই সব মূঢ় স্নান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুক ধ্বনিতা তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে- 'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে; যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা- চেয়ে, যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধৈর্যে। যখনি দাঁড়াবে তুমি সামনে তাহার তখনি সে পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে। দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার; মুখে করে আশ্রয়, জানে যে হীনতার আপনার মনে মনে	২ আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি- ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে। আমার যে দেখেছি-প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভতে কাঁদে। আমি যে দেখিনি তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা, অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্পর্শের তলে। তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে- যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?
৩ আসিতেছে শুভ দিন- দিনে দিনে বহু বাড়িতেছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ। হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়, পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,	৪ সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে। জানি না তোর ধন-রতন আছে কিনা রাণীর মতন শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে। কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল, কোন গগনে উঠেছে চাঁদ এমন হাসি হেসে।

তোমাদের সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি, তোমাতে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।	আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো, ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।
৫ শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে, জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে। চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে, কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে? সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম, ফল কহে সেও অতি নির্বোধ অধম। খেয়াতরী চলে গেলে বসে থাকে তীরে, কিসে পার হবে তারা না আসিলে ফিরে	৬ জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি। দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেক ফুল কিনে নিও,হে অনুরাগী। বাজারে বিকায় ফল ও তন্দুল; সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল দুনিয়ার মাঝে সে-ই তো সুধা! (মবো-২৩)
৭ আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই আমার সুখ সখা, সুখ শুধু তাই। আমার একার আলো সে যে অন্ধকার, যদি না সবারে অংশ দিতে আমি পাই। সকলের সাথে বন্ধু, সকলের সাথে, যাইব কাহারে বলো, ফেলিয়া পশ্চাতে। একসাথে বাঁচি আর একসাথে মরি, এসো বন্ধু, এ জীবন সুমধুর করি।	৮ অদ্ভুত আঁধার এক এসছে এ পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা; যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রাণী নেই- করুণার আলোড়ন নেই অচল তাদের সুপারামর্শ ছাড়া। যাদের গভীর আস্থা আছে মানুষের প্রতি এখানো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য ও রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।
৯ পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে-উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে হে স্নেহাতি বঙ্গভূমি— তব গৃহকোড়ে চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধরে। দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান। পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে। প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে সংগ্রাম করিতে দাও ভালো-মন্দ-সাথে।	১০ নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো, যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো। সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে, নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে । বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে, সাধকজনে নিস্তারিতে তার মতো কে জানে? বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার, বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর? নিন্দুক, সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে, আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে
১১ 'ধন-রত্ন সুখৈশ্বর্য' কিছুতেই সুখ নাই	১২ দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?

সুখ পর-উপকারে, তারি মাঝে খোঁজ ভাই । আমিত্বকে বলি দিয়া স্বার্থ ত্যাগ করো যদি পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি । নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা, তবেই পাইরে সুখ আত্মার ভিতরে তুমি ।'	মাথা উঁচু রাখিস । সুখের সাথী মুখের পানে যদি না চাহে ধৈর্য ধরে থাকিস । রুদ্ররূপে তীর দুঃখ যদি আসে নেমে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস । আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে উর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস ।
১৩ কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর? মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর । রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায় গো লয়, আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনই পুড়িতে হয় । প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে ।	১৪ একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে, দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে । ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে, গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে । সেথা দেখি একজন পদ নাই তার, অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার । পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন, আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ?
১৫ আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে অবিশ্রান্ত, একে একে হয় জড়ো, এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো । তবু আঠারোর শূনেছি জয়ধ্বনি, এ বয়স বাঁচে দুর্বোলে আর ঝড়ে, বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে । এ বয়স জেনো ভীরা, কাপুরুষ নয় পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়- এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥ (রাবো-০০,ববো-০৫, চবো-৬,৯)	১৬ বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি । দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী — মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু, কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অগোচরে । বিশাল বিশ্বের আয়োজন; মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ । সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে অক্ষয় উৎসাহে যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি । (ববো-২৪)
১৭ ছোটো ছোটো বালু কণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল । মুহূর্তে নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ, গড়ে যুগ যুগান্তর-অনন্ত মহান । প্রত্যেক সামান্য ক্রটি, ক্ষুদ্র অপরাধ, ক্রমে টানে পাপপথে, ঘটায় প্রমাদ ! প্রীতি-করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী, এ ধারায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি ।	১৮ জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেষে । বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে সারাদিন বিকিমিকি হাসে থেকে থেকে । কহে, ওহে লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলা হীন, . নিজেরে নিঃশেষ করি, কোথায় বিলীন । আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা । সরোবর, সুগভীর নাই নড়াচড়া । মেঘ কহে, ওহে বাপু, করো না গরব তোমার পূর্ণতা সে যে আমারই গৌরব । (রাবো-২৪)

সারাংশ

১

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বলেই
মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব

করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষের শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য, অন্য কোন কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে এত নত করার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এই কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর; তুমি পরদুঃখ কাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের স্বাধীনতাপ্রিয়; চরিত্রবান মানে এই। (দিবো-২৪)

২

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনের আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থূল বুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়। অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার-এ সবের নিশান উড়ানোই এদের কাজ।

৩

মাতৃস্নেহের তুলা নাই। কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উতাপে সন্তারের পরিপুষ্ট, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যের মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তি মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না। দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বুঝে না-অলসকে সে প্রাণিপাত করিয়া সেবা করে- ভীরুতার দুর্দশা কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হয়।

৪

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠতে মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও যে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসায় বাস্তবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি ত্রয়োজনের দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আন্বাদন করা যায়।

৫

কিসে হয় মর্যাদা? দামি কাপড়, গাড়ি-ঘোড়া, ‘না ঠাকুর দাদার কালের উপাধিতে? না মর্যাদা এই সব জিনিসে নাই। আমি দেখতে চাই, তোমার ভিতর, তোমার বাহির, তোমার অন্তর। আমি জানতে চাই, তুমি চরিত্রবান কি-না। তুমি সত্যের উপাসক কিনা। তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরোয় কিনা, তোমায় দেখলে দাস-দাসী দৌড়ে আসে, প্রজার তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ কর। বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি তোমায় আদর করেন; আমি তোমায় অবজ্ঞায় বলবো যাও।

৬

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবন পণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ়মূল হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বান্তে ছড়িয়ে পড়লে তবেই জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তর বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের।

৭

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটিই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেখানে থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই। এবার উঠবার সিঁড়ি না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। (দিবো-২৩, রাবো-২৫)

৮

রূপার চামচ মুখে দিয়ে জন্মায় আর কটি লোক। শতকরা নিরানব্বইটি মানুষকেই চেষ্টা করতে হয়, জয় করে জিততে হয় তার ভাগ্যকে। বাঁচে সেই-যে লড়াই করে প্রতিকূলতার সঙ্গে। পলাতকের স্থান জগতে নেই সমস্ত কিছুর জন্যই চেষ্টা দরকার। চেষ্টা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। সুখ চেষ্টারই ফল-দেবতার দান নয়। তা জয় করে নিতে হয়। আপনা এটা পাওয়া যায় না। সুখের জন্য দু’রকম চেষ্টা দরকার, বাইরের আর ভিতরের। ভিতরের চেষ্টায় মধ্যে বৈরাগ্য একটি। বৈরাগ্য ও চেষ্টার ফল, তা অমনি পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্যের স্থান নাই।

৯

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ

যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে তাহা একবার ত্রুদ্র ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদারতায় পরিপূর্ণ, দেখলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও; দেখিবে, সে স্বর্গের সুখম আর নাই-নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করতে অন্য রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

১০

আমারা ছেলেকে স্কুল কলেজে পাঠিয়ে ভাবি যে, শিক্ষা দেয়ার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বৎসরের পর বৎসর পাস করে গেলেই অভিভাবকরা যথেষ্ট তারিফ করেন। কিন্তু তলিয়ে দেখেন না, যে কেবল পাস করলেই বিদ্যার্জন হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ছাত্রের বা সন্তানের মনে জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানে প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্রেক হচ্ছে কিনা, তাই দেখবার জিনিস। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ কোন কোন শিক্ষার্থী একবিন্দুও পায় না।

১১

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্বাচোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যিক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, অবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষগুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ. এ. বি. এ. পাস হয় বটে কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে।

১২

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বৃক্কে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাই পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে; জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনায়নে সক্ষম।

১৩

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই

শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মহামূল্যবান পদার্থ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সর্পের সাহচর্য লাভ করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় হইলেও বিদ্যা লাভের নিমিত্ত বিমান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে।

১৪

মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতি-নীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মানুষের হৃদয়ে জ্বালা এবং বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মানুষ তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই মানুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। যার স্বভাব মন্দ, সে নিজেও দুষ্কিয়াশীল; মিথ্যাবাদী, দুর্মতিকে ঘৃণা করে। মানুষ নিজে স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। (মবো-২৪)

১৫

সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলেতে থাকে। সময়ের নিকট অনুন্নয় কর, একে ভয় দেখাও, ভ্রক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু সময় একবার গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গতসময় কখনও ফিরে আসবে না। (যবো-২৪)

১৬

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কেনো হিংসার দুশমনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। (চবো-২৪)

১৭

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই। (চবো ২০০৪, মবো-২৫)

(আরো উদাহরণ অনুশীলন করতে হবে)

১১। ভাবসম্প্রসারণ :

(ক) সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

(কুবো-২০১৬, সিবো-২৫)

অথবা, পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

(খ) স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে, স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

(ঢাবো-১১, রাবো-১৪, ১৫, ১২, যবো-১২, চবো-১০, ২৫, সিবো-১৩, ৭, ববো-১৭)

(গ) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে।

(ঘ) স্বদেশের উপকারে নেই যার মন

কে বলে মানুষ তারে ? পশু সেই জন। (সিবো-১৭, ২৩)

(ঙ) মানুষ বাঁচে কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

(ঢাবো, রাবো, যবো-১৭, ঢাবো-১৯ ববো-২৪, মবো, দিবো-২৫)

অথবা, কীর্তিমানের মৃত্যু নাই

(চ) জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

(ছ) বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর

অধেক তার করিয়াছে নারী, অধেক তার নর।

(জ) দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

(মবো-২৪, কুবো-২৪, রাবো-২৫)

(ঝ) প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।

(চবো-২৪, ববো-২৫)

(এ৪) ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। (ঢাবো-২৪)

অথবা, ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

(ট) ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ।

অথবা, প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

(ববো-১৯, যবো-২৩, ২৫)

(ঠ) সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। (দিবো-১৭, চবো-১৭)

(ড) জন্ম হোক যথাতথ্য কর্ম হোক ভালো। অথবা, নহে
আশরাফ যার আছে শুধু বংশ পরিচয়/ সেই আশরাফ যার জীবন
পুণ্যকর্মময়।

(ঢ) মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, ধন বিলাস নহে।

(ণ) রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে। (সিবো-১৯)

(ত) পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

(থ) তুমি অধম-তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" (ঢাবো-২৫)

(দ) স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ/ বৃহৎ জগত হতে সে কখনো শিখে নি
বাঁচিতে। (চবো-২০১৬)

(ধ) দণ্ডিতের সাথে/দণ্ড দাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/সর্বশ্রেষ্ঠ সে
বিচার।

১২। সংলাপ ও ক্ষুদেগল্প রচনা:

(সংলাপ রচনা থেকে ১টি এবং ক্ষুদে গল্প রচনা থেকে ১টি করে মোট দুটি প্রশ্ন থাকবে;
১টির উত্তর দিতে হবে। নম্বর-১০, এখানে সংলাপ উত্তর করা উত্তম হবে)

◇ সংলাপ রচনা:

(ক) বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (ঢাবো-

২০১৬, যবো-১৭)

অথবা, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব জলবায়ু বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন রচনা কর।

(ঢাবো-২০১৬)

(খ) উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (সিবো-২০১৬)

(গ) সমাজ সেবী এক বন্ধুর সঙ্গে অন্য বন্ধুর সংলাপ।

অথবা, একজন উদ্যোক্তা বন্ধুর সঙ্গে অন্য এক বন্ধুর সংলাপ।

(ঘ) কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। (চবো-২৪)

(ঙ) সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(রাবো-২০১৯, সিবো-১৯, যবো-২৫)

(চ) সম্প্রতি পড়া কোনো বই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ।

(রাবো-১৬, ববো-২৩)

অথবা, বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

(দিবো-১৯, রাবো-২৫)

(ছ) বাংলা নববর্ষের উদযাপন বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(ববো-২০১৬)

(জ) নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর।

(রাবো-১৭, মবো-২৫)

অথবা, নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(কুবো-২৩)

(ঝ) খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (দিবো-২৫)

(ঞ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংলাপ।

অথবা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(যবো-২০১৬, ববো-২৫)

(ট) সম্ভ্রাসবাদ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ লেখ।

(ঠ) ফেইস বুকের সুফল ও কুফল নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(কুবো-১৯, কুবো-২৪)

(ড) ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (সিবো-২৩)

(ঢ) আসন্ন এইচ এস সি পরীক্ষা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(ণ) কোনো এলাকার লোডশেডিং নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(ত) জীবনের লক্ষ্য নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(থ) অমর একুশে বই মেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(ঢাবো-২৩)

(দ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যকার কথোপকথন তুলে ধর। (রাবো-২৪)

(ধ) মাদকাসক্তির কুফল ও এর প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো। (ববো-২৪)

(ন) শব্দ দূষণের কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (মবো-২৪)

(প) যানজটের ভোগান্তি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(চবো-২৫)

(ফ) বর্তমানে 'নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারমূল্য' বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ তুলে ধর। (কুবো-২৫)

(ব) খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(দিবো-২৫)

❖ ক্ষুদে গল্প রচনা :

(ক) প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি ক্ষুদে গল্প রচনা কর।

মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দণ্ড হয় হাসান...

(খ) 'স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

(গ) 'মোবাইল ফোনে বন্ধুত্বের পরিণাম' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

(ঘ) 'স্বনির্ভরতার জন্য দেশি শিল্পের বিকাশ চাই' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

(ঙ) শিরোনামসহ নিচের সংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর:

ঝড়ের রাত। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পিয়ালের মন খুবই অস্থির। রাত আনুমানিক একটা। হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ। অজানা আতঙ্কে পিয়াল...

(চ) নিচের উদ্দীপক অবলম্বনে একটি খুদেগল্প রচনা কর:

পদ্মা সেতুর টোল প্লাজায় বাইক থামিয়ে টোল দিতে হাত বাড়ায় ইশতিয়াক সাহেব। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিছন থেকে সজোরো ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে সে। জ্ঞান ফিরলে তার সাথে থাকা স্ত্রী ও শিশুপুত্রের কথা জানতে চায় উপস্থিত লোকজনের কাছে।....

(ছ) প্রদত্ত সংকেত অবলম্বনে 'লোভের পরিণাম' শীর্ষক একটি ক্ষুদে গল্প রচনা কর।

গল্প সংকেত: স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি ফলের বাগান করে শামীম ...

(জ) 'মানুষ মানুষের জন্য' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।

(ঝ) "রক্ত দেই জীবন বাঁচাই" শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।

(ঞ) মানুষের স্বার্থপরতার উপর একটি ক্ষুদে গল্প লেখ।

১২। নিচের যে কোন একটি বিষয়ে
প্রবন্ধ রচনা লিখ :

◇ অ-গুচ্ছ : বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা

(ক) আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ/দৈনন্দিন জীবনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার।

(ঢাবো, দিবো, ববো-২০১৬, কুবো-১৭, রাবো-১৭, ২৫ রাবো-১৬, ১৯, সিবো, চবো-১৯, ২৫)

(খ) আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান/বিজ্ঞানের জয়যাত্রা/মানব কল্যাণে বিজ্ঞান।

(দিবো-২৫, কুবো-২৫, যবো-১৬, ২৫, মবো-২৫, ববো-১৬, চবো-১৬)

(গ) শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার

(ঘ) কৃষি কাজে বিজ্ঞান

(সিবো-২০১৬, যবো, ববো-১৭, কুবো-১৯)

◇ আ-গুচ্ছ : বাংলাদেশ : প্রধান প্রধান সমস্যা ও সম্ভাবনা কেন্দ্রিক রচনা :

(ঙ) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার;

(চবো, সিবো, দিবো-১৫, চবো-১৬, কুবো, চবো-১৭, ববো-১৯)

(চ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার।

(কুবো-২৫)

(ছ) জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশ/বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও
বাংলাদেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন/জলবায়ু পরিবর্তন ও এর
প্রভাব/বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন;

(যবো-১৬, সিবো-১৫, ববো-১৫ ঢাবো-১৬, ১৯ কুবো-১৫, ১৯, মবো-২৫, রাবো-২৫)

(জ) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা ;

(ঢাবো-১৫, ২৫, সিবো-১৭, ২৫, ববো-১৫, ১৬, ২৫, রাবো-১৫, ১৭, ২৫, চবো-১৬, ২৫, কুবো-১৬, ২৫, যবো-২৫, মবো-২৫, দিবো-১৫, ১৬, ২৩, ২৫)

(ঝ) পোশাক শিল্প: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ;

(ঢাবো-১৭, ঢাবো, সিবো, রাবো-১৬, কুবো-১৯, সিবো-১৯, মবো-২৫)

(এ৩) মাদক আসক্তি কারণ ও প্রতিকার। ট) দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার,

❖ ই-গুচ্ছ : বাংলাদেশ ও জাতীয় চেতনা বিষয়ক রচনা :

(ঠ) রূপসী বাংলা;

(ড) একুশের চেতনা/ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ একুশ আমার অহংকার;

(কুবো, দিবো-১৫, ২৫, সিবো-১৭, ২৫, ববো-১৭, ২৫, ঢাবো-১৯, চবো-১৯, ২৫, রাবো-২৫)

(ঢ) গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ

(ণ) স্বদেশ প্রেম। (যবো-২৫, মবো-২৫)

(ত) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি (চবো-২৫)

❖ ঈ-গুচ্ছ : ভাব-প্রধান রচনা :

(থ) বই পড়ার আনন্দ (ববো-২০১৬, কুবো, ববো-১৯ চবো-২৫)

(দ) শিষ্টাচার বা শুদ্ধাচার (কুবো-২০১৬, ঢাবো-২৫, রাবো-২৫, কুবো-২৫)

(ধ) অধ্যবসায় (দিবো-২৫, যবো-২৫, ববো-২৫, সিবো-২৫)

[বিশেষ দৃষ্টব্য : অ, আ, ই, ঈ এই চারটি গুচ্ছ থেকে একটি করে রচনা থাকবে। তাই অ ও আ গুচ্ছের রচনাগুলো পড়লে একটি রচনা অবশ্যই কমন থাকবে। নির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায় (গুরুত্বেরক্রমানুসারে) : ক, খ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঠ, ণ নম্বর রচনা পড়লে একটি রচনা অবশ্যই কমন থাকবে।]

(মুসা স্যার)

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

বিএ (সম্মান) এমএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি. জা. বি.

ভূতপূর্ব : সহযোগী অধ্যাপক, রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর

গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা

সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর

বিভাগীয় প্রধান, সরকারি পিসি কলেজ, বাগেরহাট

অধ্যক্ষ, তারাগঞ্জ সরকারি কলেজ, রংপুর।



সাজেশনের
সমাধান পেতে
স্ক্যান করুন।

বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রিন্ট কপি



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর

বাংলা দ্বিতীয় পত্রের

পূর্ণাঙ্গ সাজেশন ও সমাধানের

প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রাপ্তিস্থান : টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৪১০৬

সাহিত্য ভাণ্ডার, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৩০-৯০৫৯৩৫

মনি লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৪১-৭০০০১৩

রফিক লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৮০-৭০৬০৯০

মিন্টু লাইব্রেরি, লালবাগ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৮১৬৯৯৯৬

তুষ লাইব্রেরি, দিনাজপুর। হাসান লাইব্রেরি : সৈয়দপুর।

আধুনিক লাইব্রেরি, গাইবান্ধা। জ্ঞানাস্কুর ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, নীলফামারী।

এবং জেলা শহরের প্রধান প্রধান লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

অথবা

অনলাইনে সংগ্রহ করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।

www.boipottro.com

অথবা

কল করুন (হোয়াটস এপ) : ০১৮১৯১২৭৯৯৮



অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন- নিয়ে এনো
মুসা স্যারের অনন্য- eBook সিরিজ

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

বাংলা দ্বিতীয় পত্র
সাজেশন ও সমাধান

বিষয়: উচ্চারণ। নম্বর: ০৫

(উচ্চারণের নিয়মের একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা
৮টি শব্দ থাকবে এর ৫টি উচ্চারণ নির্ণয় করতে হবে)



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র

উচ্চারণের নিয়মের একটি প্রশ্ন থাকবে

অথবা

৮টি শব্দ থাকবে এর ৫টির উচ্চারণ নির্ণয় করতে হবে।

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

ত উচ্চারণের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো আয়ত্ত না করলে উচ্চারণে এইচএসসি পরীক্ষায় ৫-এ ৫ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করো।

প্রমিত উচ্চারণে কোন্ ধ্বনি কোন্ ধ্বনিতে পরিণত হয় তা নিচে দেখানো

হলো:

প্রদত্ত শব্দ	বানান	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	মন্তব্য	উদাহরণ
বানানে যদি থাকে:	অ'	তবে উচ্চারণে হবে:	'ও' ো	সূত্র অনুযায়ী	অতি>ওতি
বানানে যদি থাকে:	ঈ	তবে উচ্চারণে হবে:	ই	নিশ্চিত পরিবর্তন	নঈ>নোই
বানানে যদি থাকে:	ী	তবে উচ্চারণে হবে:	ি	ঐ	নদী>নোদি
বানানে যদি থাকে:	উ	তবে উচ্চারণে হবে:	উ	ঐ	উর্ধ্ব> উর্ধ্বো
বানানে যদি থাকে:	ূ	তবে উচ্চারণে হবে:	ূ	ঐ	বধূ>বোধু

বানানে যদি থাকে:	ঋ	তবে উচ্চারণে হবে:	রি	শব্দের শুরুতে 'রি'	ঋতু>রিতু,
বানানে যদি থাকে:	ঌ	তবে উচ্চারণে হবে:	ঌ	শব্দের মধ্যে 'ঌ'	মসৃণ>মোস্‌সৃন্
বানানে যদি থাকে:	এ	তবে উচ্চারণে হবে:	এ অথবা এ্যা	সূত্র অনুযায়ী	এক>এ্যাক
বানানে যদি থাকে:	ঐ	তবে উচ্চারণে হবে:	ওই	নিশ্চিত পরিবর্তন	কৈ>কোই
বানানে যদি থাকে:	ঔ	তবে উচ্চারণে হবে:	ওউ	ঐ	ঔষধ> ওউশধ্
বানানে যদি থাকে:	ং	তবে উচ্চারণে হবে:	ঙ	ঐ	মাংস>মাঙশো
বানানে যদি থাকে:	ঞ	তবে উচ্চারণে হবে:	'ঝ' বা 'ন'	সূত্র অনুযায়ী	মিয়ার্, অন্‌চল
বানানে যদি থাকে:	ণ	তবে উচ্চারণে হবে:	ন	নিশ্চিত পরিবর্তন	রণ>রন্
বানানে যদি থাকে :	ব	তবে উচ্চারণে হবে:	'ও' অথবা 'দ্বিত্ব'	সূত্র অনুযায়ী	স্বামী>শামি, দিততো

বানানে যদি থাকে :	ম	তবে উচ্চারণে হবে:	‘০’ অথবা ‘দ্বিত্ব’	সূত্র অনুযায়ী	স্মৃতি>স্মৃতি, পদদাঁ
বানানে যদি থাকে :	য	তবে উচ্চারণে হবে:	জ	নিশ্চিত পরিবর্তন	যখন> জখোন্
বানানে যদি থাকে :	শ	তবে উচ্চারণে হবে:	স	সব সময় নয়	সাহস>শাহোশ্
বানানে যদি থাকে :	স	তবে উচ্চারণে হবে:	শ	সব সময় নয়	শ্রাবণ>শ্রাবোন্
বানানে যদি থাকে :	ষ	তবে উচ্চারণে হবে:	শ	নিশ্চিত পরিবর্তন	পরিষ্কার>পোরিশ্কার
বানানে যদি থাকে :	ং (শব্দের মধ্যে)	তবে উচ্চারণে হবে:	দ্বিত্ব (সংল্লিষ্ট বর্ণ)	নিশ্চিত পরিবর্তন	নিঃশেষ>নিশ্শেশ্
বানানে যদি থাকে :	ং (শব্দের শেষে)	তবে উচ্চারণে হবে:	ও এরে মতো	নিশ্চিত পরিবর্তন	পুনঃ>পুনো
বানানে যদি থাকে :	য-ফলা ফ	তবে উচ্চারণে হবে:	দ্বিত্ব (সংল্লিষ্ট বর্ণ)	ঐ	অদ্য>ওদদো
বানানে যদি থাকে :	হ্য	তবে উচ্চারণে হবে:	জ্বো	ঐ	গ্রাহ্য>গ্রাজ্বো

নিচের বাক্যটি মুখস্থ করলে বা মনে রাখলে 'অ' উচ্চারণের ১৮টির

বেশি নিয়ম মনে রাখা সম্ভব।

অ-এর পর যদি:

ই, ই-কার (ি), ঈ, ঈ-কার (ী), উ, উ-কার (ু), উ, উ-কার(ূ) ঋ, ঋ-কার (্) ক্ষ, জ্ঞ, য-ফলা ('ক্য)) র-ফলা (্র) থাকে তবে অ ও-এর মতো (সংবৃত) উচ্চারিত হয়।

যেমন: সহি > শোই,

অতি > ওতি,

কাকলি > কাকোলি,

নঈ > নোই,

নদী > নোদি,

জননী > জনোনি,

গরু > গোরু,

সকরুণ > শকোরুণ,

মরুদ্যান > মোরুদ্দান,

হেমকূট > হেমোকুট,

মসৃণ > মোসৃসৃন,

অক্ষ > ওকুখো,

যবক্ষার > জবোকুখার,

যজ্ঞ > জোগ্গোঁ,

দৈবজ্ঞ > দোইবোজ্ঞ,

অদ্য > ওদ্দো,

আলস্য > আলোশ্শো,

শ্রম > শ্রোম্ ইত্যাদি।

উচ্চারণ নির্ণয়ের জন্য নিচের টিপস বা কৌশলগুলো মনে রাখবে:

১। যুক্ত বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণে সাধারণত ও-কার হয়।

যেমন : অক্ষ > ওকুখো, যজ্ঞ > জোগ্গোঁ ইত্যাদি।

২। তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্যস্থিত অ-কারের আগে অ, আ,

এ অথবা ও-কার থাকলে ঐ মধ্য-অ ও ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।

যেমন: রতন (রতোন্), কাজল (কাজোল্), কোমল (কোমোল্)।

৩। নেতিবাচক বা না-সূচক অ-এর উচ্চারণ স্বাভাবিক উচ্চারণ হবে (অ অ-

এর মতোই থাকবে)।

যেমন: অবিনাশ > অবিনাশ্, অসীম > অশিম্ ইত্যাদি।

৪। একাক্ষরিক শব্দের প্রথম ধ্বনি/বর্ণে সাধারণত ও-কার হবে।

যেমন: বন > বোন্, মন > মোন্, গণ > গোন্ ইত্যাদি।

৫। বিসর্গের পর সংশ্লিষ্ট ধ্বনি বা বর্ণ দ্বিভূ হয়।

যেমন: দুঃসাহস > দুশ্শাহোশ্, দুঃখ > দুকুখো।

৬। নাসিক্য (ন, ঞ, ম) ধ্বনি লুপ্ত হলে তার স্থলে চন্দ্রবিন্দু হবে।

যেমন: যজ্ঞ > জোগ্গোঁ, স্মৃতি > স্মৃতি ইত্যাদি

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম বা সূত্র:

প্রশ্ন ১ : ‘অ’ ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ঢাবো ১৬, ১৭, ২২, ২৫ দিবো-১৭, ২৪, কুবো-১৬, ২৫, চবো. ১৬, ২৫, রাবো- ২৩, ২৪, ২৫, যবো-১৭, ২৫, মবো- ২৩, ববো-১৭)

অথবা, অ-এর উচ্চারণ কোন কোন স্থানে ও-এর মতো বা ও-বং হয়।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখ।

অথবা, বাংলা ‘অ’ ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম

উদাহরণসহ লেখ। (কুবো, চ.বো. ১৬)

উত্তর : অ-এর উচ্চারণ নিম্নলিখিত স্থানে ও-এর মতো হয় ; অথবা, নিচে স্বরধ্বনি উচ্চারণের নিয়ম লেখা হলো:

- ১। সাধারণত স্বাধীন অ-কার বা ব্যঞ্জনে-যুক্ত অ-কারের পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে, উক্ত অ-কার ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: অতি (ওতি), অধিকার (ওধিকার), নদী (নোদি), গরু (গোরু), অনুকূল (ওনুকূল)।
- ২। অ-কারের পর য-ফলা থাকলে অ-কার ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: সত্য (শোৎতো), অধ্যক্ষ (ওদ্ধোক্খো), গদ্য (গোদ্দো), ধন্য (ধোন্নো)।
- ৩। অ-কারের পরে ক্ষ থাকলে অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: অক্ষ (ওক্খো), অক্ষাংশ (ওক্খাঙ্শো), ভক্ষণ (ভোক্খোন্)।
- ৪। অ-কারের পরে জ্ঞ থাকলে অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: যজ্ঞ (জোগ্গোঁ)।
- ৫। শব্দের আদিতে অ-কার এবং তারপরে ঋ-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে অ-কার সাধারণত ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: মসৃণ (মোস্‌স্‌ন্), কর্তৃকারক (কোর্‌ত্‌কারোক্), যক্‌ (জোক্‌ক্‌)।
- ৬। শব্দের আদিতে অ-যুক্ত র-ফলা থাকলে উক্ত অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়। যেমন: শ্রম (শ্রোম্), শ্রবণ (শ্রোবোন্), স্রষ্টা (শ্রোষ্টা)।

- ৭। যে সব রেফ-যুক্ত শব্দের বানানে রেফ-এর পরে য-ফলা ছিল, বর্তমানে য-ফলা ব্যবহৃত হয় না, সে সব শব্দের আদ্য এবং মধ্য-অ সাধারণত ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: পর্যন্ত (পোর্জোন্তো) <পর্যন্ত, মর্যাদা (মোর্জাদা) <মর্যাদা, সৌন্দর্য (শৌউন্দোর্জো) <সৌন্দর্য।
- ৮। বাংলা সাধুরীতিতে ব্যবহৃত শব্দ কিংবা ক্রিয়াপদের বানানে ই-কার আছে, কিন্তু চলিত রীতিতে সে ই-কার অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হলেও তার পূর্ববর্তী অ-কার সাধারণত ও-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন: রবিবার > রোববার (রোব্বার), বলিয়াছিল > বলেছিল (বোলেছিলো), হইল > হল (হোলো)।
- ৯। একাক্ষর শব্দের আদি-স্থিত ব্যঞ্জনে-যুক্ত অ-কারের পরে দন্ত্য-ন থাকলে, কখনো কখনো অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়। যেমন: বন (বোন্), মন (মোন্), জন (জোন্)।
- ১০। সম উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের আদ্য-অ সংস্কৃতানুসারী উচ্চারণে অবিকৃত অ রূপে উচ্চারিত হলেও বাংলা উচ্চারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সে অ-কার ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: সন্ন্যাস (শোন্নাশ্), সমীকরণ (শোমিকরোন্), সঞ্চিত (শোন্চিতো)।

(ব্যাপক আলোচনার জন্য দশটি নিয়ম দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষায় লিখতে হবে ৫টি নিয়ম)

প্রশ্ন ২: প্রমিত বাংলায় আদ্য অ' উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

উত্তর: নিচে স্বরধ্বনি উচ্চারণের নিয়ম আলোচনা করা হলো:

অথবা, নিচে আদ্য 'অ' উচ্চারণের নিয়ম আলোচনা করা হলো:

- ১। সাধারণত স্বাধীন অ-কার বা ব্যঞ্জনে-যুক্ত অ-কারের পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে, উক্ত অ-কার ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: অতি

(ওতি), অধিকার (ওধিকার), নদী (নোদি), গরু (গোরু), অনুকূল (ওনুকূল)।

ব্যতিক্রম: যেখানে নেতিবাচক বা না-অর্থে অ-কার থাকে এবং সহ বা সাথে অর্থে স যুক্ত হয়, সেখানে পরে ই বা উ থাকলেও অ-কারের উচ্চারণ ও কারের মতো হয় না। যেমন: অবিনাশ (অবিনাশ), সবিনয় (শবিনয়)।

- ২। অ-কারের পর য-ফলা থাকলে অ-কার ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: সত্য (শোৎতো), অধ্যক্ষ (ওদ্ধোক্খো), গদ্য (গোদ্দো), ধন্য (ধোন্নো)।

ব্যতিক্রম: তবে, অ-কারের পর যুক্তব্যঞ্জন বর্ণে য-ফলা থাকলে অ-কার ও ও-কারের মতো উচ্চারিত হয় না। যেমন: অন্ত্য (অন্তো), মর্ত্য (মর্তো), অর্ঘ্য (অর্ঘ্যো), কণ্ঠ্য (কন্ঠো)।

- ৩। অ-কারের পরে ক্ষ থাকলে অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: অক্ষ (ওক্খো), অক্ষাংশ (ওক্খাঙ্শো), ভক্ষণ (ভোক্খোন্)।

- ৪। অ-কারের পরে জ্ঞ থাকলে অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: যজ্ঞ (জোগ্গোঁ)।

ব্যতিক্রম: তবে, অ-কার না-বোধক অর্থে ব্যবহৃত হলে, অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয় না। যেমন: অজ্ঞ (অগ্গোঁ)।

- ৫। শব্দের আদিতে অ-কার এবং তারপরে ঋ-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে অ-কার সাধারণত ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: মসৃণ (মোস্‌স্‌ন্), কর্তৃকারক (কোর্ত্‌কারোক্) যক্ৎ (জোক্‌ক্‌ৎ)।

- ৬। শব্দের আদিতে অ-যুক্ত র-ফলা থাকলে উক্ত অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়। যেমন: শ্রম (শ্রোম্), শ্রবণ (শ্রোবোন্), স্রষ্টা স্রোষ্টা)।

- ৭। যে সব রেফ-যুক্ত শব্দের বানানে রেফ-এর পরে য-ফলা ছিল, বর্তমানে য-ফলা ব্যবহৃত হয় না, সে সব শব্দের আদ্য এবং মধ্য-অ সাধারণত ও-

কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: পর্যন্ত (পোর্জোন্তো) <পর্যন্ত,

মর্যাদা (মোর্জাদা) <মর্যাদা, সৌন্দর্য (শোউন্দোর্জো) <সৌন্দর্য।

৮। বাংলা সাধুরীতিতে ব্যবহৃত শব্দ কিংবা ক্রিয়াপদের বানানে ই-কার আছে, কিন্তু চলিত রীতিতে সে ই-কার অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হলেও তার পূর্ববর্তী অ-কার সাধারণত ও-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন: রবিবার > রোববার (রোব্বার), বলিয়াছিল > বলেছিল (বোলেছিলো), হইল > হল (হোলো)।

৯। একাক্ষর শব্দের আদি-স্থিত ব্যঞ্জনে-যুক্ত অ-কারের পরে দন্ত্য-ন থাকলে, কখনো কখনো অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়। যেমন:বন (বোন), মন (মোন), জন (জোন)।

১০। সম উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের আদ্য-অ সংস্কৃতানুসারী উচ্চারণে অবিকৃত অ রূপে উচ্চারিত হলেও বাংলা উচ্চারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সে অ-কার ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: সন্ন্যাস (শোন্নাশ), সমীকরণ (শোমিকরোন), সঞ্চিত (শোন্চিতো)।

প্রশ্ন ৩ : উদাহরণসহ প্রমিত বাংলায় অন্ত্য 'অ' উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

উত্তর: নিচে অন্ত্য 'অ' উচ্চারণের নিয়ম আলোচনা করা হলো:

১। বাংলায় শব্দের অন্ত্য অ-কার অনেক ক্ষেত্রে অনুচ্চারিত থাকে এবং শেষ বর্ণটি হসন্ত রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : হাত (হাৎ), কাল (কাল্), মান (মান্)।

২। বাংলায় কতিপয় বিশেষণ অথবা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পদের অন্ত্যে থাকা অ-কার সাধারণত ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: কাল (কালো), ভাল (ভালো), যত (যতো), হেন (হ্যানো)।

- ৩। আন (আনো) প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য-অ ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।
যেমন: পাঠান (পাঠানো), করান (করানো), দেখান (দ্যাখানো)।
- ৪। সংখ্যাবাচক শব্দের অন্ত্য-অ রক্ষিত এবং ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন : এগার (এ্যাগারো), ঘোল (শোলো), চৌদ্দ (চৌউদ্দো), সতের (শতেরো)।
- ৫। বাংলায় দ্বিরুক্ত বিশেষণে ও অনুকার শব্দে অন্ত্য অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: পড়-পড় (পড়ো-পড়ো), কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), ছল-ছল (ছলো-ছলো)।
- ৬। ‘ত’ এবং ‘ইত’ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদের অন্য অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: গত (গতো), রক্ষিত (রোক্খিতো), পরীক্ষিত (পোরিক্খিতো)।
- ৭। ই-কার এবং এ-কারের পরে ‘য় এলে সেই য়’-এর অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : প্রিয় (প্রিয়ো), স্মরণীয় (শ্রোনিয়ো), বরণীয় (বরোনিয়ো)।
- ৮। বিশেষ্য পদের শেষ অক্ষরে ‘হ’ থাকলে অন্ত্য-অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: কলহ (কলোহো), বিরহ (বিরহো)।
- ৯। বিশেষণ পদের শেষ অক্ষরে ঢ থাকলে অন্ত্য-অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: গুঢ় (গুঢ়ো), মূঢ় (মুঢ়ো)।
- ১০। শব্দের অন্ত্য অক্ষরে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে অন্ত্য অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : ভক্ত (ভক্‌তো), শক্ত (শক্‌তো), ঐতিহ্য (ওইতিজ্‌ঝো), চিহ্ন (চিন্‌হো), যত্র (জত্‌ত্রো)।।
- ১১। শব্দের অন্ত্য অ-এর আগে ‘ং’ ‘ঃ’ থাকলে অন্ত্য অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : বংশ (বঙ্‌শো), বিংশ (বিঙ্‌শো), দুঃখ (দুক্‌খো)।

১২। শব্দের অন্ত্য অ-এর আগে ‘ঐ’, ‘ঔ’ এবং ঋ-কার থাকলে অন্ত্য অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : দৈব (দোইবো), গৌণ (গোউনো), তৃণ (তৃনো), লৌহ (লোউহো)।

১৩। ‘তর’, ‘তম’ প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদের অন্ত্য অ-কার ও-কার উচ্চারিত হয়। যেমন : ভিন্নতর (ভিন্নোতরো), উচ্চতম (উচ্চোতমো), বৃহত্তর (বৃহৎতরো)।

প্রশ্ন ৪: মধ্য ‘অ’ উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ। অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

উত্তর: নিচে মধ্য ‘অ’-এর ৫টি নিয়ম আলোচনা করা হলো:

- ১। শব্দের মধ্যে থাকা ব্যঞ্জনে যুক্ত অ-এর পরে ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ-কার এবং য-ফলা থাকলে উক্ত অ-কার সাধারণত ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : অদম্য (অদোম্মো), কাকলি (কাকোলি), অমসৃণ (অমোস্সৃন্), জননী (জনোনি)।
- ২। শব্দের মধ্যে থাকা ব্যঞ্জনে যুক্ত অ-এর পরে ‘ক্ষ’ থাকলে উক্ত অ-কার ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : সুদক্ষ (সুদোক্খো), অবক্ষয় (অবোক্খয়) ইত্যাদি।
- ৩। শব্দের মধ্যে থাকা ব্যঞ্জনে যুক্ত অ-এর পরে ‘জ্ঞ’ থাকলে উক্ত ‘অ’কার ‘ও’ কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : দৈবজ্ঞ (দোইবোগ্গোঁ), সর্পযজ্ঞ (শর্পোজোগ্গোঁ) ইত্যাদি।
- ৪। তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্যস্থিত অ-কারের আগে অ, আ, এ অথবা ও-কার থাকলে ঐ মধ্য-অ ও ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: রতন (রতোন), কাজল (কাজোল), কোমল (কোমোল)। ব্যতিক্রম

: এরূপ ক্ষেত্রে আদ্য-অ যদি না-বোধক এবং ‘স’ যদি সাথে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে অ অবিকৃত থাকবে। যেমন : অমল (অমল), সজল (সজল), সলজ্জ (শলজ্জো)।

- ৫। বাংলায় কতিপয় সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের মধ্য-অ ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : পথচারী (পথোচারি), দীনবন্ধু (দিনোবোন্ধু), রণতূর্য (রনোতুরজো)।

প্রশ্ন ৫ : ব-ফলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(যবো-২৩ ববো-২৩ কুবো-২২, ২৪, রাবো-২২, সিবো-২২, মবো-২৪, দিবো-২৫)

উত্তর: নিচে ব-ফলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম আলোচনা করা হলো:

- ১। শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন : স্বদেশ (শদেশ), ত্বক (তক), ধনি (ধোনি) ইত্যাদি।
- ২। শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত থাকলে ঐ ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন : সান্ত্বনা (শান্তোনা), উচ্ছ্বাস (উচ্ছাশ), উজ্জ্বল (উজ্জল) ইত্যাদি।
- ৩। শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিভূ হয়। যেমন : বিশ্বাস (বিশ্শাশ), বিদ্বান (বিদ্দান), রাজত্ব (রাজৎতো), অশ্ব (অশ্শো)।
- ৪। উৎ উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের ৎ (দ)-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলার ব অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : উদ্বোধন (উদ্বোধোন্), উদ্বাস্ত (উদ্বাস্তু), উদ্বাহ (উদ্বাহ্), উদ্বৈগ (উদ্বৈগ্) ইত্যাদি।
- ৫। বাংলা শব্দে সন্ধির ফলে ক থেকে আগত গ-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে, ঐ ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : দিগ্বিদিক (দিগবিদিক), দিগ্বিজয় (দিগ্বিজয়), ঋগ্বেদ (রিগ্বেদ্), দিগ্বলয় (দিগ্বলয়) ইত্যাদি।

৬। ম-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে, সে ব উচ্চারিত হয়।

যেমন : লম্বা (লম্বা), সম্বল (শম্বল/শম্বোল), শম্বুক (শোম্বুক)।

প্রশ্ন ৬ : ম-ফলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

উত্তর: নিচে ম-ফলা উচ্চারণের নিয়ম আলোচনা করা হলো:

- ১। শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনে যুক্ত ম-ফলা থাকলে, সে ‘ম’ উচ্চারিত হয় না। তবে ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে যে স্বরধ্বনি থাকে, তা সানুনাসিক উচ্চারিত হয়।
যেমন: শ্মশান (শঁশান), স্মারক (শাঁরোক), স্মরণ (শাঁরোন), স্মৃতি (সঁতি) ইত্যাদি।
- ২। শব্দের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জনের ম উচ্চারিত হয় না, ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে এবং ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরটির উচ্চারণ আনুনাসিক হয়।
যেমন: ভস্ম (ভশশোঁ), রশ্মি (রোশশি), আত্মা (আত্‌তাঁ), পদ্ম (পদ্দোঁ) ইত্যাদি।
- ৩। শব্দের মধ্যে বা অন্তে ‘গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল’-এর সঙ্গে ম যুক্ত হলে, সে ম উচ্চারিত হয়। যেমন : যুগ্ম (জুগ্‌মো), বাগ্মী (বাগ্‌মি), চিন্ময় (চিন্‌ময়), বাল্মীকি (বাল্‌মিকি) ইত্যাদি।
- ৪। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয় না, তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি আনুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : সূক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ), লক্ষ্মী (লোক্‌খি) ইত্যাদি।
- ৫। বাংলায় কতিপয় ম-ফলা যুক্ত সংস্কৃত শব্দ আছে, যাদের ম-ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন : কুস্মাণ্ড (কুশ্‌মান্ডো), সুস্মিতা (শুশ্‌মিতা), স্মিত (স্মিতো) ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৭ : উদাহরণসহ প্রমিত বাংলায় ‘এ’-কার উচ্চারণের ৫টি

নিয়ম লেখ। (কুবো-২৩, সিবো-২৩, ২৫, ববো-২২, দিবো-২২, মবো-২২)

উত্তর: বাংলায় ‘এ’ বর্ণের লিখিত রূপ একটি হলেও এর উচ্চারিত রূপ দুটি। এর একটি হলো সোজা বা সরল উচ্চারণ এবং অন্যটি হলো বাঁকা বা বিকৃত উচ্চারণ। প্রথমটির উদাহরণ হলো- দেহ (দেহো), বেশ (বেশ) ইত্যাদি। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো- এক (এ্যাক), ক্ষেপা (খ্যাপা) ইত্যাদি। বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে ‘এ’ উচ্চারণের বিভিন্ন নিয়ম আলোচনা করা হলো:

১। বাংলায় তৎসম শব্দের শুরুতে বা প্রথমে এ-কার সোজা বা অবিকৃতভাবে এ-রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন: একান্তর(একান্তর), বেদ (বেদ), কেন্দ্র (কেন্দ্রো)।

২। শব্দের শুরুতে বা প্রথমে যদি ‘এ’-থাকে এবং ‘এ’-এর পরে যদি ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও, য, র, ল, শ কিংবা হ থাকে তবে ‘এ’ সোজা বা অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন: একীভূত (একিভূতো), একুশ (একুশ), কেহ (কেহো)।

৩। একাক্ষরিক সর্বনাম পদের এ-কার সাধারণত সোজা বা অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন: সে (শে), কে (কে), যে (জে)।

৪। মূলে ই-কার যুক্ত ধাতুর সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলে সে ই-কার অবিকৃত এ-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: শিখ + আ > শেখা (শেখা), কিন্ + আ > কেনা (কেনা), লিখ্ + আ > লেখা (লেখা)।

৫। শব্দের শুরুতে বা প্রথমে এ-কারের পরে অ বা আ থাকলে এ-কার সাধারণত বাঁকা বা এ্যা-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: এখন (এ্যাখন), একা (এ্যাকা), যেমন (জ্যামোন্)।।

- ৬। শব্দের শুরুতে বা প্রথমে এ-কারযুক্ত একাক্ষরিক ধাতুর পরে আ-প্রত্যয় যুক্ত হলে সেই এ-কার সাধারণত বাঁকা বা এ্যা-কার রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন: বেচ্ + আ = বেচা (ব্যাচা), ক্ষেপ্ + আ = ক্ষেপা (খ্যাপা), খেল্ + আ = খেলা (খ্যালা) ইত্যাদি।

-০-

গুরুত্বপূর্ণ শব্দের উচ্চারণ

অ, আ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অগ্নিকাণ্ড	ওগ্নিকান্‌ডো	অত্যাচার	ওৎতাচার্
অংশ	অঙ্‌শো	অতু্যক্তি	ওৎতুকৃতি
অংশীদার	ওঙ্‌শিদার্	অদক্ষ	অদোক্‌খো
অকথ্য	অকোৎ‌থো	অদ্বিতীয়	অদ্‌দিতিয়ো
অকস্মাত	অকোশ্‌শাঁৎ	অদ্য	ওদ্‌দো
অকৃতজ্ঞ	অকৃতগ্‌গোঁ	অধিকার	ওধিকার্
অক্ষ	ওক্‌খো	অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো
অক্ষয়	অক্‌খয়্	অধ্যবসায়	ওদ্‌ধোবশায়্
অক্ষর	ওক্‌খোর্	অধ্যয়ন	ওদ্‌ধোয়োন্
অক্ষাংশ	ওক্‌খাঙ্‌শো	অধ্যাপক	ওদ্‌ধাপোক্
অক্ষি	ওক্‌খি	অনন্ত	অনোন্‌তো
অগ্রিম	ওগ্‌গ্রিম্	অনভ্যাস	অনোব্‌ভ্যাশ্

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অঙ্গুলি	ওঙ্গুলি	অনিঃশেষ	অনিশ্শেশ্
অজ্ঞান	অগ্গ্যাঁন্	অনিন্দ্য	অনিন্দো
অতঃপর	অতোপ্পর্	অনিবার্য	অনিবার্জো
অতি	ওতি	অনুকরণ	ওনুকরোন্
অতীত	ওতিত্	অনুকুল	ওনুকুল্
অতীশ	ওতিশ্	অনুবাদ	ওনুবাদ্
অত্যন্ত	ওত্‌তোন্তো	অনৈক্য	অনোইক্কো
অন্তঃকরণ	অন্তোঙ্করোন্	অহু	অন্‌হো
অন্ত্য	অন্তো	আক্কেল	আক্কেল্
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	অন্তেষ্টিক্রিয়া	আঞ্চলিক	আন্‌চোলিক্
অন্নপূর্ণা	অন্নোপূর্ণা	আত্মহত্যা	আৎ‌তোঁহোৎ‌তা
অপরান্ন	অপরান্‌হো	আত্মা	আত্‌তাঁ
অবিনাশ	অবিনাশ্	আত্মীয়	আৎ‌তিঁয়ো
অবিনাশী	অবিনাশি	আবশ্যক	আবোশ্‌শোক্
অবিশ্বাস	অবিশ্‌শাশ্	আবৃত্তি	আবৃত্‌তি
অভিজাত	ওভিজাতো	আভিজাত্য	আভিজাত্‌তো
অভিজ্ঞ	ওভিগ্‌গোঁ	আশ্চর্য	আশ্‌চোর্‌জো
অভিধান	ওভিধান্	আশ্রম	আস্‌শ্রোম্
অভিমান	ওভিমান্	আসক্তি	আশোক্‌তি
অভিযোগ	ওভিজোগ্	আহবান	আওভান্

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অরণ্য	অরোন্নো	আহ্নিক	আন্থিক
অর্ঘ্য	ওর্ঘো	আহ্নান	আওতান্
অশিক্ষিত	অশিক্খিতো	আহ্নাদ	আল্হাদ্
অসময়	অশময়্	অসীম	অশিম্
অসহ্য	অশোজ্ঝো		

ই, ঈ, উ, ঋ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
ইতঃপূর্বে	ইতোপ্পূর্বে	উক্ত	উক্তো
ইতিবৃত্ত	ইতিবৃত্তো	উচ্চারণ	উচ্চারোন্
ইতিহাস	ইতিহাশ্	উজ্জীবিত	উজ্জিবিতো
ইতোমধ্যে	ইতোমোদ্যে	উৎকৃষ্ট	উত্কৃষ্টো
ইত্যাदि	ইত্তাदि	উদাহরণ	উদাহরোন্
ঈশ্পিত	ইপ্শিতো	উদ্বাস্তু	উদ্বাস্তু
ঈশান	ইশান্	উদ্বৈগ	উদ্বৈগ্
উদ্যত	উদ্দতো	উল্লাস	উল্লাশ্
উদ্যম	উদ্দম্	উহ্য	উজ্ঝো
উদ্যোগ	উদ্দোগ্	উনসত্তর	উনোশোত্তোর
উন্মাদ	উন্মাদ্	ঋগ্বেদ	রিগ্বেদ্
উন্মোচন	উন্মোচোন্	ঋণ	রিন্
উপমা	উপোমা	ঋতু	রিতু

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
উপস্থিত	উপোস্থিত্	ঋতুরাজ	রিতুরাজ্

এ, ঐ, ও, ঔ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
এক	এ্যাক্, অ্যাক্	একীভূত	একিভূতো
একক	একক্	একুশ	একুশ্
একগুঁয়ে	অ্যাক্গুঁয়ে	এখন	অ্যাক্ষোন্
একটি	এক্টি	ঐকতান	ওইকোতান্
একতা	অ্যাকোতা	ঐকমত্য	ওইকোমোৎতো
একদিন	অ্যাক্দিন্	ঐক্য	ওইক্কো
একা	এ্যাকা	ঐচ্ছিক	ওইচ্ছিক্
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	ঐতিহ্য	ওইতিজ্ঝো
একান্তর	একান্‌তর্	ঐশ্চর্য	ওইশ্শোর্‌জো
ঐশ্বরিক	ওইশ্শোরিক্	ঐহিক	ওইহিক্
ঐশ্বর্য	ওইশ্শোর্‌জো	ওঙ্কার	ওঙ্কার্
ঐশ্বর্যবান	ওইশ্শোর্‌জোবান্	ওজস্বী	ওজোশ্শি
ঐশ্বর্যশালী	ওইশ্শোর্‌জোশালি	ওতপ্রোত	ওতোপ্‌প্রোতো
ওষ্ঠধ্বনি	ওশ্ঠোদ্‌ধোনি	ওপর	ওপোর্
ওষ্ঠ্য	ওশ্ঠো	ঔপনিবেশিক	ওউপোনিবেশিক্
ঔজ্জ্বল্য	ওউজ্‌জোল্লো	ঔপন্যাসিক	ওউপোন্‌নাশিক্
ঔদার্য	ওউদার্‌জো	ঔষধ	ওউশধ্

ক, খ, গ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
কক্ষ	কোক্খো	কৃতজ্ঞ	কৃতোগ্গোঁ
কণ্ঠ	কন্ঠো	কেমন	ক্যামোন্
কন্যা	কোন্না	কোষাধ্যক্ষ	কোশাদ্ধোক্খো
কপট	কপোট্	ক্রমশ	ক্রোমোশো
কবি	কোবি	ক্রোড়পত্র	ক্রোড়োপৎত্রো
কবিতা	কোবিতা	ক্ষণ	খন্
কমল	কমোল্	ক্ষতবিক্ষত	খতোবিক্খতো
কর্তব্য	কোর্তোব্বো	ক্ষতি	খোতি
কর্ম	কর্মো	ক্ষতিগ্রস্ত	খোতিগ্গ্রোসতো
কল্যাণ	কোল্লান	ক্ষয়িসু	খোয়িশ্শু
কারক	কারোক্	খচিত	খোচিতো
খতিয়ান	খোতিয়ান্	গণিত	গোনিৎ
খদ্যোতিকা	খদ্দোতিকা	গদ্য	গোদ্দো
খবর	খবোর্	গৌরব	গোউরব্
খাদ্য	খাদ্দো	গ্রন্থ	গ্রোন্থো
খাদ্যশস্য	খাদ্দোশোশ্শো	গ্রহণ	গ্রোহোন্
খ্রিস্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দো	গ্রহণ	গ্রোহোন্
গঞ্জ	গন্জো/গনজ্	গ্রাহ্য	গ্রাজ্ঝো
গঞ্জনা	গন্জনা	গ্রীষ্ম	গ্রিশ্শোঁ
গণতন্ত্র	গনোতন্ত্রো	গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্শোঁকান্

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
গণনা	গনোনা	গণিত	গোনিৎ

চ, ছ, জ, ট

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
চক্রবাক	চক্ক্রোবাক্	চৌদ্দ	চোউদ্দো
চক্রান্ত	চক্ক্রান্তো	চৌর্য	চোউর্জো
চক্ষুস্থান	চোক্খুশ্মান্	ছদ্মবেশী	হদ্দৌবেশী
চরিত্র	চোরিত্ত্রো	ছন্দ	হন্দো
চর্যাপদ	চোর্জাপদ্	ছবি	হোবি
চলন্ত	চলোন্তো	ছাত্র	হাত্ত্রো
চলন্ত	চলোন্তো	ছিদ্র	হিদ্দ্রো
চলিষুঃ	চোলিশ্ণু	ছিয়াত্তর	হিয়াত্তোর্
চিহ্ন	চিন্হো	ছোট	হোটো
চিহ্নিত	চিন্হিতো	জগদ্বিখ্যাত	জগোদ্বিক্খাতো
চৈত্র	চোইত্ত্রো	জটিল	জোটিল্
জনশ্রুতি	জনোস্শ্রুতি	জ্ঞাত	গ্যাঁতো
জনৈক	জনোইকো	জ্ঞাতব্য	গ্যাঁতোব্বো
জন্মগ্রহণ	জন্মোগ্রোহোন্	জ্ঞাতি	গ্যাঁতি
জযধ্বনি	জয়োদ্ধোনি	জ্ঞান	গ্যাঁন্
জলজ	জলোজো	জ্ঞানী	গ্যাঁনি

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
জলপ্রপাত	জলোপ্প্রোপাত্	জ্ঞাপন	গ্যাপোন্
জাগ্রত	জাগ্রোত	জ্বলন্ত	জলোন্তো
জিহ্বা	জিউভা	জ্যামিতি	জ্যামিতি
জীবন্মৃত	জিবোন্মৃতো	জ্যৈষ্ঠ	জোইশ্ঠো
জীবাত্মা	জিবাত্তা	টগর	টগোর্
জীবান্ম	জিবান্মশৌ		

ত, দ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
তটিনী	তোটিনি	তন্ময়	তন্ময়্
তৎক্ষণাৎ	তত্খনাত্	তীক্ষ্ণ	তিখ্নো
তত্ত্ব	তত্তো	তীব্র	তিব্রো
তত্ত্বজ্ঞ	তত্তোগ্গৌ	তুর্য	তুর্জো
তত্ত্বাবধান	তত্তাবধান্	ত্যাগ্য	ত্যাগ্জো
তত্ত্বাবধায়ক	তত্তাবধায়োক্ত্	ত্রিকালজ্ঞ	ত্রিকালোগ্গৌ
তত্ত্বীয়	তোত্তিয়ো	ত্রিকালদর্শী	ত্রিকাল্দোর্শি
তথ্য	তোত্থো	দই	দোই
তথী	তোন্নি	দক্ষ	দোক্ত্থো
দগ্ধ	দগ্ধো	দীনবন্ধু	দিনোবোন্ধু
দন্ত্য	দন্তো	দুঃখ	দুক্ত্থো
দরখাস্ত	দরখাস্তো	দুঃশাসন	দুশ্শাশোন্

দরিদ্র	দোরিদ্দ্রো	দেখা	দ্যাখা
দর্শনীয়	দর্শোনিয়ো	দেহ	দেহো
দায়িত্ব	দায়িত্তো	দ্বিত্ব	দিত্তো
দায়িত্বজ্ঞান	দায়িত্তোগ্গ্যান	দ্বিপ্রহর	দিপ্প্রোহর্
দাহ্য	দাজ্ঝো	দ্ব্যর্থ	দ্যার্খো
দিগ্বিজয়ী	দিগ্বিজোয়ি	দ্রষ্টব্য	দ্রোশ্টোব্বো

ধ, ন

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
ধন্যবাদ	ধোন্নোবাদ্	নদী	নোদি
ধার্য	ধার্জো	নদীমাতৃক	নোদিমাত্তৃক্
ধ্বংস	ধঙ্শো	ননদ	ননোদ্
ধ্বনি	ধোনি	নবজাত	নবোজাতো
ধুবতারা	ধুবোতারা	নবান্ন	নবান্নো
নক্ষত্র	নোক্খোত্ত্রো	নব্বই	নোব্বোই
নতি	নোতি	নাগরিক	নাগোরিক্
নিঃশর্ত	নিশ্শর্তো	নিষিদ্ধ	নিশিদ্ধো
নিঃশ্বাস	নিশ্শাশ্	নিষ্ফলা	নিশ্ফলা
নিঃসংশয়	নিশ্শঙ্শয়্	নৈঃশব্দ্য	নোইশ্শব্দো
নিঃসন্তান	নিশ্শন্তান্	নৈসর্গিক	নোইশোর্গিক্
নিঃস্ব	নিশ্শো	ন্যস্ত	ন্যাস্তো
নিত্য	নিত্তো	ন্যায্য	ন্যাজ্জো

নিশ্চিদ্র	নিশ্ছিদ্রো		

প , ফ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
পক্ব	পক্কো	পার্শ্বস্থ	পার্শোস্থো
পক্ষ	পোক্থো	পুনঃপুন	পুনোপ্পুনো
পঞ্চেন্দ্রিয়	পন্চেন্দ্রিয়ো	পুনশ্চ	পুনোশ্চো
পথ-বাসী	পথো-বাশি	পুষ্পাঞ্জলি	পুষ্পান্জোলি
পথিকৃৎ	পোথিকৃৎ	পোষ্য	পোশ্শো
পদপ্রার্থী	পদোপ্রার্থি	প্রচণ্ড	প্রোচন্ডো
পদ্ম	পদ্দো	প্রচেষ্টা	প্রোচেষ্টা
পদ্য	পোদ্দো	প্রজাপতি	প্রোজাপোতি
পরীক্ষা	পোরিক্খা	প্রজ্ঞা	প্রোগ্গা
পরীক্ষিত	পোরিক্খিতো	প্রণীত	প্রোনিতো
পর্যন্ত	পোর্জোন্তো	প্রতজ্ঞা	প্রোতিগ্গা
প্রতিজ্ঞাপত্র	প্রোতিগ্গাপত্ৰো	প্রশ্ন	প্রোস্নো
প্রত্যক্ষ	প্রোত্তোক্থো	প্রশ্রয়	প্রোস্রয়
প্রত্যজ্ঞা	প্রোত্তোঙগো	প্রস্ফুটিত	প্রোস্ফুটিতো
প্রত্যাখ্যান	প্রোত্তাক্থান্	প্রাঞ্জলতা	প্রান্জোলোতা
প্রথম	প্রোথোম্	প্রাণিজ	প্রানিজো
প্রধান	প্রোধান্	প্রাপ্য	প্রাপ্পো
প্রপঞ্চ	প্রোপন্চো	প্রায়শ্চিত্ত	প্রায়োশ্চিত্তো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
প্রবন্ধ	প্রোবন্ধো	প্রারম্ভ	প্রারম্ভো
প্রভাত	প্রোভাত্	প্রেতাত্মা	প্রেতাত্মা
প্রশস্ত	প্রোশস্তো	ফুটন্ত	ফুটন্তো
প্রশস্তি	প্রোশোস্তি	ফুলশয্যা	ফুলশোজ্জা

ব, ভ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
বক্তব্য	বক্তোব্বো	বাহ্যিক	বাজ্ঝিক্
বক্তৃতা	বক্তৃত্তা	বিক্ষত	বিক্খতো
বক্ষ	বোক্তো	বিখ্যাত	বিক্খ্যাতো
বঞ্চিত	বোন্চিতো	বিচক্ষণ	বিচোক্তো
বনবাস	বনোবাস্	বিদ্যুত	বিচ্ছুতো
বনস্পতি	বনোশ্পোতি	বিজ্ঞ	বিগ্গো
বন্ধন	বন্ধোন্	বিজ্ঞপ্তি	বিগ্গোপ্তি
বন্যা	বোন্না	বিজ্ঞান	বিগ্গ্যান্
বর্ষিত	বোর্শিতো	বিজ্ঞাপন	বিগ্গাপোন্
বহি	বোন্হি	বিদ্বান	বিদ্দান্
বাগ্মী	বাগ্মি	বিদ্বেষ	বিদ্দেশ্
বাগ্মী	বাগ্মি	বিবাহ	বিবাহো
বাঞ্ছনীয়	বান্ছোনিয়ো	বিভ্রান্ত	বিব্ভ্রান্তো
বাল্মীকি	বাল্মিকি	বিশেষজ্ঞ	বিশেষোগ্গো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
বাহ্য	বাজ্ঝো	বিশ্বাস	বিশ্বশাস্
বিষবৃক্ষ	বিশোবৃক্কো	ব্রহ্ম	ব্রোম্হো
বিশ্বল	বিওভল্	ব্রহ্মপুত্র	ব্রোম্হোপুত্ৰো
বীরাঙ্গনা	বিরাঙ্গোনা	ব্রহ্মা	ব্রোম্হা
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজিবি	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রোম্হান্ডো
বেতন	বেতোন্	ব্রাহ্মণ	ব্রামহোন্
বৈশাখ	বোইশাখ্	ভক্ষক	ভোক্কো
বৈষ্ণব	বোইশ্ণব্	ভক্ষণ	ভোক্কোন্
বৈসাদৃশ্য	বোইসাদৃশ্যো	ভগ্ন	ভগ্নো
ব্যক্তিত্ব	বেক্কিত্তো	ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্শত্
ব্যতিক্রম	বেতিক্ক্রোম্	ভয়ঙ্কর	ভয়োঙ্কর্
ব্যথিত	বেথিতো	ভরসা	ভরোশা
ব্যবধান	ব্যাবোধান্	ভগ্ন	ভশ্শোঁ
ব্যাকরণ	ব্যাকরোন্	ভিক্ষুক	ভিক্কুক্
ব্যাখ্যা	ব্যাক্খা	ভৌগোলিক	ভোউগোলিক্
বৃহ	বুহো	ব্রষ্ট	ব্রোশ্টো

ম, য

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
মঞ্চ	মন্চো	মর্মান্তিক	মর্মান্তিক্
মঞ্জুর	মোন্জুর্	মর্যাদা	মোর্জাদা

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
মতি	মোতি	মসৃণ	মোস্‌সৃন্
মধ্যাহ্ন	মোদ্ধান্‌হো	মস্তিষ্ক	মোস্‌তিশ্‌কো
মন	মোন্	মহত্ব	মহোত্‌তো
মনমালিন্য	মোনোমালিন্‌নো	মানচিত্র	মান্‌চি‌ত্‌ত্রো
মনুষ্যত্ব	মোন্‌শ্‌শত্‌তো	মাহাত্ম্য	মাহাত্‌তৌ
মনোজ্ঞ	মনোগ্‌গৌ	মুক্তমঞ্চ	মুক্তো‌মন্‌চো
মন্তব্য	মন্‌তো‌ব্‌বো	মুহূর্ত	মুহ্‌র্‌তো
মূঢ়	মুড়ো	যকৃৎ	জোকৃ‌ত্‌
মৃগ	মৃগো	যক্ষ্মা	জোক্‌খাঁ
মৃন্ময়	মৃন্‌ময়	যখন	জখোন্‌
মেঘমালা	মেঘো‌মালা	যজ্ঞ	জোগ্‌গৌ
মেলা	ম্যালা	যথাক্রমে	জথাক্‌ক্রো‌মে
মৈত্রী	মোই‌ত‌ত্রি	যুগ্ম	জুগ্‌মো
মোহিত	মোহিতো	মৌন	মোউ‌নো
মৌর্য	মোউ‌র্‌জো		

র, ল, শ, ষ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
রক্ত	রক্‌তো	লক্ষ্মী	লোক্‌খী
রক্ষক	রোক্‌খোক্‌	লক্ষ্য	লোক্‌খো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
রক্ষিত	রোক্ষিতো	লগ্ন	লগ্নো
রঞ্জিত	রোন্জিতো	লগ্নি	লোগ্নি
রশ্মি	রোশ্মি	লঘিষ্ঠ	লোঘিষ্ঠো
রহস্য	রহোশ্শো	লঙ্ঘিত	লোঙ্ঘিতো
রাষ্ট্রপতি	রাশ্ট্রোপোতি	লভ্য	লোব্ভো
রূপসী	রুপোশি	লভ্যাংশ	লোব্ভাংশো
রোমাঞ্চ	রোমান্চো	লাঞ্ছনা	লান্ছোনা
রৌপ্য	রৌপ্পো	লাঙ্ঘিত	লান্ঘিতো
লক্ষ	লোক্ষো	লাবণ্য	লাবোন্নো
লক্ষ্মণ	লক্খোন্	শক্তি	শোক্তি
শয্যা	শোজ্জা	শ্রদ্ধাস্পদ	স্রোদ্ধাশ্পদো
শশুয়া	শুস্শুশা	শ্রবণ	স্রোবোন্
শস্য	শোশ্শো	শ্রম	স্রোম্
শাস্ত	শাশ্শতো	শ্রমসঙ্গী	স্রোমোশোঙ্গি
শাসন	শাশোন্	শ্রাবণ	স্রাবোন্
শিক্ষক	শিক্খোক্ত	শ্রাব্য	স্রাব্বো
শিষ্য	শিশ্শো	শ্রুতিমধুর	স্রুতিমোধুর
শুদ্ধ	শুদ্ধো	শ্লেষ্মা	শ্লেশ্শাঁ/শ্লেশ্শাঁ
শুল্ক	শুল্কো	ষণ্ডা	শন্ডা
শূন্য	শুন্যো	যষ্টি	শোশ্টি

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
শ্বাশত	শাশ্শতো	ষাণ্মাসিক	শান্মাশিক
শ্রদ্ধা	স্রোদ্ধা	ষোড়শি	শোড়োশি

স, হ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
সংগ্রহ	শঙ্গ্ৰোহো	সত্ত্বর	শত্‌তোর্
সংজ্ঞা	শঙ্গাঁ	সত্য	শোত্‌তো
সংবরণ	শঙ্‌বরোন্	সদ্য	শোদ্‌দো
সংবর্ধনা	শঙ্‌বোর্ধনা	সন্ধ্যা	শোন্‌ধা
সংবাদপত্র	শঙ্‌বাদ্পত্‌ত্রো	সবিনয়	শবিনয়্
সংযত	শঙ্‌জতো	সবিশেষ	শবিশেষ্
সংরক্ষণ	শঙ্‌রোক্‌খোন্	সভ্য	শোব্‌ভো
সই	শোই	সমন্বয়	শমোন্‌নয়্
সঞ্চিত	শোন্‌চিতো	সমবেত	শমোবেতো
সঠিক	শঠিক্	সমীহ	শোমিহো
সত্তর	শোত্‌তোর্	সম্প্রতি	শম্প্রোতি
সরণ	শরোন্	স্বাগত	শাগতো
সহস্র	শহোস্‌স্রো	স্বাধীন	শাধিন্
সহিষ্ণু	শোহিশ্‌নু	স্মরণীয়	শ্‌রোনিয়ো
সহ্য	শোজ্‌ঝো	স্মর্তব্য	শ্‌র্তোব্বো
সুতীক্ষ্ণ	শুতিখ্‌নো	স্মৃতি	সৃতি

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
সুষ্ঠু	শুশ্ঠু	হিংস্র	হিঙ্‌স্রো
সুহৃদ	শুহৃদ্	হিতৈষী	হিতোইশি
সৃজনশীল	সৃজোন্‌শিল্	হৃত	হতো
সৌন্দর্য	শোউন্‌দোরজো	হৃদয়	রিদয়
স্বরাজ	শরাজ্	হুস্ব	হুশ্‌শো
শ্বল্ল	শল্‌পো		

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ব্যান করুন:



উচ্চারণ: বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও উত্তর (২০১৬-২০২৫)

ঢাকা বোর্ড ২০২৫		কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অধ্যক্ষ	ওদ্ধোন্ধো	চক্ষুস্থান	চোন্ধুশ্‌মান্
ইতোমধ্যে	ইতোমোদ্ধে	জ্ঞাতি	গ্যাঁতি
উদ্যোগ	উদ্দোগ্	মুক্তমঞ্চ	মুক্তোমন্‌চো
ঐকতান	ওইকোতান্	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	অন্তেশ্‌টিক্রিয়া

কল্যাণ	কোল্ল্যান্	লভ্যাংশ	লোভাংশো
চর্যাপদ	চোর্জাপদ্	দক্ষ	দোক্খো
ধন্যবাদ	ধোন্নোবদ্	অপরান্ন	অপরান্নহো
পদ্ম	পদ্দো।		

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫		যশোর বোর্ড ২০২৫	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
আশ্চর্য	আশ্চোর্জো	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো
মেঘমালা	মেঘোমালা	আবৃত্তি	আবৃত্তি
মতি	মোতি	অদ্বিতীয়	অদ্দিতিয়ো
রক্ত	রক্তো	ঐক্য	ওইকোতান্
ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হোন্	সহস্র	শহোস্শ্রো
বিশ্বাস	বিশ্শাশ্	স্মরণীয়	শরোনিয়ো
কল্যাণ	কোল্ল্যান্	জ্ঞাপন	গ্যাঁপোন্
নবান্ন	নবান্নো	স্মর্তব্য	শর্তোব্বো

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫		বরিশাল বোর্ড ২০২৫	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
সন্ধ্যা	শোন্ধ্যা	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো
শ্রদ্ধা	শ্রোদ্ধ্যা	একটি	এক্টি
মহত্ত্ব	মহোৎতো	গণিত	গোনিৎ
শূন্য	শূন্নো	চলন্ত	চলোন্তো
চলিষুঃ	চোলিশ্শু	নদী	নোদি

বেতন	বেতেন্	বিদ্বান	বিদ্বান্
ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হোন্	লাবণ্য	লাবোন্নো
অহু	অন্হো	লক্ষ্মণ	লক্খোঁন্

রাজশাহী বোর্ড ২০২৫		ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো	একাডেমি	অ্যাকাডেমি
ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হোন্	গ্রীষ্মকাল	গ্রিশৌকাল্
অভিধান	ওভিধান্	জিহ্বা	জিউভা
দক্ষ	দোক্খো	উহ্য	উজ্জ্বো
গ্রহণ	গ্রোহোন্	অনিঃশেষ	অনিশ্শেশ্
ঐশ্বর্য	ওইশ্শোর্জো	সমন্বয়	শমনন্য়
আহ্বান	আওভান্	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হোন্
কন্যা	কোন্না	উন্মাদ	উন্মাদ্

সিলেট বোর্ড ২০২৫			
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো	সভ্য	শোব্ভো
উদ্যোগ	উদ্দোগ	ব্যাখ্যা	ব্যাক্খা,
ঋগ্বেদ	রিগ্বেদ্	স্মর্তব্য	শর্তোব্বো
যজ্ঞ	জোগ্গোঁ	ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্শৎ

ঢাকা বোর্ড ২০২৪		কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
নদী	নোদি	ব্যতীত	বেতিতো
অবিনাশী	অবিনাশি	শাস্ত	শাশ্শতো

প্রভাত	প্রোভাত্	সন্ধ্যা	শোন্ধ্যা
পক্ষ	পোক্খো	দক্ষ	দোক্খো
বিশেষজ্ঞ	বিশেশোগ্গৌ	মৃন্ময়	মৃন্ময়
প্রেতাত্মা	প্রেতাত্তাঁ	কন্যা	কোন্না
সংবাদপত্র	শঙ্‌বাদ্পত্‌ত্রো	যুগ্ম	জুগ্‌মো
আবৃত্তি	আবৃত্তি	অজ্ঞান	অগ্‌গ্যান্

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪		যশোর বোর্ড ২০২৪	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
পর্যন্ত	পোর্‌জোন্‌তো	উদ্বেগ	উদ্বেগ্
মধ্যাহ্ন	মোদ্‌ধান্‌হো	স্মরণীয়	শঁরোনিয়ো
জিহ্বা	জিউভা	দ্রষ্টব্য	দ্রোশ্‌টোব্বো
দেখা	দ্যাখা	ঐর্শ্য	ওইশ্‌শোর্‌জো
ধন্যবাদ	ধোন্‌নোবাদ্	ঔপন্যাসিক	ওউপোন্‌নাশিক্
জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি	আহ্বান	আওভান্
স্মৃতি	সৃতি	প্রতিজ্ঞা	প্রোতিগ্‌গাঁ
এক	এ্যাক্‌, অ্যাক্‌	ব্যতিক্রম	বেতিক্‌ক্রোম্

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪		বরিশাল বোর্ড ২০২৪	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
বিবাহ	বিবাহো	অভিমান	ওভিমান্
স্বরাজ	শরাজ্	একাডেমি	অ্যাকাডেমি

জ্ঞাতি	গ্যাঁতি	অদ্বিতীয়	অদ্ভুততায়ো
শ্রাবণ	স্রাবোন্	ব্যবধান	ব্যাবোধান্
পথ-বাসী	পথো-বাশি	পদ্ম	পদ্দৌ
অসীম	অশিম্	মর্যাদা	মোরজাদা
ব্যাকরণ	ব্যাকরোন্	দক্ষ	দোক্থো
পর্যন্ত	পোরজোন্তো	কবিতা	কোবিতা

রাজশাহী বোর্ড ২০২৪		ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
পদ্ম	পদ্দৌ	ঐশ্বর্যবান	ওইশ্শোরজোবান্
আহ্বান	আওভান্	উদ্যোগ	উদ্দোগ্
হৃদয়	রিদয়	বিজ্ঞান	বিগ্গ্যান্
জ্ঞান	গ্যান্	পদ্ম	পদ্দৌ
ঐতিহ্য	ওইতিজ্ঝো	একাডেমি	অ্যাকাডেমি
মসৃণ	মোস্‌স্‌ন্	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌হোন্
শ্রাবণ	স্রাবোন্	আহ্বান	আওভান্
গদ্য	গোদ্দো	অতঃপর	অতোপ্পর্

ঢাকা বোর্ড ২০২৩		কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
ঐশ্বর্য	ওইশ্শোরজো	ঐকতান	ওইকোতান্
আবৃত্তি	আবৃত্তি	বিজ্ঞান	বিগ্গ্যান্

প্রেতাত্মা	প্রেতাত্তা	ঔপন্যাসিক	ওউপোন্নাশিক
দ্রষ্টব্য	দ্রোশ্টোব্বো	ছাত্র	ছাত্রো
উপমা	উপোমা	অসীম	অশিম্
প্রশ্ন	প্রোশ্নো/প্রোস্নো	প্রধান	প্রোধান্
দক্ষ	দোক্থো	পরীক্ষা	পোরিক্থা
হিংস্র	হিঙ্স্রো	কবি	কোবি

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩		যশোর বোর্ড ২০২৩	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
চর্যাপদ	চোরজ্পদ	পর্যন্ত	পোরজোন্তো
চিহ্ন	চিন্হো	বিজ্ঞাপন	বিগ্গাঁপোন্
সহস্র	শহোস্রো	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্থো
ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হোন্	ব্যতিক্রম	বেতিক্রোম্
প্রতিজ্ঞা	প্রোতিগ্গাঁ	গণতন্ত্র	গনোতন্ত্রো
নবজাত	নবোজাতো	দুঃখ	দুক্থো
আহ্বান	আওভান্	অসহ্য	অশোজ্ঝো
ইতঃপূর্বে	ইতোপ্পূর্বে	গ্রহণ	গ্রোহোন্

সিলেট বোর্ড ২০২৩		বরিশাল বোর্ড ২০২৩	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
উল্লাস	উল্লাশ্	কবিতা	কোবিতা
ঐক্যতান	ওইকোতান্	পোষ্য	পোশ্শো

আবশ্যক	আবোশ্শোক্	অদক্ষ	অদোক্খো
চিহ্নিত	চিন্হিতো	আত্মীয়	আত্তিয়ো
স্বাগত	শাগোতো	সঙ্ক্যা	শোন্ধা
প্রণীত	প্রোনিতো	জাগ্রত	জাগ্‌রোত
ব্যতীত	বেতিতো	উচ্চারণ	উচ্চারোন্
নক্ষত্র	নোক্খোতত্রো	অধ্যাপক	ওদ্ধাপোক্

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩		ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
নদী	নোদি	উনসত্তর	উনোশোত্‌তোর
ছাত্র	ছাত্‌ত্রো	জয়ধ্বনি	জয়োদ্ধোনি
অক্ষর	ওক্‌খোর্	সৌন্দর্য	শোউন্দোরজো
অবিশ্বাস	অবিশ্‌শাশ্	অন্নপূর্ণা	অন্‌নোপূর্ণা
ঐকতান	ওইকোতান্	আসক্তি	আশোক্‌তি
স্বরণীয়	শঁরোনিয়ো	প্রজাপতি	প্রোজাপোতি
গ্রাহ্য	গ্রাজ্‌ঝে	হিতৈষী	হিতোইশি
উদাহরণ	উদাহরোন্	বিশেষজ্ঞ	বিশেষগ্‌গৌ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩			
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
বঞ্চিত	বোন্‌চিতো	অদ্বিতীয়	অদ্‌দিতিয়ো
ভরসা	ভরোশা	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্‌খো

লক্ষ	লোক্খো	আহ্বান	আওভান্
অরণ্য	অরোন্নো	প্রভাত	প্রোভাত্

সিলেট বোর্ড ২০১৯		বরিশাল বোর্ড ২০১৯	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	পক্ষ	পোক্খো
উদাহরণ	উদাহরোন্	ব্যাকরণ	ব্যাকরোন্
ধার্য	ধার্জো	বিশ্বাস	বিশ্শাশ্
প্রণীত	প্রোনিতো	ঐতিহ্য	ওইতিজ্ঝো
অদ্বিতীয়	অদ্দিতিয়ো	হুংপিঙ	হুত্পিন্ডো
চর্যাপদ	চোর্জাপদ্/ চোর্জাপোদ্	নদী	নোদি
ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হোন্	পদ্ম	পদ্দৌ
রূপসী	রুপোশি	আহ্বান	আওভান্

ঢাকা বোর্ড ২০১৯		কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অতীত	ওতিত্	অনিঃশেষ	অনিশ্শেশ্
শ্রম	স্রোন্	ঐশ্বর্য	ওইশ্শোর্জো
স্বাগত	শাগতো	ষান্মাসিক	শান্মাশিক্
আবৃত্তি	আবৃত্তি	প্রায়শ্চিত্ত	প্রায়োশ্চিত্তো
উদ্যোগ	উদ্দোগ্	উহ্য	উজ্ঝো
দীনবন্ধু	দিনোবোন্ধু	জয়ধ্বনি	জয়োদ্ধোনি

বিজ্ঞান	বিগ্গ্যান্	ব্রহ্মপুত্র	ব্রোম্হোপুত্ৰো
ঐশ্বর্যবান	ওইশ্শোরজোবান্	উদ্বাস্তু	উদ্বাস্তু

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯		যশোর বোর্ড ২০১৯	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
আশ্রম	আস্‌স্রোম্	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোন্ধো
ঐকমত্য	ওইকোমোততো	দুরন্ত	দুরন্তো
গ্রীষ্ম	গ্রিশ্‌শৌ	পদ্য	পোদ্দো
জনশ্রুতি	জনোস্‌স্রুতি	ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্
তত্ত্বাবধান	তত্‌তাবধান্	মনমালিন্য	মোনোমালিন্‌নো
প্রত্যক্ষ	প্রোত্‌তোক্‌খো	নদীমাতৃক	নোদিমাতৃক
শ্রবণ	স্রোবোন্	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌হোন্
আবৃত্তি	আবৃত্‌তি	ঐশ্বর্যবান	ওইশ্‌শোরজোবান্

রাজশাহী বোর্ড ২০১৯		সকল বোর্ড ২০১৮	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
আশ্রম	আস্‌স্রোম্	শ্রবণ	স্রোবোন্
ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্	রাষ্ট্রপতি	রাশ্‌ট্রোপোতি
বিজ্ঞপ্তি	বিগ্‌গৌপ্তি	শ্রদ্ধাস্পদ	স্রোদ্ধাশ্‌পদো
পুনঃপুন	পুনোপ্পুনো	নক্ষত্র	নোক্‌খোত্‌ত্রো
আবৃত্তি	আবৃত্‌তি	লক্ষ	লোক্‌খো
ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌হোন্	অরণ্য	অরোন্‌নো

বৈসাদৃশ্য	বোইসাদৃশ্শো	প্রেতাত্মা	প্রেতাত্তা
ষান্মাসিক	শান্মাশিক্	প্রজ্ঞা	প্রোগ্গা

ঢাকা বোর্ড ২০১৭		কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
উপস্থিত	উপোস্থিত্	গঞ্জনা	গন্জোনা
দরখাস্ত	দর্খাস্তো	লক্ষ্মণ	লক্খোঁন্
প্রায়শ্চিত্ত	প্রায়োশ্চিত্তো	আহবান	আওভান্
অতি	ওতি	ওজস্বী	ওজোশ্শি
মর্যাদা	মোর্জাদা	অশিক্ষিত	অশিক্খিতো
লাবণ্য	লাবোন্নো	উদ্যোগ	উদ্দোগ্
স্বল্প	শল্‌পো	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোন্ধো
ব্যবহার	ব্যাবোহার্	মন্তব্য	মন্তোব্বো

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭		যশোর বোর্ড ২০১৭	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অসীম	অশিম্	ঐক্য	ওইক্কো
গ্রীষ্মকাল	গ্রিশশৌকাল	কবিতা	কোবিতা
জ্ঞাত	গ্যাতো	দক্ষ	দোক্কো
ব্যাখ্যা	ব্যাক্খা	বিজ্ঞান	বিগ্গ্যান্
পরীক্ষা	পোরিক্খা	ব্যতীত	বেতিতো
প্রণীত	প্রোনিতো	মর্যাদা	মোর্জাদা

দায়িত্ব	দায়িত্বতো	সৃজনশীল	সৃজোন্শিল্
একতা	এ্যাকোতা	হিংস্র	হিঙ্‌স্রো

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭		সিলেট বোর্ড ২০১৭	
প্রদত্ত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ
একটি	একটি	অকৃতজ্ঞ	অকৃতগ্গৌ
কর্ম	কর্ম	অতঃপর	অতোপ্পর্
নিঃশর্ত	নিঃশর্ত	আবশ্যক	আবোশ্শোক্
ধন্যবাদ	ধন্যবাদ	চিহ্নিত	চিন্‌হিতো
মর্যাদা	মর্যাদা	ঐকতান	ওইকোতান্
যথাক্রমে	যথাক্রমে	শ্লেষ্মা	শ্লেশ্‌শাঁ/ শ্লেশ্‌শাঁ
দ্রষ্টব্য	দ্রষ্টব্য	প্রশ্ন	প্রোস্নো/প্রোশ্নো
অতীত	অতীত্	জিহ্বা	জিউভা

বরিশাল বোর্ড ২০১৭		রাজশাহী বোর্ড ২০১৭	
প্রদত্ত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ
অদ্য	ওদ্দো	একা	এ্যাকা
ইতঃপূর্বে	ইতোপ্পূর্বে/ ইতোপূর্বে	অসীম	অশিম্
উপমা	উপোমা	পদ্য	পোদ্দো

কক্ষ	কোক্খো	অক্ষ	ওক্খো
পদ্ম	পদ্দৌ	বৈশাখ	বোইশাখ্
তন্ময়	তন্ময়্	বিদ্বান	বিদ্দান্
বিজ্ঞ	বিগ্গৌ	ছাত্র	ছাত্ত্রো
মৃন্ময়	মৃন্ময়্	সভ্য	শোব্ভো

ঢাকা বোর্ড ২০১৬		কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
মন	মোন্	পদ্য	পোদ্দো
ব্যাখ্যা	ব্যাক্খা	চর্যাপদ	চোর্জাপদ্
নদী	নোদি	অত্যাচার	ওত্তাচার্
ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হোন্	বিজ্ঞাপ্তি	বিগ্গৌপ্তি
এক	এ্যাক্	স্বাগত	শাগতো
অসীম	অশিম্	আহবান	আওভান্
পদ্ম	পদ্দৌ	স্মার্তব্য	শঁরতোব্বো
আবৃত্তি	আবৃত্তি	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রোম্হান্ডো

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬		যশোর বোর্ড ২০১৬	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অধ্যাপক	ওদ্ধাপোক্	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো
উদাহরণ	উদাহরোন্	এখন	এ্যাখোন্
খাদ্য	খাদ্দো	গণিত	গোনিত্
নাগরিক	নাগোরিক্	তটিনী	তোটিনি
ছাত্র	ছাত্ত্রো	ঐশ্বর্য	ওইশ্শোর্জো
একাডেমি	এ্যাকাডেমি	একা	এ্যাকা
ধন্যবাদ	ধোন্নোবাদ্	দক্ষ	দোক্খো
প্রথম	প্রোথোম্	পদ্য	পোদ্দো

চট্টগ্রাম ২০১৬		রাজশাহী ২০১৬	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো
দীনবন্ধু	দিনোবোন্ধু	প্রজ্ঞা	প্রোগ্গাঁ
পরীক্ষিত	পোরিক্খিতো	দুরন্ত	দুরন্তো

ঋগবেদ	রিগ্বেদ	নিষিদ্ধ	নিশিদ্ধো
একাডেমি	এ্যাকাডেমি	পদ্য	পোদ্দো
রূপসী	রুপোশি	ঔষধ	ওউশধ্
আবৃত্তি	আবৃত্তি	অনিঃশেষ	অনিশ্শেশ্
চিহ্ন	চিন্হো	ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্শত্

সিলেট বোর্ড ২০১৬		বরিশাল বোর্ড ২০১৬	
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
খাদ্য	খাদ্দো	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্ষো
যজ্ঞ	জোগ্গৌ	আহ্বান	আওভান্
মন্তব্য	মন্তোব্বো	গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্শৌকাল্
ধার্য	ধার্জো	পুনঃপুন	পুনোপ্পুনো
চলন্ত	চলোন্তো	ষাণ্মাসিক	শান্মাসিক
লক্ষণ	লোক্ষোন্	জ্ঞাত	গ্যাতো
শুল্ক	শুল্কো	স্বাগত	শাগতো
সমন্বয়	শমোন্নয়	সংগ্রহ	শঙ্গ্রোহো

বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রিন্ট কপি



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর

বাংলা দ্বিতীয় পত্রের

পূর্ণাঙ্গ সাজেশন ও সমাধানের

প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রাপ্তিস্থান : টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৪১০৬

সাহিত্য ভাণ্ডার, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৩০-৯০৫৯৩৫

মনি লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৪১-৭০০০১৩

রফিক লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৮০-৭০৬০৯০

মিন্টু লাইব্রেরি, লালবাগ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৮১৬৯৯৯৬

তুষ লাইব্রেরি, দিনাজপুর। হাসান লাইব্রেরি : সৈয়দপুর।

আধুনিক লাইব্রেরি, গাইবান্ধা। জ্ঞানাকুর ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, নীলফামারী।

এবং জেলা শহরের প্রধান প্রধান লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

অথবা

অনলাইনে সংগ্রহ করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।

www.boipottro.com

অথবা

কল করুন (হোয়াটস এপ) : ০১৮১৯১২৭৯৯৮



অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স- নিয়ে এলো
মুসা স্যারের অনন্য- eBook সিরিজ



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

বাংলা দ্বিতীয় পত্র
সাজেশন ও সমাধান

বিষয়: বানান । নম্বর: ০৫

(বানানের নিয়মের একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা
৮টি শব্দ থাকবে এর ৫টি উচ্চারণ নির্ণয় করতে হবে)



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র

বানানের নিয়মের একটি প্রশ্ন থাকবে
অথবা
৮টি শব্দ থাকবে এর ৫টির উচ্চারণ নির্ণয় করতে হবে

বাংলা বানানের নিয়ম

প্রশ্ন ১ : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

অনুযায়ী অ-তৎসম শব্দের বানানের ৫টি নিয়ম লেখ।

(চবো-১৬, ২৫ ববো-১৬, সিবো-১৭, ঢাবো-২৪, মবো-২৫)

অথবা, বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী

অ-তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখ।

অথবা, প্রমিত বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম লেখ।

(য, বো. ১৬, চ. বোর্ড ১৯)

অথবা, বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের যে

কোনো ৫টি নিয়ম লেখ। (ঢাবো, কুবো, রাবো-১৬, রাবো, ববো-১৭)

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ

লেখ। অথবা, বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর : নিচে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের অ-তৎসম শব্দের ৫টি নিয়ম আলোচনা করা হলো

- সকল অ-তৎসম শব্দেই শুধু হ্রস্ব স্বর অর্থাৎ 'ই-কার' এবং 'উ-কার' ব্যবহৃত হবে। যেমন : বাড়ি, পাখি, গাড়ি, মূলো, পুজো ইত্যাদি। স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক শব্দেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন : নানি, চাচি, বাঙালি ইত্যাদি।
- অ-তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহার হবে না। যেমন : হর্ন, হান্টার, প্রিন্টার, কর্নেল ইত্যাদি।
- অ-তৎসম শব্দের বানানে কখনই 'ষ' এর ব্যবহার হবে না। যেমন : মাস্টার, স্টেশন, পোস্টার ইত্যাদি।
- বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সাথে যুক্ত হবে না। যেমন : সুনীল আকাশ, লাল গোলাপ, সুন্দরী মেয়ে ইত্যাদি।

- (v) হস চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন : কাত, চটফট, কলকল, তছনছ ইত্যাদি।
- (vi) না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন : করি না কিন্তু করিনি।

প্রশ্ন ২ : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বানানের নিয়ম অনুসারে

ই-কার ব্যবহারের ৫টি নিয়ম। (দিবো-১৬,১৭)

উত্তর : নিচে বাংলা বানানে 'ই' কার ব্যবহারের ছয়টি নিয়ম আলোচনা করা হলো:

- ভাষা ও জাতিবাচক শব্দের শেষে 'ই' কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : বাঙালি, ইরানি, ইংরেজি, ফারসি ইত্যাদি।
- বিশেষণবাচক আলি প্রত্যয় যুক্ত শব্দের শেষে 'ই' কার হবে। যেমন : চৈতালি, গীতালি, সোনালি ইত্যাদি।
- ক্রিয়াবাচক শব্দে 'ই' কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : করি, খেলি, চলি, বলি ইত্যাদি।
- প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দে 'ই'-কার হবে। যেমন : হাতি, তিমি, চিংড়ি, মুরগি ইত্যাদি।
- স্ত্রীবাচক অ-তৎসম শব্দে 'ই' কার হবে। যেমন : মাসি, পিসি, দিদি, বিবি ইত্যাদি।
- 'ইন' বা 'ঈ' প্রত্যয়ের শেষে বর্ণ বা শব্দ যুক্ত হলে 'ঈ' কারের বদলে 'ই' কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : প্রতিযোগী+তা > প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী+তা > প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহযোগী+তা > সহযোগিতা ইত্যাদি।
- কর্তা বা ব্যক্তিবাচক অ-তৎসম শব্দে ই-কার হবে। যেমন : কেরানি, মৌলবি, ঢাকি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩ : আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখ।

উত্তর : নিচে আধুনিক বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম আলোচনা করা হলো:

- সকল অ-তৎসম শব্দেই শুধু হ্রস্ব স্বর অর্থাৎ 'ই-কার' এবং 'উ-কার' ব্যবহৃত হবে। যেমন : বাড়ি, পাখি, গাড়ি, মুলো, পুজো ইত্যাদি। স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক শব্দেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন : নানি, চাচি, বাঙালি ইত্যাদি।

- (ii) অ-তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহার হবে না। যেমন : হর্ন, হান্টার, প্রিন্টার, কর্নেল ইত্যাদি।
- (iii) অ-তৎসম শব্দের বানানে কখনই 'ষ' এর ব্যবহার হবে না। যেমন : মাস্টার, স্টেশন, পোস্টার ইত্যাদি।
- (iv) রেফ (র্ম) এর পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্তা, কর্ম, মর্ম ইত্যাদি।
- (v) শব্দের শেষে বিসর্গ ব্যবহার হবে না। যেমন : মূলত, কার্যত, বস্তুত ইত্যাদি।
- (vi) হস চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন: কাত, চটপট, কলকল, তছনছ ইত্যাদি।
- (vii) সমাসবদ্ধ পদ একসাথে লিখতে হবে। যেমন: জটিলতামূলক, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪ : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। (ঢাবো, রাবো-১৯)

উত্তর : নিচে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের তৎসম শব্দের ৫টি নিয়ম আলোচনা করা হলো:

- (i) তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন: চন্দ্র, হস্তী, পক্ষী ইত্যাদি।
- (ii) যে সমস্ত তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, উ উভয়ই শুদ্ধ, সে সব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমন - কিংবদন্তি, ভঙ্গি, শ্রেণি, উর্গা, উষা ইত্যাদি।
- (iii) সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন- অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর। তবে অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ নয় বলে ঙ স্থানে ং হবে না।
- (iv) সংস্কৃত ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হবে। যেমন: গুণী-গুণিজন, প্রাণী-প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি।

- (v) রেফ (র্) এর পর ব্যঞ্জননের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্তা, কর্ম, মর্ম ইত্যাদি।
- (vi) শব্দের শেষে (ঃ) বিসর্গ ব্যবহৃত হবে না। যেমন : মূলত, কার্যত, বস্তুত ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৫: বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (') ব্যবহারের নিয়ম

উদাহরণসহ লেখ। (সকল বোর্ড -১৮)

উত্তর : নিচে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (র্) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ উপস্থাপিত হলো:

- সকল অ-তৎসম শব্দেই শুধু হ্রস্ব স্বর অর্থাৎ 'ই-কার' ব্যবহৃত হবে। যেমন : বাড়ি, পাখি, গাড়ি, ইত্যাদি।
- সকল অ-তৎসম শব্দেই শুধু হ্রস্ব স্বর অর্থাৎ 'উ-কার' ব্যবহৃত হবে। যেমন : পুজো, মুলো, চুন ইত্যাদি
- অতৎসম শব্দে ক্ষ-এর পরিবর্তে খ লিখতে হবে। যেমন: খিদে, খুদ, খুদে ইত্যাদি।
- ইংরেজি ও ইংরেজি মাধ্যম থেকে আগত s ধ্বনির জন্য স' এবং -sh, sion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ' ব্যবহৃত হবে।
যেমন : মিশন, সেশন, স্টেশন ইত্যাদি।
- রেফ (র্) এর পর ব্যঞ্জননের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্তা, কর্ম, মর্ম ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৬ : ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে ? ণ-ত্ব বিধানের নিয়মগুলো

আলোচনা কর।

উত্তর : তৎসম শব্দে 'ণ'- এর ব্যবহার বিধিকে ণ-ত্ব বিধান বলে। অন্য কথায়, যে রীতি অনুসারে বাংলা তৎসম শব্দের বানানে 'ন' (দন্তন্য)-এর স্থানে 'ণ'- এর ব্যবহার হয়, তাকে 'ণ-ত্ব বিধান বলে। যেমন : ঋণ, রণ, কারণ, ভাষণ ইত্যাদি। নিচে ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম আলোচনা করা হলো :

- (i) ঋ, র, ষ এবং ক্ষ - এর পরে 'ণ' ব্যবহৃত হয়। যেমন : ঋণ, রণ, কারণ, ভাষণ, ক্ষণ ইত্যাদি।
- (ii) ঋ, র, ষ -এর পরে যদি স্বরবর্ণ, ক এবং প - বর্গীয় বর্ণ, য য ব হ ং থাকে তবে পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধ্য - 'ণ' হয়। যেমন : কৃপণ, হরিণ, রামায়ণ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।
- (iii) ট-বর্গীয় বর্ণের ট ঠ ড ঢ এর পূর্বে 'ন' থাকলে তা ণ-তে রূপান্তরিত হয়ে যুক্তবর্ণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : কণ্টক, কণ্ঠ, ভণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।
- (iv) প্র, পরা, পরি, নির - এই উপসর্গগুলো যদি কোন শব্দের সাথে যুক্ত হয় এবং সেই শব্দের শুরুতে যদি দন্ত্য 'ন' থাকে, তবে দন্ত্য 'ন' মূর্ধ্য - 'ণ' তে রূপান্তরিত হয়। যেমন : প্র + নাম = প্রণাম, পরা + নত = পরাণত, নির + নয় = নিরণ্য ইত্যাদি।
- (v) কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধ্য-ণ হয়। যেমন : লষণ, বাণী, গণ, নিপুণ ইত্যাদি।
- (vi) সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন বোঝালে এই নিয়ম কার্যকর হয় না। যেমন : ত্রিনয়ন, সর্বনাম ইত্যাদি।
- (vii) অতৎসম শব্দের বানানে 'ণ'-ত্ব বিধানের নিয়ম প্রযোজ্য নয়। যেমন : ইরান, কোরআন, আয়রন, প্রিন্টার, ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৭: ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে ? ষ-ত্ব বিধানের নিয়মগুলো লিখ।

উত্তর : তৎসম শব্দে 'ষ' এর ব্যবহার বিধিকেই 'ষ-ত্ব বিধান' বলে। অন্য কথায়, যে রীতি অনুসারে তৎসম শব্দের বানানে 'স' স্থলে 'ষ' হয় তাকে ষ-ত্ব বিধান' বলে। নিচে 'ষ-ত্ব বিধান'-এর নিয়মগুলো আলোচনা করা হলো:

- (i) রেফ (ষ') এবং ঋ বা ঋ-কারের পরে 'ষ' হয়। যেমন : বর্ষ, বর্ষণ, ঋষি, কৃষি, কৃষক ইত্যাদি।
- (ii) ট' বর্গীয় বর্ণের 'ট' ও 'ঠ' এর পূর্বে 'ষ' সংযুক্ত হয়। যেমন : কষ্ট, দুষ্ট, প্রতিষ্ঠা

ইত্যাদি।

- (iii) অ-আ ভিন্ন স্বর, ক এবং র-এর পরবর্তী বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স মূর্ধন্য 'ষ' হয়।

যেমন : কল্যাণীয়ে + সু = কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনে + সু = প্রীতিভাজনেষু।

- (iv) ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত (অধি, অনু, অভি, নি, পরি, প্রতি, সু) উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুর 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়। যেমন : অধি + স্থান = অধিষ্ঠান, অনু + সঙ্গ = অনুসঙ্গ, অভি + সেক = অভিষেক, সু + সম = সুষম।

- (v) ক, খ, প, ফ - এদের আগে ইঃ (বা ই-কার ঃ) অথবা উঃ (উ-কার ঃ) থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গের জায়গায় সর্বদা মূর্ধন্য 'ষ' বসবে। যেমন : আবিঃ + কার = আবিষ্কার, পরিঃ + কার = পরিস্কার, নিঃ + ফল = নিষ্ফল, দুঃ + কর = দুষ্কর, চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ।

- (vi) তবে, ইংউঃ- এর স্থানে যদি অঃআঃ থাকে তাহলে 'ষ' হবে না, 'স' হবে। যেমন : তিরঃ + কার = তিরস্কার, পুরঃ + কার = পুরস্কার, ভাঃ + কর = ভাস্কর ইত্যাদি।

- (vii) কতগুলো তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন : ভাষা, ভাষ্য, আষাঢ়, পাষণ, পৌষ, ষণ্ড, পাষণ্ড, আভাষ ইত্যাদি।

- (viii) আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি শব্দে কখনও 'ষ' হবে না। যেমন : ৭ আরবি : নকশা, মুশকিল, শয়তান, ফসল ইত্যাদি। ইংরেজি : কমিশন, মেশিন, স্যার, সিলেবাস ইত্যাদি। ফার্সি : খুশি, খোশ, চশমা, খানসামা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৮ : বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ লেখার ৫টি নিয়ম লেখ।

উত্তর : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দগুলোর বানান বিভিন্ন নিয়মে লেখা হয়ে থাকে।

এদের ৫টি নিয়ম নিচে দেয়া হলো:

- (i) বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন - হাসপাতাল, কাগজ, হাজার ইত্যাদি।
কিন্তু ইসলাম ধর্মের 'যা', 'যাল', 'যোয়াদ' এর বানানে 'য' ব্যবহার করতে

হবে। যেমন: আযান, অযু, নামায ইত্যাদি।

- (ii) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে ‘এ’ বা ‘এ’-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন -এন্ড, নেট, বেড ইত্যাদি।
- (iii) বিদেশি শব্দের বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা ‘্যা’ ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যাবসার্ড, ক্যাসেট ইত্যাদি।
- (iv) বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে কখনও ঙ্গ/ী, উ/ূ -কার ব্যবহৃত হবে না। যেমন; আলমারী > আলমারি, একাডেমী > একাডেমি ইত্যাদি।
- (v) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বানান ব্যবহৃত হয় তা ছবছ মানতে হবে। যেমন: ইদ > ঈদ, ইসা > ঈসা ইত্যাদি।
- (vi) ইংরেজি St এর স্থানে বাংলায় ‘স্ট’ লিখতে হবে। যেমন : স্টেশন, স্টোভ, স্টেডিয়াম ইত্যাদি।

-o-

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



বানান শুদ্ধীকরণ

অ আ ই ঈ

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধরূপ
অকস্মাৎ	অকস্মাৎ	অনুগামীনী	অনুগামিনী
অক্ষুণ্ণ	অক্ষুণ্ণ	অনুদিত	অনূদিত
অগ্নাশয়	অগ্ন্যাশয়	অনুর্ধ্ব	অনূর্ধ্ব

অগ্নুৎপাত	অগ্ন্যুৎপাত	অনুসঙ্গ	অনুষঙ্গ
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অনুসূয়া	অনসূয়া
অতিথী	অতিথি	অপকর্ষতা	অপকর্ষ
অত্যান্ত	অত্যন্ত	অপরাহু	অপরাহু
অদ্যবধি	অদ্যাবধি	অপরীসিম	অপরিসীম
অধিনস্থ	অধীন	অপহরন	অপহরণ
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়	অপাঙেতয়	অপাঙ্তেয়
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	অপেক্ষামান	অপেক্ষমাণ
অনাথিনী	অনাথা	অপ্রতুলতা	অপ্রতুল
অলঙ্ঘ্য	অলঙ্ঘ্য	আনবিক	আণবিক
অশ্রুজল	অশ্রু	আনুষঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	আবিষ্কার	আবিষ্কার
আইনজীবী	আইনজীবী	আমাবস্যা	অমাবস্যা
আকস্মিক	আকস্মিক	আর্শিবাদ	আর্শীবাদ
আকাংখ্যা	আকাঙ্ক্ষা	আলচ্যমান	আলোচ্যমান
আগন্তক	আগন্তক	আশাঢ়	আষাঢ়
আগমনি	আগমনী	আশীষ	আশিস
আচরন	আচরণ	ইংরেজী	ইংরেজি
আত্মস্ত	আত্মস্থ	ইতপূর্বে	ইতঃপূর্বে
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	ইদুর	ইদূর
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	ইদৃশ	ঈদৃশ
ইতোপর	ইতঃপর	ইস্পিত	ঈস্পিত
ইদানিং	ইদানীং		

উ উ এ ঐ ও

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
উচ্চাস	উচ্ছাস	উদ্ধত্য	ঔদ্ধত্য
উচ্ছল	উচ্ছল	উদ্বেলিত	উদ্বেল
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	উপন্যাসিক	ঔপন্যাসিক
উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত	উপযোগীতা	উপযোগিতা
উদীচি	উদীচী	উপরুক্ত	উপর্যুক্ত
উপাধী	উপাধি	এতদ্বারা	এতদ্বারা
উর্মি	উর্মি	এতদসংক্রান্ত	এতৎসংক্রান্ত
উল্লেখিত	উল্লিখিত	এসিস্টেন্ট	এ্যাসিস্টেন্ট
উশৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল	ঐক্যতান	ঐকতান
একত্রিত	একত্র	ঐক্যমত	ঐকমত্য
ঔচিত্ত	ঔচিত্য		

ক গ ঘ

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
কটুজ্জি	কটুজ্জি	কিংবদন্তী	কিংবদন্তি
কথপোকথন	কথোপকথন	কিনাঙ্ক	কিণাঙ্ক
কর্ণেল	কর্নেল	কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি
কমজীবী	কমজীবী	কুজ্জটিকা	কুজ্জটিকা
কলংকিত	কলঙ্কিত	কুপমণ্ডুক	কুপমণ্ডুক
কল্যান	কল্যাণ	কৃচ্ছ	কৃচ্ছ
কার্যালয়	কার্যালয়	কৃচ্ছতা	কৃচ্ছ

কৃষ্ণসাধন	কৃষ্ণসাধন	ক্ষুণ্ণিবৃতি	ক্ষুণ্ণিবৃতি
কৃতি	কৃতী	গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
কৃতিবাস	কৃতিবাস	গণ্ডুষ	গণ্ডুষ
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব	গরিয়সী	গরীয়সী
কৌতুহল	কৌতুহল	গিতাঞ্জলি	গীতাঞ্জলি
ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত	গুণীগণ	গুণিগণ
ক্ষীণজীবী	ক্ষীণজীবী	গৃহস্ত	গৃহস্থ
গৌণ	গৌণ	ঘনিভূত	ঘনীভূত
গ্রন্থাবলী	গ্রন্থাবলি	ঘুরাঘুরি	ঘোরাঘুরি
গ্রহিতা	গ্রহীতা	ঘূর্ণায়মান	ঘূর্ণায়মান
গ্রামীণ	গ্রামীণ		

** ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কৃতি, কৃতী দুটি বানানই শুদ্ধ। [কৃতী=নিপুণ, কর্মকুশল, কার্যক্ষম; কাজে সফলতা লাভ করে খ্যাত হয়েছে এমন (কৃতী ছাত্র)। কৃতি=কার্য, সম্পাদিত কর্ম। (বা.এ.অ.)

চ ছ জ ঝ ড ত দ ন

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
চতুষ্কোন	চতুষ্কোণ	টুর্নামেন্ট	টুর্নামেন্ট
চিক্কন	চিক্কণ	ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন
ছাত্রছাত্রীগণ	ছাত্রছাত্রিগণ	তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
জগত	জগৎ	তিরস্কার	তিরস্কার
জাজ্জল্যমান	জাজ্বল্যমান	তেজক্ষিয়	তেজক্ষিয়
জিবীকা	জীবিকা	তোরন	তোরণ
জেষ্ট্য	জ্যেষ্ট	দণ্ডবিদি	দণ্ডবিধি
জৈষ্ট্য	জ্যৈষ্ট	দায়ীত্ব	দায়িত্ব

জোন্সারাত	জ্যোৎস্নারাত	দারিদ্রতা	দরিদ্রতা
ঝঞ্জাট	ঝঞ্জাট	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
ঝরণা	ঝরনা	দুঃস্ত	দুঃস্থ
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	দূর্জয়	দুর্জয়
দূরবস্থা	দূরবস্থা	দূর্দর্ম	দুর্দর্ম
দূরাবস্থা	দূরবস্থা	দূর্বলতা	দুর্বলতা
দুর্গাম	দুর্গাম	দূর্বিসহ	দুর্বিষহ
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ	দুষ্প্রাপ্য	দুঃপ্রাপ্য
দুষিত	দূষিত	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
দূরন্ত	দূরন্ত	দোষনীয়	দূষণীয়
দূরবৃত্ত	দূর্বৃত্ত	দ্বন্ধ	দ্বন্দ্ব
দূরাদৃষ্ট	দূরদৃষ্ট	ধংস	ধ্বংস
দূরুহ	দুরুহ	ননদী	ননদি
দুর্গতি	দুর্গতি	নমস্কার	নমস্কার
নিষ্কন	নিষ্কণ	নিশিথিনী	নিশীথিনী
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নীরোগী	নীরোগ
নিরব	নীরব	নুপুর	নূপুর
নিপুণী	নিপুণ	নূন্যতম	ন্যূনতম
নির্দোষী	নির্দোষ	নৈঋত	নৈঋত
নির্মীয়মান	নির্মীয়মাণ		

প ফ

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
পঁচা	পচা	পিপিলিকা	পিপীলিকা

পন্য	পণ্য	পিরিত	পীড়িত
পরজীবী	পরজীবী	পুন্যাহ	পুণ্যাহ
পরাণ	পরান	পুরস্কার	পুরস্কার
পরিস্কার	পরিস্কার	পুরান	পুরাণ
পল্লীগ্রামে	পল্লিগ্রাম	পুননির্মান	পুননির্মাণ
পানিনি	পাণিনি	পূর্বাঙ্ক	পূর্বাঙ্ক
পিতৃদত্ত	পিতৃদত্ত	পৃথকন	পৃথগন
পেশাজীবী	পেশাজীবী	প্রত্যাশ	প্রত্যাষ
পৈত্রিক	পৈতৃক	প্রনয়ণ	প্রণয়ন
পোস্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার	প্রনয়িনি	প্রণয়িনী
প্রণষ্ট	প্রনষ্ট	প্রবাহমান	প্রবহমান
প্রতিদ্বন্দ্বি	প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাণপুরুষ	প্রাণ পুরুষ
প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাণীজগত	প্রাণিজগৎ
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা	প্রাণীতত্ত্ব	প্রাণিতত্ত্ব
প্রত্নতাত্ত্বিক	প্রত্নতাত্ত্বিক	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
প্রাতঃভ্রমণ	প্রাতঃভ্রমণ	প্রোজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ	ফটোশ্বেট	ফটোস্ট্যাট
প্রাতঃস্মরণী	প্রাতঃস্মরণীয়	ফলপ্রসু	ফলপ্রসূ
প্রোজ্জ্বলণ	প্রজ্বলন	ফাঁসী	ফাঁসি

ব

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
বনস্পতি	বনস্পতি	বানিজ্য	বাণিজ্য
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	বাল্মিকি	বাল্মীকি

বয়ঃজেষ্ঠ্য	বয়োজেষ্ঠ্য	বিদুষি	বিদুষী
বহিঃস্কার	বহিস্কার	বিদ্যান	বিদ্বান
বাংগালী	বাঙালি	বিদ্রূপ	বিদ্রূপ
বাঞ্ছনীয়	বাঞ্ছনীয়	বিভিষণ	বিভীষণ
বিভিসিকা	বিভীষিকা	বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
বীরম্বনা	বিড়ম্বনা	ব্যতীত	ব্যতীত
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি	ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী	ব্যবহারজীবী	ব্যবহারজীবী
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য	ব্যতীত	ব্যতীত
বৈদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য	ব্যাত্যয়	ব্যত্যয়
ব্যবহার	ব্যবহার	ব্রক্ষ্মন	ব্রাহ্মণ
ব্যর্থ	ব্যর্থ		

ভ ম

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
ভর্তিচ্ছু	ভর্তীচ্ছু	ভ্রাতৃস্পুত্র	ভ্রাতৃস্পুত্র
ভস্ম	ভস্ম	ভ্রুকুটি	ভ্রুকুটি
ভস্মীভূত	ভস্মীভূত	মণিষা	মনীষা
ভীষন	ভীষণ	মনঃগ্রাহী	মনোগ্রাহী
ভূয়সী	ভূয়সী	মনঃদুঃখ	মনোদুঃখ
ভূবণ	ভূবন	মনঃবাঞ্ছা	মনোবাঞ্ছা
ভুল	ভুল	মনজোগ	মনোযোগ
ভোগলিক	ভৌগোলিক	মনস্তর	মনস্তর
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ	মনমোহন	মনোমোহন

মনযোগ	মনোযোগ	মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
মনিজাল	মণিজাল	মরিচিকা	মরীচিকা
মনিষা	মনীষা	মহত্ব	মহত্ত্ব
মনিষী	মনীষী	মহিয়সি	মহীয়সী
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	মহিষি	মহিষী
মনোস্কুগ্ন	মনঃস্কুগ্ন	মহত	মুহূর্ত
মনোপীড়া	মনঃপীড়া	মাধুর্যতা	মাধুর্য
মনোপুত	মনঃপুত	মাহাত্ম	মাহাত্ম্য
মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব	মুখরিত	মুখর
মুখস্ত	মুখস্থ	মুহ্যমান	মোহ্যমান
মুচ্ছর্ণা	মূছর্না	মূছর্না	মূছর্না
মুমূর্ষু	মুমূর্ষু	মূহত	মুহূর্ত
মুহমূহ	মুহুমূহ	মৌনতা	মৌন

য র ল শ ষ

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
যক্ষা	যক্ষা	শমিরণ	সমীরণ
যদ্যপি	যদ্যপি	শরিরীক	শারীরিক
রেজিস্ট্রেশন	রেজিস্ট্রেশন	শগুরবাড়ী	শ্বগুরবাড়ি
লক্ষ্মন	লক্ষ্মণ	শশ্মান	শ্মশান
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	শশ্রুযা	শুশ্রূষা
লবন	লবণ	শয্য	শস্য
লব্ধপ্রতিষ্ঠিত	লব্ধপ্রতিষ্ঠ	শহীদমিনার	শহিদমিনার
শমিচীন	সমীচীন	শান্তনা	সান্ত্বনা

শারিরীক	শারীরিক	শুধুমাত্র	শুধু
শাস-প্রসাস	শ্বাস-প্রশ্বাস	শুশ্রূষা	শুশ্রূষা
শিরঃছেদ	শিরশ্ছেদ	শ্বশুড়	শ্বশুর
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	শ্বাশত	শাশ্বত
শিরনাম	শিরোনাম	শ্বাশুড়ি	শাশুড়ি
শিরমণি	শিরোমণি	শ্রদ্ধঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শিরোমণি	শিরোমণি	শ্রমজীবী	শ্রমজীবী
শুচীপত্র	সূচিপত্র	শ্রেণী	শ্রেণি
শ্লেস্মা	শ্লেষ্মা	স্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
ষষ্ঠদশ	ষোড়শ	স্টেশন	স্টেশন
ষাণ্মাসিক	ষাণ্মাসিক	স্টোর	স্টোর

স হ

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
সংস্কৃতিক	সাংস্কৃতিক	সম্বর্দ্ধনা	সংবর্ধনা
সকাতর	কাতর	সম্বলিত	সংবলিত
সচিত্রিত	সচিত্র	সম্বাদ	সংবাদ
সত্ত্বা	সত্তা	সম্মানীয়	সম্মাননীয়
সত্যেও	সত্বেও	সয়ংবরা	স্বয়ংবরা
সধর্মচুত	স্বধর্মচ্যুত	সবর্শান্ত	সর্বস্বান্ত
সন্কাপদ্বিপ	সন্ধ্যাপ্রদীপ	সবর্স	সর্বস্ব
সন্ধিহান	সন্ধিহান	সলজ্জিত	সলজ্জ
সন্যাসী	সন্ন্যাসী	সশংকিত	সশঙ্ক
সমিচীন	সমীচীন	সহকারি	সহকারী

সমিপবর্তিনি	সমীপবর্তিনী	সহমর্মীতা	সহমর্মিতা
সমিরন	সমীরণ	সহযোগীতা	সহযোগিতা
সাতত্ব	স্বাতন্ত্র্য	সৌহার্দ	সৌহার্দ্য
সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিক	স্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
সাবলম্বন	স্বাবলম্বন	স্থূল	স্থূল
সামীগ্হ	স্বামীগ্হ	স্নেহশিস	স্নেহাশিস
সায়াহ্	সায়াহ্	স্মৃতি	স্মৃতি
সুপারিস	সুপারিশ	স্বচ্ছল	সচ্ছল
সুসম	সুষম	স্বতঃস্মৃত	স্বতঃস্মৃত
সুস্থ্য	সুস্থ	স্বত্ব	স্বত্ব
সুস্বাগত	স্বাগত	স্বত্বা	সত্তা
সূধি	সুধী	স্বত্বাধিকারী	স্বত্বাধিকারী
সোনালী	সোনালি	স্বপরিবার	সপরিবার
সৌজন্যতা	সৌজন্য	স্ববান্ধব	সবান্ধব
স্বরস্বতী	সরস্বতী	স্মরণাপন্ন	শরণাপন্ন
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক	স্মরণার্থী	শরণার্থী
স্বাক্ষরতা	সাক্ষরতা	স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস
স্বান্তনা	সান্ত্বনা	স্রোতস্বিনী	স্রোতঃস্বিনী
স্বার্থকতা	সার্থকতা		

বোর্ড প্রশ্নের বানান শুদ্ধীকরণ

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও সমাধান (২০১৫-২০২৫)

দিনাজপুর ২০২৫		কুমিল্লা ২০২৫	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
বিদ্রূপ	বিদ্রূপ	আকাংখ্যা	আকাঙ্ক্ষা
আগন্তক	আগন্তক	শান্তনা	সান্ত্বনা
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	কৃচ্ছতা	কৃচ্ছ
মনিষী	মনীষী	স্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
আইনজীবী	আইনজীবী	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
পরিষ্কার	পরিষ্কার	পিপিলিকা	পিপীলিকা
মূহূর্ত	মুহূর্ত	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
মন্ত্রিসভা	মন্ত্রিসভা	মনোপুত	মনঃপূত

যশোর ২০২৫		ঢাকা ২০২৫	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
আবিষ্কার	আবিষ্কার	অধ্যয়ন	অধ্যয়ন
প্রতিদ্বন্দিতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	অপরাহু	অপরালু
শহীদমিনার	শহিদমিনার	আমাবস্যা	অমাবস্যা
উশৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল	গ্রামীন	গ্রামীণ
নূন্যতম	নূনতম	দণ্ডবিদি	দণ্ডবিধি
নিশিথিনী	নিশীথিনী	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
মুমূর্ষু	মুমূর্ষু	বিভিসিকা	বিভীষিকা

সায়াহ্	সায়াহু	রেজিস্ট্রেশন	রেজিস্ট্রেশন

চট্টগ্রাম ২০২৫		বরিশাল ২০২৫	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
বাঙাট	বাঙাট	বাংগালী	বাঙালি
মুহূর্ত	মুহূর্ত	শ্বাশত	শাস্বত
সয়ংবরা	স্বয়ংবরা	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
শিরোমনি	শিরোমণি	সন্যাসী	সন্ন্যাসী
নূন্যতম	নূনতম	পুরস্কার	পুরস্কার
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী	মুহূর্ত	মুহূর্ত
সর্বশান্ত	সর্বস্বান্ত	ঐক্যতান	ঐকতান
জৈষ্ঠ্য	জ্যৈষ্ঠ	বুদ্ধিজিবি	বুদ্ধিজীবী

রাজশাহী ২০২৫		ময়মনসিংহ ২০২৫	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
দূরাবস্থা	দূরবস্থা	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
শান্তনা	সান্ত্বনা	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	বিভিষীকা	বিভীষিকা
বাল্মিকি	বাল্মীকি	জিবীকা	জীবিকা
সমিচীন	সমীচীন	সাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
স্বরস্বতী	সরস্বতী	অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
মনিষী	মনীষী	সম্বর্দ্ধনা	সংবর্ধনা।

সিলেট ২০২৫

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	পিপিলিকা	পিপীলিকা
মুহূর্ত	মুহূর্ত	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
পোস্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার	সাতত্ব	স্বাতন্ত্র্য
পানিনি	পাণিনি	নূন্যতম	ন্যূনতম

দিনাজপুর ২০২৪

কুমিল্লা ২০২৪

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
শান্তনা	সান্ত্বনা	আকাংখা	আকাজক্ষা
নূন্যতম	ন্যূনতম	ভীষন	ভীষণ
আকাংখা	আকাজক্ষা	শান্তনা	সান্ত্বনা
সমিচিন	সমীচীন	নূন্যতম	ন্যূনতম
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা	কৃচ্ছতা	কৃচ্ছ
স্বরস্বতি	সরস্বতী	শ্রেণী-	শ্রেণি
মুমূর্ষু	মুমূর্ষু	সমিচীন	সমীচীন
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ন	টুর্নামেন্ট	টুর্নামেন্ট

যশোর ২০২৪

ঢাকা ২০২৪

প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	ক্ষতীগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	শুচীপত্র	সূচিপত্র
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী
মনোপুত	মনঃপুত	শ্বাশুড়ী	শাশুড়ি

বিভিষন	বিভীষণ	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
নূন্যতম	নূনতম	দূরাবস্থা	দূরবস্থা
হীনমন্যতা	হীনম্মন্যতা	অপেক্ষামান	অপেক্ষমাণ
		স্বত্বাধিকারী	স্বত্বাধিকারী

চট্টগ্রাম ২০২৪		বরিশাল ২০২৪	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	দায়ীত্ব	দায়িত্ব
আশীর্বাদ	আশীর্বাদ	মনিষা	মনীষা
সাবলম্বন	স্বাবলম্বন	সন্যাসী	সন্ন্যাসী
কিংবদন্তী	কিংবদন্তি	ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
শশুরবাড়ী	শ্বশুরবাড়ি	কর্মজীবী	কর্মজীবী
স্বরস্বতী	সরস্বতী	শ্রেণী	শ্রেণি
দূর্দর্ম	দুর্দর্ম	লবন	লবণ
প্রবাহমান	প্রবহমান	গ্রন্থাবলী	গ্রন্থাবলি

রাজশাহী ২০২৪		ময়মনসিংহ ২০২৪	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
আকাংখা	আকাজ্জা	আকাজ্জা	আকাজ্জা
উজ্জ্বল	উজ্জ্বল	প্রাতঃভ্রমণ	প্রাতঃভ্রমণ
আশাঢ়	আষাঢ়	সলজ্জিত	সলজ্জ/লজ্জিত
শান্তনা	সান্ত্বনা	সম্মানীয়	সম্মাননীয়
কুজ্জটিকা	কুজ্জটিকা	নূন্যতম	নূনতম
পিপিলিকা	পিপীলিকা	ব্যবহারজীবী	ব্যবহারজীবী
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি	আনুষঙ্গিক	আনুষঙ্গিক

পিত্রিদত্ত	পিতৃদত্ত	সর্বস	সর্বস্ব

যশোর ২০২৩		ঢাকা ২০২৩	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
বাংগালী	বাঙালি	পরজীবী	পরজীবী
দূরাবস্থা	দূরবস্থা	স্বরস্বতী	সরস্বতী
মহত্ব	মহত্ত্ব	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
বাপ্জনীয়	বাপ্জনীয়	মনজোগ	মনোযোগ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	মহিয়সী	মহীয়সী
শান্তনা	সান্ত্বনা	নিরস	নীরস
কথোপোকথন	কথোপকথন	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	মণিষি	মনীষী

দিনাজপুর ২০২৩		কুমিল্লা ২০২৩	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
বিদ্যান	বিদ্বান	পুরস্কার	পুরস্কার
পিপিলিকা	পিপীলিকা	নুপুর	নূপুর
বাল্মিকি	বাল্মীকি	স্নেহশিস	স্নেহাশিস
শান্তনা	সান্ত্বনা	সমিচিন	সমীচীন
স্টেশন	স্টেশন	মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
পরাণ	পরান	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সর্বশান্ত	সর্বস্বান্ত	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
ধংস	ধ্বংস	বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী

সিলেট ২০২৩		বরিশাল ২০২৩	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
উচ্চাস	উজ্জ্বাস	আবিষ্কার	আবিষ্কার
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
শুশ্রূষা	শুশ্রূষা	মুহূত	মুহূর্ত
বয়ঃজ্যেষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ	মনিষী	মনীষী
দূরবস্থা	দূরবস্থা	ঐক্যতান	ঐকতান
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
বাল্মিকী	বাল্মীকি	প্রতিদন্দি	প্রতিদ্বন্দ্বী
পৈত্রিক	পৈতৃক	অপোরাহু	অপরাহু

রাজশাহী ২০২৩		ময়মনসিংহ ২০২৩	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	শিরোমনি	শিরোমণি
স্ববান্ধব	সবান্ধব	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
নিরব	নীরব	পল্লীগ্রামে	পল্লিগ্রাম
সুস্থ্য	সুস্থ	দূর্বলতা	দুর্বলতা
আমাবস্যা	অমাবস্যা	প্রত্নতাত্ত্বিক	প্রত্নতাত্ত্বিক
শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র	প্রাণপুরুষ	প্রাণ পুরুষ
নির্দোষী	নির্দোষ	ব্যবহার	ব্যবহার
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	সোনালী	সোনালি

চট্টগ্রাম ২০২৩			
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ

মনোপুত	মনঃপুত	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
আবিষ্কার	আবিষ্কার	সমিচীন	সমীচীন
পৈত্রিক	পৈতৃক	ভূবন	ভুবন
অনুসূয়া	অনসূয়া	সুধি	সুধি

দিনাজপুর ২০২২		কুমিল্লা ২০২২	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	নুন্যতম	ন্যূনতম
ঔজল্য	ঔজ্জল্য	দূরবস্থা	দূরবস্থা
পৈত্রিক	পৈতৃক	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ	হিনমন্যতা	হীনম্মন্যতা
শান্তনা	সান্ত্বনা	মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	শশ্মান	শ্মশান
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা	শান্তনা	সান্ত্বনা
নুন্যতম	ন্যূনতম	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে

য়শোর ২০২২		চট্টগ্রাম ২০২২	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	সমিচীন	সমীচীন
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	বিভিষন	বিভীষণ
কথপোকোথন	কথোপকথন	অপেক্ষামান	অপেক্ষমাণ
বিদুষি	বিদুষী	পুননির্মান	পুনর্নির্মাণ
জাজ্জল্যমান	জাজ্বল্যমান	ঐক্যমত	ঐকমত্য
নুন্যতম	ন্যূনতম	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ

বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী	কটুভক্তি	কটুভক্তি

সিলেট ২০২২		বরিশাল ২০২২	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
শ্রমজীবী	শ্রমজীবী	আনুষঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
ফটোস্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট	বাংগালী	বাঙালি
মরিচীকা	মরীচিকা	মহত্ব	মহত্ব
পানিনী	পাণিনি	দুরাবস্থা	দুরবস্থা
নমস্কার	নমস্কার	ঐক্যমত	ঐকমত্য
সহযোগীতা	সহযোগিতা	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	নূন্যতম	ন্যূনতম
উচ্ছাস	উচ্ছাস	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা

রাজশাহী ২০২২		ময়মনসিংহ ২০২২	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
শান্তনা	সান্ত্বনা	মনীসী	মনীষী
দৈণ্যতা	দৈন্য/দীনতা	স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
জাজ্জল্যমান	জাজ্বল্যমান	শ্রোতস্বিনি	শ্রোতঃস্বিনী
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
প্রতিদন্দি	প্রতিদ্বন্দ্বী	অপোরাহু	অপরাহু
ফটোস্টেট	ফটোস্ট্যাট	শ্রমজীবী	শ্রমজীবী
দূর্বিসহ	দুর্বিষহ	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
হীনমন্যতা	হীনম্মন্যতা	উচ্ছাস	উচ্ছাস

দিনাজপুর ২০১৯		কুমিল্লা ২০১৯	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
অধিনস্থ	অধীন	বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
কুঞ্জটিকা	কুঞ্জটিকা	মুহুমুহু	মুহূর্মুহু
জৈষ্ঠ্য	জ্যৈষ্ঠ	প্রোজ্জলন	প্রজ্জলন
মুমূর্ষু	মুমূর্ষু	কুপমণ্ডুক	কূপমণ্ডুক
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	পিপিলীকা	পিপীলিকা
মহিষি	মহিষী	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
পিপিলিকা	পিপীলিকা	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
নুন্যতম	ন্যূনতম	ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম

ঢাকা ২০১৯		যশোর ২০১৯	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
অতিথী	অতিথি	প্রত্যুশ	প্রত্যুষ
মনোপুত	মনঃপূত	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
আবিষ্কার	আবিষ্কার	শান্তনা	সান্ত্বনা
পৈত্রিক	পৈতৃক	কথপোকথন	কথোপকথন
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
স্বরস্বতী	সরস্বতী	পীপিলিকা	পিপীলিকা
বিভিষিকা	বিভীষিকা	বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী	বীরস্বনা	বিড়ম্বনা

সিলেট ২০১৯		বরিশাল ২০১৯	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
উদীচি	উদীচী	প্রাতঃভ্রমণ	প্রাতঃভ্রমণ

অপরাহ্ন	অপরাহ্ন	মাধুর্যতা	মাধুর্য
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	নিরপরাধী	নিরপরাধ
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	ঔজ্জল্য	ঔজ্জল্য
নিশিথিনি	নিশীথিনী	সচিত্রিত	সচিত্র
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	দৈনতা	দৈন্য
নুপুর	নূপুর	বহিঃস্কার	বহিস্কার
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	পিপিলিকা	পিপীলিকা

রাজশাহী ২০১৯		চট্টগ্রাম ২০১৯	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
আকাজ্জা	আকাজ্জা	আকংখা	আকাজ্জা
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
দুরাবস্থা	দূরবস্থা	পুরস্কার	পুরস্কার
নিশিথিনি	নিশীথিনী	কৃতিবাস	কৃতিবাস
প্রনয়ণ	প্রণয়ন	মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
মনকষ্ট	মনঃকষ্ট	মরিচিকা	মরীচিকা
সমিচীন	সমীচীন	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
সাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য	বানিজ্য	বাণিজ্য

সকল ২০১৮			
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
স্বত্ত্বা	সত্ত্বা	মূর্ছনা	মূর্ছনা
সমিচীন	সমীচীন	বিদূষী	বিদূষী
আইনজীবী	আইনজীবী	উচ্ছাস	উচ্ছাস
পোস্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে

ঢাকা ২০১৭		কুমিল্লা ২০১৭	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
পিপিলিকা	পিপীলিকা	শান্তনা	সান্ত্বনা
মনিষী	মনীষী	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
পানিনী	পাণিনি	আকংখা	আকাঙ্ক্ষা
সুস্বাগত	স্বাগত	বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী
মহত্ব	মহত্ত্ব	পুরস্কার	পুরস্কার
জৈষ্ঠ্য	জ্যেষ্ঠ/জ্যেষ্ঠ	পৈত্রিক	পৈতৃক
ন্যূনতম	ন্যূনতম	স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস
ননদী	ননদি	সমিচিন	সমীচীন

দিনাজপুর ২০১৭		য়শোর ২০১৭	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
প্রত্যাশ	প্রত্যুষ	মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	অপরাহু	অপরাহ্ন
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
শান্তনা	সান্ত্বনা	বাল্মিকী	বাল্মীকি
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	সন্যাসী	সন্ন্যাসী
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী	শান্তনা	সান্ত্বনা
কথোপকোথন	কথোপকথন	ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম

চট্টগ্রাম ২০১৭		রাজশাহী ২০১৭	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ

প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	আবিষ্কার	আবিষ্কার
ঐক্যতান	ঐকতান	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
ভৌগলিক	ভৌগোলিক	দুঃস্তু	দুস্থ
পৈত্রিক	পৈতৃক	স্বরস্বতী	সরস্বতী
শারীরিক	শারীরিক	বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	ফটোস্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	প্রণয়িনী	প্রণয়িনী
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	বাংগালী	বাঙালি

সিলেট ২০১৭		বরিশাল ২০১৭	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	সমিচিন	সমীচীন
জাজ্জল্যমান	জাজ্বল্যমান	মুমূর্ষু	মুমূর্ষু
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	স্বরস্বতী	সরস্বতী
বাল্মিকি	বাল্মীকি	পানিনি	পাণিনি
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
রেজিস্ট্রেশন	রেজিস্ট্রেশন	স্বান্তনা	সান্ত্বনা
শিরঃচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	পোস্টমাস্টার	পোস্টমাস্টার
মুহুমুহু	মুহুমুহু	ন্যূনতম	ন্যূনতম

ঢাকা ২০১৬		কুমিল্লা ২০১৬	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
ঐক্যমত	ঐকমত্য	পিপিলীকা	পিপীলিকা

শান্তনা	সান্ত্বনা	অপোরাহু	অপরাহু
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবী	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
কর্ণেল	কর্নেল	প্রোজ্বলন	প্রজ্বলন
পোস্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	প্রতিদন্দি	প্রতিদ্বন্দ্বী
নূন্যতম	ন্যূনতম	শমিচীন	সমীচীন

দিনাজপুর ২০১৬		য়শোর ২০১৬	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
মরিচিকা	মরীচিকা	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
আশীষ	আশিস	অত্যন্ত	অত্যন্ত
কথোপকোথন	কথোপকথন	প্রানীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
শ্বশত	শাশ্বত	উচ্ছাস	উচ্ছাস
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	ভাষন	ভাষণ
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি	গৌন	গৌণ
পীপিলিকা	পিপীলিকা	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
মনযোগ	মনোযোগ	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি

চট্টগ্রাম ২০১৬		রাজশাহী ২০১৬	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ

কৃতিবাস	কৃতিবাস	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
উদীচি	উদীচী	কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
কুপমডুক	কূপমণ্ডুক	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
পানিনি	পাণিনি	মুচ্ছর্ণা	মূছর্না
ভুল	ভুল	স্বরস্বতী	সরস্বতী
পোস্টমাস্টার	পোস্টমাস্টার	পৈত্রিক	পৈতৃক
হীনমন্যতা	হীনম্মন্যতা	বনস্পতি	বনস্পতি
স্বরস্বতী	সরস্বতী	আকাংখা	আকাজ্জা

সিলেট ২০১৬		বরিশাল ২০১৬	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
গিতাঞ্জলি	গীতাঞ্জলি	নিশিথিনি	নিশীথিনী
পিপিলিকা	পিপীলিকা	নমস্কার	নমস্কার
ঐক্যতান	ঐকতান	পেসাজীবী	পেশাজীবী
উর্ধ্ব	উর্ধ্ব	ব্রহ্মন	ব্রাহ্মণ
বহিস্কার	বহিস্কার	আকাংখা	আকাজ্জা
আকাজ্জা	আকাজ্জা	নূন্যতম	ন্যূনতম
ঔজ্জল্য	ঔজ্জল্য	বিভিষিকা	বিভীষিকা

অনুসূয়া	অনসূয়া	ভোগলিক	ভৌগোলিক

ঢাকা ২০১৫		কুমিল্লা ২০১৫	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	শান্তন	সান্ত্বনা
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	সর্বশান্ত	সর্বস্বান্ত
শুশ্রুসা	শুশ্রূষা	শিরোচ্ছেদ	শিরচ্ছেদ
দৈন্যতা	দীনতা	প্রোজ্জ্বলন	প্রজ্জ্বলন
শিরচ্ছেদ	শিরচ্ছেদ	স্মরণার্থী	শরণার্থী
মনকষ্ট	মনঃকষ্ট	নূন্যতম	নূনতম
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা	এসিস্টেন্ট	এ্যাসিস্টেন্ট
নূন্যতম	নূনতম	মুহূর্মুহ	মুহূর্মুহ
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	দারিদ্রতা	দরিদ্রতা

দিনাজপুর ২০১৫		য়শোর ২০১৫	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
শুশ্রুশা	শুশ্রূষা	প্রনয়ন	প্রণয়ন
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
শান্তনা	সান্ত্বনা	দারিদ্রতা	দরিদ্রতা

সমিচীন	সমীচীন	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
অপরাহু	অপরাহু	উচ্চাস	উচ্ছাস
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	উচীৎ	উচিত
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ
শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ	ষ্টেশন	স্টেশন
রাজশাহী ২০১৫		বরিশাল ২০১৫	
প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ	প্রদত্তশব্দ	শুদ্ধরূপ
শান্তন	সান্ত্বনা	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সন্নাসী	সন্ন্যাসী	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
তোরন	তোরণ	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
দৈন্যতা	দীনতা	স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
সমিরন	সমীরণ	সখ্যতা	সখ্য
প্রনয়ন	প্রণয়ন	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
পানিনি	পাণিনি	মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
মনোপুত	মনঃপূত	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
		উচ্ছল	উচ্ছল



অনলাইন রিডিং রুম পাবনিকেশন- নিয়ে এলো

মুসা স্যারের অনলাইন- eBook গিরিজা 

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

সাজেশন ও সমাধান

বিষয়: পদ । নম্বর: ০৫

(পদের পরিচয় থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা
পদ নির্ণয় করতে হবে)



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

পদের পরিচয় থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে

অথবা

৫টি শব্দের পদ নির্ণয় করতে হবে।

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি: পদ

প্রশ্ন ১। বিশেষ্য পদ কাকে বলে? বিশেষ্য পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার বিশেষ্য পদের পরিচয়

দাও। (দিবো-২০১৬, রাবো-২৫ মোবা-২৫, চবো-২৫)

অথবা, উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(রাবো-২৩)

অথবা, বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। (সিবো-২৩)

উত্তর: বাক্যে ব্যবহৃত যে পদ দিয়ে কোন ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, স্থান, কাল, ভাব বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন : করিম, রংপুর ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদ প্রধানত ছয় প্রকার। যথা :

- (ক) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য,
- (খ) জাতিবাচক বিশেষ্য,
- (গ) বস্তুবাচক বিশেষ্য,
- (ঘ) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য,
- (ঙ) ভাববাচক বিশেষ্য ও
- (চ) গুণবাচক বিশেষ্য।

নিচে এই ছয় প্রকার বিশেষ্যের পরিচয় দেয়া হলো :

- (ক) **সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদ নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান বোঝায় তাকে নাম বাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : জহির, বাংলাদেশ, মধুমতি ইত্যাদি।

- (খ) **জাতিবাচক বিশেষ্য** : যে পদে একই জাতিভুক্ত সকল প্রাণী বা পদার্থ বোঝায় তাকে ‘জাতিবাচক’ বিশেষ্য বলে। যেমন : পাহাড়, বাঙালি, মাছ, মানুষ, নদী ইত্যাদি।
- (গ) **বস্তুবাচক বিশেষ্য** : যে পদে সংখ্যা দ্বারা নয়, কেবল পরিমাণ বা ওজন দ্বারা নির্দেশ করা যায় এমন বস্তু বা দ্রব্য বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : ধান, পানি ইত্যাদি।
- (ঘ) **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য পদে ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টি বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : জনতা, বাহিনী ইত্যাদি।
- (ঙ) **ভাববাচক বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য পদে ক্রিয়ার ভাব বোঝায় তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : ঘুমানো, দান, পড়া, রান্না ইত্যাদি।
- (চ) **গুণবাচক বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য পদে কোন বস্তুর দোষ, গুণ বা অবস্থার নাম বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : তারুণ্য, সমতা, সুখ, সৌন্দর্য, সততা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২। অথবা, উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। (যবো-২৩, ঢাবো-২৫, সিবো-২৫, ববো-২৫, কুবো, যাবো ২৫)

অথবা, বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

(ঢা. বো. ১৬, দিবো-২৩)

অথবা, ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। (ববো-২৩)

উত্তর: নিচে উদাহরণসহ ক্রিয়া পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো:

ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে, বাক্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে এবং গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া দুই প্রকার:

১. সমাপিকা ক্রিয়া

২. অসমাপিকা ক্রিয়া:

নিচে এদের পরিচয় দেওয়া হলো:

১. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: ভালো করে পড়াশোনা করবে।

২. অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া ভাব সম্পূর্ণ করতে পারে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: ভালো করে পড়াশোনা করলে ভালো ফল হবে। অসমাপিকা ক্রিয়া তিন ধরনের: যথা:

(i) ভূত অসমাপিকা,

(ii) ভাবী অসমাপিকা এবং

(iii) শর্ত অসমাপিকা।

ভূত অসমাপিকা: সে গান করে আনন্দ পায়।

ভাবী অসমাপিকা: সে গান শিখতে রাজশাহী যায়।

শর্ত অসমাপিকা: গান করলে তার মন ভালো হয়।

খ. বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার:

১. অকর্মক ক্রিয়া:

২. সকর্মক ক্রিয়া :

৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া:

নিচে এদের পরিচয় দেওয়া হলো:

কম শব্দের সঙ্গে-আ যুক্ত হয়ে হয় কমা: বাজারে সবজির দাম কমছে না;

ধন্যাত্মক ছটফট শব্দের সঙ্গে-আনো যুক্ত হয়ে হয় ছটফটানো:

১. অকর্মক ক্রিয়া: বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: সুমন ঘুমায়। এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই।

২. **সকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: আইমান বই পড়ছে। এই বাক্যে 'পড়ছে' হলো সকর্মক ক্রিয়া।

'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

৩. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া:** বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন। এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া। 'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম ('বই'), আর 'কাকে দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')।

গ. **গঠন বিবেচনায় ক্রিয়া পাঁচ রকম:**

১. **সরল ক্রিয়া:** একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন: আদিত্য লিখছে। আইমান মাঠে খেলছে। এখানে লিখছে ও খেলছে এগুলো সরল ক্রিয়া।

২. **প্রযোজক ক্রিয়া:** কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: স্যার আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন; রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায় এখানে 'করাচ্ছেন' ও 'খাওয়ায়' প্রযোজক ক্রিয়া।

৩. **নামক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধন্যাত্মক শব্দের শেষে -আ বা -আনো প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন : বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে-আনো যুক্ত হয়ে হয় চমকানো: আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়; বিশেষণ জবাই করা মুরগি উঠানে ছটফটায়।

৪. **সংযোগ ক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়।

করা ক্রিয়া যোগে: গান করা, গরম করা, ঠনঠন করা, ব্যাট করা;

কাটা ক্রিয়া যোগে: সাঁতার কাটা, বিপদ কাটা;

হওয়া ক্রিয়া যোগে: উদয় হওয়া, বড়ো হওয়া, রাজি হওয়া;

দেওয়া ক্রিয়া যোগে: কথা দেওয়া, মন দেওয়া, দোষ দেওয়া;

ধরা ক্রিয়া যোগে: ভাঙন ধরা, মরচে ধরা, ক্যাচ ধরা;

পাওয়া ক্রিয়া যোগে: লজ্জা পাওয়া, কষ্ট পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া;

খাওয়া ক্রিয়া যোগে: আছাড় খাওয়া, মার খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া;

মারা ক্রিয়া যোগে: উঁকি মারা, পকেট মারা।

৫. **যৌগিক ক্রিয়া:** অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সরে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩। আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

(রাবো- ১৬, সিবো-১৭)

অথবা, আবেগ শব্দ বলতে কী বুঝে? আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ

আলোচনা কর। (টারো-২৩, মবো-২৩, দিবো ২৫)

অথবা, আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আবেগ শব্দের

শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। (কুবো-২৩)

উত্তর: যে সমস্ত শব্দ দ্বারা মানুষের মনের ভাব বা আবেগ প্রকাশ পায় সে সমস্ত শব্দকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন: বাহ! কী চমৎকার ফুল।

এখানে ‘বাহ’ শব্দটির কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এটি মনের গভীর আবেগকে প্রকাশ করেছে। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলোকে অনন্বয়ী, মনোভাবাত্মক বা অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয় বলা হয়ে থাকে। মনের আবেগ প্রকাশের ধরণ অনুযায়ী আবেগ শব্দকে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন:

- (ক) **সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ:** এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা সিদ্ধান্ত, অনুমোদন, সম্মতি ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়। যেমন: না, তোমার সাথে আর পারা গেলো না।
- (খ) **প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ:** এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা কোনো কিছুর প্রশংসা প্রকাশ পায়। যেমন: বাঃ! কী চমৎকার কথা আপনি বললেন।
- (গ) **বিরক্তিবাদক আবেগ শব্দ:** এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা বিরক্তি, ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। যেমন: ছিঃ ছিঃ! এতো নীচ আচরণ আপনি করতে পারেন।
- (ঘ) **ভয় ও যন্ত্রণাবাদক আবেগ শব্দ:** এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা ভয় বা যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। যেমন: আঃ! কী বিপদেই না পরলাম।
- (ঙ) **বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ:** এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা বিস্ময় বা আশ্চর্যের ভাব প্রকাশ পায়। যেমন: আরে, এমন সুন্দর ফুল তো আগে দেখি নি!
- (চ) **করুণাবাদক আবেগ শব্দ:** এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা করুণ বা সহানুভূতি প্রকাশ পায়। হায়! হায়! এখন আমাদের কী উপায় হবে?
- (ছ) **সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ:** এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা বা মাধুর্য প্রকাশ করা হয়। যেমন: যা শয়তান! খালি আমার সাথে সবসময় দুষ্টুমি, না!
- (জ) **আলঙ্কারিক আবেগ শব্দ:** এ জাতীয় আবেগ শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় না। বরং বাক্যের অর্থের কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করে। যেমন: যাক গে, অতীত নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। বাপ্ রে বাপ! তুই এত হাসাতে পারিস।

প্রশ্ন ৪। বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার বিশেষণ পদের পরিচয় দাও।

উত্তর: যে পদ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, সংখ্যা বা ধরন বোঝায় তাকে বিশেষণ বলে। যেমন : সে খুব ভাল ছেলে।
বাক্যটিতে 'ভাল' শব্দটি বিশেষণ।

বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ:

বিশেষণ যে শ্রেণির শব্দকে বিশেষায়িত করে, তার ভিত্তিতে একে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, বিশেষণ শব্দ কীভাবে গঠিত হয়েছে, তা দেখেও এর শ্রেণিবিভাগ করা যায়। আবার, বাক্যে বিশেষণ কোথায় বসে—তা দেখেও একে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। এই দিকগুলো বিবেচনায় রেখে বিশেষণকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন :

- ১. বর্ণবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে রং নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা এখানে 'নীল', 'সবুজ' বা 'লাল' হলো বর্ণবাচক বিশেষণ।
- ২. গুণবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝায়, তাকে গুণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন চলাক ছেলে, ঠান্ডা পানি এখানে 'চলাক' ও 'ঠান্ডা' হলো গুণবাচক বিশেষণ।
- ৩. অবস্থাবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে অবস্থা বোঝায়, তাকে অবস্থাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন চলন্ত ট্রেন, তরল পদার্থ এখানে 'চলন্ত' ও 'তরল' অবস্থাবাচক বিশেষণ।
- ৪. ক্রমবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে ক্রমসংখ্যা বোঝায়, তাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে। যেমন এক টাকা, আট দিন এখানে 'এক' ও 'আট' ক্রমবাচক বিশেষণ।
- ৫. পূরণবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে পূরণসংখ্যা বোঝায়, তাকে পূরণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান এখানে 'তৃতীয়' ও '৩৪তম' পূরণবাচক বিশেষণ।

৬. **পরিমাণবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে পরিমাণ বা আয়তন বোঝায়, তাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন - আধা কেজি চাল, অনেক লোক এখানে 'আধা কেজি' ও 'অনেক' পরিমাণবাচক বিশেষণ।
৭. **উপাদানবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে উপাদান নির্দেশ করে, তাকে উপাদানবাচক বিশেষণ বলে। যেমন-বেলে মাটি, পাথুরে মূর্তি এখানে 'বেলে' ও 'পাথুরে' উপাদানবাচক বিশেষণ।
৮. **প্রশ্নবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে প্রশ্নবাচকতা নির্দেশিত হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বিশেষণ বলে। যেমন কেমন গান? কতক্ষণ সময়? এখানে 'কেমন' ও 'কতক্ষণ' প্রশ্নবাচক বিশেষণ।
৯. **নির্দিষ্টতাবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন এই দিনে, সেই সময় এখানে 'এই' ও 'সেই' নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ।
১০. **ভাববাচক বিশেষণ:** যেসব বিশেষণ বাক্যের অন্তর্গত অন্য বিশেষণকে বিশেষিত করে, সেসব বিশেষণকে ভাববাচক বিশেষণ বলে। যেমন 'খুব ভালো খবর' ও 'গাড়িটা বেশ জোরে চলছে' এসব বাক্যে 'খুব' এবং 'বেশ' ভাববাচক বিশেষণ।
১১. **বিধেয় বিশেষণ:** বাক্যের বিধেয় অংশে যেসব বিশেষণ বসে, সেসব বিশেষণকে বিধেয় বিশেষণ বলে। যেমন- 'লোকটা পাগল' বা 'এই পুকুরের পানি ঘোলা' বাক্য দুটির 'পাগল' ও 'ঘোলা' বিধেয় বিশেষণ।

প্রশ্ন ৫। যোজক কাকে বলে? যোজক কত প্রকার ও কী কী?

উদাহরণসহ লেখ। (কু. বো. ১৬)

উত্তর : যে শব্দ শ্রেণি দুটি বাক্য কিংবা দুটি পদের মধ্যে সংযোজন কিংবা
বিশেষ্য অথবা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন : মন ও দেহ
সুস্থ থাকলেই সুখ। বাঙালি পরিশ্রমী জাতি এবং এরা শান্তিপ্রিয়ও বটে।

যোজক পাঁচ প্রকার যথা :

- ক. সাধারণ যোজক,
- খ. বৈকল্পিক যোজক,
- গ. বিরোধমূলক যোজক,
- ঘ. কারণবাচক যোজক এবং
- ঙ. সাপেক্ষ যোজক।

নিচে এদের পরিচয় দেয়া হলো :

- ক. সাধারণ যোজক : এ শ্রেণির যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে।
যেমন : তাসনিম ও জারিফ ভাই-বোন।
- খ. বৈকল্পিক যোজক : এ শ্রেণির যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প
নির্দেশ করে। যেমন : আমি হয় ভাত খাব না-হয় রুটি খাব।
- গ. বিরোধ মূলক যোজক : এ শ্রেণির যোজক দুটি বাক্যের ভেতরে সংযোগ
ঘটিয়ে দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রথমে বাক্যের বক্তব্যের সংশোধন বা বিরোধ
নির্দেশ করে।
যেমন : করিম অথবা রহিম যে কোনো একজন আসলেই হবে।
- ঘ. কারণবাচক যোজক : এ জাতীয় যোজক এমন দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ
ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন : পাপ করেছ, তাই প্রায়শ্চিত্ত
করতে হবে।
- ঙ. সাপেক্ষ যোজক : এ শ্রেণির যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে
ব্যবহৃত হয়। যেমন : যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

**প্রশ্ন ৬। সর্বনাম পদ কাকে বলে? সর্বনাম পদ কত প্রকার ও কী
কী? প্রত্যেক প্রকার সর্বনামের উদাহরণ দাও।**

উত্তর: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে। যেমন :

সে তার নাম বলল। বাক্যটিতে ‘সে’ এবং ‘তার’ শব্দটি সর্বনাম। সর্বনাম বিভিন্ন প্রকার হয়। যেমন:

- (ক) পুরুষবাচক বা ব্যক্তিবাচক সর্বনাম : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, এরা ইত্যাদি।
- (খ) আত্মবাচক : আপনি, স্বয়ং, নিজ, খোদ।
- (গ) সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি, ইত্যাদি।
- (ঘ) দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব, উহা, উনি।
- (ঙ) সাকল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তারং, সর্ব।
- (চ) প্রশ্নবাচক : কে, কী, কাহার, কার, কিসে?
- (ছ) অনিদিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
- (জ) ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
- (ঝ) সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যারা, ইত্যাদি।
- (ঞ) অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি

প্রশ্ন ৭। অনুসর্গ কাকে বলে? অনুসর্গের পরিচয় ও প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর: অনুসর্গের সংজ্ঞা: অনুসর্গ হলো এমন অব্যয় শব্দ যা বাক্যে অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এটি সাধারণত কোন বিশেষ্য, সর্বনাম বা ক্রিয়ার সাথে বসে তার অর্থকে সুস্পষ্ট করে তোলে। অনুসর্গ নিজে কোনো স্বাধীন শব্দ নয়, বরং অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্পর্কসূচক অর্থ প্রকাশ করে।

উদাহরণ:

- সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।
- রানা বই পড়ার প্রতি আগ্রহী।
- সে তোমার কারণে দেরি করেছে।

এখানে **জন্য, প্রতি, কারণে**—এই শব্দগুলো অনুসর্গ, কারণ এগুলো বাক্যের

অন্যান্য শব্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

অনুসর্গ চিনতে হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বুঝতে হবে। অনুসর্গের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ লক্ষ্য করলে সহজেই এটি সনাক্ত করা যায়।

অনুসর্গ চেনার উপায়:

১. অনুসর্গ কখনো স্বাধীন শব্দ নয়

অনুসর্গ একা ব্যবহৃত হলে তার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না। এটি সবসময় অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন:

- আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

(এখানে "জন্য" শব্দটি একা কোনো অর্থ প্রকাশ করছে না, তবে "তোমার জন্য" বলতে উদ্দেশ্য প্রকাশ পাচ্ছে।)

২. এটি অব্যয় শব্দ (পরিবর্তন হয় না)

অনুসর্গ কখনো লিঙ্গ, পুরুষ, সংখ্যা বা কারকের কারণে পরিবর্তিত হয় না।

যেমন:

- আমি তোমার কারণে দেরি করেছি।
- সে তার কারণে পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি।

(এখানে "কারণে" অনুসর্গ, এটি কোনো পরিবর্তন হয়নি।)

৩. বাক্যের শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে

অনুসর্গ বাক্যের বিশেষ্য, সর্বনাম বা অন্য অংশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

যেমন:

- বাবা আমার প্রতি খুব স্নেহশীল।

(এখানে "প্রতি" শব্দটি বাবার স্নেহের সম্পর্ক বোঝাচ্ছে।)

৪. কারক ও বিভক্তির পরিবর্তে অনুসর্গ বসতে পারে

অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তি বাদ দিয়ে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

যেমন:

- রাহাত আমার সঙ্গে বাজারে গেল।

("আমার সঙ্গে" এখানে অনুসর্গযুক্ত গঠন, বিভক্তি হলে হতে পারত "আমাকে সঙ্গে নিয়ে")

৫. সাধারণত অনুসর্গের পরে বিশেষ্য বা সর্বনাম থাকে

অনুসর্গের পর সাধারণত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন:

- সে নদীর পারের দিকে এগিয়ে গেল।

(এখানে "দিকে" অনুসর্গ এবং এর পরে বিশেষ্য "নদীর পার" আছে।)

সংক্ষেপে অনুসর্গ চিনতে মনে রাখার কৌশল:

- ◇ অনুসর্গ একা ব্যবহার করলে অর্থ বোঝা যায় না।
- ◇ এটি সবসময় অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে সম্পর্ক প্রকাশ করে।
- ◇ এটি বাক্যের অন্য শব্দের সঙ্গে সংযোগ ঘটায়।
- ◇ এটি অব্যয় প্রকৃতির, লিঙ্গ-পুরুষ-সংখ্যা পরিবর্তন হয় না।
- ◇ অনুসর্গের পর সাধারণত বিশেষ্য বা সর্বনাম থাকে।

বাংলা অনুসর্গের ব্যবহার ও শ্রেণিবিন্যাস

ক্রম.	অনুসর্গ	ব্যাখ্যা / অর্থ	উদাহরণ
১	প্রতি	প্রতি / লক্ষ্যে	সে প্রতি সপ্তাহে আসে।
২	জন্য	উদ্দেশ্য বা উপকার	আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।
৩	পরে	সময় নির্দেশক	খাওয়ার পরে ঘুমাবে।

৪	আগে	পূর্ববর্তী সময়	সূর্য ওঠার আগে উঠে পড়ি।
৫	সঙ্গে	সহ / সাথে	সে মায়ের সঙ্গে স্কুলে যায়।
৬	দ্বারা	মাধ্যম / উপায়	চিঠি ডাক দ্বারা পাঠানো হয়েছে।
৭	থেকে	উৎস / বিচ্ছেদ	ঢাকা থেকে রংপুর গেছি।
৮	পর্যন্ত	শেষ সীমা	সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করি।
৯	মতো	তুলনা	সে বাবার মতো দেখতে।
১০	ছাড়া	ব্যতীত	তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।
১১	উপর	উপরে	বইটা টেবিলের উপর আছে।
১২	নিচে	নিচে	ব্যাগটা টেবিলের নিচে আছে।
১৩	ভিতর	অভ্যন্তরে	সে ঘরের ভিতর গেল।
১৪	বাইরে	বাহিরে	তারা ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে।
১৫	মাঝে	মধ্যবর্তী স্থান	সে দুই বাড়ির মাঝে থাকে।
১৬	কাছে	নিকটবর্তী / পাশে	সে আমার কাছে এসেছিল।
১৭	হীন / বিহীন	ছাড়া / অভাবযুক্ত	প্রেম বিহীন জীবন শুষ্ক।

ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রধান অনুসর্গগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. সময়গত অনুসর্গ:

- আগে, পরে, পর্যন্ত, সময়, কালে

২. স্থানগত অনুসর্গ:

- উপর, নিচে, মাঝে, ভিতর, বাইরে, কাছে, থেকে

৩. সম্পর্কসূচক অনুসর্গ:

- সঙ্গে, দ্বারা, জন্য, প্রতি, মতো, ছাড়া, হীন

প্রশ্ন ৮। পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: বিভক্তিয়ুক্ত শব্দকে পদ বলে। কিংবা বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই পদ।

যেমন: মানুষ পৃথিবী নামক গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই বাক্যের প্রতিটি শব্দই পদ।

প্রচলিত ব্যাকরণে পদ পাঁচ প্রকার। যথা:

- (১) বিশেষ্য,
- (২) বিশেষণ,
- (৩) সর্বনাম,
- (৪) অব্যয় ও
- (৫) ক্রিয়া।

তবে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ গ্রন্থে পদকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো :

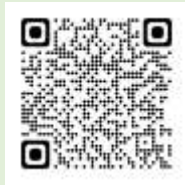
- (১) বিশেষ্য,
- (২) বিশেষণ,
- (৩) সর্বনাম,
- (৪) ক্রিয়া,
- (৫) ক্রিয়া বিশেষণ,
- (৬) যোজক,
- (৭) অনুসর্গ ও
- (৮) আবেগ শব্দ।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



পদ নির্বাচন

পদ চেনার উপায় : বিশেষ্য পদ

- ১। সুনির্দিষ্ট নাম বোঝালে তা বিশেষ্য পদ।
- ২। কোনো কিছুর সমগ্র গোষ্ঠী বা জাতকে বোঝালে তা জাতিবাচক বিশেষ্য পদ। অন্য কথায় গণনাযোগ্য প্রাকৃতিক সব কিছুই জাতিবাচক বিশেষ্য।
যেমন: যেমন : নদী, পর্বত, গরু, গাছ ইত্যাদি।
- ৩। অগণনাযোগ্য বা পরিমাপ করতে হয় এমন প্রাকৃতিক সব কিছুই বস্তুবাচক বিশেষ্য। যেমন : বালি, পানি, মাটি ইত্যাদি।
- ৪। মানবসৃষ্ট সবকিছুই বস্তুবাচক বিশেষ্য পদ। যেমন: বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি ইত্যাদি।
- ৫। কোনো শব্দ দ্বারা বহুবচন বোঝালে কিংবা একটি একটি করে যোগ বা সমষ্টি করে যদি পদটি তৈরি হয় তবে সেটি সমষ্টিবাচক বিশেষ্য পদ।
যেমন: সমিতি, বাহিনী, বহর, প্লাটুন ইত্যাদি।
- ৬। কোনো শব্দ দ্বারা যদি বিশেষণের নাম বোঝায় তবে তা গুণবাচক বিশেষ্য পদ। যেমন: সৌন্দর্য, তারণ্য, বার্ক্য, তারল্য ইত্যাদি।
- ৭। ক্রিয়াপদের নাম বোঝালে তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। করা, খাওয়া, যাওয়া, ভোজন, শয়ন ইত্যাদি। সাধারণত ক্রিয়া পদের সাথে ‘আ’ বা ‘অন’ ‘আনো’ প্রত্যয় যুক্ত থাকলে তা ভাববাচক বিশেষ্য হয়।

শব্দের গঠন দেখে বিশেষ্য পদ চেনার উপায়:

- ১। কোনো শব্দের শেষে ত্ব, তা, য-ফলা (য-ফলা), রেফ (র্ক) থাকলে তা বিশেষ্য পদ হবে।

[তবে য-ফলা ও রেফ (র্ক) থাকলেও সেটা বিশেষণও হতে পারে। যেমন : দাহ্য, লভ্য, সাক্ষ্য, গব্য, মূর্খ, ধূর্ত ইত্যাদি।)

- ২। বিশেষ্য পদের সাথে বিভক্তি যুক্ত করা যায়, বিশেষণের সাথে যায় না।
- ৩। দুটি বিশেষ্য পদ পাশাপাশি থাকলে প্রথমটা বিশেষণ দ্বিতীয়টি বিশেষ্য।
যেমন: সাদা হাস।
- ৪। প্রদত্ত শব্দের পূর্বে শব্দ যোগ করা গেলে তা বিশেষ্য পদ। যেমন: সুন্দর
অঙ্গ, ক্ষুদ্র অণু

বিশেষণ পদ

বিশেষণ পদ চেনার উপায়

- ১। কোনো শব্দের সাথে তর, তম, ধর, মতী, বতী, শালী, মান, বান, ঈয়, ইষ্ট, ইক, ইত, ঈন, হীন থাকলে তা বিশেষণ হয়। যেমন: উচ্চতর, দীর্ঘতম, শ্রুতিধর, শক্তিধর, পতিমতী, আয়ুষ্কতী, গুণবতী, লজ্জাবতী, শক্তিশালী, বিভূশালী, আয়ুষ্মান, গুণবান, বরণীয়, স্মরণীয়, লঘিষ্ঠ, অল্লিষ্ট, লৌকিক, গৈরিক, চিত্রিত, চলিত, চরিত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, তাবেঈন, বেচঈন ইত্যাদি।
- ২। দুটি বিশেষ্য পদ পাশাপাশি থাকলে প্রথমটা বিশেষণ দ্বিতীয়টি বিশেষ্য।
যেমন: সাদা হাস।
- ৩। প্রদত্ত শব্দের পরে আরোপিত শব্দ বসলে তা বিশেষণ। আঙ্গিক বিশ্লেষণ, আণুবিক শক্তি

বহুব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণের তালিকা:

আহুত, আঙ্গিক, আগ্নেয়, অধিবাসী, অধীত, অধ্যৈয়, অধীতব্য, অনভ্যস্ত, অনাদৃত, আণবিক, অনুগত, অনুদিত, অনুপ্রবিষ্ট, অপসারিত, অবধৈয়, অবসিত, অবসন্ন, অভিধৈয়, আভিধানিক, অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তরিক, অভিষিক্ত, অভিযোগ্য, অভিশপ্ত, অভ্যুদিত, অভ্যুত্থিত, অভ্যস্ত, আরণ্যক, অরুণিম, আর্থিক, আকর্ষিত, আহত, আকৃষ্ট, আহত, ঘাতী (প্রাণঘাতী),

অতিশয়, আত্মীয়, আদরণীয়, আদৃত, আদ্য, আদিম, অনুগত, অভিজাত, আয়ুপ্রদ, আরুঢ়, আশ্বস্ত, আসীন, আসক্ত, ঐশ্বর্যশালী, ঐশ্বর্যিক, ঐচ্ছিক, ইচ্ছু, ইচ্ছুক, ইতর, ঐন্দ্রজালিক, ইক্ষিত, ঈক্ষু, ঈর্ষান্বিত, ঐশ্বরিক, উক্ত, উগ্র, উচ্চ, উচ্চারিত, উচ্চার্য, উচ্চারণীয়, উচ্ছ্বল, উচ্ছেদ্য, উচ্ছিন্ন, উচ্ছিসিত, উজ্জীবিত, উজ্জ্বল, উড্ডীন, উড্ডীয়মান, উৎকণ্ঠ, উৎকণ্ঠিত, উৎকণ্ঠ, উত্তপ্ত, উত্তোলিত, উত্থিত, উদিত, উদীয়মান, উদ্যম, উদ্দিষ্ট, উদ্ধৃত, উদ্ভিদ, উদ্যমী, উদ্যোগী, উন্নীত, উর্ধ্বতন, উপমেয়, উপমিত, ঋণী, এক, একাগ্র, এষণীয়, ঐকান্তিক, ঐতিহ্যশালী, ওজস্বী, ওষ্ঠ্য/ওষ্ঠ্য, উচিত, উজ্জ্বল, উৎসুক, উদার, উদাসীন, উদ্ধত, উগ্ধ, কণ্ঠ্য, কপট, কমঠ, কেঠো, কাম্য, কামনীয়, কৃপণ, কায়িক, কুটিল, কুঁড়ে, কৌরব, কৃশ, কিশোর, কুটিল, কৌতূহলী, ক্ষণিক, ক্ষমাহ, ক্ষয়ী, ক্ষয়িত, ক্ষয়িধু, ক্ষিপ্ত, ক্ষীণ, ক্ষীয়মান, ক্ষুধার্ত, ক্ষুণ্ণবৃত্ত, ক্ষুধা, ক্ষোভিত, খন্ডিত, খন্ডনীয়, খনিত, খাদক, খাদিত, খাদিত, খুনে, খিন্ন, খেলোয়াড়ি, খেলালী, গাঙ্গেয়, গৌরবিত, গৌরবান্বিত, গ্রন্থিত, গ্রন্থিত, গ্রাহ্য, গ্রহণীয়, গৈয়ো, গেছো, গীত, গেয়, গায়ক, গ্রাম্য, গ্রামীণ, গম্ভীর, গ্রস্ত, গৈরিক, গুরু (দায়িত্বপূর্ণ), গৃহী, গব্য, ঘন, ঘরোয়া, চাম্পুষ, চান্দ্র, চতুর, চতুর, চারিত্রিক, ছেদিত, ছিন্ন, ছেদ্য, জান্তব, জাত, জিত, জেয়, জলীয়, জলো, জাতীয়, জীবন্ত, জ্ঞানী, ঝগড়াটে, ঝঙ্কৃত, ঝড়ো, বলকিত, টেকো, ডিম্বজ, ডুবন্ত, ঢাকাই, তান্ত্রিক, তর্কিক, তালব্য, ত্যক্ত, ত্যাজ্য, তরল, তরুণ, তিরস্কৃত, তেজস্বী, তেজী, দাঁতাল, দৈতো, দক্ষ, দাহ্য, দৃঢ়, দেশীয়, দৈশিক, দৈহিক, দান, ধর্মীয়, ধার্মিক, ধাতব, ধ্যেয়, ধ্যানী, ধীর, ধূর্ত, ধীর, নেকো, নাকি, ন্যায্য, ন্যাকা, নাস্তিক, নীল, নাব্য, নাব্য, পাণ্ডভেয়, পঙ্কিল, পরকীয়, পরাভূত, পরিচিতি, পার্বত্য, পাশ্চাত্ত, পাঠ্য, পঠিত, পঠিতব্য, পাথুরে, পানীয়, পীত, পেয়, পাণ্ডব, পৈতৃক, পৌর, পুষ্টিকর, পুষ্পিত, পার্থিব, প্রাকৃত, প্রাকৃতিক, প্রাজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত, প্রতীত, প্রতীচ্য, প্রমাণিত, প্রাচ্য,

ফলিত, ফুলেল, ফেনিল, বুনো, বৃত, বরণীয়, বার্ষিক, বাস্তব, বাগ্মী/বাচাল, বাবু, বায়বীয়, বায়বা, বৈদ্যুতিক, বৈয়াকরণ, বিদ্বান, বিহিত, বিধেয়, বিধেয়, বৈধ, বৈবাহিক, বিশ্রান্ত, বীর, বেহায়া, বিদগ্ধ, ভগ্ন, ভঙ্গুর, ভেতো, ভৌতিক, ভিন্ন, মাস্তলিক, মত্ত, মানসিক, মহৎ, মাংসল, মেঠো, মধুর, মুখ্য, মুখর, মৌখিক, মৌলিক, মৃন্ময়, মৃদু, যশস্বী, রঙিন, রঞ্জিত, রক্তিম, রক্তাক্ত, রক্ষিত, রেশমী, রুগ্ণ, লক্ষিত, লক্ষণীয়, লঘু, লঘিষ্ঠ, লজ্জিত, লাজুক, লবণাক্ত, লাবণ্য, লব্ধ, লভ্য, লালিত, লাল, লাজুক, লৌকিক, লুপ্ত, শক্ত, শক্তিশালী, শৌখিন, শঙ্কিত, শঠ, শত্রুতা, শহুরে, শাব্দিক, শব্দায়মান, শাস্ত্রীয়, শিল্পী, শৈল্পিক, শৈল, সৌর, সিন্ত, স্থির, সোনালী, সুন্দর, সুজন, সুষ্ঠু, শিক্ষিত, শীতল, শোচনীয়, শ্রদ্ধেয়, শ্রব্য, শ্রাব্য, শ্রবণীয়, শ্রুত, শ্যামল, সংক্ষিপ্ত, সংখ্যেয়, সাংখ্য, সংজ্ঞিত, সংগ্রামী, সাংবাদিক, সম্মত, সামুদ্রিক, সমগ্র, সর্বাঙ্গীণ, সাধ্য, সহায়, স্পৃষ্ট, সমর্থ, সুস্থ, ঐক্যবিক, সৈন্ধব, স্তৈর্ণ, সামরিক, সুতী, হত, হস্তা, হর্ষিত, হস্তগত, হিতকর, হৈমন্তিক, হৈমন্তী, হাদ্য, হৃদ্য।

বহুব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ্য পদের তালিকা:

গৌরব, লাঘব, দুষ্টামি, ভভামি, পাকামি, উৎকর্ষ, আনুগত্য, পাগলামি, সহায়তা, সাহায্য, মধুরতা, মাধুর্য, গম্ভীরতা, গাম্ভীর্য, তরলতা, তারল্য, ধীরতা, ধৈর্য, ধূর্ততা, ধূর্তপনা, কাশ্য, কৃশতা, কারুণ্য, আতিশয্য, ক্ষেপামি, ব্যাকরণ, চতুরতা, চাতুর্য, চতুরালি, সৌকুমার্য, স্বাদ, হ্রাস, দুরন্তপনা, একক, ন্যাকামি, কপটতা, কাপট্য, রক্তিমতা, ইতরামি, কৌলীন্য, দীনতা, দৈন্য, কার্পণ্য, মাতলামি, দারিদ্র্য, সরলতা, সারল্য, চৈতন্য, দৌরাভ্য, গরিবানা, অভদ্রতা, বুদ্ধিমত্তা, সততা, কৈশোর, বীরপনা, বীর্য, আলস্য, কুটিলতা, কৌটিল্য, শৌর্য, স্বাস্থ্য, বৈদগ্ধ্য, বেহায়াপনা, নম্রতা, দ্বিত্ব, দৃঢ়তা, দার্দ্য, কুঁড়েমি, শৈথিল্য, শিথিলতা, আনুকূল্য, বাবুয়ানা, নীলিমা, ঋজুতা, সম্মতি,

সৌজন্য, মহত্ত্ব, মহিমা, মূর্খত্ব, মূর্খতা, আভিজাত্য, চালাকি, ঔচিত্য,
বৈচিত্র্য, দৈর্ঘ্য, নবীনতা, প্রাচুর্য, লালিত্য।

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ব্যান করুন:



নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো:

“আবু ছোটো মামা হয়েছে। আবু ছোটো মামা হয়েছে।” আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে-। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ। তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, “আবুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আবু তা হলে মুক্তিবাহিনী তাই না?”

উত্তর: i. ছোটো; ii. আড়াই; iii. সদ্য-ঘুমভাঙা; iv. পাঁচ; v. গম্ভীর।

প্রশ্ন-২। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ নির্বাচন কর:

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকায় বিক্রমপুরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম মানিক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন।

উত্তর: মানিক, বিহার, সাঁওতাল, দুমকা, ঢাকা, বিক্রমপুর, হরিহর, নীরদাসুন্দরী, প্রবোধকুমার, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা।

প্রশ্ন-৩। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ পদ নির্বাচন কর:

সাদা মেঘ আকাশ ছেয়ে আছে। হঠাৎ টিপ-টিপ বৃষ্টি শুরু হলো। করিম ভাঙ্গা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর ব্যথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদ হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

উত্তর : অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ নির্বাচন করে দেখানো হলো : সাদা, টিপ-টিপ,

ভাঙা, বেখেয়ালি, হালকা ও মৃদু।

প্রশ্ন-৪। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত কর:

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি, বিশ্বকবি। গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পান। সারা বিশ্বের বিদ্বজ্জন যেমন আইনস্টাইন, রোমা রোল্যাঁ, ইয়েটস প্রমুখের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আবার ইতালির মুসোলিনিকে নিয়ে তিনি ঐকেছিলেন ব্যঙ্গচিত্র।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ, বাংলা, গীতাঞ্জলি, নোবেল, বিশ্ব, আইনস্টাইন, রোমা-রোল্যাঁ, ইয়েটস, ইতালি, মুসোলিনি।

প্রশ্ন-৫। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ শব্দ খুঁজে বের কর :

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যপ্রিয়, রূপপিয়াসী, কল্পনাবিলাসী। মনকে আকর্ষণ করার মতো এমন অনেক কিছু প্রকৃতিজগতে ছড়িয়ে আছে। রূপালি নদী, বিল, আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, সবুজ বৃক্ষলতা, নানা বর্ণের ফুল, নানা রঙের ফল, মায়াবী জ্যোৎস্না যে কারো হৃদয় মুগ্ধ করবেই।

উত্তর : রূপালি, সাদা, সবুজ, নানা, মায়াবী।

প্রশ্ন-৬। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত কর :

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানীর পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য কেরানীর সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

উত্তর : ৫টি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত করে দেখানো হলো : তরুণী, নিয়তি, কেরানি, আশা, আনন্দ, লোক, শিক্ষা পরিষদ।

প্রশ্ন-৭। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি সর্বনাম পদ চিহ্নিত কর :

আজি আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসেবে বড়, না গুণের হিসেবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকুর উপর ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

উত্তর : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি সর্বনাম পদ চিহ্নিত করা হলো : আমার, এ, ইহার, যাহার, তাহার।

প্রশ্ন-৮। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ নির্বাচন কর :

প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার একটি টেলিভিশন। সুস্থ শরীর না হলে খেলায় জয়লাভ অসম্ভব। সবুজ ঘাসের উপর হবে সাইকেল চালনা। হাসিহাসি মুখ নিয়ে বিজয় মঞ্চে উঠল ছেলেটি।

উত্তর : প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ পদ নির্বাচন করা হলো : প্রথম, একটি, সুস্থ, সবুজ, হাসিহাসি, বিজয়।

প্রশ্ন-৯। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ নির্বাচন কর :

রাত আটটাও বাজে নি, এর মধ্যে গনেশের হোটেল বন্ধ। নিরাময় ফার্মেসিও বন্ধ। একবার মনে হলে আমার নিজের ঘড়িই বন্ধ হয়ে আছে, রাত বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু আমি টের পাচ্ছি না।

উত্তর : গনেশ, হোটেল, ফার্মেসি, ঘড়ি, রাত।

প্রশ্ন-১০। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি সর্বনাম পদ নির্বাচন কর:

সেখানকার ছেলেমেয়েরা বেশ মজা পেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ছেলেটা নিশ্চয় পাগল হবে। ঠিক আছে আমরা সবাই তাকে রাজকুমার মনে করে সম্মান দেখাই।

উত্তর : সেখানকার, তারা, আমরা, সবাই, তাকে, নিজেদের।

প্রশ্ন-১১। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ পদ বাছাই করে লেখ:

নীল আকাশ। রোদেলা দুপুর। দখিনা বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে।
সাদা মেঘের দল বলাকার মতো উড়ছে। গ্রামের মেঠো পথে ছেলেরা খেলছে।

উত্তর : নীল, রোদেলা, দখিনা, লাল, সাদা, মেঠো।

প্রশ্ন-১২। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ নির্বাচন করো:

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই
বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত
ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখবর।

উত্তর: i. ঘুমন্ত; ii. গরম; iii. অবুঝ; iv. লাল লাল; v. সদ্যোজাত।

প্রশ্ন-১৩। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ পদগুলোর ব্যাকরণিক
শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো:

আজ সারাদিন আকাশ সাদা মেঘে ঢাকা। মুদু বাতাস বইছে। রাজিব ভাঙা ছাতা
নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আপন মনে গান গাইছি। উহু!
বড্ড ঠাণ্ডা।

উত্তর: সাদা-বিশেষণ; বাতাস- বিশেষ্য; ভাঙা- বিশেষণ; গাইছি- ক্রিয়া; উহু-
আবেগ শব্দ।

প্রশ্ন-১৪। নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক
শ্রেণি নির্দেশ করো:

একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে-দেওয়াতের ওপর চঞ্চল ছায়া,
প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই-এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিত লোচনে
আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম তবে ওয়াটারলু জিতিতে
পারিতাম কিনা।

উত্তর: মিটমিট-ক্রিয়াবিশেষণ; ক্ষুদ্র-বিশেষণ; নাচিতেছে-ক্রিয়া; হুঁকা-বিশেষ্য;
তবে-যোজক।

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি : পদ

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও সমাধান (২০১৬-২০২৫)

ঢাকা বোর্ড ২০২৫

নিম্নরেখা যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন।	বিশেষ্য
আজ নয় কাল সে আসবেই।	যোজক
হে বন্ধু, বিদায়।	আবেগ
তুমি যে আমার কবিতা।	বিশেষ্য
মোদের গরব মোদের আশা আমরা বাংলা ভাষা।	সর্বনাম
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?	অনুসর্গ
আমিন ও সামিন দুই ভাই।	যোজক
এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল।	বিশেষ্য

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫

নিম্নরেখা যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
আমার ময়না কথা কয় না।	বিশেষ্য
বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন।	বিশেষণ
একদিন শোনা গেল সে মর-মর।	ক্রিয়া
আরে! তুমি এখন এলে?	আবেগ

সত্যিকার মানব-কল্যাণ <u>মহৎ</u> চিন্তা-ভাবনারই ফসল ।	বিশেষণ
শকুনরা উড়ে <u>এসে</u> বসছে পাতাশূন্য গুলুনো গাছটায় ।	অসমাপিকা ক্রিয়া
মাসি বলে, <u>এত</u> রাতে?	বিশেষণ
<u>আহা!</u> বৃষ্টির ঝমঝম বোল ।	আবেগ ।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
আমার <u>সোনার</u> বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ।	বিশেষণ
<u>হে</u> বন্ধু, বিদায় ।	আবেগ
<u>কাকডাকা</u> ভেরে তার ঘুম ভেঙে গেল ।	বিশেষণ
ফুল কি <u>ফোটেনি</u> শাখে?	ক্রিয়া
<u>নিশীথ</u> রাতে বাজছে বাঁশি ।	বিশেষণ
<u>বিপদ</u> কখনও একা আসে না ।	বিশেষ্য
<u>বেশ</u> , তাই হবে ।	আবেগ
<u>চাহিয়া দেখিলাম</u> - হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না ।	ক্রিয়া

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
<u>সোনার</u> তরী বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ।	বিশেষ্য
<u>সাদা</u> কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না ।	বিশেষণ
তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম <u>বলেছে</u> ।	ক্রিয়া
<u>উঃ!</u> কী যে যন্ত্রণা ।	আবেগ

দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ <u>নাচিতেছে</u> ।	ক্রিয়া
ধনী <u>মানুষ</u> আইনের উর্ধ্বে নয়।	বিশেষ্য
<u>ওহে</u> , বন্ধু বিদায়।	আবেগ
দু-মাথায় দুজন <u>প্রৌঢ়া বিধবা</u> লগি ঠেলছে।	বিশেষ্য।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৫

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ লেখ:

সকালে মা ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের
অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্য প্রস্ফুটিত
ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর।

পাঁচটি বিশেষণ পদ লেখা হলো:

- i) ঘুমন্ত ii) গরম iii) আড়াই iv) অবুঝ
v) লাল লাল vi) প্রস্ফুটিত vii) ঝকঝকে

সিলেট বোর্ড ২০২৫

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ শব্দ চিহ্নিত কর:

অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও-আমি বলতে চাইনা। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি
দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা
বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর-
তাহলেই অনেক হবে।

পাঁচটি বিশেষণ শব্দ চিহ্নিত করা হলো:

- i) ক্ষুদ্র ii) একটুখানি iii) মিষ্টি iv) অসহায় v) করুণ।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন কর।

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর দুই বছরের
অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যফোটা
ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল মনোরম।

পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করা হলো:

- i) ঘুমন্ত ii) গরম iii) দুই বছরের iv) অবুঝ v) লাল
লাল vi) সদ্যফোটা vii) চমৎকার viii) ঝকঝকে ix) মনোরম।

যশোর বোর্ড ২০২৫

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
মাথার <u>উপরে</u> জ্বলিছে সূর্য।	অনুসর্গ
<u>সুখ</u> কে না চায়?	বিশেষ্য
<u>ম্লান</u> আলোকে ফুটলি কেনো গোলক চাঁপার ফুল?	বিশেষণ
<u>হে মহান</u> , তোমাকে অভিবাদন।	আবেগ
তোমায় দেখে <u>প্রীত</u> হলাম।	ক্রিয়া
<u>কোথাও</u> আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।	ক্রিয়াবিশেষণ
<u>যথা</u> ধর্ম, <u>তথা</u> জয়।	যোজক
<u>এতক্ষণে</u> অরিন্দম কহিলা বিষাদে।	ক্রিয়াবিশেষণ

বরিশাল বোর্ড ২০২৫

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
<u>মোদের</u> গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা।	সর্বনাম

হে বন্ধু, বিদায় ।	আবেগ
আমাদের ছোট গাঁয়ে <u>ছোট ছোট</u> ঘর ।	বিশেষণ
<u>যথা</u> ধর্ম, <u>তথা</u> জয় ।	যোজক
এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী <u>মিছিল</u> ।	বিশেষ্য
আমায় যদি কান্দাও বন্ধু, তোমার কান্দন <u>পরে</u> ।	অনুসর্গ
<u>তুমি</u> যে আমার কবিতা ।	সর্বনাম
<u>প্রগাঢ়</u> নিকুঞ্জ ।	বিশেষণ

ঢাকা বোর্ড ২০২৪

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
‘চুল তার <u>কবেকার</u> অন্ধকার বিদিশার নিশা ।’	বিশেষণ
বিপন্ন মানবতার <u>পাশে</u> আমাদের দাঁড়ানো উচিত ।	অনুসর্গ
‘ <u>কষিঁত</u> জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা ।’	বিশেষণ
<u>হায় হায়!</u> ওর এখন কী হবে!	আবেগ
আকাশে বিদ্যুৎ <u>চমকায়</u> ।	ক্রিয়া
গাড়িটা <u>বেশ</u> জোরে চলছে ।	বিশেষণ
‘আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে ।’	বিশেষ্য
‘ <u>ফেলে</u> দিল রাত্রে-গাঁথা সঁউতি ফুলের মালা ।’	যৌগিক ক্রিয়া

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
<u>বাঃ!</u> চমৎকার একটা দৃশ্য দেখলাম ।	আবেগ শব্দ

আমাদের দেশের <u>প্রাকৃতিক</u> সৌন্দর্য অতুলনীয়।	বিশেষণ
সে <u>নিজে</u> অঙ্কটা করেছে।	অব্যয়
তুমি <u>আর</u> আমি প্রতিদিন কলেজে যাই।	যোজক
ছেলেটা <u>জোরে</u> চিৎকার করে উঠল।	ক্রিয়া বিশেষণ
<u>নীল</u> আকাশের নিচে বসে আছি!	বিশেষণ
আগামীকাল তুমি একবার <u>এসো</u> ।	ক্রিয়া
<u>ময়না</u> পাখি কথা বলতে পারে।	বিশেষ্য

রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
'অনলে পুড়িয়া গেলো'।	বিশেষ্য
পায়েহাঁটা পথ ধরে সোজা এগিয়ে গেলাম।	বিশেষণ
সবাই কল্লবাজার যেতে চাইছে।	যৌগিক ক্রিয়া
কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়নি।	ক্রিয়া বিশেষণ
আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা।	বিশেষণ
আজ খুব ঠাণ্ডা লাগছে।	বিশেষণ
সূর্যকিরণ শুষিতেছে জল।	ক্রিয়া
আজ <u>নয়</u> কাল তুমি আসবে।	যোজক

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য চিহ্নিত কর :

প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়ের গভীরতা উপলব্ধি করা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে মানুষ হিসেবে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করা অবাস্তব মনে হয়। আমরা জানি, যে কোনো

দক্ষতা একজন ব্যক্তির বিশেষ গুণ। কিন্তু সেরূপ কিছু অর্জনের জন্য সভা-সমিতির

সদস্য হওয়া জরুরি নয়। অজস্র লোকই এ-কথা বুঝতে অক্ষম।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ ৫টি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ

করো :

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল এক গাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ।
প্রকাশ্য ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখে পুরে চলেছি,
কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে
তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

প্রশ্ন	উত্তর
কুটুম	বিশেষ্য
রসগোল্লা	বিশেষ্য
প্রকাশ্য	বিশেষণ
ফেলল	ক্রিয়া
লজ্জা	বিশেষ্য

যশোর বোর্ড ২০২৪

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
অনেকেই ভাতের <u>বদলে</u> রুটি খায়।	অনুসর্গ
অধিক <u>ভোজন</u> অনুচিত।	বিশেষ্য
আমাদের ছোট গাঁয়ে <u>ছোট ছোট</u> ঘর।	বিশেষণ
<u>যথা</u> ধর্ম, <u>তথা</u> জয়।	যোজক
<u>সবাই</u> রাঙামাটি যেতে চাইছে।	সর্বনাম

মন্ত্রের সাধন <u>কিংবা</u> শরীর পাতন ।	যোজক
কাজটা ভালোভাবে <u>সম্পন্ন</u> হয়েছে ।	ক্রিয়া বিশেষণ
<u>হে বন্ধু</u> , বিদায় ।	আবেগ শব্দ

বরিশাল বোর্ড ২০২৪

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
বিরট <u>দুঃসাহসেরা</u> দেয় যে উঁকি ।	বিশেষ্য
<u>অনেকক্ষণ</u> ধরে মাঠে হাঁটছি ।	ক্রিয়া বিশেষণ
<u>আহা!</u> বেচারার কত কষ্ট ।	আবেগ শব্দ
<u>রোগা</u> মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না ।	বিশেষণ
মামার মন <u>নরম</u> হইল ।	বিশেষণ
<u>মানুষ-ধর্ম</u> সবচেয়ে বড় ধর্ম ।	বিশেষ্য
<u>বেশ</u> , তাই হবে ।	আবেগ শব্দ
নাচতে না <u>জানলে</u> উঠোন বাঁকা ।	অসমাপিকা ক্রিয়া

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
<u>বিপদ</u> কখনো একা আসে না	বিশেষ্য
আজ <u>নয়</u> কাল তাকে আসতেই হবে	যোজক
দুঃখ <u>বিনা</u> সুখ লাভ হয় কি মহীতে?	অনুসর্গ
<u>গুঁড়ি গুঁড়ি</u> বৃষ্টি হচ্ছে ।	বিশেষণ
<u>মোদের</u> গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা ।;	সর্বনাম

বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য। ;	ক্রিয়া
শাবাশ! দারুণ কাজ করেছ। ;	আবেগ শব্দ
সানজিদা দ্রুত দৌড়াতে পারে।	ক্রিয়া বিশেষণ

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ নির্বাচন করো:

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর।

উত্তর: i. ঘুমন্ত; ii. গরম; iii. আড়াই iv. অবুঝ; v. লাল লাল; vi. সদ্যোজাত;
vii. চমৎকার; viii. ঝকঝকে; ix. সুখকর

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ পদগুলোর ব্যাকরণিক

শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো:

আজ সারাদিন আকাশ সাদা মেঘে ঢাকা। মৃদু বাতাস বইছে। রাজিব ভাঙা ছাতা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আপন মনে গান গাইছি।
উহ! বড্ড ঠান্ডা।

উত্তর: সাদা-বিশেষণ; বাতাস- বিশেষ্য; ভাঙা- বিশেষণ; গাইছি- ক্রিয়া; উহ-
আবেগ শব্দ।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে-দেওয়ালের ওপর চঞ্চল ছায়া,
প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই-এজন্য হুকা হাতে, নিমীলিত

লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম তবে
ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কিনা।

উত্তর: মিটমিট-ক্রিয়াবিশেষণ; ক্ষুদ্র-বিশেষণ; নাচিতেছে-ক্রিয়া; হুঁকা-বিশেষ্য;
তবে-যোজক।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
এ মাসে <u>নয়</u> , আগামী মাসে তুমি যাবে।	যোজক
<u>বাংলাদেশ</u> আমাদের মাতৃভূমি।	বিশেষ্য
<u>বাহ!</u> কী সুন্দর দৃশ্য।	আবেগ শব্দ
হঠাৎ <u>গুঁড়িগুঁড়ি</u> বৃষ্টি শুরু হলো	বিশেষণ
<u>সুখ</u> কে না চায়?	বিশেষ্য
<u>লাল</u> রঙের ফুলে ছেয়ে গেছে বাগান।	বিশেষণ
নজরুল তো আর <u>দুজন</u> হয় না।	বিশেষ্য
<u>সোনার তরী</u> বিখ্যাত গ্রন্থ।	বিশেষ্য

সিলেট বোর্ড ২০২৩

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো:

“আবুর ছোটো মামা হয়েছে। আবুর ছোটো মামা হয়েছে।” আড়াই বছরের মেয়ের
সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে
পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে-
। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ। তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে?
মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের

ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, “আবুবকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আবুব তা হলে মুক্তিবাহিনী তাই না?”

উত্তর: i. ছোটো; ii. আড়াই; iii. সদ্য-ঘুমভাঙা; iv. ভাঙা ভাঙা

v. পাঁচ; vi. গম্ভীর।

যশোর বোর্ড ২০২৩

নিম্নোক্ত যেকোনো পাঁচটি বাক্যের নিম্নরেখ শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
পায়ে <u>হাঁটা</u> পথ ধরে সোজা এগিয়ে চললাম।	বিশেষণ;
<u>দারুণ</u> সুন্দর দেখতে	বিশেষণ;
সুখের <u>লাগিয়া</u> এ ঘর বাঁধিনু।	ক্রিয়া বিশেষণ
<u>বুঝিয়াছিলাম</u> মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য।	ক্রিয়া;
<u>সবাই</u> রাঙামাটি যেতে চাইছে।	সর্বনাম;
<u>বিপদ</u> কখনো একা আসে না।	বিশেষ্য;
<u>বেশ</u> , তাই হবে।	আবেগ শব্দ;
কাজটা <u>ভালোভাবে</u> সম্পন্ন হয়েছে।	ক্রিয়া বিশেষণ;

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো:

পদ্মাসেতু আর মেট্রোরেল বাংলাদেশের দুটি যুগান্তকারী সাফল্য। প্রমত্তা পদ্মারবুকে অভাবনীয় গৌরবের প্রতীক পদ্মাসেতু। পঞ্চান্তরে মেট্রোরেল ঢাকা মহানগরীর দুর্বিষহ যানজট নিরসনে নতুন সংযোজন। গৌরবময় এ দুটি সাফল্য জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে সুদৃঢ় সাহস আর আত্মবিশ্বাসে জাগ্রত করেছে।

উত্তর: i. দুটি; ii. প্রমত্তা; iii. অভাবনীয়; iv. দুর্বিষহ; v. নতুন; vi. সুদৃঢ়;

[বি. দ্র. এইচএসসি পরীক্ষা-২২-এ কোনো বোর্ডে পদ নির্বাচনের প্রশ্ন আসেনি]

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
তুমি যে আমার কবিতা।	সর্বনাম
সাদা কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না।	বিশেষণ
বুঝিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য।	ক্রিয়া
যথা ধর্ম, তথা জয়।	যোজক
পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন।	বিশেষ্য
চাহিয়া দেখিলাম-হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না।	যৌগিক ক্রিয়া
বাঃ! বড়ো চমৎকার ছবি এঁকেছ তো।	আবেগ শব্দ
ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ো না।	বিশেষ্য

ঢাকা বোর্ড ২০১৯

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর।

একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে - দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া,
 প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহা! প্রস্তুত হয় নাই - এজন্য হুঁকা হাতে,
 নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম,
 তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না।

উ: ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি: মিটমিট- ক্রিয়া বিশেষণ, ক্ষুদ্র -বিশেষণ, নাচিতেছে -

ক্রিয়া, হুঁকা -বিশেষ্য, তবে -যোজক।

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
<u>পয়লা</u> বৈশাখ বাঙালি উৎসবের দিন।	বিশেষণ
<u>মোদের</u> গরব মোদের আশা আমরা বাংলা ভাষা।	সর্বনাম
আজ <u>নয়</u> কাল সে আসবেই।	যোজক
তার মায়ের হাতের পিঠা যেন <u>অমৃত</u> ।	বিশেষ্য
<u>বাঃ!</u> চমৎকার একটা গল্প লেখেছো।	আবেগ শব্দ
হঠাৎ সে দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা <u>লাফিয়ে</u> নামছে।	ক্রিয়া বিশেষণ
শুভ্র সমুজ্জ্বল এ <u>তাজমহল</u> ।	বিশেষ্য
সে আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে <u>দিয়েছিল</u> ।	ক্রিয়া

যশোর বোর্ড ২০১৯

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
আমার <u>সোনার</u> বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।	বিশেষণ
<u>সাদা</u> কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না।	বিশেষণ
কারণ <u>ছাড়া</u> কার্য হয় না।	অনুসর্গ
<u>রবীন্দ্রনাথ</u> তো আর দুজন হয় না।	বিশেষ্য
<u>বুঝিয়াছিলাম</u> মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য।	ক্রিয়া
<u>বাহবা!</u> আমাদের দল খেলায় জিতেছে।	আবেগ শব্দ
আমাদের সমাজ <u>আর</u> ওদের সমাজ এক রকম নয়।	যোজক
তিনি <u>হো হো</u> করে হেসে উঠলেন।	ক্রিয়া বিশেষণ

কুমিল্লা ২০১৯

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
চলো <u>কোথাও</u> একটু ঘুরে আসি।	ক্রিয়া বিশেষণ
ট্রেনটা এখনই <u>এসে</u> পড়বে।	অসমাপিকা ক্রিয়া
<u>নদীর বুকে</u> চর জেগেছে।	বিশেষ্য
এত চিনি দিলাম <u>তবু</u> মিষ্টি হলো না।	যোজক
<u>বিপদ</u> কখনও একা আসে না।	বিশেষ্য
বাংলাদেশের <u>প্রাকৃতিক</u> সৌন্দর্য অতুলনীয়।	বিশেষণ
আমাদের যাত্রা সমুদ্র <u>অভিমুখে</u> ।	বিশেষ্য
<u>হে বন্ধু</u> , বিদায়!	আবেগ শব্দ

সিলেট বোর্ড ২০১৯

নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

প্রশ্ন	উত্তর
দুঃখ <u>বিনা</u> সুখ লাভ হয় কি মহীতে?	অনুসর্গ
<u>সাদা</u> কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না।	বিশেষণ
<u>মোদের</u> গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা।	সর্বনাম
<u>রবীন্দ্রনাথ</u> তো আর দুজন হয় না।	বিশেষ্য
আমাদের সমাজ <u>আর</u> ওদের সমাজ এক রকম নয়।	যোজক
তিনি <u>হো হো</u> করে হেসে উঠলেন।	ক্রিয়া বিশেষণ

বুঝিলাম মেয়েটির রূপ বড় আশ্চর্য।	ক্রিয়া
বাঃ! আমাদের মেয়েরা দারুণ খেলেছে।	আবেগ শব্দ

রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি যৌগিক ক্রিয়া চিহ্নিত কর:

“চাহিয়া দেখিলাম-হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে করিলাম, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে (ইতঃপূর্বে) যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না।”

উ: যৌগিক ক্রিয়া: চাহিয়া দেখিলাম, বুঝিতে পারিলাম না, করিতে আসিয়াছে, দেওয়া গিয়াছে, যাইতে পারে।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ক্রিয়া বিশেষণ চিহ্নিত কর।

ইট বসানো রাস্তা দিয়ে করিম বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। হাঁটা-পথের অনেকেই দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখল। কয়েক জনের যায়-যায় অবস্থা। কাঁদো-কাঁদো চেহারার মানুষগুলোকে দেখে করিম মনে কষ্ট পেল।

উত্তর: ক্রিয়া বিশেষণ: হঠাৎ দেখতে, লাফিয়ে নামছে, তাকিয়ে দেখল, যায়-যায় অবস্থা, কাঁদো-কাঁদো চেহারার।

বরিশাল বোর্ড ২০১৯

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর।

আছেন তো ভালো? ছেলেমেয়ে? কিছু আলাপের পর দেখিয়ে সফেদ দেয়ালের শান্ত ফটোগ্রাফটিকে বললাম জিজ্ঞাসু অতিথিকে।

উত্তর: বিশেষণ পদ: ভালো, কিছু, সফেদ, শান্ত, জিজ্ঞাসু।

সকল বোর্ড ২০১৮

প্রশ্ন	উত্তর
সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানীর পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।	সুন্দরী- বিশেষণ, পরিবার- বিশেষ্য, তার- সর্বনাম, অথবা- যোজক, সামান্য- বিশেষণ

ঢাকা বোর্ড ২০১৭

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ পদ খুঁজে বের কর।

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও-আমি বলতে চাই না। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর-তাহলেই অনেক হবে।

উত্তর: বিশেষণ পদ : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, একটুখানি, মিষ্টি, অসহায়, করুণ।

ঢাকা বোর্ড ২০১৭

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ক্রিয়া বিশেষণ চিহ্নিত কর।

ইট বসানো রাস্তা দিয়ে করিম বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। হাঁটা-পথের অনেকেই দৃশ্যটি তাকিয়ে

দেখল। কয়েক জনের যায়-যায় অবস্থা। কাঁদো-কাঁদো চেহারার
মানুষগুলোকে দেখে করিম মনে কষ্ট পেল।

উত্তর: ক্রিয়া বিশেষণ: হঠাৎ দেখতে, লাফিয়ে নামছে, তাকিয়ে দেখল, যায়-যায়
অবস্থা, কাঁদো-কাঁদো চেহারার।

যশোর বোর্ড ২০১৭

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ খুঁজে বের কর।

আদি কবি বাল্মীকি একদিন কাকডাকা ভোরে সবুজ ঘাসের উপর আনমনে বসে
গাছের ডালে বসা চঞ্চল দুটি সাদা বক ও বকীর দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমন
সময় একজন শিকারি নিচ থেকে সোনালি রঙের তীর নিক্ষেপ করলেন।
একটি বকের দেহে তীর বিদ্ধ হলো। বেখেয়ালি কবি বললেন দুটি শ্লোক।
এভাবেই প্রথম কবিতার জন্ম।

উত্তর: বিশেষণ : আদি, কাকডাকা, সবুজ, চঞ্চল, সাদা, একজন, সোনালি,
একটি, বেখেয়ালি, দুটি, প্রথম।

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭

নিম্নলিখিত যে কোন পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:

প্রশ্ন	উত্তর
তুমি যে আমার কবিতা।	সর্বনাম
আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর।	বিশেষণ
করিম ও রহিম দুই ভাই।	যোজক
ভালো আমটি খাও।	বিশেষণ
বাঃ! চমৎকার একটা গল্প লিখেছ।	আবেগ শব্দ
যথা ধর্ম তথা জয়।	সাপেক্ষ যোজক
শুভ্র সমুজ্জল এ তাজমহল।	বিশেষ্য

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

অনুসর্গ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭

নিম্নলিখিত যে কোন পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:

প্রশ্ন	উত্তর
দুঃখ <u>বিনা</u> সুখ লাভ হয় কি মহীতে?	অনুসর্গ
<u>সাদা</u> কাপড় পড়লেই মন সাদা হয় না।	বিশেষণ
<u>মোদের</u> গরব মোদের আশা আমরা বাংলা ভাষা।	সর্বনাম
<u>রবীন্দ্রনাথ</u> তো আর দুজন হয় না।	বিশেষ্য
<u>বুঝিয়েছিলাম</u> মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য।	ক্রিয়াপদ
<u>শাবাশ!</u> দারুণ খেলেছে আমাদের মেয়েরা।	আবেগ শব্দ
আমাদের সমাজ <u>আর</u> ওদের সমাজ একরকম নয়।	যোজক
তিনি <u>হো হো</u> করে হেসে উঠলেন।	ক্রিয়া বিশেষণ

সিলেট বোর্ড ২০১৭

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ পদ খুঁজে বের কর।

এখন প্রচণ্ড শীত। কফিল ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে উঠানে বসে সকালের মিষ্টি রোদে গা গরম করছিল। রান্নাঘর থেকে মা তাকে ডাক দেয় ভাঁপা পিঠা খেতে। তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। লোভাতুর জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধনে সে নগ্নপায়ে রান্নাঘরে দৌড় দেয়।

উত্তর: বিশেষণ : প্রচণ্ড, ঠাণ্ডা, মিষ্টি, ভাঁপা, মায়ের হাতের, লোভাতুর, নগ্নপায়ে।

বরিশাল বোর্ড ২০১৭

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ খুঁজে বের কর।

“নীল আকাশ। রোদেলা দুপুর। পাখিটি পাখনা মেলে দিগন্তের পথে পাড়ি জমাচ্ছে। দখিনা বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। তাই দেখে সাদা মেঘের দলও বলাকার মতো উড়ছে; যাযে দূরে বহু দূরে।”

উত্তর: বিশেষণ : নীল, রোদেলা, দখিনা, টকটকে লাল, সাদা।

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ খুঁজে বের কর।

আজ সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। সাবিত ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

উত্তর: বিশেষণ : সাদা, ভাঙা, বৃথা, বেখেয়ালি, হালকা, মৃদু।

রাজশাহী বোর্ড ২০১৬

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি সর্বনাম নির্বাচন কর:

কবি কাজী নজরুলের জীবনের পরিণাম অত্যন্ত করুণ। মস্তিস্কের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪২ সাল থেকেই তিনি ছিলেন জীবিত থেকেও মৃত। দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন নির্বাক ও ভাবশূন্য। ১৯৭৬ সালে কবির জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হলে তাঁর সমাধি রচিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে। গানে তিনি এ আশা ব্যক্ত করেছিলেন, “মসজিদের পাশে আমায় কবর দিও ভাই”। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

ঢাকা বোর্ড ২০১৬

নিম্নরেখ যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর :

প্রশ্ন	উত্তর
এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী <u>মিছিল</u> ।	বিশেষ্য
<u>পড়ন্ত</u> বিকেলে হাটতে ভালো লাগে।	বিশেষণ

অনেকেই ভাতের <u>বদলে</u> রুটি খায় ।	অনুসর্গ
আজ <u>নয়</u> কাল সে আসবেই ।	যোজক
পয়লা <u>বৈশাখ</u> বাঙালির উৎসবের দিন ।	বিশেষ্য
<u>শাবাশ</u> ! দারুণ খেলেছে আমাদের ছেলেরা ।	আবেগ শব্দ
চলো <u>কোথাও</u> বেড়াতে যাই ।	ক্রিয়া বিশেষণ
অধিক <u>ভোজন</u> অনুচিত ।	বিশেষ্য

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়াপদ চিহ্নিত কর :

“এত দিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনু দাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়া ছিলাম ! বিনু দাদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়েছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট রহিল।

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ শনাক্ত কর:-

বাবা সকালে দ্রুত বেরিয়ে গেছেন । তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল । ঘরে বসে একমনে টিভি দেখছিল ছোটবোন। এসময় কেউ টিভিতে গুনগুনিয়ে গান করছিল। হঠাৎ বাবা এসে বললেন, তাঁর চশমাটা চট করে খুঁজে দিতে।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর :

সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। হঠাৎ টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হলো । করিম ভাঙ্গা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

সিলেট বোর্ড ২০১৬

নিচের অনুচ্ছেদ হতে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন কর:

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর।

যশোর বোর্ড ২০১৬

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর :

আজ সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হল। তলহা ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বুখা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

বরিশাল বোর্ড ২০১৬

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে রেখাঙ্কিত পদগুলোর ব্যাকরণিক নাম লিখ
(যে কোনো পাঁচটি)

প্রশ্ন	উত্তর
<u>প্রণাট</u> নিকুঞ্জ	বিশেষণ
সিন্ত <u>নীলাম্বরী</u>	বিশেষ্য
<u>পুলকিত</u> সচ্ছলতা	বিশেষণ
<u>তিনটি</u> ফুল আর অনেক পাতা	বিশেষণ
নীল, হলুদ, বেগুনী <u>অথবা</u> , সাদা	যোজক
<u>তুমি</u> আমার পূর্ব বাংলা	সর্বনাম
<u>নিপুণ</u> দক্ষতায় কাজটি শেষ হল।	বিশেষণ

বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রিন্ট কপি



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর

বাংলা দ্বিতীয় পত্রের

পূর্ণাঙ্গ সাজেশন ও সমাধানের

প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রাপ্তিস্থান : টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৪১০৬

সাহিত্য ভাণ্ডার, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৩০-৯০৫৯৩৫

মনি লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৪১-৭০০০১৩

রফিক লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৮০-৭০৬০৯০

মিন্টু লাইব্রেরি, লালবাগ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৮১৬৯৯৯৬

তুষ লাইব্রেরি, দিনাজপুর। হাসান লাইব্রেরি : সৈয়দপুর।

আধুনিক লাইব্রেরি, গাইবান্ধা। জ্ঞানাকুর ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, নীলফামারী।

এবং জেলা শহরের প্রধান প্রধান লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

অথবা

অনলাইনে সংগ্রহ করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।

www.boipottro.com

অথবা

কল করুন (হোয়াটস এপ) : ০১৮১৯১২৭৯৯৮



অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স- নিয়ে এলো

মুসা স্যারের অনলাইন- eBook সিরিজ 

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

বাংলা দ্বিতীয় পত্র
সাজেশন ও সমাধান

বিষয়: উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, বাংলা শব্দের
গঠন ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ। নম্বর: ০৫

(শব্দের শ্রেণিবিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা
সমাস অথবা প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করতে হবে)



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

বাংলা শব্দগঠন (উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস)
(শব্দের শ্রেণিবিভাগ/উপসর্গ থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে
অথবা

সমাস অথবা প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করতে হবে।

বাংলা শব্দগঠন/উপসর্গ এবং প্রকৃতি-প্রত্যয়

বাংলা শব্দগঠন ও শব্দের শ্রেণিকরণ

প্রশ্ন ১: শব্দ গঠন বলতে কী বুঝ? কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায়
শব্দ

গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর : বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে গঠন অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

যথা : মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়
সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। সাধিত শব্দের গঠন প্রক্রিয়াকে শব্দ
গঠন বলা হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়ে
থাকে। যথা:

১। প্রত্যয় যোগে : প্রত্যয় যোগে দু'ভাবে শব্দ গঠিত হয়-

ক) ধাতুর সাথে প্রত্যয় অর্থাৎ কৃৎ প্রত্যয় যোগে। যেমন-চল+অন্ত=চলন্ত,
গম+অন=গমন।

খ) শব্দের সাথে প্রত্যয় অর্থাৎ তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে।

যেমন: মানব+ইক=মানবিক, বিদেশ+ই=বিদেশি।

- ২। উপসর্গ যোগে : যেমন প্র+ভাত= প্রভাত, পরা+জয়= পরাজয়,
অপ+রূপ= অপরূপ।
- ৩। সন্ধি যোগে : যেমন: বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়, দেব+আলয়=
দেবালয়।
- ৪। সমাসের মাধ্যমে : যেমন: আশীতে বিষ যার= আশীবিষ,
পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ।
- ৫। পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে : যেমন: প্রমাণ > প্রামাণিক, কাল >
কালিক।
- ৬। পদের বা শব্দের দ্বিরাবৃত্তিতে : যেমন: টপটপ, ভালয়-ভালয় ইত্যাদি।
- ৭। ধ্বনির অনুকারেও শব্দ গঠিত হয়: যেমন: শন শন, ভন ভন ইত্যাদি।
- ৮। নতুন আবিষ্কার: নতুন আবিষ্কারের ফলে ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়
না, তবে সংযোজন হয়। যেমন- কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ২: উৎস অনুযায়ী শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ
প্রত্যেক প্রকার শব্দের পরিচয় দাও।**

উত্তর : উৎস বা উৎপত্তির দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে পাঁচ
ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- ১। তৎসম শব্দ
- ২। অর্ধতৎসম শব্দ
- ৩। তদ্ভব শব্দ
- ৪। দেশি শব্দ ও
- ৫। বিদেশি শব্দ।

নিচে উদাহরণসহ এদের পরিচয় দেয়া হলো-

- ১। **তৎসম শব্দ:** বাংলা ভাষায় যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে, সে সমস্ত শব্দকে তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমন:

সংস্কৃত রূপ	বাংলা রূপ
সূর্য	সূর্য
চন্দ্র	চন্দ্র ইত্যাদি।

- ২। **অর্ধ-তৎসম:** যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সে সমস্ত শব্দকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন:

সংস্কৃত রূপ	বাংলা রূপ
গৃহিণী	গিন্নি
কুৎসিত	কুচ্ছিত ইত্যাদি।

- ৩। **তদ্ভব শব্দ :** যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরে আরও পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সে সমস্ত শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন:

সংস্কৃত রূপ	প্রাকৃত রূপ	বাংলা রূপ
বধু	বহু	বউ
চন্দ্র	চন্দ>চান্দ>চান	চাঁদ ইত্যাদি।

- ৪। **দেশি শব্দ:** বাংলা ভাষার যে সমস্ত শব্দ বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষা থেকে এসেছে, সে সমস্ত শব্দকে দেশি শব্দ বলা হয়।

যেমন: ঢেঁকি, বাঁটা, মই, কুলা ইত্যাদি।

৫। বিদেশি শব্দ: বিদেশি ভাষাসমূহের যে সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত

হয়েছে, সে সমস্ত শব্দকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন:

বাংলা রূপ

উৎস

চেয়ার

ইংরেজি

আইন

ফারসি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩ : গঠন অনুযায়ী শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার শব্দের পরিচয় দাও।

উত্তর : গঠন অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা

যায়। যথা:

(১) মৌলিক শব্দ ও

(২) সাধিত শব্দ

নিচে এদের পরিচয় দেয়া হলো:

(১) **মৌলিক শব্দ:** যে শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভাঙা যায় না এবং যে শব্দের সাথে বিভক্তি, প্রত্যয় এবং উপসর্গ যুক্ত থাকে না, তাই মৌলিক শব্দ। যেমন: মা, গোলাপ, ভাত, হাত ইত্যাদি।

(২) **সাধিত শব্দ :** মৌলিক শব্দ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাই সাধিত শব্দ। যেমন: মেয়ে, গোলাপী, ভেতো, হাতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪: অর্থ অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার শব্দের পরিচয় দাও।

উত্তর : অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা

যায়। যথা :-

১। যৌগিক শব্দ,

২। রূঢ় বা রুঢ়ি শব্দ ও

৩। যোগরূঢ় শব্দ।

নিচে উদাহরণসহ এদের পরিচয় দেয়া হলো-

১। **যৌগিক শব্দ** : বাংলা ভাষায় যে সমস্ত শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের অনুরূপ হয়ে থাকে, সে সমস্ত শব্দকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন: ধনী-এর প্রচলিত অর্থ হলো ধন আছে যার। এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো- ধন্+ঈ। এইগুলোর অর্থও প্রচলিত অর্থের অনুরূপ। এ রকম আরো উদাহরণ হলো- লাজুক= লাজ+উক, ছেলেমি= ছেলে+আমি ইত্যাদি।

২। **রুঢ় শব্দ** : বাংলা ভাষায় যে সমস্ত শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের অর্থের অনুরূপ না হয়ে অন্য অর্থ প্রকাশ করে, তাদেরকে রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ বলে। যেমন: বাঁশি= বাশ+ই। এর প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থ হলো - বাঁশ নির্মিত যে কোনো বস্তু। কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ হলো যে কোনো সুরেলা বাদ্য যন্ত্র। তেমনি, হাতি= হাত+ই, তৈল= তিল+ঋ ইত্যাদি।

৩। **যোগরূঢ় শব্দ** : সমাস সাধিত যে সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে সমস্যমান পদসমূহের অর্থের অনুগামী না হয়ে কোন বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, সে সকল শব্দকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন- জলদ= যা জল দেয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থ হলো মেঘ, পঙ্কজ= পঙ্কে জন্মে যা, এমন সব কিছু-কিন্তু প্রকৃত অর্থ পদ্ম।

প্রশ্ন ৫ : “উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই; কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।”-আলোচনা কর।

উত্তর : অর্থহীন অথচ অর্থ-দ্যোতক যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের পরিবর্তন, সঙ্কোচন, প্রসারণ কিংবা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, সে সব শব্দকে বাংলায় উপসর্গ বলে। যেমন-আ, পরি, নি, উপ প্রভৃতি। কিন্তু এই সমস্ত অব্যয় শব্দের নিজস্ব কোন অর্থ নেই। তবে এগুলো যদি গমন, দর্শন, ফল, কূল শব্দের পূর্বে বসে, তবে শব্দগুলো দাঁড়ায়-আগমন, পরিদর্শন, নিষ্ফল, উপকূল। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে শব্দগুলোর অর্থে কোন না কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আর এ কারণেই বলা হয়, উপসর্গের কোন অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। নাম বা কৃদন্ত শব্দের সাথে যুক্ত না থাকলে উপসর্গের কোন অর্থ নেই। কিন্তু কৃদন্ত বা নাম শব্দের সাথে যুক্ত হলেই আশ্রিত শব্দকে অবলম্বন করে বিশেষ বিশেষ অর্থদ্যোতকতা সৃষ্টি করে।

তবে বাংলা ভাষায় ‘অতি’, ‘প্রতি’, ‘ইতি’, ‘ভর’, উপসর্গের স্বাধীন প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন: অতি চালাকের গলায় দড়ি। প্রতি দিন প্রতি ক্ষণ সৎ চিন্তা করবো। তবে, এ কথা সত্য যে এগুলোর ব্যবহার সীমিত। তাই বলা যায়, ‘উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই; কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।’

প্রশ্ন ৬ : নিচের উপসর্গগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি কর এবং বাক্যে

প্রয়োগ দেখাও।

অঘা, অজ, আড়, আব, নি, ভর, সু, হা, অপ, নির, উৎ, অভি।

উত্তর : উল্লিখিত উপসর্গগুলো দ্বারা শব্দ তৈরি করা হলো এবং বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো-

- ১। অঘা-অঘা+রাম= অঘারাম=শ্যামের মত অঘারামকে দিয়ে এ কাজ হবে না।
- ২। অজ-অজ+মূর্খ= অজমূর্খ= রাম একটা অজমূর্খ।
- ৩। আড়-আড়+ক্ষ্যাপা= আড়ক্ষ্যাপা= রফিকের মত আড়ক্ষ্যাপাকে দিয়ে এ কাজ হবে না।
- ৪। আব-আব+ছায়া= আবছায়া= আবছায়ায় বসে সে যেন কী ভাবছে।
- ৫। নি-নি+খোঁজ= নিখোঁজ= স্বাধীনতার পর জহির রায়হান নিখোঁজ হয়ে যান।
- ৬। ভর-ভর+পুর= ভরপুর=বাগানটি ফুলে ভরপুর।
- ৭। সু-সু+দিন= একদিন বাংলাদেশের সুদিন আসবে।
- ৮। হা-হা+ভাত=হা-ভাত= তার মত হা-ভাতে লোক দিয়ে এ কাজ হবে না।
- ৯। নির-নির+ভর= নির্ভর= নিজের সামর্থের উপর নির্ভর করা উচিত।
- ১০। উৎ-উৎ+গ্রীব= উদগ্রীব= তোমার সুখবর শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।
- ১১। অভি-অভি+সেক= অভিষেক- অভিষেকেই শত রান করা ক্রিকেটে গৌরবের বিষয়।
- ১২। অপ-অপ+ব্যয়= অপব্যয়= অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই।

প্রশ্ন ৭ : উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

অথবা, উপসর্গ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

অথবা, উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার উপসর্গের পরিচয় দাও। (মবো-২৩)

উত্তর: অর্থহীন অথচ অর্থ-দ্যোতক যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের পরিবর্তন, সংকোচন, প্রসারণ কিংবা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, সে সব অব্যয় শব্দকে বাংলায় উপসর্গ বলে। যেমন- আ, পরি, নি, উপ প্রভৃতি। অর্থাৎ যে অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সে অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশই হলো উপসর্গ। যেমন, প্র+হার=প্রহার এখানে ‘প্র’ উপসর্গ।

বাংলা ভাষায় উপসর্গকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা:

ক. সংস্কৃত উপসর্গ

খ. বাংলা উপসর্গ

গ. বিদেশি উপসর্গ

সংস্কৃত উপসর্গ: বাংলা ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এর সাথে সংস্কৃত উপসর্গও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সংস্কৃত উপসর্গ সংস্কৃত শব্দের তথা তৎসম শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করেছে। এই সমস্ত নতুন শব্দের অর্থ কখনো সংকোচন আবার কখনো সম্প্রসারণ হয়ে থাকে। সংস্কৃতে মোট বিশটি উপসর্গ আছে। যথা-প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নিঃ, দুঃ, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অত, অপি, উপ, আ।

বাংলা উপসর্গ: বাংলা উপসর্গও নাম বা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে। বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি। আ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ্, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সুহা।

বিদেশি উপসর্গ: ইংরেজি, আরবি, ফরাসি, হিন্দি ভাষার কতগুলো উপসর্গ বাংলা ভাষায় দীর্ঘ দিন থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এগুলো বাংলা ভাষার সাথে অনেকাংশেই মিশে গেছে। বিদেশি উপসর্গও ২১টি। যথা: কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম, আম, খাস, লা, বাজে, গর, খয়ের, ফুল, হাফ, হেড, সাব, হর।

প্রশ্ন ৮ : উপসর্গের সংজ্ঞা দাও? বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা বা গুরুত্ব আলোচনা করো।

অথবা, উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা

আলোচনা কর। (ঢাবো, দিবো-২৩)

অথবা, উপসর্গের সংজ্ঞা দাও। বাংলা শব্দগঠনে উপসর্গের ভূমিকা লেখ। (সিবো-২৩)

উত্তর: অর্থহীন অথচ অর্থ-দ্যোতক যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের পরিবর্তন, সংকোচন, প্রসারণ কিংবা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, সে সব অব্যয় শব্দকে বাংলায় উপসর্গ বলে। যেমন-আ, পরি, নি, উপ প্রভৃতি।

উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা: নতুন নতুন শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়-শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সম্প্রসারণ, সংকোচন কিংবা পূর্ণতা সাধনে উপসর্গ বিশেষ ভূমিকা রাখে। উপসর্গগুলোর নিজস্ব অর্থ না থাকলেও অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে এগুলো অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন: ‘পয়া’ শব্দের আগে ‘অ’ উপসর্গযোগে ‘অপয়া’ শব্দটি গঠিত হয়, যার অর্থ-কুলক্ষণযুক্ত। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে। আবার ‘পূর্ণ’ শব্দের আগে ‘পরি’ উপসর্গযোগে ‘পরিপূর্ণ’ গঠিত হয়, যার অর্থ-সামগ্রিকভাবে ভরপুর। এখানে শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ হয়েছে। এভাবে সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশি উপসর্গের দ্বারা বাংলা ভাষায় প্রতিনিয়ত নতুন শব্দ গঠিত হচ্ছে। এ সব দিক বিবেচনায় নিয়ে বলতে পারি, উপসর্গের ব্যবহার বাংলা শব্দসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এ কারণেই বাংলা ভাষার নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি এবং ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ৯ : উপসর্গ কাকে বলে? প্র, অপ, আ, সম, নি-উপসর্গগুলোর

প্রত্যেকটির দ্বারা একটি করে শব্দ গঠন করো।

উত্তর: অর্থহীন অথচ অর্থ-দ্যোতক যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের পরিবর্তন, সঙ্কোচন, প্রসারণ কিংবা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, সে সব অব্যয় শব্দকে বাংলায় উপসর্গ বলে। যেমন-আ, পরি, নি, উপ প্রভৃতি। নিচে প্র, অপ, আ, সম, নি-উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটির দ্বারা একটি করে শব্দ গঠন করা হলো-

প্রদত্ত উপসর্গ	উপসর্গ প্রয়োগ একটি শব্দের উদাহরণ
প্র	প্রশংসা
অপ	অপরাধ
আ	আগাছা
সম	সমধিক
নি	নিখুঁত

প্রশ্ন ১০ : উপসর্গের সংজ্ঞা দাও। বিদেশি উপসর্গ ব্যবহার করে

পাঁচটি শব্দ গঠন কর।

উত্তর: অর্থহীন অথচ অর্থ-দ্যোতক যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের পরিবর্তন, সঙ্কোচন, প্রসারণ কিংবা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, সে সব অব্যয় শব্দকে বাংলায় উপসর্গ বলে। যেমন-

আ, পরি, নি, উপ প্রভৃতি। অর্থাৎ যে অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সে অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশই হলো উপসর্গ। যেমন, প্র+হার=প্রহার এখানে ‘প্র’ উপসর্গ।

নিচে বিদেশি উপসর্গ দিয়ে ৫টি শব্দ গঠন করা হলো:

প্রদত্ত উপসর্গ	উপসর্গ প্রয়োগ একটি শব্দের উদাহরণ
কার	কারখানা, কারসাজি
বদ	বদমেজাজ, বদনাম
ফি	ফি-বছর, ফি-ইপ্তা
খাস	খাসমহল, খাসকামরা
নিম	নিমরাজি, নিমখুন

-০-

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



প্রকৃতি ও প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
অন্য	√অন্ + য	কৃৎ
উক্ত	√বচ্ + ত (ক্ত)	কৃৎ
উক্তি	√বচ্ + তি (ক্তি)	কৃৎ
উচিত	√বচ্ + ইত	কৃৎ
উজান	√উজ্ + আন	কৃৎ
উঠতি	√উঠ্ + তি	কৃৎ
উড়ে	√উড়্ + উয়া > ও	কৃৎ
উৎরাই	√উতর্ + আই	কৃৎ
উপ্ত	√বপ্ + ত (ক্ত)	কৃৎ
কমতি	√কম্ + তি	কৃৎ
করণীয়	√কৃ + অনীয়	কৃৎ
করা	√কৃ + আ	কৃৎ
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ
কর্তা	√কৃ+তা (তৃ,তৃচ্)	কৃৎ
কান্না	√কাঁদ্ + না (অনা)	কৃৎ
কারক	√কৃ + অক (ণক)	কৃৎ
কার্য	√কৃ + য	কৃৎ
কীর্তি	√ কৃ+ক্তি	কৃৎ

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ক্রেতা	√ক্রী + তৃ/তৃচ্	কৃৎ
খাওয়ানো	√খা + আনো	কৃৎ
খেকো	√খা + উকা>ও	কৃৎ
খেচর	খে + √চর্ + অ	কৃৎ
খেলনা	√খেল্ + অনা (না)	কৃৎ
খ্যাতি	√খ্যা + তি (ক্তি)	কৃৎ
গণনা	√গণ্ + অন্ + আ	কৃৎ
গতি	√গম্ + তি	কৃৎ
গন্তব্য	√গম্ + তব্য	কৃৎ
গাইয়ে	√গাহ্ + ইয়ে	কৃৎ
ঘাটতি	√ঘাট্ + তি	কৃৎ
ঘাতক	√হন্ + অক	কৃৎ
চলন্ত	√চল্ + অন্ত	কৃৎ
চলিযুগ	√চল্ + ইযুগ	কৃৎ
চেনা	√চিন্ + আ	কৃৎ
ছুটি	√ছুট্ + ই	কৃৎ
জয়	√জি + অ	কৃৎ
জয়ী	√জি + ইন	কৃৎ
জ্যন্ত	√জী + অন্ত	কৃৎ
ঝরনা	√ঝর্ + না	কৃৎ
ঠকা	√ঠক্ + আ	কৃৎ
বসত	√বস্ + অত	কৃৎ

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বহতা	√বহ্ + তা	কৃৎ
বাজনা	√বাজ্ + অনা	কৃৎ
বাড়তি	√বাড়্ + তি	কৃৎ
বিদিত	√বিদ্ + ত	কৃৎ
বিদ্যুৎ	বি + √দ্যুৎ + ০(ক্ৰিপ)	কৃৎ
বিধাতা	বি + √ধা + তৃ (তৃচ্)	কৃৎ
বিনয়	বি + √নী + অ	কৃৎ
বৃষ্টি	√বৃষ্ + তি	কৃৎ
বৈঠক	√বৈঠ্ + অক	কৃৎ
ভক্ত	√ভজ্ + ত (ক্ত)	কৃৎ
ভক্তি	√ভজ্ + তি	কৃৎ
ভয়	√ভী + অ	কৃৎ
ভাবুক	√ভূ + উক	কৃৎ
ভাস্কর	ভাস্ + √কৃ + অট	কৃৎ
মানত	√মান্ + অৎ	কৃৎ
মিশুক	√মিশ্ + উক	কৃৎ
মুক্ত	√মুচ্ + ত	কৃৎ
মুক্তি	√মুচ্ + তি(ক্তি)	কৃৎ
মুগ্ধ	√মুহ্ + ত	কৃৎ
মোড়ক	√মুড়্ + অক	কৃৎ
যাচাই	√যাচ্ + আই	কৃৎ
যোদ্ধা	√যুধ্ + তৃ/তৃচ্	কৃৎ

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
রাঁধুনি	√রাঁধ্ + উনি	কৃৎ
রাখাল	√রাখ্ + আল	কৃৎ
রুঢ়	√রুহ্ + ত	কৃৎ
রোদন	√রুদ্ + অন/অনট	কৃৎ
লিখিত	√লিখ্ + ইত	কৃৎ
লেখক	√লিখ্ + অক	কৃৎ
শয়ন	√শী + অন (অনট)	কৃৎ
শান্তি	√শম্ + তি	কৃৎ
শোচনীয়	√শুচ্ + অনীয়	কৃৎ
শোনা	√শুন্ + আ	কৃৎ
শোষক	√শুষ্ + অক	কৃৎ
শোষণ	√শুষ্ + অন	কৃৎ
শ্রবণ	√শ্র্ + অন	কৃৎ
সঞ্চয়	সম্ + √চি + অ	কৃৎ
সম্রাট	সম্ + √রাজ্ + ক্রিপ(০)	কৃৎ
সহিষ্ণু	√সহ্ + ইষ্ণু	কৃৎ
সিংহ	√হিস্ + অ	কৃৎ
সুলভ	সু+√লভ্+অ	কৃৎ
সূর্য	√সূ + য (√সূ+য)	কৃৎ
সৃষ্টি	√সৃজ্ + তি (জি)	কৃৎ
গ্রাম্যতা	গ্রাম্য + তা	তদ্ধিত
ঘরামি	ঘর্+আমি	তদ্ধিত

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ঘোলাটে	ঘোলা + টিয়া > টে	তদ্ধিত
ঘোষাল	ঘোষ্ + আল	তদ্ধিত
চতুরালী	চতুর্+ আলি	তদ্ধিত
চাকা	চাক্ + আ	তদ্ধিত
চাপল্য	চপল + য	তদ্ধিত
চিরুনি	চির্ + উনি	তদ্ধিত
ছেলে	ছাওয়াল্ + ইয়া>এ	তদ্ধিত
ছেলেমি	ছেলে + আমি	তদ্ধিত
জনক	জন্ + অক	তদ্ধিত
জবানবন্দি	জবান্ + বন্দি	তদ্ধিত
জমান	জমা + আন	তদ্ধিত
জেলে	জাল্ + ইয়া>এ	তদ্ধিত
টেকো	টাক্+উয়া>ও	তদ্ধিত
ডিঙা	ডিঙি + আ	তদ্ধিত
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত
ঢাকেশ্বরী	ঢাকা + ঈশ্বর + ঈ	তদ্ধিত
তনিমা	তনু + ইমন	তদ্ধিত
তন্বী	তনু + ঈ	তদ্ধিত
তবলচি	তবল্ + চি	তদ্ধিত
তেতো	তিতা + উয়া>ও	তদ্ধিত
দাঁতাল	দাঁৎ + আল	তদ্ধিত
দাপট	দাপ্ + ট	তদ্ধিত
দারোয়ান	দ্বার্ + ওয়ান	তদ্ধিত
দিব্য	দিব্ + য	তদ্ধিত

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দীঘল	দীর্ঘ + অল	তদ্ধিত
দুঃখিত	দুঃখ + ইত	তদ্ধিত
দেশীয়	দেশ + ঈয়	তদ্ধিত
দৈত্য	দিত্তি + য	তদ্ধিত
দৈনিক	দিন্ + ইক	তদ্ধিত
দ্বৈপায়ন	দ্বীপ + আয়ন	তদ্ধিত
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
ধনবান	ধন্ + বতুপ্	তদ্ধিত
ধার্মিক	ধর্ম + ইক	তদ্ধিত
নকলনবিশ	নকল্ + নবিশ	তদ্ধিত
নজরানা	নজর্ + আনা	তদ্ধিত
নতুনত্ব	নতুন্ + ত্ব	তদ্ধিত
নন্দাই	ননদ্ + আই	তদ্ধিত
নবীন	নব্ + ঈন	তদ্ধিত
নাটুকে	নাটক্ + ইয়া > এ	তদ্ধিত
নীলিমা	নীল্ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
নেয়ে	নাও + ইয়া > এ	তদ্ধিত
নোনতা	নুন্ + তা	তদ্ধিত
নোনা	নুন্ + আ	তদ্ধিত
পঙ্কিল	পঙ্ক + ইল	তদ্ধিত
পণ্ডিত	পণ্ড + ইত	তদ্ধিত
পরীক্ষা	পরি + √ঈক্ষ্ + আ	তদ্ধিত
পাকামো	পাকা + আমো	তদ্ধিত
মেয়ে	মা + ইয়া > এ	তদ্ধিত

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মোঘলাই	মোঘল্ + আই	তদ্ধিত
মৌখিক	মুখ্ + ইক	তদ্ধিত
যৌগিক	যোগ্ + ইক	তদ্ধিত
রাঘব	রঘু + অ	তদ্ধিত
রাবণি	রাবণ + ই	তদ্ধিত
রোগা	রোগ্ + আ	তদ্ধিত
লোনা	লুন্ + আ	তদ্ধিত
লৌকিক	লোক্ + ইক	তদ্ধিত
শহুরে	শহর্ + ইয়া > এ	তদ্ধিত
শারীরিক	শরীর্ + ইক	তদ্ধিত
শিক্ষানবিস	শিক্ষা + নবিস্	তদ্ধিত
শীতল	শীৎ + ল	তদ্ধিত
শৈব	শিব্ + অ	তদ্ধিত
শৈল্পিক	শিল্প + ইক	তদ্ধিত
শৈশব	শিশু + অ (ষঃ)	তদ্ধিত
সওদাগর	সওদা + গর্	তদ্ধিত
সন্ন্যাসী	সম-√নি+অস্ + ইন	তদ্ধিত
সাঁতারু	সাঁতার্ + আরু	তদ্ধিত
সাংবাদিক	সংবাদ্ + ইক(ষিক্)	তদ্ধিত
সাপুড়ে	সাপ্ + উড়িয়া > উড়ে	তদ্ধিত
সামরিক	সমর + ইক	তদ্ধিত
সামাজিক	সমাজ্ + ইক	তদ্ধিত
সামুদ্রিক	সমুদ্র + ইক	তদ্ধিত
ঢাকনা	√ঢাক্ + অনা (না)	কৃৎ

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ঢালাই	√ঢাল্ + আই	কৃৎ
ত্যাগ	√ত্যাজ্ + অ	কৃৎ
দর্পণ	√দৃপ্ + অন	কৃৎ
দর্শক	√দৃশ্ + অক	কৃৎ
দর্শন	√দৃশ্ + অন	কৃৎ
দর্শনীয়	√দৃশ্ + অনীয়	কৃৎ
দাতা	√দা + তৃচ্	কৃৎ
দিশারী	√দিশ্ + আরী	কৃৎ
দুগ্ধ	√দুহ্ + ত	কৃৎ
দোলনা	√দুল্ + না (অনা)	কৃৎ
দ্রষ্টব্য	√দৃশ্ + তব্য	কৃৎ
ধর্ম	√ধৃ + ম	কৃৎ
ধুনারি	√ধুন্ + আরি	কৃৎ
নয়ন	√নী + অন (অনট)	কৃৎ
নশ্বর	√নশ্ + বর	কৃৎ
নাচা	√নাচ্+আ	কৃৎ
নায়ক	√নী + অক	কৃৎ
নিড়ানি	√নিড়্ + আনি	কৃৎ
নেতা	√নী + তা (তৃ,তৃচ্)	কৃৎ
পড়ন্ত	√পড়্ + অন্ত	কৃৎ
পড়ুয়া	√পড়্ + উয়া	কৃৎ
পরিত্যাগ	পরি+√ত্যাজ্+ অ (ঘঞ)	কৃৎ

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
পরিশ্রমী	পরি + √শ্রম্ + ইন(ঈ)	কৃৎ
পাওনা	√পা + অনা	কৃৎ
পাক	√পচ্ + অ	কৃৎ
পাচক	√পচ্ + অক	কৃৎ
পাঠক	√পঠ্ + অক (ণক)	কৃৎ
পানীয়	√পা + অনীয়	কৃৎ
পৃথিবী	√পৃথ্ + ইব্ + ঈ	কৃৎ
প্রগতি	প্র+√গম্ + তি	কৃৎ
প্রচলিত	প্র + √চল্ + ইত	কৃৎ
প্রসূতি	প্র + √সূ + তি	কৃৎ
ফেরত	√ফির্ + অত	কৃৎ
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ
বক্তা	√বচ্ + তা (ত্,ত্চ)	কৃৎ
বধ	√হন্ + য	কৃৎ
বরণীয়	√ব্ + অনীয়	কৃৎ
বর্তমান	√বৃৎ + মান (শানচ্)	কৃৎ
সেলাই	√সিল্ + আই	কৃৎ
স্মরণ	√স্ম্ + অন	কৃৎ
স্মরণীয়	√স্ম্ + অনীয়	কৃৎ
স্মর্তব্য	√স্ম্ + তব্য	কৃৎ
স্মারক	√স্ম্ + অক	কৃৎ
হত্যা	√হন্+য+আ	কৃৎ

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
হাঁচি	√হাঁচ + ই	কৃৎ
হাসি	√হাস্ + ই	কৃৎ
অনুরাগী	অনুরাগ্+ঈ	তদ্ধিত
অন্তিম	অন্ত + ইম	তদ্ধিত
আঁজলা	আঁজল্ + আ	তদ্ধিত
আগ্নেয়	অগ্নি + এয়	তদ্ধিত
আঙ্গিক	অঙ্গ + ইক্	তদ্ধিত
আত্মজা	আত্মজ্ + আ	তদ্ধিত
আদ্য	আদি + য	তদ্ধিত
আধুনিক	অধুনা + ইক	তদ্ধিত
আধুলি	আধ্ + উলি	তদ্ধিত
আর্থিক	অর্থ + ইক্	তদ্ধিত
আষাঢ়ে	আষাঢ্ + ইয়া>এ	তদ্ধিত
ইচ্ছুক	ইচ্ছা + উক্	তদ্ধিত
ইতরামি	ইতর্+ আমি	তদ্ধিত
ঐচ্ছিক	ইচ্ছা + ইক	তদ্ধিত
ঐতিহাসিক	ইতিহাস্ + ইক (ষিক)	তদ্ধিত
ঐহিক	ইহ + ইক (ষিক)	তদ্ধিত
ঔপন্যাসিক	উপন্যাস + ইক	তদ্ধিত
কলমদানি	কলম্ + দানি	তদ্ধিত
কাঁদুনে	কাঁদন্ + ইয়া>এ	তদ্ধিত
কাঠুরে	কাঠ্ + উড়িয়া >উড়ে	তদ্ধিত
কাগুরি	কাগুর্+ ই	তদ্ধিত
কাব্য	কবি + য	তদ্ধিত

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কায়িক	কায় + ইক	তদ্ধিত
কালিমা	কাল + ইমন	তদ্ধিত
কুঠিয়াল	কুঠি + আল	তদ্ধিত
কৌশল	কুশল্ + অ	তদ্ধিত
কৌশিক	কুশ্+ইক	তদ্ধিত
খুকু	খুকি + উ	তদ্ধিত
খোদাই	খোদ্ + আই	তদ্ধিত
গাছটি	গাছ্ + টি	তদ্ধিত
গাড়োয়ান	গাড়ি + ওয়ান	তদ্ধিত
গেঁয়ো	গাঁ + উয়া>ও	তদ্ধিত
গেছো	গাছ্ + উয়া>ও	তদ্ধিত
গোয়াল	গো + ওয়াল	তদ্ধিত
গৌরব	গুরু + অ	তদ্ধিত
পাথুরে	পাথর্+ ইয়া>এ	তদ্ধিত
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত
পানসে	পানি + সা	তদ্ধিত
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত
পার্থিব	পৃথিবী + অ	তদ্ধিত
পার্বত্য	পর্বৎ + য	তদ্ধিত
পিতৃব্য	পিতা + ব্য	তদ্ধিত
পূজারি	পূজা + আরি	তদ্ধিত
প্রাচুর্য	প্রচুর্ + য	তদ্ধিত
প্রাত্যহিক	প্রত্যহ + ইক	তদ্ধিত
প্রেম	প্রিয় + ইমন্	তদ্ধিত

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ফলন্ত	ফল্ + অন্ত	তদ্ধিত
ফুলেল	ফুল্ + এল	তদ্ধিত
বখাটে	বখা + টিয়া>টে	তদ্ধিত
বড়াই	বড়্ + আই	তদ্ধিত
বন্দিনী	বন্দি+ ইনী	তদ্ধিত
বাগিচা	বাগ্ + চা	তদ্ধিত
বাঙালি	বাঙাল্ + ই	তদ্ধিত
বাজ্ময়	বাক্ + ময়	তদ্ধিত
বাদলা	বাদল্ + আ	তদ্ধিত
বান্ধব	বন্ধু + অ (ষণ্)	তদ্ধিত
বার্ষিক	বর্ষ + ইক্ (ষিৎক্)	তদ্ধিত
বুদ্ধিমান	বুদ্ধি + মান	তদ্ধিত
বুনো	বন্ + উয়া>ও	তদ্ধিত
বেঈমান	বে + ঈমান + ০	তদ্ধিত
বেলে	বালি + ইয়া>এ	তদ্ধিত
বৈদিক	বেদ্ + ইক	তদ্ধিত
বৈশাখী	বৈশাখ্ + ঈ	তদ্ধিত
বৈষয়িক	বিষয়+ ইক	তদ্ধিত
বৈষ্ণব	বিষ্ণু + অ	তদ্ধিত
বোনাই	বোন্ + আই	তদ্ধিত
ভেতো	ভাৎ + উয়া > ও	তদ্ধিত
ভৌতিক	ভূৎ + ইক	তদ্ধিত
মধুর	মধু + র	তদ্ধিত
মন্ত্রী	মন্ত্র + ইন্	তদ্ধিত

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মহত্ব	মহৎ + ত্ব	তদ্ধিত
মহিমা	মহৎ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
মাধুর্য	মধু + য	তদ্ধিত
মাধ্যমিক	মধ্যম্ + ইক	তদ্ধিত
মানব	মনু + অ (ষ্)	তদ্ধিত
মানবিক	মানব্ + ইক	তদ্ধিত
মালাই	মাল্ (সর) + আই	তদ্ধিত
মিঠাই	মিঠা + আই	তদ্ধিত
মিতালি	মিতা + আলি	তদ্ধিত
মিথ্যুক	মিথ্যা + উক	তদ্ধিত
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত
মেটে	মাটি + ইয়া > এ	তদ্ধিত
মেঠো	মাঠ + উয়া > ও	তদ্ধিত
মেধাবী	মেধা + বিন্	তদ্ধিত
রোগাটে	রোগা + টিয়া > টে	তদ্ধিত
লঘিষ্ট	লঘু + ইষ্ট	তদ্ধিত
লজ্জিত	লজ্জা + ইত	তদ্ধিত
লাজুক	লাজ্ + উক্	তদ্ধিত
লালচে	লাল্ + চে	তদ্ধিত
লালিমা	লাল্ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
লেঠেল	লাঠি+আল > এল	তদ্ধিত
সাহিত্য	সহিৎ + য	তদ্ধিত
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ইক (ষিক্)	তদ্ধিত
সৈনিক	সেনা + ইক	তদ্ধিত

প্রদত্তশব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সৈন্য	সেনা + য	তদ্ধিত
সোনালি	সোনা + আলি	তদ্ধিত
সৌন্দর্য	সুন্দর+ য	তদ্ধিত
স্বপ্নিল	স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত
স্বাভাব্য	স্বতন্ত্র + য	তদ্ধিত
হল্লে	হলুদ্ + ইয়া>এ	তদ্ধিত
হাঁপানি	হাঁপ্ + আনি	তদ্ধিত
হাতল	হাৎ + ল (অল)	তদ্ধিত
হাতান	হাৎ + আন	তদ্ধিত
হাতানো	হাৎ + আনো	তদ্ধিত
হাতুড়ে	হাৎ + উড়িয়া> উড়ে	তদ্ধিত
হিংসুক	হিংসা + উক্	তদ্ধিত
হিমেল	হিম্ + এল	তদ্ধিত

-0-

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



প্রকৃতি ও প্রত্যয়

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নোত্তর (২০১৪-২০১৯)

(২০ সালে পরীক্ষা হয়নি, ২০২১-২০২৫ সাল পর্যন্ত

সিলেবাসে প্রকৃতি-প্রত্যয় ছিল না)

ঢাকা বোর্ড ২০১৯		
প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
আত্মজা	আত্মজ + আ	তদ্ধিত
কার্য	✓ কৃ+ঘ্যণ	কৃৎ
ছেলেমি	ছেলে+আমি	তদ্ধিত
জ্যাস্ত	✓ জী + অন্ত	কৃৎ
দর্পণ	✓ দৃপ্+অন	কৃৎ
নবান্ন	নব+অন্ন	তদ্ধিত
শারীরিক	শরীর+ইক	তদ্ধিত
মিতালি	মিতা+আলি	তদ্ধিত

রাজশাহী বোর্ড ২০১৯		
প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ঝালাই	✓ ঝাল্+আই	কৃৎ
গোঙানি	✓ গোঙ+আনি	কৃৎ

রাঁধুনি	✓রাধ্+উনি	কৃৎ
নন্দন	নন্দ্+অন	তদ্ধিত
শ্রবণীয়	✓শ্র্+অনীয়	কৃৎ
জ্ঞাতব্য	✓জ্ঞা+তব্য	কৃৎ
প্যাঁচানো	প্যাঁচ+আনো	তদ্ধিত
ফলবন্ত	ফল+বন্ত	তদ্ধিত

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
আপদ	আ+✓পদ+০	কৃৎ
গৌরব	গুরু+অ	তদ্ধিত
দিব্য	দিব্+য	তদ্ধিত
বাজায়	বাক্+ময়	তদ্ধিত
লিখিত	✓লিখ্+ইত	কৃৎ
মন্ত্ৰণা	✓মন্ত্ৰ+অনা	তদ্ধিত
পণ্ডিত	পণ্ড+ইত	তদ্ধিত
ভাস্বর	✓ভাস্+বর	কৃৎ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সৌন্দর্য	সুন্দর্+য	তদ্ধিত
বাদলা	বাদল্+আ	তদ্ধিত
মোড়ক	✓মুড়+অক	কৃৎ
বার্ষিক	বর্ষ+ইক্	তদ্ধিত

কাঠুরে	কাঠ+উরিয়া>উরে	তদ্ধিত
দেশী	দেশ+ঈ	তদ্ধিত
বহতা	✓বহ+তা	কৃৎ
রান্না	✓রাঁধ+না	কৃৎ

সিলেট বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
আঁজলা	আঁজল+আ	তদ্ধিত
কাঠুরিয়া	কাঠ+উরিয়া>উরে	তদ্ধিত
ত্যাগ	✓ত্যাঙ্ + অ	কৃৎ
দর্পণ	✓দৃপ+অন	কৃৎ
ডাকাত	✓ডাক্+ আইৎ>আৎ	কৃৎ
বুনো	বন্ + উয়া>ও	তদ্ধিত
মন্ত্রী	✓মন্ত্র+ইন	তদ্ধিত
মুগ্ধ	✓মুহ্ + ত	কৃৎ

বরিশাল বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মেয়ে	মা + ইয়া>এ	তদ্ধিত
জয়	✓জি + অ	কৃৎ
ভাগ্নে	ভগ্নী+ষ্ণেয়	তদ্ধিত
লিখিত	✓লিখ+ইত	কৃৎ
ভাবুক	✓ভূ + উক্	কৃৎ
দারোয়ান	দ্বার+ওয়ান	তদ্ধিত

বাগিচা	বাগ+চা	তদ্ধিত
কর্তা	✓কৃ+তা (তৃ,তৃচ্)	কৃৎ

সকল বোর্ড ২০১৮

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
জয়	✓জি + অ	কৃৎ
নীলিমা	নীল+ ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
উক্তি	✓বচ্ + তি(ক্তি)	কৃৎ
প্রেম	প্রিয় +ইমন্	তদ্ধিত
সম্রাট	সম্ + ✓রাজ্ +ক্রিপ(০)	কৃৎ
খোদাই	খোদ্ + আই	তদ্ধিত
প্রাচুর্য	প্রচুর্ + য	তদ্ধিত
ধার্মিক	ধর্ম+ইক্	তদ্ধিত

ঢাকা বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
জেলে	জাল্ + ইয়া>এ	তদ্ধিত
সৃষ্টি	✓সৃজ্ + তি (ক্তি)	কৃৎ
দৈনিক	দিন + ইক	তদ্ধিত
ক্রেতা	✓ক্রী + তৃ/তৃচ্	কৃৎ
উক্তি	✓বচ্ + তি(ক্তি)	কৃৎ
নকলনবিশ	নকল্ + নবিশ	তদ্ধিত
বিনয়	বি + ✓নী + অ	কৃৎ
সৌন্দর্য	সুন্দর্ + য	তদ্ধিত

যশোর বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
উচিত	✓বচ্ + ইত	কৃৎ
দোলনা	✓দুল্ + না (অনা)	কৃৎ
পাঠক	✓পঠ্ + অক (ণক)	কৃৎ
নেয়ে	নাও + ইয়া > এ	তদ্ধিত
বাঙালি	বাঙাল্ + ই	তদ্ধিত
মানব	মনু + অ(ম্ব)	তদ্ধিত
সম্রাট	সম্ + ✓রাজ্ + ক্রিপ(০)	কৃৎ

রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কৃষক	✓কৃষ্ + অক	কৃৎ
শিক্ষা	✓শিক্ষ্ + আ	কৃৎ
পাঠক	✓পঠ্ + অক(ণক)	কৃৎ
পঙ্কিল	পঙ্ক + ইল্	তদ্ধিত
নন্দাই	ননদ্ + আই	তদ্ধিত
যৌগিক	যোগ্ + ইক	তদ্ধিত
চলন্ত	✓চল্ + অন্ত	কৃৎ
বার্ষিক	বর্ষ + ইক্ (ম্বিক্)	তদ্ধিত
ঘাতক	✓হন্ + অক	কৃৎ
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন্ [ইমা]	তদ্ধিত
নায়ক	✓নী + অক্	কৃৎ

ঐহিক	ইহ + ইক (ঐক)	তদ্ধিত
শৈশব	শিশু + অ (ঐ)	তদ্ধিত
সাহিত্য	সহিৎ + য	তদ্ধিত
চিরুনি	চির্ + উনি	তদ্ধিত
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত

সিলেট বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
পরিত্যাগ	পরি+✓ত্যা+ অ (ঘঞ)	কৃৎ
শোষণ	✓শৃ + অন	কৃৎ
হাতানো	হাৎ + আনো	তদ্ধিত
স্বাতন্ত্র্য	স্বতন্ত্র + য	তদ্ধিত
মুক্তি	✓মুচ + তি(ক্তি)	কৃৎ
পাথুরে	পার্থ + ইয়া	তদ্ধিত
ভাস্বর	✓ভাস্ + বর	কৃৎ
মেধাবী	মেধা + বিন্	তদ্ধিত

বরিশাল বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ইচ্ছুক	ইচ্ছা + উক্	তদ্ধিত
কীর্তি	✓কৃ + ত্তি	কৃৎ
প্রেম	প্রিয় + ইমন্	তদ্ধিত
সোনালি	সোনা + আলি	তদ্ধিত
সৃষ্টি	✓সৃজ্ + তি (ক্তি)	কৃৎ

বহতা	✓বহ্ + তা	কৃৎ
পার্থিব	পৃথিবী + অ	তদ্ধিত
মেঠো	মাঠ্ + উয়া>ও	তদ্ধিত

ঢাকা বোর্ড ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বাদলা	বাদল্ + আ	তদ্ধিত
পানীয়	✓পা + অনীয়	কৃৎ
বাজয়	বাক্ + ময়	তদ্ধিত
দৈত্য	দিতি + য	তদ্ধিত
ঘাতক	✓হন্ + অক	কৃৎ
মেঠো	মাঠ্ + উয়া>ও	তদ্ধিত
মিশুক	✓মিশ্ + উক	কৃৎ
ধর্ম	✓ধ্ + ম	কৃৎ

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মোড়ক	মুড়্ + অক্	কৃৎ
নশ্বর	✓নশ্ + বর	কৃৎ
মেঠো	মাঠ্ + উয়া >ও	তদ্ধিত
জেলে	জাল্ + ইয়া>এ	তদ্ধিত
বক্তব্য	✓বচ্ + তব্য	কৃৎ
মানব	মনু + অ(ষ্)	তদ্ধিত
বুদ্ধিমান	বুদ্ধি + মান্	তদ্ধিত

মুগ্ধ	✓মুহ্ + ত	কৃৎ

রাজশাহী বোর্ড ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
উপ্ত	✓বপ্ + ত(ভ্)	কৃৎ
বার্ষিক	বর্ষ + ইক্ (ষিক্)	তদ্ধিত
বেলে	বালি + ইয়া > এ	তদ্ধিত
ঘাতক	✓হন্ + অক	কৃৎ
ছেলে	ছাওয়াল্ + ইয়া > এ	তদ্ধিত
ত্যাগ	✓ত্যাঙ্ + অ	কৃৎ
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত
সৃষ্টি	✓সৃজ্ + তি (ক্তি)	কৃৎ

দিনাজপুর বোর্ড — ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নিড়ানি	✓নিড় + আনি	কৃৎ
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত
বার্ষিক	বর্ষ + ইক্ (ষিক্)	তদ্ধিত
উক্তি	✓বচ্ + তি(ক্তি)	কৃৎ
দাতা	✓দা + তৃচ্	কৃৎ
অন্য	✓অন্ + য	কৃৎ
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
জয়	✓জি + অ	কৃৎ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
রাঘব	রঘু + অ	তদ্ধিত
আত্মজা	আত্মজ + আ	তদ্ধিত
বর্ধমান	✓ বৃধ্ + মান	কৃৎ
বেয়াই	বেয়ান্ + আই	তদ্ধিত
সন্ন্যাসী	সম✓ নি+অস্ + ইন	তদ্ধিত
পণ্ডিত	পণ্ড + ইত	তদ্ধিত
চলন্ত	✓ চন্ + অন্ত	কৃৎ

সিলেট বোর্ড — ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কাঠুরে	কাঠ্ + উড়িয়া > উড়ে	তদ্ধিত
শৈশব	শিশু + অ (ষঃ)	তদ্ধিত
ভাবুক	✓ ভূ + উক্	কৃৎ
উক্তি	✓ বচ্ + তি	কৃৎ
দোলনা	✓ দুল্ + না (অনা)	কৃৎ
সম্রাট	সম্ + ✓ রাজ্ + ক্রিপ(০)	কৃৎ
নতুনত্ব	নতুন্ + ত্ব	তদ্ধিত
রোদন	✓ রুদ্ + অন্/অনট্	কৃৎ

বরিশাল বোর্ড ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মিতালি	মিতা + আলি	তদ্ধিত

কারক	✓কৃ + অক (ণক)	কৃৎ
নেতা	✓নী + তা (তৃ,তৃচ্)	কৃৎ
কার্য	✓কৃ + য	কৃৎ
সৈন্য	সেনা + য	তদ্ধিত
মানব	মনু + অ(ষঃ)	তদ্ধিত
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত
খেলনা	✓খেল্ + অনা (না)	কৃৎ

ঢাকা বোর্ড ২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ছুটি	✓ছুট্ + ই	কৃৎ
হাতুড়ে	হাৎ + উড়িয়া > উড়ে	তদ্ধিত
দারোয়ান	দ্বার + ওয়ান্	তদ্ধিত
নেতা	✓নী + তা (তৃ,তৃচ্)	কৃৎ
মেধাবী	মেধা + বিন্	তদ্ধিত
পানসে	পানি + সা	তদ্ধিত
মুক্তি	✓মুচ্ + তি(ক্তি)	কৃৎ
বক্তব্য	✓বচ্ + তব্য	কৃৎ
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ইক (ষিক্)	তদ্ধিত

রাজশাহী বোর্ড ২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কারক	✓কৃ + অক (ণক)	কৃৎ

নশ্বর	✓নশ্ + বর	কৃৎ
নীলিমা	নীল+ ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
উক্তি	✓বচ্ + তি	কৃৎ
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত
সম্রাট	সম্ + ✓রাজ্ + ক্রিপ(০)	কৃৎ
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত
শৈশব	শিশু + অ (ষঃ)	তদ্ধিত
বিদ্যুৎ	বি + ✓দ্যুৎ + ০(ক্রিপ)	কৃৎ

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দীঘল	দীর্ঘ + অল্	তদ্ধিত
প্রগতি	প্র+✓গম্+ তি	কৃৎ
গাইয়ে	✓গাহ্ + ইয়ে	কৃৎ
পানসে	পানি + সা	তদ্ধিত
নোনা	নুন্ + আ	তদ্ধিত
ত্যাগ	✓ত্যজ্ + অ	কৃৎ
রাখাল	✓রাখ্ + আল	কৃৎ
দোলনা	✓দুল্ + না (অনা)	কৃৎ
শোষক	✓শুষ্ + অক	কৃৎ

সিলেট বোর্ড ২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
হাতল	হাৎ + অল	তদ্ধিত

মেধাবী	মেধা + বিন্	তদ্ধিত
বক্তব্য	✓বচ্ + তব্য	কৃৎ
দোলনা	✓দুল্ + না (অনা)	কৃৎ
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত
কমতি	✓কম্ + তি	কৃৎ
লাজুক	লাজ্ + উক্	তদ্ধিত
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দোলনা	✓দুল্ + না	কৃৎ
কারক	✓কৃ + অক (ণক)	কৃৎ
বক্তা	✓বচ্ + তা (তৃ,তৃচ্)	কৃৎ
কাঠুরে	কাঠ্ + উড়িয়া > উড়ে	তদ্ধিত
জেলে	জাল্ + ইয়া >এ	তদ্ধিত
সাঁতারু	সাঁতার্+ আরু	তদ্ধিত
ঐতিহাসিক	ইতিহাস্ + ইক্	তদ্ধিত
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
নায়ক	✓নী + অক	কৃৎ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দাতা	✓দা + তৃচ্	কৃৎ
ঘাতক	✓হন্ + অক	কৃৎ

বেলে	বালি + ইয়া >এ	তদ্ধিত
সাংবাদিক	সংবাদ্ + ইক্	তদ্ধিত
সৃষ্টি	✓সৃজ্ + তি (ক্তি)	কৃৎ
বুনো	বন্ + উয়া >ও	তদ্ধিত
দৈত্য	দিতি + য	তদ্ধিত
উপ্ত	✓বপ্ + ত(ভ্)	কৃৎ
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত

যশোর বোর্ড ২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
আর্থিক	অর্থ + ইক্	তদ্ধিত
গ্রাম্যতা	গ্রাম্য + তা	তদ্ধিত
নকলনবিশ	নকল্ + নবিশ	তদ্ধিত
বার্ষিক	বর্ষ + ইক্ (ষিক্)	তদ্ধিত
মন্ত্রী	মন্ত্র + ইন্	তদ্ধিত
করণীয়	✓কৃ + অনীয়	কৃৎ
জেলে	জাল্ + ইয়া >এ	তদ্ধিত
পানীয়	✓পা + অনীয়	কৃৎ
বিধাতা	বি + ✓ধা + ত্ (ত্চ)	কৃৎ

বরিশাল বোর্ড ২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নেতা	✓নী + তা (ত্,ত্চ)	কৃৎ
মুক্তি	✓মুচ্ + তি(ক্তি)	কৃৎ

মোড়ক	✓মুড়্ + অক	কৃৎ
বৈঠক	✓বৈঠ্ + অক	কৃৎ
মুগ্ধ	✓মুহ্ + ত	কৃৎ
মানব	মনু + অ(মঃ)	তদ্ধিত
বহতা	✓বহ্ + তা	কৃৎ
ডাকাত	✓ডাক্ + আইত	কৃৎ
পাচক	✓পচ্ + অক	কৃৎ

ঢাকা বোর্ড ২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
পার্থিব	পৃথিবী + অ	তদ্ধিত
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
ঐহিক	ইহ + ইক্	তদ্ধিত
নোনতা	নুন্ + তা	তদ্ধিত
মালাই	মাল্ (সর) + আই	তদ্ধিত
ঘোলাটে	ঘোলা + টিয়া > টে	তদ্ধিত
হাতুড়ে	হাৎ+উড়িয়া >উড়ে	তদ্ধিত
মুগ্ধ	✓মুহ্ + ত	কৃৎ
জ্যাস্ত	✓জী + অস্ত	কৃৎ

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নীলিমা	নীল্ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
ধর্ম	✓ধৃ + ম	কৃৎ

সৈনিক	সেনা + ইক	তদ্ধিত
মানব	মনু + অ (ষঃ)	তদ্ধিত
লাজুক	লাজ্ + উক্	তদ্ধিত
জেলে	জাল+ইয়া>এ	তদ্ধিত
সাঁতারু	সাঁতার্+ আরু	তদ্ধিত
ভক্ত	✓ভজ্ + ত (ক্ত)	কৃৎ
সম্রাট	সম্ + ✓রাজ্ +ক্ৰিপ(০)	কৃৎ

রাজশাহী বোর্ড ২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নেতা	✓নী + তা (তৃ,তৃচ্)	কৃৎ
দোলনা	✓দুল্ + না (অনা)	কৃৎ
লালিমা	লাল্ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
উক্তি	✓বচ্ + তি(ক্তি)	কৃৎ
জয়	✓জি + অ	কৃৎ
মেটে	মাটি+ইয়া>এ	তদ্ধিত
টেকো	টাক+উয়া>ও	তদ্ধিত
লজ্জিত	লজ্জা + ইত	তদ্ধিত
গন্তব্য	✓গম্ + তব্য	কৃৎ
দিশারী	✓দিশ্ + আরী	কৃৎ

যশোর বোর্ড ২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম

বরণীয়	✓বৃ + অনীয়	কৃৎ
মিঠাই	মিঠা + আই	তদ্ধিত
দোলনা	✓দুল্ + না (অনা)	কৃৎ
বেলে	বালি + ইয়া > এ	তদ্ধিত
চেনা	✓চিন্ + আ	কৃৎ
মিথ্যুক	মিথ্যা + উক	তদ্ধিত
মিশুক	✓মিশ্ + উক	কৃৎ
ইতরামি	ইতর্+ আমি	তদ্ধিত
দৈনিক	দিন্ + ইক	তদ্ধিত

সিলেট বোর্ড ২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বহতা	বহ্ + তা	কৃৎ
মেধাবী	মেধা + বিন্	তদ্ধিত
রাঁধুনি	✓রাঁধ্ + উনি	কৃৎ
মহিমা	মহৎ + ইমন্ (ইমা)	তদ্ধিত
মন্ত্রী	মন্ত্র + ইন্	তদ্ধিত
বক্তব্য	✓বচ্ + তব্য	কৃৎ
শ্রবণ	✓শ্র্ + অন	কৃৎ
মানব	মনু + অ (মণ)	তদ্ধিত
বৈঠক	✓বৈঠ্ + অক	কৃৎ

বরিশাল বোর্ড ২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম

মিঠাই	মিঠা + আই	তদ্ধিত
ফেরত	✓ফির্+ অত	কৃৎ
নাটুকে	নাটক্ +ইয়া> এ	তদ্ধিত
নেতা	✓নী + তা (তৃ,তৃচ্)	কৃৎ
মানব	মনু + অ (মঃ)	তদ্ধিত
মেধাবী	মেধা + বিন্	তদ্ধিত
পার্থিব	পৃথিবী + অ	তদ্ধিত
মুক্তি	✓মুচ্ + তি(ক্তি)	কৃৎ
ফুলেল	ফুল্ + এল	তদ্ধিত

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দাতা	✓দা + তৃচ্	কৃৎ
লালচে	লাল্ + চে	তদ্ধিত
সাংবাদিক	সংবাদ্ + ইক	তদ্ধিত
ধনবান	ধন্ + বতুপ্	তদ্ধিত
জ্যাস্ত	✓জী+অস্ত	কৃৎ
ডাকাত	✓ডাক্ + আইত	কৃৎ
অনুরাগী	অনুরাগ্+ঈ	তদ্ধিত
সোনালি	সোনা+আলি	তদ্ধিত
শিক্ষানবিস	শিক্ষা+নবিস	তদ্ধিত

-0-

বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রিন্ট কপি



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর
বাংলা দ্বিতীয় পত্রের

পূর্ণাঙ্গ সাজেশন ও সমাধানের

প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রাপ্তিস্থান : টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৪১০৬

সাহিত্য ভাণ্ডার, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৩০-৯০৫৯৩৫

মনি লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৪১-৭০০০১৩

রফিক লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৮০-৭০৬০৯০

মিন্টু লাইব্রেরি, লালবাগ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৮১৬৯৯৯৬

তুর্ক লাইব্রেরি, দিনাজপুর। হাসান লাইব্রেরি : সৈয়দপুর।

আধুনিক লাইব্রেরি, গাইবান্ধা। জ্ঞানাকুর ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, নীলফামারী।

এবং জেলা শহরের প্রধান প্রধান লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

অথবা

অনলাইনে সংগ্রহ করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।

www.boipottro.com

অথবা

কল করুন (হোয়াটস এপ) : ০১৮১৯১২৭৯৯৮



অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স- নিয়ে এলো
মুসা স্যারের অনলাইন- eBook সিরিজ



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

বাংলা দ্বিতীয় পত্র
সাজেশন ও সমাধান

বিষয়: সমাস । নম্বর: ০৫

(শব্দের শ্রেণিবিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা
সমাস অথবা প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করতে হবে)



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

বাংলা শব্দগঠন (উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস)
(শব্দের শ্রেণিবিভাগ/উপসর্গ থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে
অথবা
সমাস অথবা প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করতে হবে ।

২০২৬ সালের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাস

দ্বিগু সমাস

দ্বিগু সমাস চেনার উপায়:

- ক। এর শুরুতে একটি সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে
খ। পরপদ প্রধান সমাস।
গ। পরপদটি বিশেষ্য পদ হয়।
ঘ। প্রকাভেদে নেই।

ব্যাসবাক্য করার উপায়: পরপদের সাথে 'র' বা 'এর' যোগ করে শেষে সমাহার শব্দ প্রযুক্ত করতে হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
চতুষ্পদী	চতুঃ (চার) পদের সমাহার	দ্বিগু
চৌমাথা	চৌ (চার) মাথার সমাহার	দ্বিগু
চৌমুহনী	চৌ (চার) মোহনার সমাহার	দ্বিগু
চৌরাস্তা	চৌ রাস্তার সমাহার	দ্বিগু
তেতলা	তে (তিন) তালার সমাহার	দ্বিগু
তেপান্তর	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু
তেমোহনা	তিন মোহনার সমাহার	দ্বিগু
তেরোনদী	তেরো নদীর সমাহার	দ্বিগু
ত্রিপদী	ত্রি পদের সমাহার	দ্বিগু

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ত্রিফলা	ত্রি (তিন) ফলের সমাহার	দ্বিগু
ত্রিভুবন	ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার	দ্বিগু
ত্রিলোক	তিন লোকের সমাহার	দ্বিগু
দশআনি	দশ আনার সমাহার	দ্বিগু
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু
পঞ্চনদ	পঞ্চ নদের সমাহার	দ্বিগু
পঞ্চপ্রদীপ	পঞ্চ প্রদীপের সমাহার	দ্বিগু
পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার	দ্বিগু
পঞ্চরাত্র	পঞ্চ রাত্রির সমাহার	দ্বিগু
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার	দ্বিগু
শতবর্ষ	শত বর্ষের সমাহার	দ্বিগু
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
ষড়ঋতু	ষড় (ছয়) ঋতুর সমাহার	দ্বিগু
সপ্তডিঙা	সপ্ত ডিঙার সমাহার	দ্বিগু
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু
সহস্রাব্দ	সহস্র অব্দের সমাহার	দ্বিগু

অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয়ীভাব সমাস চেনার উপায়:

- ক। অব্যয়ীভাব সমাসের শুরুতে অব্যয় পদ (যোজক-যথা) বা উপসর্গ (আ, অনু, উৎ, উপ, প্রতি, বি, দূর,) থাকে ।
- খ। পূর্বপদ তথা অব্যয় পদের বা উপসর্গের (আ, অনু, উৎ, উপ, প্রতি, বি, দূর,) অর্থ প্রাধান্য পায় ।

গ। এর কোনো প্রকারভেদ নেই।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে	অব্যয়ীভাব
অনুগমন	গমনের পশ্চাৎ/পশ্চাৎ গমন	অব্যয়ীভাব
অনুরণন	পশ্চাৎ রণন	অব্যয়ীভাব
অনুরূপ	রূপের সাদৃশ্য	অব্যয়ীভাব
অপরান্ন	অহ্নের অপর ভাগ	অব্যয়ীভাব
আকর্ষণ	কর্ষণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আকর্ষণ	কর্ণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আদিগন্ত	দিগন্ত পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমূল	মূল পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আরক্তিম	ঈষৎ রক্তিম	অব্যয়ীভাব
আলুনি	লবণের অভাব	অব্যয়ীভাব
উচ্ছৃঙ্খল	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উচ্ছ্বাস	উৎ যে শ্বাস	অব্যয়ীভাব
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উপকর্ষণ	কর্ণের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপজেলা	জেলার ক্ষুদ্র	অব্যয়ীভাব
উপনদী	নদীর সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপবন	বনের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
গরমিল	মিলের অভাব	অব্যয়ীভাব
ঘোলাটে	ঈষৎ ঘোলা	অব্যয়ীভাব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব
প্রত্যক্ষ	চক্ষুর সম্মুখে	অব্যয়ীভাব
ফিকালাল	ঈষৎ লাল	অব্যয়ীভাব
বিশ্রী	শ্রীর অভাব	অব্যয়ীভাব
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যথেষ্ট	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
লালচে	ঈষৎ লাল	অব্যয়ীভাব
হরতাল	তালের অভাব	অব্যয়ীভাব
হাভাত	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব

প্রাদি সমাস

প্রাদি সমাস চেনার উপায় :

প্রাদি (প্র+আদি) সমাসের আদিতে ‘প্র’ ‘অতি’

ইত্যাদি থাকে। এখানে পর পদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অতিমাত্রা	অতি (অতিক্রান্ত) মাত্রা	প্রাদি
অভিমুখ	অভি গত মুখ	প্রাদি
প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি	প্রাদি
প্রতিহিংসা	প্রতি যে হিংসা	প্রাদি
প্রত্যেহ	প্রতি অহ	প্রাদি
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি

প্রবাদ	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বাদ	প্রাদি
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাত	প্রাদি
প্রভাব	প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাব	প্রাদি
প্রভাষক	প্র(প্রকৃষ্ট) যে ভাষক	প্রাদি
প্রশান্তি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে শান্তি	প্রাদি
প্রহার	প্র (প্রকৃষ্ট) যে হার	প্রাদি

নিত্য সমাস

নিত্য সমাস চেনার উপায়:

শক্তির নিত্যতা সূত্রের মতো এই সমাসের ব্যাসবাক্য ও সমাসে কোনো পরিবর্তন হয় না, ব্যাসবাক্যই সমাস, সমাসই ব্যাসবাক্য।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কালান্তর	অন্যকাল	নিত্য
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য
জনৈক	এক জন	নিত্য
জন্মান্তর	অন্য জন্ম	নিত্য
তন্মাত্র	কেবল তাহা	নিত্য
দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন	নিত্য
দিনভর	সরা দিন	নিত্য
দীপান্তর	অন্য দীপ	নিত্য
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য
বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	নিত্য
ভাষান্তর	অন্য ভাষা	নিত্য
মতান্তর	অন্য মত	নিত্য

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মাথাপিছু	প্রতিমাথা	নিত্য
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য
রূপান্তর	অন্য রূপ	নিত্য
লোকটি	একটি লোক	নিত্য
লোকান্তর	অন্য লোক	নিত্য

দ্বন্দ্ব:

দ্বন্দ্ব সমাস চেনার উপায়:

- ক। ২টি পদের (পূর্বপদ-পরপদ) সমান প্রাধান্য থাকে (আজকাল);
- খ। ২টি পদ পরস্পর পৃথক থাকে (মা-বাবা, ঘর-বাড়ি);
- গ। ২টি পদ পৃথক পৃথক অর্থ প্রকাশ করে (শান্তশিষ্ট);
- ঘ। ২টি পদ একই পদশ্রেণির হয় (বিশেষ্য হলে বিশেষ্য, বিশেষণ হলে বিশেষণ, সর্বনাম হলে সর্বনাম)

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অহিনকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব
অহোরাত্র	অহ ও রাত্রি	দ্বন্দ্ব
আঁট-সাঁট	আঁট ও সাঁট	দ্বন্দ্ব
আজকাল	আজ ও কাল	দ্বন্দ্ব
আত্মীয়স্বজন	আত্মীয় ও স্বজন	দ্বন্দ্ব
আদ্যোপান্ত	আদি ও উপান্ত	দ্বন্দ্ব
আমরা	সে, তুমি ও আমি	দ্বন্দ্ব
আয়ব্যয়	আয় ও ব্যয়	দ্বন্দ্ব
উত্তরোত্তর	উত্তর ও উত্তর	দ্বন্দ্ব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ওষ্ঠাধর	ওষ্ঠ ও অধর	দ্বন্দ্ব
কাগজ-কলম	কাগজ ও কলম	দ্বন্দ্ব
কীটপতঙ্গ	কীট ও পতঙ্গ	দ্বন্দ্ব
কুশীলব	কুশ ও লব	দ্বন্দ্ব
ক্রীড়াকৌতুক	ক্রীড়া ও কৌতুক	দ্বন্দ্ব
ক্ষুৎপিপাসা	ক্ষুধা ও পিপাসা	দ্বন্দ্ব
খোরপোশ	খোরাক ও পোশাক	দ্বন্দ্ব
গঙ্গ-যমুনা-মেঘনা	গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা	দ্বন্দ্ব
গণ্যমান্য	গণ্য ও মান্য	দ্বন্দ্ব
গ্রাসাচ্ছাদন	গ্রাস ও আচ্ছাদন	দ্বন্দ্ব
ছেলেমেয়ে	ছেলে ও মেয়ে	দ্বন্দ্ব
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
জলেস্থলে	জলে ও স্থলে	দ্বন্দ্ব
টীকাভাষ্য	টীকা ও ভাষ্য	দ্বন্দ্ব
তোমরা	সে ও তুমি	দ্বন্দ্ব
তোরা	তুই ও সে	দ্বন্দ্ব
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
দা-কুমড়া	দা ও কুমড়া	দ্বন্দ্ব
দিগ্বিদিক	দিক ও বিদিক	দ্বন্দ্ব
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	দ্বন্দ্ব
দোয়াত-কলম	দোয়াত ও কলম	দ্বন্দ্ব
ধনদৌলত	ধন ও দৌলত	দ্বন্দ্ব
নথিপত্র	নথি ও পত্র	দ্বন্দ্ব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পথেঘাটে	পথে ও ঘাটে	দ্বন্দ্ব
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা	পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা	দ্বন্দ্ব
বইপুস্তক	বই ও পুস্তক	দ্বন্দ্ব
বনেবাদড়ে	বনে ও বাদড়ে	দ্বন্দ্ব
ভরণপোষণ	ভরণ ও পোষণ	দ্বন্দ্ব
মরাবাঁচা	মরা ও বাঁচা	দ্বন্দ্ব
মায়েঝিয়ে	মায়ে ও ঝিয়ে	দ্বন্দ্ব
রক্তমাংস	রক্ত ও মাংস	দ্বন্দ্ব
রাজাউজির	রাজা ও উজির	দ্বন্দ্ব
লেনদেন	লেন ও দেন	দ্বন্দ্ব
শান্তশিষ্ট	শান্ত ও শিষ্ট	দ্বন্দ্ব
শীতাতপ	শীত ও তাপ	দ্বন্দ্ব
সত্যাসত্য	সত্য ও অসত্য	দ্বন্দ্ব
সাত-সতের	সাত ও সতের	দ্বন্দ্ব
সাপে-নেউলে	সাপে ও নেউলে	দ্বন্দ্ব
সৈন্য-সামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব
হতাহত	হত ও আহত	দ্বন্দ্ব
হাতে-পায়ে	হাতে ও পায়ে	দ্বন্দ্ব
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব
হ্রাসবৃদ্ধি	হ্রাস ও বৃদ্ধি	দ্বন্দ্ব

বহুব্রীহি সমাস

বহুব্রীহি সমাস চেনার উপায়:

পূর্বপদ, পরপদ কিংবা সমস্যমান পদের কোনোটিকে না বুঝিয়ে ভিন্ন কোনো ব্যক্তি (নীলকণ্ঠ), প্রাণী (আশীবিষ), বস্তু (বেতার), অনুষ্ঠান (গায়েহলুদ), প্রথা (হাতেখড়ি), ক্রিয়া (গলাগলি) ইত্যাদিকে বোঝায়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অনাশ্রিত	নেই আশ্রয় যার	বহুব্রীহি
অপয়া	পয় নেই যার	বহুব্রীহি
অবিশ্বাস্য	নয় বিশ্বাস্য যা	বহুব্রীহি
অল্পপ্রাণ	অল্প প্রাণ যার	বহুব্রীহি
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি
আয়তলোচন	আয়ত লোচন যার	বহুব্রীহি
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি
উনপাঁজুরে	উন পাঁজর যার	বহুব্রীহি
উর্ণাভ	উর্ণা নাভিতে যার	বহুব্রীহি
একচোখা	একদিকে চোখ যার	বহুব্রীহি
একরোখা	এক দিকে রোখ যার	বহুব্রীহি
কমবখত	কম বখত (ভাগ্য) যার	বহুব্রীহি
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	বহুব্রীহি
কৃতবিদ্যা	কৃত বিদ্যা যার	বহুব্রীহি
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	বহুব্রীহি
ক্ষুরধারা	ক্ষুরের ন্যায় ধার যার	বহুব্রীহি
খড়মপা	খড়মের মতো পা যার	বহুব্রীহি
গজানন	গজের আননের ন্যায় আনন যার	বহুব্রীহি

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
গভীরচিত্ত	চিত্তে গভীরতা আছে যার	বহুব্রীহি
গলাগলি	গলায় গলায় যে মিলন	বহুব্রীহি
গায়ে-হলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
গৃহস্থ	গৃহে অবস্থান যার	বহুব্রীহি
চতুর্দশপদী	চতুর্দশ পদ আছে যার	বহুব্রীহি
চতুষ্পদ	চার পদ বিশিষ্ট যা	বহুব্রীহি
চন্দ্রচূড়	চন্দ্র চূড়ায় যার	বহুব্রীহি
চোখাচোখি	চোখে চোখে যে ক্রিয়া	বহুব্রীহি
চৌচালা	চৌ (চার) চাল আছে যার	বহুব্রীহি
টানাটানি	টানতে টানতে যে লড়াই	বহুব্রীহি
তর্কাতর্কি	তর্কে তর্কে যে লড়াই	বহুব্রীহি
তিমিরকুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার	বহুব্রীহি
তেপায়া	তে (তিন) পায়া আছে যার	বহুব্রীহি
তেভাগা	তিন ভাগ যার	বহুব্রীহি
ত্রিভুজ	ত্রি ভুজ আছে যার	বহুব্রীহি
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি
দোটানা	দো (দুই) দিকে টান যার	বহুব্রীহি
দোমন	দু(দুই) দিকে মন যার	বহুব্রীহি
দ্বীপ	দুই দিকে অপ যার	বহুব্রীহি
নদীমাতৃক	নদী মাত্য যার	বহুব্রীহি
নিরর্থক	নেই অর্থ যার	বহুব্রীহি
নিরুদ্বেগ	নেই উদ্বেগ যার	বহুব্রীহি
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নীলাম্বর	নীল অম্বর যার	বহুব্রীহি
পাঁচগজি	পাঁচ গজ পরিমাণ যার	বহুব্রীহি
পাপমতি	পাপে মতি যার	বহুব্রীহি
বিপল্লীক	বি (গত) পল্লী যার	বহুব্রীহি
বিমনা	বি (অন্যদিকে) মন যার	বহুব্রীহি
বিশালাক্ষী	বিশাল অক্ষি যার	বহুব্রীহি
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	বহুব্রীহি
বেওয়ারিশ	বে (নেই) ওয়ারিশ যার	বহুব্রীহি
বেহায়া	হায়া নেই যার	বহুব্রীহি
মকরমুখো	মকরের মুখের ন্যায় মুখ যার	বহুব্রীহি
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি
মহাত্মা	মহৎ আত্মা যার	বহুব্রীহি
মৃগনয়না	মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যার	বহুব্রীহি
যুবজানি	যুবতী জায়া যার	বহুব্রীহি
রক্তারক্তি	রক্তপাত করে যে যুদ্ধ	বহুব্রীহি
রত্নগর্ভা	রত্ন গর্ভ যার	বহুব্রীহি
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	বহুব্রীহি
শতবার্ষিকী	শত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান	বহুব্রীহি
শিক্ষক	শিক্ষা দেন যিনি	বহুব্রীহি
শ্বাপদ	শ্বা (কুকুর)-এর মতো পদ আছে যার	বহুব্রীহি
সজল	জলের সঙ্গে বর্তমান	বহুব্রীহি
সতীর্থ	সমান তীর্থ যাদের	বহুব্রীহি
সদর্প	দর্পের সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সপরিবার	পরিবারের সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
সবান্ধব	বন্ধুর সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
সবিনয়	বিনয়ের সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
সলজ্জ	লজ্জার সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
সশস্ত্র	অস্ত্রের সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
সহৃদয়	সমান হৃদয় যার	বহুব্রীহি
সহোদর	একই উদরে জন্ম যাদের	বহুব্রীহি
সাক্ষর	অক্ষর জ্ঞান আছে যার	বহুব্রীহি
সুশীল	সু (সুন্দর) শীল যার	বহুব্রীহি
সেতার	সে (তিন) তার আছে যার	বহুব্রীহি
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	বহুব্রীহি
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
হাভাতে	ভাতের অভাব আছে যার	বহুব্রীহি
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া	বহুব্রীহি

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়:

পরপদে অতীত, আপন্ন, প্রাপ্ত, গত, আশ্রিত শব্দ যুক্ত থাকলে কিংবা পরপদ দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝালে কিংবা সময়ের ব্যাপ্তি বোঝালে দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সংখ্যাঅতীত	সংখ্যাকে অতীত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বিপদাপন্ন	বিপদকে আপন্ন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
দুঃখপ্রাপ্ত	দুঃখকে প্রাপ্ত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
জাতিগত	জাতিকে গত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চরণাশ্রিত	চরণকে আশ্রিত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
বইপড়া	বইকে পড়া	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
নদীশাসন	নদীকে শাসন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ভাতরাঁধা	ভাতকে রাঁধা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
মাছধরা	মাছকে ধরা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
প্রাণবধ	প্রাণকে বধ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
মাহারা	মাকে হারা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
দেশত্যাগ	দেশকে ত্যাগ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চিরস্থায়ী	চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চিরকুমার	চিরকাল ব্যাপিয়া কুমার	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

তৃতীয়া তৎপুরুষ:

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়:

কাজের উপায় বা সহায় বুঝালে কিংবা পরপদে হীন, উন, শূন্য, পূর্ণ, রোহিত,

অস্থিত, যুক্ত, বিশিষ্ট, শব্দ থাকলে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বিদ্যাহীন	বিদ্যা দ্বারা হীন	তৃতীয়া তৎপুরুষ
পাঁচকম	পাঁচ দ্বারা কম	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জ্ঞানশূন্য	জ্ঞান দ্বারা শূন্য	তৃতীয়া তৎপুরুষ
আগাছাপূর্ণ	আগাছা দ্বারা পূর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
পদদলিত	পদ দ্বারা দলিত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
প্রথাবদ্ধ	প্রথা দ্বারা আবদ্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বাকবিতণ্ডা	বাক দ্বারা বিতণ্ডা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বাগদত্তা	বাক দ্বারা দত্তা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
রক্তাক্ত	রক্ত দ্বারা অক্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
শোকাকুল	শোক দ্বারা আকুল	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ভিক্ষালব্ধ	ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ক্ষুধার্ত	ক্ষুধা দ্বারা আর্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
যুক্তিসঙ্গত	যুক্তি দ্বারা সঙ্গত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ঢেকিছাঁটা	ঢেকি দ্বারা ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
কণ্টকাকীর্ণ	কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মধুমাখা	মধু দ্বারা মাখা	তৃতীয়া তৎপুরুষ

শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
গুণমুগ্ধ	গুণ দ্বারা মুগ্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
চেষ্টালব্ধ	চেষ্টা দ্বারা লব্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
আইনসঙ্গত	আইন দ্বারা সঙ্গত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ

চতুর্থী তৎপুরুষ

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়:

জন্য, তরে, নিমিত্তে, ত্যাগ, মহৎ উদ্দেশ্য বোঝালে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অন্নচিন্তা	অন্নের জন্য চিন্তা	চতুর্থী তৎপুরুষ
চিড়িয়াখানা	চিড়িয়াদের জন্য খানা	চতুর্থী তৎপুরুষ
জয়ন্তী	জন্মের জন্য উৎসব	চতুর্থী তৎপুরুষ
ডাকমাণ্ডল	ডাকের জন্য মাণ্ডল	চতুর্থী তৎপুরুষ
দেশপ্রেম	দেশের জন্য প্রেম	চতুর্থী তৎপুরুষ
বিয়েপাগল	বিয়ের জন্য পাগল	চতুর্থী তৎপুরুষ
মুক্তিযুদ্ধ	মুক্তির জন্য যুদ্ধ	চতুর্থী তৎপুরুষ
রান্নাঘর	রান্নার জন্য ঘর	চতুর্থী তৎপুরুষ
গণশিক্ষা	গণের নিমিত্তে শিক্ষা	চতুর্থী তৎপুরুষ
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	চতুর্থী তৎপুরুষ
ছাত্রাবাস	ছাত্রদের নিমিত্তে আবাস	চতুর্থী তৎপুরুষ
তপোবন	তপের নিমিত্তে বন	চতুর্থী তৎপুরুষ
দেবদত্ত	দেব কে দত্ত	চতুর্থী তৎপুরুষ
ফাঁসিকাঠ	ফাঁসির নিমিত্তে কাঠ	চতুর্থী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বসতবাড়ি	বসতের নিমিত্তে বাড়ি	চতুর্থী তৎপুরুষ
বিদ্যালয়	বিদ্যার নিমিত্তে আলয়	চতুর্থী তৎপুরুষ
মড়াকান্না	মড়ার নিমিত্তে কান্না	চতুর্থী তৎপুরুষ
হজযাত্রা	হজের জন্য যাত্রা	চতুর্থী তৎপুরুষ

পঞ্চমী তৎপুরুষ

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়:

কোনো স্থান, বস্তু, বিষয় থেকে চ্যুত, বিচ্যুত, উৎপাদিত, সৃষ্টি, মুক্ত ইত্যাদি বোঝালে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আদ্যান্ত	আদি থেকে অন্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
ঋণমুক্ত	ঋণ থেকে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জন্মান্ত	জন্ম থেকে অন্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
দুঃখজাত	দুঃখ হতে জাত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
দেশপলাতক	দেশ থেকে পলাতক	পঞ্চমী তৎপুরুষ
নীতিভ্রষ্ট	নীতি থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
পদচ্যুতি	পদ হতে চ্যুতি	পঞ্চমী তৎপুরুষ
প্রাণপ্রিয়	প্রাণ হতে প্রিয়	পঞ্চমী তৎপুরুষ
বিলাতফেরত	বিলাত থেকে ফেরত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
মুখভ্রষ্ট	মুখ থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
মেঘমুক্ত	মেঘ হতে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
যুদ্ধবিরতি	যুদ্ধ থেকে বিরতি	পঞ্চমী তৎপুরুষ
রোগমুক্ত	রোগ হতে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
লক্ষ্যভ্রষ্ট	লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
লোকভয়	লোক থেকে ভয়	পঞ্চমী তৎপুরুষ
সত্যভ্রষ্ট	সত্য থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
স্বর্গচ্যুত	স্বর্গ হতে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ

ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়:

দুটি বিষয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বোঝালে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অপরান্ন	অহ্নের শেষভাগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অশ্বডিম্ব	অশ্বের ডিম্ব	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অশ্বপদ	অশ্বের পদ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
উপলখণ্ড	উপলের খণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কবিগুরু	কবিদের গুরু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কর্মকর্তা	কর্মের কর্তা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কলঙ্করেখা	কলঙ্কের রেখা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
খেয়াঘাট	খেলার ঘাট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
খ্রিষ্টধর্ম	খ্রিষ্টের ধর্ম	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গণতন্ত্র	গণের তন্ত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গল্পপ্রেমিক	গল্পের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
চা-বাগান	চায়ের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঝর্ণাধারা	ঝর্ণার ধারা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ধর্মসংস্কার	ধর্মের সংস্কার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নদীতীর	নদীর তীর	যষ্ঠী তৎপুরুষ
নবীনবরণ	নবীনদের বরণ	যষ্ঠী তৎপুরুষ
নীপবৃক্ষ	নীপের বৃক্ষ	যষ্ঠী তৎপুরুষ
পল্লিকবি	পল্লির কবি	যষ্ঠী তৎপুরুষ
পাতাবাহার	পাতার বাহার	যষ্ঠী তৎপুরুষ
পাষণস্তূপ	পাষণের স্তূপ	যষ্ঠী তৎপুরুষ
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	যষ্ঠী তৎপুরুষ
পুষ্পাঞ্জলি	পুষ্পের অঞ্জলি	যষ্ঠী তৎপুরুষ
বনস্পতি	বনের পতি	যষ্ঠী তৎপুরুষ
বিদ্যাসাগর	বিদ্যার সাগর	যষ্ঠী তৎপুরুষ
বিধিলিপি	বিধির লিপি	যষ্ঠী তৎপুরুষ
রণ-তূর্য	রণের তূর্য	যষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজদণ্ড	রাজার দণ্ড	যষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজধানী	রাজার ধানী	যষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজনীতি	রাজার নীতি	যষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজপথ	পথের রাজা	যষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজপুত্র	রাজার পুত্র	যষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজভয়	রাজার ভয়	যষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজহংস	হংসের রাজা	যষ্ঠী তৎপুরুষ
রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রের পতি	যষ্ঠী তৎপুরুষ
সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যার প্রদীপ	যষ্ঠী তৎপুরুষ
সূর্যালোক	সূর্যের আলোক	যষ্ঠী তৎপুরুষ

সপ্তমী তৎপুরুষ

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়:

কোনো স্থানে, বিষয়ে ও সময়ে স্থিত বা রক্ষিত বোঝালে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অকালবার্ধক্য	অকালে বার্ধক্য	সপ্তমী তৎপুরুষ
অকালমৃত্যু	অকালে মৃত্যু	সপ্তমী তৎপুরুষ
অভূতপূর্ব	পূর্বে ভূত নয় যা	নঞ তৎপুরুষ
কার্যক্রম	কার্যে ক্রম	সপ্তমী তৎপুরুষ
গাছপাকা	গাছে পাকা	সপ্তমী তৎপুরুষ
গৃহপ্রবেশ	গৃহে প্রবেশ	সপ্তমী তৎপুরুষ
চিন্তামগ্ন	চিন্তায় মগ্ন	সপ্তমী তৎপুরুষ
বনবাস	বনে বাস	সপ্তমী তৎপুরুষ
বনভোজন	বনে ভোজন	সপ্তমী তৎপুরুষ
বাক্সবন্দী	বাক্সে বন্দী	সপ্তমী তৎপুরুষ
বিপদসঙ্কুল	বিপদে সঙ্কুল	সপ্তমী তৎপুরুষ
ভূতপূর্ব	পূর্বে ভূত	সপ্তমী তৎপুরুষ
রণদক্ষ	রণে দক্ষ	সপ্তমী তৎপুরুষ
রথারোহণ	রথে আরোহণ	সপ্তমী তৎপুরুষ
রাতকানা	রাতে কানা	সপ্তমী তৎপুরুষ
রাতজাগা	রাতে জাগা	সপ্তমী তৎপুরুষ
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	সপ্তমী তৎপুরুষ

নঞ তৎপুরুষ

নঞ তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়:

পূর্ব পদে অ, অনা, না, নি বে, বি থাকলে এবং সমস্ত পদটি দ্বারা ভিন্ন কোনো

ব্যক্তি, বস্তু ও অবস্থা না বোঝালে নঞ তৎপুরুষ সমাস হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অকাতর	ন কাতর	নঞ তৎপুরুষ
অক্ষত	ন ক্ষত	নঞ তৎপুরুষ
অখ্যাত	ন খ্যাত	নঞ তৎপুরুষ
অনাচার	ন আচার	নঞ তৎপুরুষ
অনাশ্রিত	ন আশ্রিত	নঞ তৎপুরুষ
অনাসক্ত	ন আসক্ত	নঞ তৎপুরুষ
অনাহার	ন আহার	নঞ তৎপুরুষ
অনাহূত	ন আহূত	নঞ তৎপুরুষ
অনিবার্য	ন নিবার্য	নঞ তৎপুরুষ
অনিবর্তনীয়	ন বর্তনীয়	নঞ তৎপুরুষ
অনিষ্ট	ন ইষ্ট	নঞ তৎপুরুষ
অনুচিত	ন উচিত	নঞ তৎপুরুষ
অনেক	ন এক	নঞ তৎপুরুষ
অপর্যাপ্ত	ন পর্যাপ্ত	নঞ তৎপুরুষ
অফুরন্ত	ন ফুরন্ত	নঞ তৎপুরুষ
অবিশ্বাস্য	ন বিশ্বাস্য	নঞ তৎপুরুষ
অমানুষ	ন মানুষ	নঞ তৎপুরুষ
অসঙ্গত	ন সঙ্গত	নঞ তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অসত্য	ন সত্য	নঞ তৎপুরুষ
অনৈক্য	ন ঐক্য	নঞ তৎপুরুষ

উপপদ তৎপুরুষ

উপপদ তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়:

উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের বা ক্রিয়া পদের যে সমাস হয় তাই উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

উপপদ তৎপুরুষ সমাসের সাথে বহুব্রীহি সমাসের সামঞ্জস্য আছে। উভয়ই অন্য পদকে প্রাধান্য দেয়। তবে পার্থক্য হলো উপপদ তৎপুরুষ সমাসের পরপদে একটি ক্রিয়া থাকে। এবং পরের পদটি বিশেষ্য পদ হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অরিন্দম	অরিকে দমন করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
কুম্ভকার	কুম্ভ আকার দেয় যে	উপপদ তৎপুরুষ
খেচর	আকাশে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
গায়েপড়া	গায়ে পড়ে যে	উপপদ তৎপুরুষ
গৃহস্থ	গৃহে থাকে যে	উপপদ তৎপুরুষ
গ্রন্থকার	গ্রন্থ (রচনা) করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ঘরছাড়া	ঘর ছেড়েছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জলচর	জলে চরে যা	উপপদ তৎপুরুষ
জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
তিমিরবিদারী	তিমির বিদীর্ণ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
দ্রুতগামী	দ্রুত গমন করে যে	উপপদ তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ধামাধরা	ধামা ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
নিশাচর	নিশীথে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ
প্রভাকর	প্রভা করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রশ্নকর্তা	প্রশ্ন করেন যিনি	উপপদ তৎপুরুষ
প্রিয়বদা	প্রিয়ম(প্রিয় বাক্য) বলে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বাজিকর	বাজি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বাস্তহারী	বাস্ত হারিয়েছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বিস্ময়কর	বিস্মিত করে যা	উপপদ তৎপুরুষ
বেতনভোগী	বেতন ভোগ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
মধুকর	মধু সংগ্রহ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
যাদুকর	যাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ

অনুক তৎপুরুষ

অনুক তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়:

‘অনুক’ শব্দের অর্থ হলো লোপ না পাওয়া। অর্থাৎ পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে যে সমাস হয় তাই অনুক তৎপুরুষ সমাস। এই সমাসে পর পদের অর্থ প্রাধান্য পায়। অনুক দ্বন্দ্ব ও অনুক বহুব্রীহি নামে আরও দুই প্রকার অনুক সমাস রয়েছে। এই দুই প্রকার সমাসের সাথে অনুক তৎপুরুষ সমাসের পার্থক্য হলো: অনুক দ্বন্দ্বে উভয় পদে বিভক্তি যুক্ত থাকে এবং উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য পায়। অন্য দিকে অনুক বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনোটির অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে ভিন্ন কোনো অর্থ প্রাধান্য পায়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কলুরবলদ	কলুর বলদ	অনুক তৎপুরুষ
কলেরগান	কলের গান	অনুক তৎপুরুষ
খেলারমাঠ	খেলার মাঠ	অনুক তৎপুরুষ
গানেরআসর	গানের আসর	অনুক তৎপুরুষ
ঘোড়ারডিম	ঘোড়ার ডিম	অনুক তৎপুরুষ
চোখেরবালি	চোখের বালি	অনুক তৎপুরুষ
টাকারকুমির	টাকার কুমির	অনুক তৎপুরুষ
ঢাকেরবাঁয়া	ঢাকের বাঁয়া	অনুক তৎপুরুষ
বালিরবাঁধ	বালির বাঁধ	অনুক তৎপুরুষ
বুদ্ধিরটেকি	বুদ্ধির টেকি	অনুক তৎপুরুষ
সোনারতরী	সোনার তরী	অনুক তৎপুরুষ
সোনারপ্রতিমা	সোনার প্রতিমা	অনুক তৎপুরুষ
সোনারবাংলা	সোনার বাংলা	অনুক তৎপুরুষ
হাতেছড়ি	হাতে ছড়ি	অনুক তৎপুরুষ

কর্মধারয়

সাধারণ কর্মধারয় সমাস চেনার উপায়:

বিশেষ্য পদের সাথে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের যে সমাস হয় তাই

সাধারণ কর্মধারয় সমাস। এখানে কোনো তুলনা থাকে না। সাধারণ

কর্মধারয় সামসে পর পদের অর্থই প্রাধান্য পায়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অলসতন্দ্রা	অলস যে তন্দ্রা	কর্মধারয়
কদাচার	কু যে আচার	কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কুকর্ম	কু যে কর্ম	কর্মধারয়
ক্রীতদাস	ক্রীত যে দাস	কর্মধারয়
গিন্নিমা	যিনি গিন্নি তিনি মা	কর্মধারয়
গোলাপফুল	যা গোলাপ তাই ফুল	কর্মধারয়
ছিন্নবস্ত্র	ছিন্ন যে বস্ত্র	কর্মধারয়
নবপৃথিবী	নব (নতুন) যে পৃথিবী	কর্মধারয়
নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয়
নবান্ন	নব যে অন্ন	কর্মধারয়
নরাধম	অধম যে নর	কর্মধারয়
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয়
প্রাণচঞ্চল	চঞ্চল যে প্রাণ	কর্মধারয়
বেগুনভাজা	ভাজা যে বেগুন	কর্মধারয়
মরানদী	মরা যে নদী	কর্মধারয়
মহাকবি	মহান যে কবি	কর্মধারয়
মহাজন	মহান যে জন	কর্মধারয়
মহানবি	মহান যে নবি	কর্মধারয়
মহাপৃথিবী	মহা যে পৃথিবী	কর্মধারয়
মিঠেকড়া	যা মিঠে তাই কড়া	কর্মধারয়
মৃদুমন্দ	যা মৃদু তাই মন্দ	কর্মধারয়
রাঙামাটি	রাঙা যে মাটি	কর্মধারয়
লালগোলাপ	লাল যে গোলাপ	কর্মধারয়
শ্বেতপত্র	শ্বেত যে পত্র	কর্মধারয়
ষড়যন্ত্র	ষট্ যে যন্ত্র	কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সজ্জন	সৎ যে জন	কর্মধারয়
সৎলোক	সৎ যে লোক	কর্মধারয়
মৃদুমন্দ	যা মুদু তাই মন্দ	কর্মধারয়

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস চেনার উপায়:

পূর্বপদ ও পরপদের মাঝখানে ব্যাখ্যা বা বৈশিষ্ট্যসূচক শব্দ যুক্ত করে এই সমাস নির্ণয় করতে হয়।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
একাদশ	এক অধিক দশ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আয়কর	আয়ের উপর অর্পিত কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঈগলপাখি	ঈগল নামক পাখি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
উর্গাজাল	উর্গা নির্মিত জাল	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘরজামাই	ঘরে আশ্রিত জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ছায়াতরু	ছায়া প্রদানকারী তরু	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জয় পতাকা	জয় নির্দেশক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জয়মুকুট	জয় নির্দেশক মুকুট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জীবনবিমা	জীবন আশঙ্কায় বিমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দ্বাদশ	দুই অধিক দশ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নাতজামাই	নাতি পর্যায়ের জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পানাপুকুর	পানা ভর্তি যে পুকুর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ফৌজদারিআদালত	ফৌজদারি বিষয়ক আদালত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বিরানবরই	দ্বি অধিক নবরই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মমতারস	মমতা মিশ্রিত রস	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মূকাভিনয়	মুক সেজে অভিনয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মৌমাছি	মৌ আশ্রিত মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
রক্তনদী	রক্ত প্রবাহিত হয় এমন নদী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সংবাদপত্র	সংবাদ পরিবেশনের জন্য পত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
হাঁটুজল	হাঁটু পরিমাণ জল	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

রূপক কর্মধারয়

রূপক কর্মধারয় সমাস চেনার উপায়:

ক। দুটি পদের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হয়।

খ। একটির রূপ যখন আরেকটিতে আরোপ করা যায় তখন রূপক কর্মধারয় হয়।

গ। এখানে সাধারণত একটি পদ অস্পর্শযোগ্য বা অদৃশ্য থাকে। অর্থাৎ একটি পদকে ধরা, ছোঁয়া বা দেখা যায় না।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কালঘুম	কাল রূপ ঘুম	রূপক কর্মধারয়
অলসতন্দ্রা	অলস রূপ তন্দ্রা	রূপক কর্মধারয়
কালচক্র	কাল রূপ চক্র	রূপক কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ক্ষুধানল	ক্ষুধা রূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
জীবন-নদী	জীবন রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়
জীবনবারি	জীবন রূপ বারি	রূপক কর্মধারয়
দিলদরিয়া	দরিয়া রূপ দিল	রূপক কর্মধারয়
পরানপাখি	পরান রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
প্রাণপাখি	প্রাণ রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
প্রাণভোমরা	প্রাণ রূপ ভোমরা	রূপক কর্মধারয়
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয়

উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাস চেনার উপায়

উপমান কর্মধারয়:

ক। উপমান কর্মধারয় সমাসে একটি বিশেষ্য এবং একটি বিশেষণ পদ থাকে।

যেমন: তুষারশুভ্র = তুষারের ন্যায় শুভ্র, এখানে ‘তুষার’ বিশেষ্য এবং ‘শুভ্র’ বিশেষণ পদে সমাস হয়েছে।

খ। এটি বাস্তব সমাস। তুষার সাধারণত শুভ্র বা সাদাই হয়। তাই এটি বাস্তব।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অরুণরাঙা	অরুণের ন্যায় রাঙা	উপমান কর্মধারয়
কচুকাটা	কচুর মতো কাটা	উপমান কর্মধারয়
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়

কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
গজমূর্খ	গজের ন্যায় মূর্খ	উপমান কর্মধারয়
তুষারধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারয়
বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক	উপমান কর্মধারয়
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয়
মিশকালো	মিশির ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
শশব্যস্ত	শশকের ন্যায় ব্যস্ত	উপমান কর্মধারয়

উপমিত কর্মধারয়:

ক। অন্যদিকে উপমিত কর্মধারয় সমাসে দুটি পদই বিশেষ্য হয়। চাঁদমুখ=

চাঁদের মতো মুখ। এখানে ‘চাঁদ’ ও ‘মুখ’ দুটিই বিশেষ্য পদ।

খ। এটি অবাস্তব সমাস। কেননা, মুখ কখনও চাঁদের মতো হয় না। তাই এটি অবাস্তব সমাস।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ওলকপি	কপি ওলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চাঁদমুখ	মুখ চাঁদের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
দেহলতা	দেহ লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
পদ্মআঁখি	আঁখি পদ্মের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বজ্রকণ্ঠ	কণ্ঠ বজ্রের মতো	উপমিত কর্মধারয়
ব-দ্বীপ	ব এর ন্যায় দ্বীপ	উপমিত কর্মধারয়
বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বীরকেশরী	বীর কেশরীর ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
মনবিহঙ্গ	মন বিহঙ্গের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
সিংহপুরুষ	সিংহের ন্যায় পুরুষ	উপমিত কর্মধারয়

বি. দ্র. You Tube-এ মুসা স্যারের চ্যানেল online reading room তে

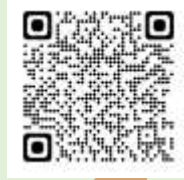
বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



বোর্ড প্রশ্নের সমাধান : সমাস

বিগত বছরের বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও সমাধান

(২০১৭-২০২৫)

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫		
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
গজানন	গজের ন্যায় আনন যার	বহুব্রীহি
ভাষান্তর	অন্য ভাষা	নিত্য
বাগদত্তা	বাক্ দ্বারা দত্তা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
লালচে	ঈষৎ লাল	অব্যয়ীভাব

অরুণরাঙা	অরুণের ন্যায় রাঙা	উপমান কর্মধারয়
আত্মীয়স্বজন	আত্মীয় ও স্বজন	দ্বন্দ্ব
জীবনতরী	জীবন রূপ তরী	রূপক কর্মধারয়
প্রশান্তি	প্রকৃষ্ট যে শান্তি	প্রাদি

ঢাকা বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কাগজ-কলম	কাগজ ও কলম	দ্বন্দ্ব
তেপান্তর	তিন প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু
নবীনবরণ	নবীনদের বরণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
গণশিক্ষা	গণের নিমিত্তে শিক্ষা	চতুর্থী তৎপুরুষ
বনবাস	বনে বাস	সপ্তমী তৎপুরুষ
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	দ্বন্দ্ব
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	চতুর্থী তৎপুরুষ
জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া	বহুব্রীহি
বিদ্যালয়	বিদ্যার নিমিত্তে আলায়	চতুর্থী তৎপুরুষ
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়

দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু

রাজশাহী ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তেপান্তর	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু
জলচর	জলে চরে যা	উপপদ তৎপুরুষ
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
মৃগনয়না	মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যার	বহুব্রীহি
আমরা	সে, তুমি ও আমি	দ্বন্দ্ব
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য
অনাচার	নেই আচার	নঞ তৎপুরুষ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জন্মান্তর	অন্য জন্ম	নিত্য সমাস
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
টানাটানি	টানতে টানতে যে লড়াই	বহুব্রীহি
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
তুষারধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারয়
অরিন্দম	অরিকে দমন করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
আলুনি	লবণের অভাব	অব্যয়ীভাব
রণ-তূর্য	রণের তূর্য	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

বরিশাল বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আয়ব্যয়	আয় ও ব্যয়	দ্বন্দ্ব
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু
রাজনীতি	রাজার নীতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আলুনি	লবণের অভাব	অব্যয়ীভাব
বিলাতফেরত	বিলাত হতে ফেরত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
নদীমাতৃক	নদী মাত্য যার	বহুব্রীহি
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি

যশোর বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সোনারতরী	সোনার তরী	অলুক তৎপুরুষ
সমন্বয়ক	সমন্বয় করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
মহানবি	মহান যে নবি	কর্মধারয়
মূকাভিনয়	মুক সেজে অভিনয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গায়ে-হলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
সেতার	সে (তিন) তার আছে যার	বহুব্রীহি
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
তোমরা	সে ও তুমি	দ্বন্দ্ব

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম

দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	দ্বন্দ্ব
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	সপ্তমী তৎপুরুষ
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু

সিলেট বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পদ্মআঁখি	আঁখি পদ্মের ন্যায়	উপমিত কর্মধারায়
হজযাত্রা	হজের জন্য যাত্রা	চতুর্থী তৎপুরুষ
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
ক্রোধানল	ক্রোধ রূপ অনল	রূপক কর্মধারায়
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে (অন্যায় রোধে) ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয়
টেকিছাটা	টেকি দ্বারা ছাটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
হরতাল	তালের অভাব	ঐ

স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাত	প্রাদি সমাস
অনৈক্য	নয় ঐক্য	নঞ তৎপুরুষ
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
তেপান্তর	তিন প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু
আয়কর	আয়ের উপর অর্পিত কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি
অকালপক্ক	অকালে পক্ক	সপ্তমী তৎপুরুষ
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
দোমনা	দুই দিকে মন যার	বহুব্রীহি

ঢাকা বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নরাধম	অধম যে নর	কর্মধারয়
দুধে-ভাতে	দুধে ও ভাতে	দ্বন্দ্ব
গজানন	গজ ন্যায় আনন যার	বহুব্রীহি
তপোবন	তপের নিমিত্তে বন	চতুর্থী তৎপুরুষ

চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
লোকান্তর	অন্য লোক	নিত্য
কালঘুম	কাল রূপ ঘুম	রূপক কর্মধারয়

রাজশাহী ২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দুধে ভাতে	দুধে ও ভাতে	দ্বন্দ্ব
আয়কর	আয়ের উপর অর্পিত কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
হাভাতে	ভাতের অভাব আছে যার	বহুব্রীহি
দেবদত্ত	দেব কে দত্ত	চতুর্থী তৎপুরুষ
পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
চৌচালা	চৌ (চার) চাল আছে যার	বহুব্রীহি
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাত	প্রাদি

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জন্মান্তর	অন্য জন্ম	নিত্য সমাস
অপর্যাপ্ত	নয় পর্যাপ্ত	নঞ তৎপুরুষ
পুষ্পাঞ্জলি	পুষ্পের অঞ্জলি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
উনপাঁজুরে	উন পাঁজর যার	বহুব্রীহি
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু

সবিনয়	বিনয়ের সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
ক্ষুরধারা	ক্ষুরের মত ধার যার	বহুব্রীহি

বরিশাল বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রাজভয়	রাজার ভয়	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
চতুষ্পদ	চার পদ বিশিষ্ট যা	বহুব্রীহি
পথে-ঘাটে	পথে ও ঘাটে	দ্বন্দ্ব
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
প্রাণচঞ্চল	চঞ্চল যে প্রাণ	কর্মধারয়
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য সমাস
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ

যশোর বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বনস্পতি	বনের পতি	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
অভূতপূর্ব	পূর্বে ভূত নয় যা	নঞ তৎপুরুষ
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
বাজিকর	বাজি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অহিনকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব

জয় পতাকা	জয় নির্দেশক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	তৃতীয় তৎপুরুষ
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া	বহুব্রীহি
জনমানব	দ্বন্দ্ব	জন ও মানব
রক্তকমল	কমল রক্তের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বিশ্রি	শ্রীর অভাব	অব্যয়ীভাব
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু
প্রশান্তি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে শান্তি	প্রাদি

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মায়েঝিয়ে	মায়ে ও ঝিয়ে	দ্বন্দ্ব
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	চতুর্থী তৎপুরুষ
জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	বহুব্রীহি
খেয়াঘাট	খেলার পারাপারের ঘাট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
ত্রিভুবন	ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার	দ্বিগু
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
মায়েঝিয়ে	মায়ে ও ঝিয়ে	দ্বন্দ্ব
উপকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই	বহুব্রীহি
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয়

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নীপবৃক্ষ	নীপের বৃক্ষ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শতবর্ষ	শত বর্ষের সমাহার	দ্বিগু
হরতাল	তালের অভাব	অব্যয়ীভাব
গিন্নিমা	যিনি গিন্নি তিনি মা	কর্মধারয়
রক্তারক্তি	পরস্পর রক্ত ঝরিয়ে যে লড়াই	বহুব্রীহি
সজল	জলের সঙ্গে বর্তমান	বহুব্রীহি
সত্যাসত্য	সত্য ও অসত্য	দ্বন্দ্ব
তোরা	তুই ও সে	দ্বন্দ্ব

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম

অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ তৎপুরুষ
যুবজানি	যুবতী জায়া যার	বহুব্রীহি
নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয়
গরমিল	মিলেরঅভাব/ন মিল	অব্যয়ীভাব/ নঞ তৎপুরুষ
বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
গল্পপ্রেমিক	গল্পের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
দোমনা	দু(দুই) দিকে মন যার	বহুব্রীহি
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

রাজশাহী ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব
আকর্ষণ	কর্ষণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
ভাবান্তর	অন্য ভাব	নিত্য
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মৃগনয়না	মৃগের ন্যায় নয়ন যার	বহুব্রীহি
প্রাণপাখি	প্রাণ রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
গৃহস্থ	গৃহে থাকে যে	উপপদ তৎপুরুষ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অনৈক্য	নয় ঐক্য	নঞ তৎপুরুষ সমাস
ছেলেমেয়ে	ছেলে ও মেয়ে	দ্বন্দ্ব

যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি
মৌমাছি	মৌ আশ্রিত মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
কুম্ভকার	কুম্ভ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
পঞ্চনদ	পঞ্চ নদের সমাহার	দ্বিগু

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
আমরা	সে, তুমি ও আমি	দ্বন্দ্ব
আয়কর	আয়ের ওপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু
গৃহকর্মী	গৃহের কর্মী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
যথেষ্ট	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব

যশোর বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
একচোখা	একদিকে চোখ যার	বহুব্রীহি
ছিন্নবস্ত্র	ছিন্ন যে বস্ত্র	কর্মধারয়
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
জলচর	জলে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ

উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
অভূতপূর্ব	পূর্বে ভূত নয় যা	নঞ তৎপুরুষ
একাদশ	এক অধিক দশ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিলেট বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ধনদৌলত	ধন ও দৌলত	দ্বন্দ্ব
সতীর্থ	সমান তীর্থ যাদের	বহুব্রীহি
জয় পতাকা	জয় সূচক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে	অব্যয়ীভাব
রাজপথ	পথের রাজা	যষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি	প্রাদি

দিনাজপুর বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অনতিবৃহৎ	ন অতি বৃহৎ	নঞ তৎপুরুষ
আলুনি	লবণের অভাব	অব্যয়ীভাব
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য
বিপত্নীক	বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার	বহুব্রীহি

দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
তেপায়া	তে (তিন) পায়া আছে যার	বহুব্রীহি

কুমিল্লা বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য
শিক্ষক	শিক্ষা দেন যিনি	বহুব্রীহি
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
সবাক্ষব	বাক্ষবসহ বর্তমান	বহুব্রীহি
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা	পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা	দ্বন্দ্ব
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব

ঢাকা বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য
মিশকালো	মিশির ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
প্রভাত	প্র(প্রকৃষ্ট) যে ভাত	প্রাদি
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
তেপায়া	তে (তিন) পায়া আছে যার	বহুব্রীহি
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
রাজপুত্র	রাজার পুত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

রাজশাহী ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
সপ্তডিঙা	সপ্ত ডিঙার সমাহার	দ্বিগু
প্রভাষক	প্র(প্রকৃষ্ট) যে ভাষক	প্রাদি
আয়তলোচনা	আয়ত লোচন যার	বহুব্রীহি
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
কবিগুরু	কবিদের গুরু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রক্তনদী	রক্ত প্রবাহিত হয় এমন নদী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দোটানা	দো (দুই) দিকে টান যার	বহুব্রীহি
উচ্ছৃঙ্খল	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
বইপুস্তক	বই ও পুস্তক	দ্বন্দ্ব
কুস্তকার	কুস্ত করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
সেতার	সে (তিন) তার আছে যার	বহুব্রীহি
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	বহুব্রীহি

বরিশাল বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
আদিগন্ত	দিগন্ত পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
সহোদর	সমান উদর যাদের	বহুব্রীহি
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
তেপান্তর	তে (তিন) প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

যশোর বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অহিনকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব
উর্ণাভ	উর্ণা নাভিতে যার	বহুব্রীহি
শশব্যস্ত	শশকের ন্যায় ব্যস্ত	উপমান কর্মধারয়
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত	নঞ তৎপুরুষ
কলেরগান	কলের গান	অলুক তৎপুরুষ
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
ত্রিভুজ	ত্রি ভুজ আছে যার	বহুব্রীহি

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আমরা	তুমি, আমি ও সে	দ্বন্দ্ব
বিলাতফেরত	বিলাত হতে ফেরত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জন্মান্ত	জন্ম হতে অন্ধ	পঞ্চমী তৎপুরুষ
পাপমতি	পাপে মতি যার	বহুব্রীহি
আলুনি	লবণের অভাব	অব্যয়ীভাব
মনমারি	মন রূপ মারি	রূপক কর্মধারয়
সেতার	সে (তিন) তার আছে যার	বহুব্রীহি
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি

সিলেট বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অনাশ্রিত	ন আশ্রিত	নঞ তৎপুরুষ
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য
দিগ্বিদিক	দিক ও বিদিক	দ্বন্দ্ব
উপনদী	নদীর সদৃশ	অব্যয়ীভাব
সেতার	সে (তিন) তার আছে যার	বহুব্রীহি
অহিনকুল	অহি ও নুকুল	দ্বন্দ্ব
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম

পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গঙ্গ-যমুনা-মেঘনা	গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা	দ্বন্দ্ব
চন্দ্রচূড়	চন্দ্র চূড়ায় যার	বহুব্রীহি
অনাচার	ন আচার	নঞ তৎপুরুষ
মহাকবি	মহান যে কবি	কর্মধারয়
গুণমুগ্ধ	গুণ দ্বারা মুগ্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
সবাক্ষব	বন্ধুর সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আঁট-সাঁট	আঁট ও সাঁট	দ্বন্দ্ব
গৃহস্থ	গৃহে থাকে যে	উপপদ তৎপুরুষ
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ
গণতন্ত্র	গণের তন্ত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অনাহুত	ন আহুত	নঞ তৎপুরুষ
বিমনা	বি (অন্যদিকে) মন যার	বহুব্রীহি
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু
অনুরণন	অনুতে (পশ্চাৎ) রণন	অব্যয়ীভাব

ঢাকা বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বিশালাক্ষী	বিশাল অক্ষি যার	বহুব্রীহি
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
সাত-সতের	সাত ও সতের	দ্বন্দ্ব সমাস
যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু সমাস
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়

রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আরক্তিম	ঈষৎ রক্তিম	অব্যয়ীভাব
আয়কর	আয়ের উপর অর্পিত কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
কুশীলব	কুশ ও লব	দ্বন্দ্ব
সশস্ত্র	অস্ত্রের সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
চতুর্দশপদী	চতুর্দশ পদ আছে যার	বহুব্রীহি
নীলাম্বর	নীল অম্বর যার	বহুব্রীহি
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি

চট্টোগ্রাম বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি

সাতসতের	সাত ও সতের	দ্বন্দ্ব
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
রাজহংস	হংসের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু

বরিশাল বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	সপ্তমী তৎপুরুষ
গ্রন্থকার	গ্রন্থ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
আকর্ষণ	কর্ষণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
প্রবাদ	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বাদ	প্রাদি
উত্তরোত্তর	উত্তর ও উত্তর	দ্বন্দ্ব
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়

যশোর বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব

আমরা	তুমি, আমি ও সে	দ্বন্দ্ব
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু
সহোদর	সমান উদর যাদের	বহুব্রীহি
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত	নঞ তৎপুরুষ
চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়

সকল বোর্ড ২০১৮

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
প্রভাকর	প্রভা করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
উপনদী	নদীর সদৃশ	অব্যয়ীভাব
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
বীরকেশরী	বীর কেশরীর ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
অশীবিষ	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি
বইপড়া	বইকে পড়া	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
অহিনকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব

রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
রাজপুত্র	রাজার পুত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

সাত-সতের	সাত ও সতের	দ্বন্দ্ব
সত্যব্রস্ট	সত্য থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
চাঁদমুখ	মুখ চাঁদের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চতুষ্পদী	চতুঃ (চার) পদের সমাহার	দ্বিগু

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পথেঘাটে	পথে ও ঘাটে	দ্বন্দ্ব
অপরাহ্ন	অহ্নের অপর ভাগ	অব্যয়ীভাব
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রের পতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয়
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত	নঞতৎপুরুষ
উর্গনাভ	উর্গা নাভিতে যার	বহুব্রীহি
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য সমাস
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু
প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি	প্রাদি
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে যে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

উর্গনাভ	উর্গা নাভিতে যার	বহুব্রীহি
যথেষ্ট	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
বাগদত্তা	বাক্ দ্বারা দত্তা	তৃতীয়া তৎপুরুষ

সিলেট বোর্ড ২০১৭		
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অহোরাত্র	অহ ও রাত্রি	দ্বন্দ্ব
বিশালান্ধী	বিশাল অন্ধী যার	বহুব্রীহি
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
সপ্তডিঙা	সপ্ত ডিঙার সমাহার	দ্বিগু
মকরমুখো	মকরের মুখের ন্যায় মুখ যার	বহুব্রীহি
অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে	অব্যয়ীভাব
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	চতুর্থী তৎপুরুষ
বাক্যন্তর	অন্য বাক্য	নিত্য

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রিন্ট কপি



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর বাংলা দ্বিতীয় পত্রের

পূর্ণাঙ্গ সাজেশন ও সমাধানের

প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রাপ্তিস্থান

: টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৪১০৬

সাহিত্য ভাণ্ডার, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৩০-৯০৫৯৩৫

মনি লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৪১-৭০০০১৩

রফিক লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৮০-৭০৬০৯০

মিন্টু লাইব্রেরি, লালবাগ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৮১৬৯৯৯৬

তুর্ক লাইব্রেরি, দিনাজপুর। হাসান লাইব্রেরি : সৈয়দপুর।

আধুনিক লাইব্রেরি, গাইবান্ধা। জ্ঞানাস্কর ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, নীলফামারী।

এবং জেলা শহরের প্রধান প্রধান লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

অথবা

অনলাইনে সংগ্রহ করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।

www.boipottro.com

অথবা

কল করুন (হোয়াটস এপ) : ০১৮১৯১২৭৯৯৮



অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন- নিয়ে এনো
মুসা স্যারের অনন্য- eBook সিরিজ



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

বাংলা দ্বিতীয় পত্র
সাজেশন ও সমাধান

বিষয়: বাক্যতত্ত্ব। নম্বর: ০৫

(বাক্যের একটি প্রশ্ন থাকবে অথবা
৮টি বাক্য থাকবে ৫টি রূপান্তর করতে হবে)



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

বাক্যতত্ত্ব

বাক্যের একটি প্রশ্ন থাকবে

অথবা

৮টি বাক্য থাকবে ৫টি রূপান্তর করতে হবে।

বাক্যতত্ত্ব

প্রশ্ন ১ : গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার

বাক্যের পরিচয় দাও। (দিবো-১৯, ঢাবো- ২৫, ১৯,

১৭,১৪,০৫,০৩, ববো- ৭,১২, সিবো-২৩,২৫, ববো-২৩, কুবো-২৫)

অথবা, বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

আলোচনা করো। (মবো-২৩, দিবো-২৩)

অথবা, গঠনরীতির আলোকে বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা

কর। (কুবো-২৩)

উত্তর: সম্পূর্ণরূপে অর্থ প্রকাশক এবং পরস্পর অর্থ সম্পর্কিত যে পদ সমষ্টি বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তাকে বাক্য বলে। যেমন: তাসনীম সকল মানুষকে ভালোবাসে। গঠনে দিক থেকে বাংলা বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- (১) সরল বাক্য
- (২) জটিল বা মিশ্র বাক্য,
- (৩) যৌগিক বাক্য।

(১) সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ত্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: তাসনীম ফুল পছন্দ করে।

(২) জটিল বা মিশ্র বাক্য: যে বাক্যে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে এবং খন্ড বাক্যগুলো পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, সেই বাক্যকে জটিল বা

মিশ্র বাক্য বলে। যেমন: যা ফুল তা তাসনীম পছন্দ করে। যেহেতু তাসনীম সত্য কথা বলে, সেহেতু সবাই তাকে ভালোবাসে।

(৩) **যৌগিক বাক্য:** পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক খণ্ডবাক্য সংযোজক, বিয়োজক প্রভৃতি বিভিন্ন যোজক দ্বারা যুক্ত হয়ে যখন একটি মাত্র বাক্য গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: আইমান লেখাপড়ায় ভাল এবং ভদ্র।

উল্লেখ্য যে, আধুনিক বৈয়াকরণগণ ‘মিশ্রবাক্য’কে আলাদাভাবে বিভক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, সমজাতীয় কিংবা ভিন্ন জাতীয় যাই হোক একাধিক স্বাধীন খণ্ডবাক্যের অধীন অপ্রধান খণ্ডবাক্য যুক্ত হয়ে মিশ্রিত আকারে বড় বাক্য গঠন করলে তাকে মিশ্র বাক্য বলে। মোটকথা এতে একাধিক সরল ও জটিল বাক্য মিশ্রিত হয়ে থাকে। যেমন: তিথি চাকরি করে পড়াশোনা করে, নিজের সংসার চালায় এবং ভাইয়ের সংসার দেখে।

প্রশ্ন ২ : বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যিক? উদাহরণসহ লেখ। (রাবো-১৯, ২৩, ২৪, সিবো-১৯, মবো-২৪, ২৫, ববো-২৪, ২৫, চবো-২৪ ২৫, কুবো-২৪)

উত্তর: সম্পূর্ণ রূপে অর্থ প্রকাশক এবং পরস্পর অর্থ সম্পর্কিত যে পদ সমষ্টি বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তাকে বাক্য বলে। যেমন: তাসনীম সকল মানুষকে ভালবাসে।

তবে সার্থক বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই:

- (১) আকাজক্ষা
- (২) আসক্তি এবং
- (৩) যোগ্যতা।

১. আকাজক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তাই আকাজক্ষা। যেমন-‘চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে’-বললে

বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনবার ইচ্ছা হয়। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিক ঘোরে। এখানে আকাজক্ষার নিবৃতি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. আসক্তি : মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর

সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদ-বিন্যাসই আসক্তি।

কাল বিতরণ হবে উৎসব আমাদের স্কুলে পুরস্কার অনুষ্ঠিত। -লেখা হলে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথভাবে প্রকাশ হয়নি। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য হয়নি।

মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবেষ্ট করতে হবে: কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। -বাক্যটি আসক্তিসম্পন্ন।

৩. যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন-বর্ষায় বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়-এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্নবাক্য কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু-বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে। -বলে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

প্রশ্ন ৩: অর্থ অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার বাক্যের পরিচয় দাও। (ববো-১৯, চবো-১৯, ঢাবি-২৪, যবো-২৪, ২৫, রাবো-২৫, দিবো-২৫)

অথবা, অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর। (ঢাবো, যবো-২৩)

উত্তর: অর্থ অনুযায়ী বাংলা বাক্যকে প্রধানত সাত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. নির্দেশক বা নির্দেশাত্মক বাক্য,

২. প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক বাক্য,
৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য,
৪. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য,
৫. কার্যকারণাত্মক বাক্য,
৬. সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যেতক বাক্য,
৭. বিস্ময়সূচক বাক্য।

নিচে উদাহরণসহ এদের পরিচয় দেওয়া হলো:

১. নির্দেশক বা নির্দেশাত্মক বাক্য: এই বাক্যকে নির্দেশমূলক নির্দেশসূচক, নির্দেশাত্মক বিবৃতিমূলক প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। যে বাক্যে কোন বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃতি বা নির্দেশ করা হয়ে থাকে, তাকে নির্দেশাত্মক বাক্য বলে। যেমন: তাসনীম কবিতা পছন্দ করে। আলভী মিথ্যা কথা বলে না।

নিচে উদাহরণসহ এদের পরিচয় দেওয়া হলো:

ক. অস্তিত্বাচক বাক্য ও

খ. নেতিবাচক বাক্য

এদের পরিচয় দেওয়া হলো:

ক. অস্তিত্বাচক বাক্য: যে বাক্যে কোন ঘটনা ভাব বা বক্তব্যে অস্তিত্ব বা হাঁসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অস্তিত্বাচক বাক্য বলে। যেমন: তিথি রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে।

খ. নেতিবাচক বাক্য: যে বাক্যে কোন ঘটনায় কাজে বা ভাবে অস্বীকৃতি অনস্তিত্ব, নিষেধ বা না-সূচক অর্থ বোঝায়, তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে।

যেমন: তিথি রবীন্দ্রসঙ্গীত অপছন্দ করে না। তাসনীম মানুষকে ঘৃণা করে না।

২. **প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক বাক্য:** এই বাক্যকে প্রশ্নমূলক, প্রশ্নসূচক, জিজ্ঞাসাত্মক বাক্যও বলা হয়ে থাকে। যে বাক্যে কোন কিছু জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন: তুমি কোন ক্লাসে পড়? কোন ফুল তোমার পছন্দ?

৩. **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য :** এই বাক্যকে আজ্ঞাসূচক, আজ্ঞাবাচক, অনুজ্ঞাবাচক, আদেশসূচক বাক্যও বলা হয়ে থাকে। যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ, প্রস্তাব ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায় তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমন:

আদেশ: কাছে এস।

উপদেশ: সদা সত্য কথা বলবে।

অনুরোধ: দয়া করে আমার কাজটা করে দেবেন।

নিষেধ: অপরের নিন্দা করো না।

প্রস্তাব: চল, খেলা দেখে আসি।

৪. **প্রার্থনাসূচক বাক্য:** এই বাক্যকে ইচ্ছাসূচক, ইচ্ছাবোধক বাক্যও বলা হয়ে থাকে। যে বাক্যে ইচ্ছা, প্রার্থনা, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি অর্থ প্রকাশিত হয় তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলা হয়ে থাকে। যেমন:

আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে।

৫. **কার্যকারণাত্মক বাক্য:** এই বাক্যকে শর্তসূচক, শর্তসাপেক্ষ বাক্য বলা হয়ে থাকে। যদি, যদিও, প্রভৃতি অব্যয়যোগে যে বাক্য গঠিত এবং যাতে কারণ, নিয়ম, শর্ত, স্বীকৃতি ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলা হয়ে থাকে। যেমন:

কষ্ট না করলে কেউ মেলে না। (শর্ত)

মন দিয়ে পড়াশোনা না করলে পাশ করা যায় না। (নিয়ম)

৬. **সন্দেহদ্যোতক বাক্য:** এই বাক্যের অন্য নাম, সন্দেহাত্মক, সংশয়সূচক বাক্য। যে বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়া ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তাকে সন্দেহদ্যোতক বাক্য বলা হয়ে থাকে।
যেমন:

বোধ হয়, তাসনীম আজ আসবে।

সম্ভবত আগামীকাল পরীক্ষার ফল আসবে।

৭. **বিস্ময়সূচক বাক্য:** যে বাক্যে বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ঘৃণা, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়, তাকে বিস্ময়বোধক বাক্য বলা হয়। যেমন:

বিস্ময়: কী ভয়ংকর কথা!

হর্ষ: ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বনফুল গো!

ঘৃণা: ছি ছি! এমন বাজে আচরণ করলে কী করে?

বাক্য রূপান্তরের কৌশল

বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন না করে এক প্রকার বাক্যকে আরেক প্রকার বাক্যে রূপান্তর করাই বাক্য রূপান্তর। বাক্য রূপান্তর তিনভাবে হতে পারে। যথা:

- ১। গঠনগত রূপান্তর,
- ২। ভাবগত রূপান্তর ও
- ৩। উক্তির পরিবর্তনগত রূপান্তর।

বাক্যের গঠনগত রূপান্তর নিম্নের ছয় প্রকার হতে পারে। যেমন-

(ক) সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্য,

(খ) সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য)

- (গ) জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্য,
- (ঘ) জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য,
- (ঙ) যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য ও
- (চ) যৌগিক বাক্য থেকে জটিল বাক্য।

বাক্যের ভাবগত রূপান্তর নিম্নের এগার প্রকার হতে পারে। যেমন:-

- (ক) অস্তিবাচক বাক্য থেকে নেতিবাচক,
- (খ) নেতিবাচক বাক্য থেকে অস্তিবাচক,
- (গ) নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক,
- (ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক,
- (ঙ) নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাসূচক,
- (চ) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক,
- (ছ) নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে প্রার্থনাসূচক,
- (জ) প্রার্থনাসূচক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক
- (ঝ) নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে বিস্ময়সূচক বাক্য,
- (ঞ) বিস্ময়সূচক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য এবং
- (ট) নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে সংশয়াত্মক বাক্য।

বাক্য রূপান্তর করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। নিচে অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের নিয়ম আলোচনা করা হলো:

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের নিয়ম:

সূত্র: (১) : অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মূল অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্য রূপান্তর করতে হয়।

যেমন:- অস্তিবাচক বাক্য-মানুষ মরণশীল

নেতিবাচক বাক্য-মানুষ অমর নয়।

সূত্র: (২): নঞর্থক অব্যয়যোগে (না, নহে, নয়, নি, নাই, নেই ইত্যাদি)

অস্তিবাচক বাক্যের বিধেয় ক্রিয়াকে নেতিবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর করতে হয়।

যেমন: অস্তিবাচক বাক্য –কথাটায় তার বিশ্বাস হয়। নেতিবাচক বাক্য-কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।

সূত্র: (৩): প্রয়োজন মত বাক্যের অন্য শব্দে না সূচকতা প্রয়োগ করতে হয়।

যেমন: অস্তিবাচক বাক্য-আমি যখন স্বেচ্ছায় বেড়াতে যাচ্ছি, তখন তোমার কী?

নেতিবাচক-আমি যখন স্বেচ্ছায় বেড়াতে যাচ্ছি তখন তোমার আপত্তি থাকতে পারে না।

সূত্র:(৪) ‘না’ বাচক ক্রিয়া বা না বাচক শব্দ দিয়ে বাক্যের হ্যাঁসূচকতাকে অক্ষুণ্ণ

রাখতে হয় যেমন:- অস্তিবাচক বাক্য –তাসনীম উচিত কাজ করেছে। নেতিবাচক বাক্য-তাসনীম অনুচিত কাজ করেনি।

নিচে অস্তিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তরের নিয়ম আলোচনা করা হলো:

অস্তিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তরের নিয়ম:

সূত্র: (১) অস্তিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বাক্যের মূল

অর্থ পরিবর্তিত রেখে প্রশ্নবোধক বাক্যটিকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যার কাছাকাছি সম্ভাব্য উত্তর হবে অস্তিবাচক বাক্যটি।

যেমন:- অস্তিবাচক বাক্য- এরা অন্য জাতের মানুষ। প্রশ্নবোধক বাক্য- এরা অন্য জাতের মানুষ নয় কি?

সূত্র:(২) অস্তিবাচক বাক্যের হ্যাঁ-বাচকতা প্রশ্নবোধক বাক্যে না সূচকতায় রূপান্তরিত হবে।

যেমন:- অস্তিবাচক বাক্য-শৈশবে তর বাবা মারা যান। নেতিবাচক বাক্য-শৈশবে কি তার বাবা মারা যাননি?

সূত্র: (৩) রূপান্তরিক বাক্যে প্রয়োজন মতো ‘কে’, কি, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নাত্মক অব্যয় এবং প্রশ্ন(?) চিহ্ন বসাতে হয়।

যেমন:- অস্তিবাচক বাক্য- বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। প্রশ্নবোধক বাক্য- বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?

বি. দ্র : পরীক্ষার জন্য প্রথম তিনটি প্রশ্ন পড়াই যথেষ্ট।

অনুজ্ঞাসূচক ও ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্যের পার্থক্য

(পরীক্ষায় আসবে না, বাক্য রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হবে।)

অনুজ্ঞাসূচক এবং ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য উভয়ই অনুধ্যানমূলক বাক্যের অন্তর্গত, অর্থাৎ যেসব বাক্যের মাধ্যমে কিছু অনুরোধ, প্রার্থনা, ইচ্ছা, আদেশ, নিষেধ বা উপদেশ প্রকাশ করা হয়। তবে এদের উদ্দেশ্য, ভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। নিচে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলো:

❖ **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য:** সংজ্ঞা: যে বাক্যে আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অনুমতি বা নিষেধের ভাব প্রকাশ পায়, সেটিকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে।

বৈশিষ্ট্য:

- ১। বক্তা অপরকে কিছু করতে বলেন, করতে নিষেধ করেন বা অনুমতি দেন।
- ২। ‘কর’, ‘করো’, ‘করুন’, ‘যাও’, ‘এসো’, ‘যেও না’, ‘দয়া করে’ ইত্যাদি শব্দ বা ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়।
- ৩। বাক্যের শেষে সাধারণত আদেশমূলক টোন থাকে।
- ৪। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুজ্ঞা বা নির্দেশ প্রদান করা হয়।

উদাহরণ:

তুমি এখনই বেরিয়ে যাও। (আদেশ)

আমাদের বাড়িতে এসো। (নিমন্ত্রণ)

ওকে একবার দেখতে দাও। (অনুমতি)

রাস্তায় দাঁড়িও না। (নিষেধ)

◆ ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য:

সংজ্ঞা: যে বাক্যে বক্তার নিজের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পায়, সেটি ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য।

বৈশিষ্ট্য:

- ১। বাক্যে বক্তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা প্রকাশ পায়।
- ২। ‘ইচ্ছা’, ‘চাই’, ‘হোক’, ‘যেন’, ‘ভালো লাগে’, ‘ইচ্ছে করে’, ‘আশা করি’, ‘হয়’ ইত্যাদি শব্দ বা গঠন ব্যবহার হয়।
- ৩। বাক্যের শেষে অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, নির্দেশ বা আদেশ নয়।
- ৪। এই ধরনের বাক্যে কিছু ঘটুক বা না ঘটুক, তা বক্তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

উদাহরণ:

আমি দেশের জন্য কিছু করতে চাই। (ইচ্ছা)

তোমার সফলতা কামনা করি। (প্রার্থনা)

সে যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। (প্রার্থনা)

ইচ্ছা করে একবার পাহাড়ে যাই। (ইচ্ছা)

◆ অনুজ্ঞা ও ইচ্ছা/প্রার্থনাসূচক বাক্যের পার্থক্য সারণি আকারে:

বিষয়	অনুজ্ঞাসূচক বাক্য	ইচ্ছা/প্রার্থনাসূচক বাক্য
উদ্দেশ্য	আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, নির্দেশ বা অনুমতি দেওয়া	ইচ্ছা বা প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করা

ক্রিয়ার প্রকার	কর্মপন্থী, অন্যকে করানো উদ্দেশ্য	অনুভূতিনির্ভর, ব্যক্তিগত চাওয়া
বাক্যের টোন	দৃঢ় বা আদেশমূলক	কোমল বা অনুভূতিপ্রবণ
চেনার উপায়	করো, এসো, যাও, দাও, দয়া করে, নিষেধমূলক শব্দ	চাই, যেন, হোক, ইচ্ছে করে, কামনা করি
উদাহরণ	“এখানে এসো।” / “বইটি রেখে দাও।”	“তুমি যেন ভালো ফল করো।” / “পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে।”

◆ কীভাবে চেনা যায়:

বাক্যের ক্রিয়া লক্ষ্য করতে হবে : নির্দেশ দিচ্ছে না অনুভূতি জানাচ্ছে?

বক্তার অবস্থান দেখতে হবে : ক্ষমতাপূর্ণ অবস্থান থেকে বলা হচ্ছে (অনুজ্ঞা)?

নাকি ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশ (ইচ্ছা)?

‘করো’ বনাম ‘চাই’ বা ‘হোক’ এরূপ গঠন দেখতে হবে।

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

বাক্য বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



বাক্যতত্ত্ব: বাক্য রূপান্তর

সরল বাক্য	মিশ্র বা জটিল বাক্য
দরিদ্রকে দান কর।	যে দরিদ্র তাকে দান কর।
গুণবান ব্যক্তি বিনয়ী হয়।	যে ব্যক্তি গুণবান সে বিনয়ী হয়।
ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।	যেহেতু সম্পর্কটা ঠাট্টার, সেহেতু স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।
তিনি ধনী হলেও অসাধু নন।	যদিও তিনি ধনী তবুও তিনি অসাধু নন।
দরিদ্র হলেও তিনি উদার।	যদিও তিনি দরিদ্র তবুও তিনি উদার।
দরিদ্র হলেও তিনি সুখী।	যদিও তিনি দরিদ্র তবুও তিনি সুখী।
অসুস্থ হলেই তিনি ডাক্তার ডাকেন।	যখনই তিনি অসুস্থ হন তখনই ডাক্তার ডাকেন।
আপনি গেলে আর ভাবনা কি?	যদি আপনি যান তবে আর ভাবনা কি?
দুর্নীতিবাজের মনে সুখ থাকে না।	যে দুর্নীতিবাজ, তার মনে সুখ থাকে না।
নদী তীরে বসলেই কুল কুল ধ্বনি শুন।	যখনই নদী তীরে বসি, তখনই কুল কুল ধ্বনি শুন।
পরিশ্রম করলেই পরীক্ষায় সফল হবে।	যদি পরিশ্রম কর তবে পরীক্ষায় সফল হবে।
মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।	যে মিথ্যাবাদী তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।
সত্যবাদীকে সকলেই ভালবাসে।	যে সত্যবাদী তাকে সকলেই ভালবাসে।

মিশ্র বা জটিল বাক্য	সরল বাক্য
যদি পরিশ্রম না কর, তবে পাসের আশা বৃথা।	পরিশ্রম না করলে পাসের আশা বৃথা।
যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।	বুদ্ধিহীনরাই একথা বিশ্বাস করবে।
যারা ধার্মিক, তারা সুখী।	ধার্মিকেরা সুখী।
যারা নির্বোধ তারা এ কথা বিশ্বাস করবে।	নির্বোধেরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী।	জ্ঞানী ব্যক্তিই সত্যিকারের ধনী।
যে ব্যক্তি ধার্মিক তিনি নির্ভয়ে থাকতে পারেন।	ধার্মিক ব্যক্তি নির্ভয়ে থাকতে পারেন।
যে মিথ্যা বাদী তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।	মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
আমি বহু কষ্টে অর্থ উপার্জন করেছি।	আমি বহু কষ্ট করেছি এবং অর্থ উপার্জন করেছি।
কম বয়সের জন্য তোমাকে ক্ষমা করলাম।	তোমার বয়স কম আর এজন্যেই তোমাকে ক্ষমা করলাম।
তিনি আর বেঁচে নেই।	তিনি বেঁচে ছিলেন কিন্তু এখন নেই।
তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।	তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না।
দরিদ্র হলেও লোকটি সৎ।	লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ।
দশ মিনিট পর ট্রেন এলো।	ট্রেন এলো কিন্তু দশ মিনিট পর।

দোষ করায় তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।	তুমি দোষ করেছো এবং তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।
সত্য কথা না বলে বিশ্বাস হারা হয়েছে।	সত্য কথা বলিনি তাই বিশ্বাস হারা হয়েছে।
সন্ধ্যাবেলায় আমরা বাড়ি ফিরলাম	সন্ধ্যা হলো এবং আমরা বাড়ি ফিরলাম।

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
আমরা মাঠে গেলাম এবং খেলতে লাগলাম।	আমরা মাঠে গিয়ে খেলতে লাগলাম।
আমার কথায় বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে।	আমার কথায় বিশ্বাস করলে তোমার মঙ্গল হবে।
তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না।	তিনি ধনী হলেও সুখী ছিলেন না।
পড়াশুনা কর তবে জীবনে উন্নতি করতে পাবে।	পড়াশুনা করলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।
লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট নয়।	লোকটি অশিক্ষিত হলেও অশিষ্ট নয়।
লোকটির বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।	লোকটির বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।
লোভ পরিত্যাগ কর, তুমি সুখে থাকবে।	লোভ পরিত্যাগ করলে তুমি সুখে থাকবে।
সত্য কথা স্বীকার কর নতুবা শাস্তি পাবে।	সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।

মিশ্র বা জটিল বাক্য	যৌগিক বাক্য
যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে।	বিপদ একা আসে না, বরং সঙ্গে দুঃখও আসে।
যদি পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে।	পরিশ্রম কর তবে ফল পাবে।
যদিও তিনি ধনী তথাপি তিনি অসুখী।	তিনি ধনী বটে কিন্তু অসুখী।
যেটা আমি দেখেছি সেটা অবিশ্বাস করব না।	আমি এটা দেখেছি, কাজেই অবিশ্বাস করতে পারবো না।
যেহেতু এটা তার কাজ সেহেতু আমি হস্তক্ষেপ করব না।	এটা তার কাজ, এতে আমি হস্তক্ষেপ করব না।
লোকে যা বলে তাতে কান দিও না।	লোকে যা বলে বলুক কিন্তু তাতে কান দিও না।

যৌগিক বাক্য	মিশ্র বা জটিল বাক্য
পড়াশুনা কর নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার।	যদি পড়াশুনা না কর তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
চরিত্র অমূল্য সম্পদ, কিন্তু অনেকেই চরিত্রহীন।	যদিও চরিত্র অমূল্য সম্পদ তথাপি অনেকেই চরিত্রহীন।
ছেলেটির বয়স অল্প কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান।	যদিও ছেলেটির বয়স অল্প তবুও বেশ বুদ্ধিমান।
তাঁর ধন আছে কিন্তু মান নেই।	যদিও তাঁর ধন আছে তবুও তাঁর মান নেই।
তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।	যদিও তিনি ধনী ছিলেন তবুও সুখী ছিলেন না।
দোষ করেছ অতএব শাস্তি পাবে।	যেহেতু দোষ করেছ সেহেতু শাস্তি পাবে।

সাধনা কর, সিদ্ধিলাভ হবে।	যদি সাধনা কর তবে সিদ্ধিলাভ হবে।
সে দরিদ্র বটে কিন্তু সত্যবাদী।	যদিও সে দরিদ্র তবুও সে সত্যবাদী।

অস্তিত্বাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ।	আজকাল কোন জিনিসই সুলভ নয়।
আমাকে যেতে হবে।	আমাকে না গেলে হবে না।
খাদ্যে ভেজাল দেওয়াই সবচেয়ে জাতীয়তা বিরোধী অপকর্ম।	খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার চেয়ে জাতীয়তা বিরোধী অপকর্ম আর নেই।
তাসনীমের স্বাস্থ্য ভাল।	তাসনীমের স্বাস্থ্য মন্দ নয়।
দরিদ্র সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।	দরিদ্র সেবা অপেক্ষা বড় ধর্ম আর কিছুই নেই।
পৃথিবী অস্থায়ী।	পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।
প্রকৃত সৎ লোকের খুবই অভাব।	প্রকৃত সৎ লোকের সংখ্যা খুব বেশি নেই।
প্রতিভা যে দেবপ্রদত্ত এ কথা আংশিক সত্য।	প্রতিভা যে দেবপ্রদত্ত এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।
ভাগ্যে এমন নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে।	ভাগ্যে না থাকলে এমন সব নমুনা সচরাচর চোখে পড়ে না।
লোকটি সত্যবাদী।	লোকটি মিথ্যাবাদী নয়।

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিত্বাচক বাক্য
আমি মিথ্যা বলিনি।	আমি সত্য বলেছি।
এখানে আমি অনেক দিন আসিনি।	এখানে আমি অল্প দিন এসেছি।
এটি অপেক্ষা সুন্দর বস্তু আর নেই।	এটি সবচেয়ে সুন্দর বস্তু।

এমন কথা সে মুখে আনিতে পারিত না।	এমন কথা সে মুখে আনিতে অপরাগ।
এমন কোন লোক নেই যিনি দেশকে ভালবাসেন না।	সকলেই দেশকে ভালবাসেন।
কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে বলা হল না।	কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে না-বলাই রয়ে গেল।
তুমি ছাড়া কেউ চুরি করেনি।	তুমিই চুরি করেছ।
তোমার এরূপ ব্যবহার উচিত হয়নি।	তোমার এরূপ ব্যবহার অনুচিত হয়েছে।
যে জাতির অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎও নেই।	যে জাতির অতীত গিয়েছে তার ভবিষ্যৎও যাবে।

নির্দেশক বাক্য	প্রশ্নবোধক বাক্য
অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় না।	অন্যায়ের দ্বারা কি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়?
আমি তখন জাগ্রত ছিলাম।	আমি কি তখন জাগ্রত ছিলাম না?
আমি তোমাকে এ কথা বলিনি।	আমি কি কখনও তোমাকে একথা বলেছি?
কাজেই আর উপায় নেই।	কাজেই আর উপায় আছে কি?
ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা	ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই কি তপস্যা নয়?
টাকায় সবই হয়।	টাকায় কি না হয়?
নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করেছে।	নবকুমারকে কি ব্যাঘ্রে হত্যা করেনি?
পরিণামে ধর্মের জয়।	পরিণামে ধর্মের কি জয় হয় না?
মহাত্মা গান্ধী অহিংসার পূজারী ছিলেন।	মহাত্মা গান্ধী কি অহিংসার পূজারী ছিলেন না?
স্যারদের ভ্রম হয়।	স্যারদেরও কি ভ্রম হয় না?

প্রশ্নবোধক বাক্য	নির্দেশক বাক্য
আপনি কি এ রকম কথা বলেননি?	আপনি অবশ্যই এ রকম কথা বলেছেন।
আমরা পতঙ্গ না তো কি?	আমরা পতঙ্গ ছাড়া কিছুই নই।
আমার বাস কি কেবল বাংলাদেশেই?	আমার বাস কেবল বাংলাদেশেই নয়।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি মহাপুরুষ নন?	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই মহাপুরুষ।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে?	বিষে কি যাতনা সে কিছুইতেই বুঝবে না।
কে জানে সে কবে আসবে?	সে যে কবে আসবে এ কথা কেউ জানে না।
জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়?	জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।
জাতি গঠনের কাজ কি সমাপ্ত হয়েছে?	জাতি গঠনের কাজ সমাপ্ত হয়নি।
ফুল কে-না ভালবাসে?	ফুল সকলেই ভালবাসে।
ভুল কার না হয়?	ভুল সকলেরই হয়।

ইচ্ছাসূচক বাক্য	নির্দেশক বাক্য
আলম, তুমি দীর্ঘজীবী হও।	আলম, তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।
আল্লাহ তোমার ভাল করুন।	তোমার ভালোর জন্যই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি।
আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুন।	আল্লাহর নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করছি।
জয় হোক বাংলাদেশের জয়।	বাংলাদেশের জয় কামনা করি।
জীবনে শান্তি লাভ কর।	তোমার জীবনে শান্তি কামনা করি।
নতুন ধানে হোক নবান্ন।	নতুন ধানে হবে নবান্ন।
সৎ পথে তার মৃত্যু হোক।	সৎ পথে তার মৃত্যু কামনা করি।

সুখী হও।	তোমার সুখ কামনা করি।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য	নির্দেশক বাক্য
এই স্থান ত্যাগ কর।	এই স্থান ত্যাগ করা উচিত।
এখনই এখান থেকে যাও।	এখনই এখান থেকে যেতে বলছি।
গুরুজনদের মান্য করিও।	গুরুজনদের মান্য করা উচিত।
চুপ কর।	চুপ করতে বলছি।
তুমি আজ বিদ্যালয়ে যাও।	তোমাকে আজ বিদ্যালয়ে যেতে হবে।
তুমি সেখানে যাও।	তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।
দুর্জনকে দূরে রাখিও।	দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত।
বিপদে ধৈর্য ধর।	বিপদে ধৈর্য ধরা উচিত।
মন দিয়ে লেখাপড়া করিও।	মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত।
সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করো।	সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

নির্দেশক বাক্য	বিস্ময়সূচক বাক্য
এ তো ভয়ানক দুঃখের কথা।	ওহ! কী ভয়ানক দুঃখের কথা।
এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী কত অমায়িক ছিলেন।	আহা! কী অমায়িক ছিলেন এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী।
গলাটি অতি চমৎকার।	আহা! কী চমৎকার গলাটি।
ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব	কী অপূর্ব ত্যাগের এ মহিমা!
দৃশ্যটি বড় করুণ।	ওহ! কী করুণ দৃশ্য।
দৃশ্যটি বড় চমৎকার।	আহা! কী চমৎকার দৃশ্য।
নিতুর গানের গলা খুব মিষ্টি।	আহা! নিতুর গানের গলা যা মিষ্টি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের দৃশ্যগুলো বড় অপূর্ব।	আহা! পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলির দৃশ্য কী অপূর্ব।
যা দেখলাম তা ভুলবার নয়।	আহা! দৃশ্যটি ভুলবার নয়।
সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি।	আহা! কী মিষ্টি সেই বাঁশির সুর।

বিস্ময়সূচক বাক্য	নির্দেশক বাক্য
আজ কী আনন্দ!	আজ বড় আনন্দ।
আহা! কী মিষ্টি গলা।	গলাটি ভারি মিষ্টি।
আহা! ছেলেবেলায় যদি ফিরে যেতে পারতাম।	আমার ছেলেবেলায় ফিরতে বড় সাধ হয়।
কী সুন্দর খেলা!	খেলাটি ভারি সুন্দর।
কী সুন্দর দৃশ্য!	দৃশ্যটি বড় সুন্দর।
কী সুন্দর রং!	রংটি বড় সুন্দর।
ত্যাগের কী অপূর্ব মহিমা!	ত্যাগের মহিমা বড় অপূর্ব।
সে রাত্রি কী ভয়ানক!	রাত্রিটি ভারি ভয়ানক।
সেই বাড়িটি কী অপূর্ব!	সেই বাড়িটি বড় অপূর্ব।

নেতিবাচক	প্রশ্নবাচক
এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না।	এ খবর আমরা কেহই কি জানিতাম?
এতে দোষ নেই।	এতে দোষ কি?
তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।	তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?
তারা বাধা দিলেও কিছু করার নেই।	তারা বাধা দিলেও কিছু করার আছে কি?
তাহারা পাষণ্ড নয়।	তাহারা কি পাষণ্ড?
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?

প্রশ্নবোধক বাক্য	অস্তিত্বচক বাক্য
খাঁচার মধ্যে থেকেই পাখি কি গান গায় না?	খাঁচার মধ্যে থেকেও পাখি গান গায়।
চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?	চলিত ভাষাও শিল্পনৈপুণ্য হয়।
পরোপকার কি সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই ধর্ম নয়?	পরোপকার সকল সময়ই সকল অবস্থাতেই ধর্ম।
যার মনে প্রত্যয় জন্মে না সে কি আপত্তি জানাবে না?	যার মনে প্রত্যয় জন্মে না, সে আপত্তি জানাবে।
সেটা কি আমাদের মত সঙ্কচিত বিস্ফোরিত হয় না?	সেটাও আমাদের মত সঙ্কচিত বিস্ফোরিত হয়।

বাক্য রূপান্তর : বোর্ড প্রশ্ন

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও সমাধান

(২০১৭-২০২৫)

ঢাকা বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। (প্রশ্নবোধক)	জাদুঘর কি আমাদের আনন্দ দেয় না?

সর্বদা তার মনে দুঃখ। (বিস্ময়বোধক)	আহা! সর্বদা তার মনে কী দুঃখ।
তিনি ধনী কিন্তু দাতা নন। (সরল)	তিনি ধনী হলেও দাতা নন।
সূর্যোদয়ে পদ্ম ফুটে। (জটিল)	যখন সূর্যোদয় হয়, তখন পদ্ম ফোটে।
তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। (অস্তিবাচক)	তাদের ভুলটা যথাসময়ে ভাঙে।
কী ভয়ংকর ঘটনা। (নির্দেশাত্মক)	ঘটনাটি অত্যন্ত ভয়ংকর।
মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)	মানুষ অমর নয়।
জ্ঞানী বলেই তিনি বিনয়ী ছিলেন। (যৌগিক)	তিনি জ্ঞানী এবং বিনয়ী ছিলেন।

দিনাপুর বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
এখানে আমি বহুদিন আগে এসেছি। (নেতিবাচক)	এখানে আমার আসা অল্পদিনের নয়।
জানিতাম না দেনাপাওনা কী স্থির হইল। (অস্তিবাচক)	দেনাপাওনার বিষয় আমার অজানা ছিল।
কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। (জটিল)	যারা কীর্তিমান, তাদের মৃত্যু নেই।
প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম। (সরল)	প্রকৃতির ধর্মই মানুষের ধর্ম।
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না। (প্রশ্নবোধক)	মানুষটা কি সমস্ত রাত খেতে পাবে?

বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক)	বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক।
সংবাদটি পড়ে মর্মান্বিত হলাম। (আবেগসূচক)	আহা! সংবাদটি পড়ে কী মর্মান্বিত হলাম।
তোমাকে এই খাতায় লিখতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক)	তুমি এই খাতায় লেখো।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়। (অস্তিত্ববাচক)	আজকাল প্রায় সব জিনিসই দুর্লভ।
কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। (জটিল)	যারা কীর্তিমান তাঁদের মৃত্যু নেই।
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক)	বাংলাদেশ কি উন্নয়নশীল দেশ নয়?
মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)	মাতৃভূমিকে কেউ ঘৃণা করে না।
এটি ভারি লজ্জার কথা। (বিস্ময়বাচক)	ছিঃ, কী লজ্জার কথা!
লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ। (সরল)	লোকটি ধনী হলেও কৃপণ।
কী ভয়ংকর ঘটনা! (নির্দেশাত্মক)	ঘটনাটি অত্যন্ত ভয়ংকর।
সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (যৌগিক)	সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি।

যশোর বোর্ড – ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য

জয় হোক তবজয়। (নির্দেশাত্মক)	তোমার জয় হবে।
চলো ঘুরে আসি। (প্রশ্নবাচক)	চলো, ঘুরে আসা যায় না?
আমার বন্ধু হরিশ। (জটিল)	যে আমার বন্ধু, তার নাম হরিশ।
লোকে যা বলে তাতে কান দিওনা। (যৌগিক)	লোকে বলবে কিন্তু তাতে কান দিও না।
তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন? (সরল)	তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন?
দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)	দেশের সেবা করো।
ফুলটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	ফুলটি কী সুন্দর!
ঘরে এলে খাতির করব না কেনো? (অস্তিবাচক)	ঘরে এলে খাতির করব।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবাচক)	ভুল কে না করে?
তারা পাষণ। (নেতিবাচক)	তারা দয়াবান নয়।
দরিদ্রকে দান করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	দরিদ্রকে দান করো।
মেঘ হলে বৃষ্টি হবে। (জটিল)	যদি মেঘ হয়, তবে বৃষ্টি হবে।
দশ মিনিট পর বাস ছাড়লো। (যৌগিক)	দশ মিনিট অতিবাহিত হলো এবং বাস ছাড়লো।
ফুলটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	বাহু, কী সুন্দর ফুল!

লোকটি বিধান কিন্তু অহংকারী। (সরল)	লোকটি বিদ্বান হলেও অহংকারী।
চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। (জটিল)	যে লোক চরিত্রহীন, সে পশুর চেয়েও অধম।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
তিনি ধনী হলেও অসাধু নন। (জটিল)	যদিও লোকটি ধনী, তবুও তিনি অসাধু নন।
ঘরে এলে খাতির না করবো কেন? (অস্তিবাচক)	ঘরে এলে খাতির করবো।
পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা অসম্ভব। (সরল)	পৃথিবীতে সবই সম্ভব।
ফুল সুন্দর। (নেতিবাচক)	ফুল অসুন্দর নয়।
সেই বাঁশির সুর খুব মিষ্টি। (বিস্ময়সূচক)	আহা, কী মিষ্টি সেই বাঁশির সুর!
তোমার নাম কী মা? (নির্দেশাত্মক)	তোমার নাম জানতে চাই, মা।
সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবাচক)	সরস্বতী বর দেবেন কি?
দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞা)	দেশের সেবা করো।

বরিশাল বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য

লোকটি ধনী, কিন্তু উদার নয়। (জটিল)	যদিও লোকটি ধনী, তবুও উদার নয়।
এখন খাঁটি জিনিস সহজলভ্য নয়। (অস্তিত্বচক)	এখন খাঁটি জিনিস দুর্লভ।
কিছু বলবেন না। (নির্দেশাত্মক)	কিছু বলতে নিষেধ করছি।
বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপদে অধীর হয়ো না।
তুমি অন্যায় কাজ করেছ। (নেতিবাচক)	তুমি ন্যায়সঙ্গত কাজ করোনি।
যার গুণ আছে, সে বিনয়ী হয়। (সরল)	গুণী ব্যক্তির বিনয়ী হয়।
এদেশ বড়ো বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক)	আহা, কী বিচিত্র এ দেশ!
সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবোধক)	সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা)	সদা সত্য কথা বলবে।
আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (বিস্ময়বোধক)	বাহ, কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ!
আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল)	যা আমার সত্য তা আমাকে পথ দেখাবে।

যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী। (সরল)	জ্ঞানী ব্যক্তিই সত্যিকারের ধনী।
সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবাচক)	সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?
অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক)	অনুগ্রহ করুন এবং সব খুলে বলুন।
এ কথা স্বীকার করতেই হয়। (নেতিবাচক)	একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।
সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (জটিল)	যেহেতু সত্য কথা বলিনি সেহেতু বিপদে পড়েছি।

সিলেট বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
ধনির কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক)	ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।
এখানে আসতেই হলো (নেতিবাচক)	এখানে না এসে পারলাম না।
মৃত্যুই জীবনের শেষ। (প্রশ্নবোধক)	মৃত্যুই কি জীবনের শেষ নয়?
"ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।" (সরল)	আমার অন্তঃপুরে ইহাদের মতো রূপবতী রমণী নাই।
যে লোকটি এখানে এসেছিল সে আমার ভাই। (যৌগিক)	একজন লোক এখানে এসেছিল এবং সে আমার ভাই।
কেন সময় নষ্ট কর? (নির্দেশাত্মক)	সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।
নির্বোধকে এত বুঝিয়ে না। (জটিল)	যে নির্বোধ, তাকে এত বুঝিয়ে না।

বিপদে অধির হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপদে অধীর হয়ো না।

ঢাকা বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
ধনীর কন্যা তার অপছন্দ। (নেতিবাচক)	ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়।
সত্যি সেলুকাস, এদেশ বড়ো বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক)	সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এদেশ!
আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি। (যৌগিক)	আমি বহু কষ্ট করেছি ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
কেউ কিছু বলে না। (অস্তিবাচক)	সবাই চুপচাপ
এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। (সরল)	এখনো আশা না ছাড়লেও মাতুলকে ছাড়িয়াছি।
তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। (জটিল)	যদিও তিনি দরিদ্র তবুও তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
এমন করা ঠিক হয়নি। (প্রশ্নবোধক)	এমন করা ঠিক হয়েছে কি?
নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান/জানাও।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী। (যৌগিক)	সে প্রসন্ন গোয়ালিনী এবং সেই ফরিয়াদি
তুমিই কাজটি করতে পারতে। (প্রশ্নবোধক)	তুমি-ই কি কাজটি করতে পারতে না?
যিনি বিদ্বান তিনি সৎ লোক। (সরল)	বিদ্বান লোকই সৎ
সে কাল আসবে, তারপর আমি যাব। (জটিল)	যদি সে কাল আসে তবে আমি যাব
হৈম কোনো কথা কহিল না। (অস্তিবাচক)	হৈম চুপ রহিল।
নদীটি অনেক সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	বাহু ! কী সুন্দর নদী।
সময় নষ্ট করা উচিত নয়। (অনুজ্ঞাসূচক)	সময় নষ্ট করো না।
সৎ লোকের ভয় নেই। (জটিল)	যে সৎ লোক তার ভয় নেই।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। (জটিল)	যে লোক চরিত্রহীন সে পশুর চেয়েও অধম।
যখন তিনি ছিলেন, তখন কোনো জিনিসের অভাব ছিলো না। (সরল)	তিনি থাকাকালীন কোনো জিনিসের অভাব ছিলো না।

যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক)	বিপদ আসে এবং সঙ্গে দুঃখও আসে।
পাখিটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	বাহ্! পাখিটি কী সুন্দর।
বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। (প্রশ্নবাচক)	বাংলাদেশ কি একটি নদীমাতৃক দেশ নয়?
মানুষের তৈরি দুর্যোগও কম ক্ষতি করে না। (অস্তিবাচক)	মানুষের তৈরি দুর্যোগও বেশ ক্ষতি করে।
পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? (নেতিবাচক)	পুলিশের লোক জানিবে না।
চুপ করো। (নির্দেশাত্মক)	কথা বোলো না।

যশোর বোর্ড – ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (যৌগিক)	সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি।
এখনই ডাক্তার ডাকা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	এখনই ডাক্তার ডাকো।
ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক)	ফুল কে না ভালোবাসে?
বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক)	বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক।
যে অন্ধ তাকে আলো দাও। (সরল)	অন্ধকে আলো দাও।
বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হবে। (জটিল)	যদি বৃষ্টির অভাব হয় তবে ফসল নষ্ট হবে।

শিশুরা দূষণমুক্ত পরিবেশ চায় । (নেতিবাচক)	শিশুরা দূষিত পরিবেশ চায় না ।
শীতের পিঠা খেতে খুব মজা । (বিস্ময়সূচক)	শীতের পিঠা খেতে কী মজা !

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
তাহার মন একবারে কাঠ হইয়া গেল । (নেতিবাচক)	তাহার মন কাঠ না হইয়া পারিল না ।
যদি পড়াশোনা না কর, তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার । (যৌগিক)	পড়াশোনা কর, নইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার ।
সদা সত্য কথা বলা উচিত । (অনুজ্ঞা)	সদা সত্য কথা বলবে ।
মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না । (অস্তিত্ববাচক)	মিথ্যাবাদীকে সকলে অপছন্দ করে ।
তার আভাস পেতাম কিন্তু নাগাল পেতাম না । (জটিল)	যদিও তার আভাস পেতাম তবুও তার নাগাল পেতাম না ।
যে লোক চরিত্রহীন, সে পশুর চেয়ে অধম । (সরল)	চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম ।
গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে । (প্রশ্নবাচক)	গভর্নমেন্ট কি বাড়িটা রিকুইজিশন করেনি?
আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে । (বিস্ময়বোধক)	বাঃ! কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ ।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য

মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়ে মামার মন ভার হইল । (সরল)	মেয়ের বয়স পনেরো শুনিয়ে মামার মন ভার হইল ।
তোমার সুখ কামনা করছি । (প্রার্থনাসূচক)	তুমি সুখী হও ।
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না । (প্রশ্নবাচক)	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
শৈশবে তার বাবা মারা যায় । (জটিল)	যখন তার শৈশবকাল, তখন তার বাবা মারা যায় ।
আমরা স্টেশনে পৌঁছে খবর পেলাম ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে ।(যৌগিক)	আমরা স্টেশনে পৌঁছালাম এবং খবর পেলাম ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে ।
আমার নিবাস নাই । (জটিল)	যাকে নিবাস বলে তা আমার নেই ।
আমি গ্রাহ্য করিলাম না । (অস্তিবাচক)	আমি অগ্রাহ্য করিলাম ।
শম্ভুনাথ এ কথায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন । (নেতিবাচক)	শম্ভুনাথ এ কথায় যোগ দিলেন না ।

বরিশাল বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
মানুষ অমর নয় । (অস্তিবাচক)	মানুষ মরণশীল ।
জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম । (জটিল)	যখন জাহাজ ছেড়ে দিল, তখন আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম ।
ফল পাবে কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে । (সরল)	ফল পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে ।
এটি ভারি লজ্জার কথা । (বিস্ময়সূচক)	এটি ভারি লজ্জার কথা !

এ কথা স্বীকার করতেই হয়। (নেতিবাচক)	এ কথা অস্বীকার করাই যায় না।
দশ মিনিট পর ঘাটে নৌকা ভিড়ল। (যৌগিক)	দশ মিনিট পার হলো, তারপর ঘাটে নৌকা ভিড়ল।
সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা)	সদা সত্য কথা বলবে।
সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবাচক)	সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
মাতৃভূমির সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)	মাতৃভূমির সেবা করো।
তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী নয়। (অস্তিত্ববাচক)	তারা অনিয়মিত শিক্ষার্থী।
এ পৃথিবী অস্থায়ী। (নেতিবাচক)	এ পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।
এখানে এসেই সে বসে পড়ল। (যৌগিক)	সে এখানে এল এবং বসে পড়ল।
দেশপ্রেমিককে সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবোধক)	দেশপ্রেমিককে কি সকলেই ভালোবাসে না?
জ্ঞানীরাই সত্যিকার ধনী। (জটিল)	যারা জ্ঞানী তারাি সত্যিকার ধনী।
যে লোক দুর্জন, সে পরিত্যাজ্য। (সরল)	দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।
কী মজার গল্প! (নির্দেশাত্মক)	গল্পটি বেশ মজার।

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
তিনি ধনী হলেও অসাধু নন। (জটিল)	যদিও তিনি ধনী তবুও তিনি অসাধু নন।
পৃথিবী অস্থায়ী। (নেতিবাচক)	পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।
সত্যি সেলুকাস, এদেশ বড়ো বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক)	সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ!
তুমি দীর্ঘজীবী হও। (নির্দেশক)	তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করছি।
তার বয়স হলেও শিক্ষা হয়নি। (প্রশ্নবাচক)	তার বয়স হলেও শিক্ষা হয়েছে কি?
সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবাচক)	সরস্বতী বর দেবেন কি?
আইন মেনে চলা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	আইন মেনে চলবে।
ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই। (জটিল)	যেহেতু সম্পর্কটা ঠাট্টার, সেহেতু স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই ।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? (নেতিবাচক)	পুলিশের লোক জানিবে না।
ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবাচক)	সকলেই কি ভুল করে না?
বিপদে ধৈর্য ধরা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপদে ধৈর্য ধরো।

দশ মিনিট পর ট্রেন এলো। (যৌগিক)	ট্রেন এলো কিন্তু দশ মিনিট পর।
চুপ করো। (নির্দেশাত্মক)	তোমাকে চুপ করতে বলছি।
মেঘ হলে বৃষ্টি হবে। (জটিল)	যদি মেঘ হয় তবে বৃষ্টি হবে।
এটি ভারি লজ্জার কথা। (বিস্ময়সূচক)	কী লজ্জার কথা এটি!
যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল)	বুদ্ধিহীনরাই একথা বিশ্বাস করবে।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
সূর্যোদয়ে অন্ধকার কেটে যাবে। (জটিল)	যখন সূর্যোদয় হবে তখন অন্ধকার কেটে যাবে।
বিপদ ও দুঃখ একসাথে আসে। (সরল)	বিপদ এলে দুঃখও আসে।
মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞা)	মন দিয়ে লেখা পড়া করো।
আমাকে যেতে হবে। (নেতিবাচক)	আমাকে না গেলে হবে না।
নদীটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	বাহু! কী সুন্দর নদী।
যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী। (সরল)	জ্ঞানী ব্যক্তিই সত্যিকারের ধনী।
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবাচক)	বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?
তিনি আর বেঁচে নেই। (যৌগিক)	তিনি বেঁচে ছিলেন কিন্তু এখন নেই।

যশোর বোর্ড – ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	দুর্জনকে দূরে রাখো।
এখানে আসতেই হলো। (নেতিবাচক)	এখানে না এসে পারা গেল না।
সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবাচক)	সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?
সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল)	যখন সূর্যোদয় হবে, তখন অমানিশা কেটে যাবে।
রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। (অনুজ্ঞা)	রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করো।
শীতের পিঠা খেতে খুব মজা। (বিস্ময়সূচক)	শীতের পিঠা খেতে কী মজা!
যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান। (সরল)	দানেই তার প্রাপ্তি।
বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক। (নির্দেশাত্মক)	বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাবাচক)	বিপদে অধীর হয়ো না।
আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল)	যা আমার সত্য, তা আমাকে পথ দেখাবে।

সেই বাঁশির সুর খুব মিষ্টি। (বিস্ময়সূচক)	বাহ্! সেই বাঁশির সুর কী মিষ্টি।
জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)	জন্মভূমিকে ভালোবাসে না এমন কেউ নেই।
যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু ফসল ভালো হবে। (সরল)	বৃষ্টি হওয়ায় ফসল ভালো হবে।
সকলেই ফুল ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক)	ফুল কে না ভালোবাসে?
আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক)	তোমার মঙ্গল হোক।
এমন কথা সে মুখে আনিতে পারিত না। (অস্তিবাচক)	এমন কথা সে মুখে আনিতে অপারগ।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
সে চুপ রইল (নেতিবাচক)	সে কথা বলল না।
দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশকে ভালোবাসে। (যৌগিক)	যে ব্যক্তি দেশপ্রেমিক তাকে সবাই ভালোবাসে।
আমি মিথ্যা বলিনি। (অস্তিবাচক)	আমি সত্য বলেছি।
বিদ্বানকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (প্রশ্নবাচক)	বিদ্বানকে কি সবাই শ্রদ্ধা করে না?
স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হাও।
ভোরের বাতাস নির্মল। (বিস্ময়সূচক)	আহ! কী নির্মল ভোরের বাতাস।

শিক্ষক আসা মাত্রই শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়াল। (যৌগিক)	শিক্ষক এলন এবং শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়ালে।
জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়? (নির্দেশাত্মক)	জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।

সিলেট বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	সদা সত্য কথা বলবে।
দেশপ্রেমিককে কে না ভালোবাসে। (নির্দেশাত্মক)	দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে।
শহিদের মৃত্যু নেই। (অস্তিত্ববাচক)	শহিদ অমর।
শিশুরা দূষণমুক্ত পরিবেশ চায়। (নেতিবাচক)	শিশুরা দূষিত পরিবেশ চায় না।
দরিদ্র হলেও তার মন ছোটো নয়। (যৌগিক)	তিনি দরিদ্র তবু তার মন ছোটো নয়।
মানবতার ধর্মই বড়ো ধর্ম। (প্রশ্নবোধক)	মানবতার ধর্মই বড়ো ধর্ম নয় কি?
ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)	যারা ছাত্র, তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।
যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। (সরল)	কর্ম অনুসারে ফল পাবে।

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না? (প্রশ্নবাচক)	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা)	সদা সত্য কথা বলবে।
যা বার্থক্য, তাকে সব সময় ব্যয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)	বার্থক্যকে সবসময় ব্যয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে (নেতিবাচক)	মাতৃভূমিকে ভালোবাসে না এমন কেউ নেই।
আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল)	যা আমাকে পথ দেখাবে, তা আমার সত্য।
তাতে সমাজজীবন চলে না। (অস্তিত্ববাচক)	তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে।
একেই কি বলে সভ্যতা? (নেতিবাচক)	একেই সভ্যতা বলে না।
অন্যায় করো না। (নির্দেশাত্মক)	অন্যায় করা অনুচিত।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
যে লোক চরিত্রহীন সে পশুর চেয়েও অধম। (সরল)	চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম
তিনি থাকতে কোনো জিনিসের অভাব ছিল না। (জটিল)	যখন তিনি ছিলেন, তখন কোনো জিনিসের অভাব ছিল না।
প্রণাম করে পায়ের ধূলা নিলাম। (যৌগিক)	প্রণাম করলাম এবং পায়ের ধূলা নিলাম।

কিন্তু তারা তো নেই। (অস্তিত্বাচক)	কিন্তু তারা অনুপস্থিত।
মানুষের তৈরি দুর্যোগেও অনেক ক্ষতি করে। (নেতিবাচক)	মানুষের তৈরি দুর্যোগেও কম ক্ষতি করে না।
সময় নষ্ট না করে কাজটা শুরু করে দেওয়া যাক। (অনুজ্ঞাবাচক)	সময় নষ্ট না করে কাজটা শুরু করে দাও।
জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যায় না। (প্রশ্নবোধক)	জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় কি?
যদি ভুলগুলো শুধরে নিতে পারতাম। (বিস্ময়সূচক)	হায়! যদি ভুলগুলো শুধরে নিতে পারতাম।

ঢাকা বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। (প্রশ্নবোধক)	জাদুঘর কি আমাদের আনন্দ দেয় না?
ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিত্বাচক)	ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।
আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। (জটিল)	যখন আমরা পৌঁছলাম তখন খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে।
যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল)	দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে।
এ কথা স্বীকার করতেই হয়। (নেতিবাচক)	এ কথা স্বীকার না করলেই নয়।
সর্বদা তার মনে দুঃখ। (বিস্ময়বোধক)	আহা! সর্বদা তার মনে কী দুঃখ!

জীবে দয়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	জীবে দয়া কর।
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়। (যৌগিক)	সূর্যোদয় হয় এবং অন্ধকার দূর হয়।

দিনাপুর বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
সত্য কথা স্বীকার কর নতুবা শাস্তি পাবে। (সরল)	সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।
ইহারা অন্য জাতের মানুষ। (নেতিবাচক)	ইহারা এই জাতের মানুষ নহে।
পড়াশুনা কর নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (জটিল)	যদি পড়াশুনা না কর তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
আমি বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করেছি। (যৌগিক)	আমি বহু কষ্ট করেছি এবং শিক্ষালাভ করেছি।
হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক)	হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।
ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়সূচক)	কী অপূর্ব ত্যাগের এ মহিমা!
ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবোধক)	ফুল কে না ভালোবাসে?
কাজটা তোমার করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	কাজটা তুমি কর।

রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
দেশকে ভালোবেসে শত শহীদ জীবন উৎসর্গ করেছেন। (প্রশ্নবাচক)	দেশকে ভালোবেসে শত শহীদ কি জীবন উৎসর্গ করেননি?
ইহাদের ন্যায় রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। (জটিল)	ইহারা যেমন রূপবতী রমণী তেমন রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।
জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়? (নির্দেশাত্মক)	জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।
একেই কি বলে সভ্যতা? (নেতিবাচক)	একেই সভ্যতা বলে না।
শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক)	শম্ভুনাথ এ কথায় যোগ দেওয়া থেকে একেবারেই বিরত থাকলেন।
যা বার্ষিক্য, তাকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)	বার্ষিক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
পরশমণির বয়স হইলেও শিক্ষা হয় নাই। (যৌগিক)	পরশমণির বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই।
ভুলগুলো এখনই সংশোধন করতে বলছি। (অনুজ্ঞাবাচক)	ভুলগুলো এখনই সংশোধন করো।

যশোর বোর্ড - ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
যে লোক চরিত্রহীন, সে পশুর চেয়ে অধম। (সরল)	চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়ে অধম।

বিদ্বান হলেও তাঁর অহংকার নেই। (যৌগিক)	তিনি বিদ্বান অথচ তাঁর অহংকার নেই।
তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না। (জটিল)	যদিও তিনি ধনী ছিলেন তবুও সুখী ছিলেন না।
যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে। (যৌগিক)	পরিশ্রম কর তবে ফল পাবে।
মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)	মানুষ অমর নয়।
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক)	বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?
ছিঃ এতো ভারি লজ্জার কথা। (বিস্ময়বাচক)	ছিঃ এটি কী লজ্জার কথা!
ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক)	ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক)	তিনি বিদ্বান অথচ তার অহংকার নেই।
ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই। (জটিল)	যে সম্পর্কটা ঠাট্টার সেটা স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।
আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। (অস্তিবাচক)	আমি আশা ছাড়িতে অপারগ হইলাম।
স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবলদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। (নেতিবাচক)	স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবলদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার অপরিপূর্ণ নয়।

যা বাঙালির আত্মজাগরণ, তা অভিনন্দনের দাবি রাখে। (সরল)	বাঙালির আত্মজাগরণ অভিনন্দনের দাবি রাখে।
সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা)	সদা সত্য কথা বলবে।
বাঁশির সুরটি সুমধুর। (বিস্ময়বোধক)	আহা ! বাঁশির সুর কী সুমধুর।
বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। (প্রশ্নবোধক)	বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে কি?

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
মেঘনা আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়েছে। (যৌগিক)	মেঘনা আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং সাগরে পড়েছে।
তুমি যা বললে তা অসত্য। (সরল)	তোমার বলা কথাটা অসত্য।
মানুষ অমর নয়। (অস্তিত্বাচক)	মানুষ মরণশীল।
তিনি দরিদ্র কিন্তু সৎ। (জটিল)	যদিও তিনি দরিদ্র তবুও সৎ।
সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক)	সরস্বতী বর দেবেন কি?
সে সুন্দর গান গায়। (বিস্ময়সূচক)	বাঃ! সে কী সুন্দর গান গায়।
দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত। (অনুজ্ঞা)	দুর্জনকে দূরে রেখো।
বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। (নেতিবাচক)	বিড়ালকে বুঝানো সহজ হইল না।

সিলেট বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
সে আর ভিক্ষা করে না। (প্রশ্নবোধক)	সে আর ভিক্ষা করে কি?

বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়? (অস্তিবাচক)	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
তোমার এরূপ ব্যবহার অনুচিত। (নেতিবাচক)	তোমার এরূপ ব্যবহার উচিত নয়।
তারা কি যাবে কোথাও? (অস্তিবাচক)	তারা কোথাও যাবে না।
লোকটির সবই আছে, কিন্তু সুখী নয়। (জটিল বাক্য)	যদিও লোকটির সবই আছে তবুও সে সুখী নয়।
আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল)	তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই।
সূর্যোদয়ে পদ্মফুল ফোটে। (জটিল বাক্য)	যখন সূর্যোদয় হয় তখন পদ্মফুল ফোটে।
যিনি জ্ঞানী, তিনি সত্যিকার ধনী। (সরল বাক্য)	জ্ঞানীই সত্যিকারের ধনী।

বরিশাল বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
ধনীরাই প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	যারা ধনী তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। (প্রশ্নবোধক)	তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?
আশেপাশে কোনো শব্দ নেই। (অস্তিবাচক)	আশপাশ একেবারে শব্দহীন।
ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা গৌণ। (নেতিবাচক)	ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা মুখ্য নয়।
কাজ না করলে চলে যাও। (যৌগিক)	কাজ কর, না হয় চলে যাও।

আইন মেন চলা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)	আইন মেনে চলো।
এ দেশ বড় বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক)	বাঃ! কী বিচিত্র এ দেশ।
সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি। (সরল)	সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

সকল বোর্ড ২০১৮

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবোধক)	সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?
বিপন্নদের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপন্নদের সেবা করো।
রাজ্যমাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই চমৎকার। (বিস্ময়বোধক)	বাহু! কী চমৎকার রাজ্যমাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য।
অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপন করব। (নেতিবাচক)	অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপন না করে পারব না।
উদারতা কৃপণের ধর্ম নয়। (অস্তিবাচক)	উদারতা কৃপণের অধর্ম।
সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল)	যখন সূর্যোদয় হবে, তখন অমানিশা কেটে যাবে।
যারা সংস্কৃতিবান তারা শান্তিপ্রিয় হয়। (সরল)	সংস্কৃতিবানরা শান্তিপ্রিয়।
যদিও সে অশিক্ষিত, তবুও সে দেশপ্রেমিক। (যৌগিক)	সে অশিক্ষিত কিন্তু দেশপ্রেমিক।

ঢাকা বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)	মাতৃভূমিকে ভালোবাসে না এমন কেউ নেই।
আমার কেনা বইটি খুব দামি। (জটিল)	যে বইটি আমার কেনা সেটি খুব দামি।
দশ মিনিট পর ট্রেন এলো। (যৌগিক)	দশ মিনিট পার হলো এবং ট্রেন এলো।
কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝল না। (প্রশ্নবোধক)	কেউ কি অন্ধের দুঃখ বুঝল?
পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়। (অস্তিত্ববাচক)	পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী।
দেশের সেবা করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	দেশের সেবা কর।
লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। (বিস্ময়সূচক)	আহা! কী দরিদ্র লোকটি।
যে সত্য কথা বলে, সবাই তাকে ভালোবাসে। (সরল)	সত্য কথা বললে সবাই ভালোবাসে।

রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
যে লোক চরিত্রহীন, সে পশুর চেয়েও অধম। (সরল বাক্য)	চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়ে অধম।
বিদ্বান হলেও তাঁর অহংকার নেই। (যৌগিক বাক্য)	তিনি বিদ্বান অথচ তাঁর অহংকার নেই।
তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না। (জটিল বাক্য)	যদিও তিনি ধনী ছিলেন তবুও সুখী ছিলেন না।
যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে। (যৌগিক বাক্য)	পরিশ্রম কর এবং ফল পাবে।

মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)	মানুষ অমর নয়।
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক বাক্য)	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ নয় কি?
ফুলটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়বোধক বাক্য)	বাঃ! ফুলটি কী সুন্দর।
আমরা নড়লাম না। (অস্তিত্ববাচক বাক্য)	আমরা অনড় রইলাম।

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিত্ববাচক)	ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।
এখানে আসতেই হলো। (নেতিবাচক)	এখানে না এসে পারা গেল না।
যদিও সে দরিদ্র তথাপি সে চরিত্রবান। (যৌগিক)	সে দরিদ্র কিন্তু চরিত্রবান।
ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	যারা ধনী তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক)	এতে দোষ কী?
এটি ভারী লজ্জার কথা। (বিস্ময়বাচক)	কী লজ্জার কথা এটা!
দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)	দেশের সেবা করো।
তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)	তুমি দীর্ঘায়ু হও।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য

আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল)	যা আমার পথ তা দেখাবে আমার সত্য।
যখন মেঘ গর্জন করে তখন ময়ূর নৃত্য করে। (সরল)	মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক)	শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারেই নিষ্ক্রিয় রইলেন।
বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। (নেতিবাচক)	বৃক্ষের দিকে না তাকালে জীবন তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয় না।
যদিও সে দরিদ্র, তথাপি চরিত্রবান। (যৌগিক)	সে দরিদ্র কিন্তু চরিত্রবান।
শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বাচক)	শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট!
তোমাকে এই খাতায় লিখতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক)	তুমি এই খাতায় লিখবে।
ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক)	সকলেই কি ফুল ভালোবাসে না?

সিলেট বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
দুর্জনকে দূরে রেখো। (নির্দেশক)	দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত।
বিদ্বান হলেও তাঁর অহংকার নেই। (যৌগিক)	তিনি বিদ্বান কিন্তু তাঁর অহংকার নেই।
সে কথাই এরা ভাবে। (নেতিবাচক)	সে কথা এরা না ভেবে পারে না।
নির্বোধকে এত বুঝিয়ে না। (জটিল)	যারা নির্বোধ তাদেরকে এত বুঝিয়ে না।

আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (বিস্ময়বোধক)	কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশটা!
লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট নয়। (সরল)	লোকটি অশিক্ষিত হলেও অশিষ্ট নয়।
হৈমন্তী কোনো কথা বলিল না। (অস্তিবাচক)	হৈমন্তী কোনো কথা বলিতে অপারগ হইল।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলের কাজ করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলেই কাজ করো।

বরিশাল বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। (জটিল)	যারা কীর্তিমান তাদের মৃত্যু নেই।
দেখি, সে বিছানায় নাই। (অস্তিবাচক)	দেখি, সে বিছানায় অনুপস্থিত।
মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)	মানুষ অমর নয়।
দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	দৃশ্যটি কী সুন্দর!
তিনি আর নেই। (যৌগিক)	তিনি ছিলেন কিন্তু এখন আর নেই।
দেশের সেবা করা উচিত। (অনুজ্ঞা)	দেশের সেবা করো।
মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (জটিল)	যা মাতৃভূমি তাকে সকলেই ভালোবাসে।
যারা পরিশ্রমী তারা সফল হয়। (সরল)	পরিশ্রমীরা সফল হয়।

দিনাপুর বোর্ড ২০১৭

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে। (নেতিবাচক)	মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।

বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক)	তিনি বিদ্বান কিন্তু তাঁর অহংকার নেই।
কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। (জটিল)	যারা কীর্তিমান তাদের মৃত্যু নেই।
যা বারধক্য, তাকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)	বারধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী নয়। (অস্তিবাচক)	তারা অনিয়মিত শিক্ষার্থী।
সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা)	সদা সত্য বলবে।
দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	দৃশ্যটি কী সুন্দর!
সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবাচক)	সরস্বতী বর দেবেন কি?

- O -

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:





অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স- নিয়ে এনো
মুসা স্যারের অনলাইন- eBook সিরিজ 

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

বাংলা দ্বিতীয় পত্র
সাজেশন ও সমাধান

বিষয়: অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ। নম্বর: ০৫

(৮টি বাক্য থাকবে ৫টি শুদ্ধ করে লিখতে হবে
অথবা অনুচ্ছেদ শুদ্ধ করতে হবে।)



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ
৮টি বাক্য থাকবে ৫টি শুদ্ধ করে লিখতে হবে
অথবা
অনুচ্ছেদ শুদ্ধ করতে হবে।

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় অপপ্রয়োগ নানা কারণে ঘটে থাকে। তবে প্রধানত দুটি কারণে অপপ্রয়োগ ঘটে বেশি। এই কারণ দুটি হলো:-

প্রথমত: বানান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং

দ্বিতীয়ত: বাক্যে পদের ভুল প্রয়োগ।

আবার বাক্যে পদের ভুল প্রয়োগও বিভিন্নভাবে হয়। যেমন :

- (১) বাচ্যের ভুল প্রয়োগ,
- (২) বচনের ভুল প্রয়োগ,
- (৩) সাধু ও চলিত ভাষার ভুল প্রয়োগ (গুরুচণ্ডালী দোষ) ,
- (৪) লৈঙ্গিক অপপ্রয়োগ,
- (৫) বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের ভুল প্রয়োগ, ,
- (৬) বিশেষণের ভুল প্রয়োগ,
- (৭) বাহ্যল্যজনিত ভুল প্রয়োগ,
- (৮) সমাসের ভুল প্রয়োগ,
- (৯) প্রত্যয় ঘটিত ভুল প্রয়োগ ইত্যাদি,
- (১০) যথাশব্দ ব্যবহারে অসচেতনতা ।

নিচে এই সমস্ত ভুল প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ দেখানোসহ শুদ্ধ প্রয়োগের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

বাচ্যের ভুল প্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	আমরা প্রতিপালন হচ্ছি।	আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি।
২.	আমাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে।	আমাকে দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।
৩.	আমাদের আচরণে তারা সন্তোষ হলো।	আমাদের আচরণে তারা সন্তুষ্ট হলো।
৪.	আমার কথা প্রমাণ হয়েছে।	আমার কথা প্রমাণিত হয়েছে।
৫.	আমার কথা শুনে সে বিস্ময় হয়েছে।	আমার কথা শুনে সে বিস্মিত হয়েছে।
৬.	গৌরব লোপ পেয়েছে।	গৌরব লুপ্ত হয়েছে।
৭.	ঘটনা বর্ণনা হয়েছে।	ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
৮.	তোমার যুক্তি খণ্ডন হয়েছে।	তোমার যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে।
৯.	বস তোমার প্রতি ক্রোধ হয়েছে।	বস তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।
১০.	বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
১১.	সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।	সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
১২.	সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
১৩.	সে চমৎকার হয়েছে।	সে চমৎকৃত হয়েছে।
১৪.	সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।	সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হবে।

বহুবচনের বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।	অন্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে/অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।
২.	নূতন নূতন ছেলেগুলো বড় উৎপাত করিতেছে।	নূতন নূতন ছেলে বড় উৎপাত করিতেছে।/ নতুন ছেলেরা বড় উৎপাত করছে।
৩.	যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এই বসুন্ধরার বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এই বসুন্ধরার বাসিন্দা।
৪.	সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।	সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয়।
৫.	সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।	সকল দর্শককে স্বাগত জানাই/দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
৬.	সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।	সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।
৭.	সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।

সামু ও চলিতরীতিজনিত অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	তাকে কলেজে যাইতে হইবে।	তাহাকে কলেজে যাইতে হইবে। তাকে কলেজে যেতে হবে।
২.	তারা শ্মশানে শব পোড়াচ্ছে।	তারা শ্মশানে শব দাহ করছে। তারা শ্মশানে মরা পোড়াচ্ছে।
৩.	তাসনীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন।	তাসনীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হলেন।

		তাসনীমের চিঠি দেখিয়া তিনি অবাক হইলেন।
৪.	তাহার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি। / তাহার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছি।
৫.	তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।	তারা বাড়ি যাচ্ছে।/ তাহারা বাড়ি যাইতেছে।
৬.	তাহারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।	তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

লৈঙ্গিক অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	আজ করিম সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে।	আজ করিম সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে।
২.	আজ তার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান	আজ তার কনিষ্ঠা বোনের বাগদান অনুষ্ঠান
৩.	এই মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।	এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
৪.	কিশোর বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল।	কিশোরী বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল।
৫.	তাসনিমের মতো বুদ্ধিমান বালিকা এ অঞ্চলে নেই।	তাসনিমের মতো বুদ্ধিমতী বালিকা এ অঞ্চলে নেই।
৬.	বর্তমানে বিদ্বান নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।	বর্তমানে বিদুষী নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
৭.	মন্ত্রী মহাশয় পাপিষ্ঠ চাকরানিকে শাস্তি দিলেন।	মন্ত্রী মহাশয় পাপিষ্ঠা চাকরানিকে শাস্তি দিলেন।
৮.	রাহেলা এই বাড়ির কর্তা।	রাহেলা এই বাড়ির কর্ত্রী।

৯.	লটারি জিতেছেন এই ভাগ্যবান নারী।	লটারি জিতেছেন এই ভাগ্যবতী নারী।
১০.	সেই সাধক নারীর কথা কে না জানে।	সেই সাধিকা নারীর কথা কে না জানে।

বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচন জনিত অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	অনেক হয়েছে, গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।	অনেক হয়েছে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।
২.	আমি বসে আছি, যদি ময়লা ফেলতে ভাঙা কুলোর ডাক পড়ে।	আমি বসে আছি, যদি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর ডাক পড়ে।
৩.	ও তো ঢোলের বাঁয়া, সঙ্গে থাকাও যা না থাকাও তা।	ও তো ঢাকের বাঁয়া, সঙ্গে থাকাও যা না থাকাও তা।
৪.	ওরা এক ঝাঁকের মাছ তো, তাই চালচলনও একরকম।	ওরা এক ঝাঁকের কই তো, তাই চালচলনও একরকম।
৫.	চোরটা যেন মাগুর মাছের প্রাণ; দু-চার ঘায়ে কিছু হবে না।	চোরটা যেন কই মাছের প্রাণ; দু-চার ঘায়ে কিছু হবে না।
৬.	তার খোদার উপর কারসাজি করার অভ্যাস গেল না।	তার খোদার উপর খোদকারি করার অভ্যাস গেল না।
৭.	দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
৮.	নিজের চরকায় মোবিল দাও, অন্যের কথা ভাবতে হবে না।	নিজের চরকায় তেল দাও, অন্যের কথা ভাবতে হবে না।

৯.	পরীক্ষা এলে অনেকেই চোখে হলুদ ফুল দেখে।	পরীক্ষা এলে অনেকেই চোখে সর্ষে ফুল দেখে।
১০.	মাখনের পুতুলটা কি তোমাদের সঙ্গে অতদূর যেতে পারবে?	ননির পুতুলটা কি তোমাদের সঙ্গে অতদূর যেতে পারবে?
১১.	মাস্টার সাহেব কারো সাথেও নেই সতেরোতেও নেই।	মাস্টার সাহেব কারো সাথেও নেই পাঁচেও নেই।
১২.	যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা চালতা।	যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।
১৩.	সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।	সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।

বিশেষণের আধিক্যজনিত অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	আবশ্যকীয় বিষয়ে কার্পণ্য ভালো নয়।	আবশ্যক বিষয়ে কার্পণ্য ভালো নয়।
২.	খবরটি শুনে আমি উদ্বেলিত হয়েছি।	খবরটি শুনে আমি উদ্বেল হয়েছি।
৩.	তার আকুলিত আবেদন আমাকে মুগ্ধ করেছে।	তার আকুল আবেদন আমাকে মুগ্ধ করেছে।
৪.	তার সক্রুণ আবেদনে আমার মন গলে গেল।	তার করুণ আবেদনে আমার মন গলে গেল।
৫.	তার সকাতির আবেদনে আমার মন গলে গেল।	তার কাতর আবেদনে আমার মন গলে গেল।

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
৬.	তার সচিবিত প্রতিবেদন আমাদের মুগ্ধ করেছে।	তার সচিত্র প্রতিবেদন আমাদের মুগ্ধ করেছে।
৭.	তার সলজ্জিত ভঙ্গি সবাইকে মুগ্ধ করেছে।	তার লজ্জিত ভঙ্গি সবাইকে মুগ্ধ করেছে।
৮.	তোমরা একত্রিত গমন করো।	তোমরা একত্রে গমন করো।
৯.	দেশের উন্নয়নে আমরা সবাই সচেষ্টিত হবো।	দেশের উন্নয়নে আমরা সবাই সচেষ্টি হবো।
১০.	প্রফুল্লিত চিত্তে সে কথাটি বলল।	প্রফুল্ল চিত্তে সে কথাটি বলল।
১১.	বাংলাদেশ এখন আনন্দে মুখরিত।	বাংলাদেশ এখন আনন্দে মুখর।
১২.	সকৃতজ্ঞ চিত্তে সে আমার দিকে তাকালো।	কৃতজ্ঞ চিত্তে সে আমার দিকে তাকালো।
১৩.	সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করবে।	ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করবে।
১৪.	সবিনয়পূর্বক বিষয়টি জানতে চাই।	সবিনয়ে বিষয়টি জানতে চাই।

বিশেষণ প্রয়োগে সচেতনতাজনিত অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

২.	আপনার সঙ্গে গোপন পরামর্শ আছে।	আপনার সঙ্গে গোপনীয় পরামর্শ আছে।
৩.	আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
৪.	আমাদের দেশ উন্নতশীল দেশ।	আমাদের দেশ উন্নয়নশীল দেশ।
৫.	নীরোগী লোক প্রকৃত সুখী।	নীরোগ লোক প্রকৃত সুখী।
৬.	পুলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্ধিহান।	পুলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।
৭.	প্রধান শিক্ষকের পরিবারটি এ এলাকার সম্ভ্রান্তশালী পরিবার।	প্রধান শিক্ষকের পরিবারটি এ এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবার।
৮.	বান্দরবন পাবতীয় এলাকা।	বান্দরবন পার্বত্য (বা পবতীয়) এলাকা।
৯.	সমৃদ্ধমান পরিবারে তার জন্ম।	সমৃদ্ধ পরিবারে তার জন্ম।
১০.	সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।	সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
১১.	সে যে ধরনের আচরণ করেছে তা কথিতব্য নয়।	সে যে ধরনের আচরণ করেছে তা কহতব্য (বা কথনীয়) নয়।

বিশেষ্যের স্থলে বিশেষণজনিত অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।

২.	তিনি উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করছেন।	তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ (বা উদ্ধত) আচরণ করছেন।
৩.	দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেননি।	দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেননি।
৪.	সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।	সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	আকর্ষণপর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	আকর্ষণ (বা কর্ষণপর্যন্ত) ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
২.	আপনার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।	আপনার তথ্য গ্রাহ্য (বা গ্রহণযোগ্য) নয়।
৩.	আমাদের দেশ এক সময় ব্রিটিশদের অধীনস্থ ছিল।	আমাদের দেশ এক সময় ব্রিটিশদের অধীন ছিল।
৪.	আলোচ্যমান অংশটুকু রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া।	আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া।
৫.	ইদানিংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা হচ্ছে।	ইদানীং ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা হচ্ছে।
৬.	কেবলমাত্র দুর্নীতিই এ সংকটের জন্য দায়ী।	কেবল দুর্নীতিই এ সংকটের জন্য দায়ী।
৭.	চোরটি বমালসুদ্ব ধরা পড়েছে।	চোরটি বমাল (বা মালশুদ্ধ) ধরা পড়েছে।
৮.	ছেলেটি দারুণ সুবুদ্ধিমান।	ছেলেটি দারুণ বুদ্ধিমান।

৯.	তৎকালীন সময়ে সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।	তৎকালে (বা সে সময়) সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।
১০.	তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।	তার দুচোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
১১.	বিদেশি অতিথিদের সুস্বাগত জানানো হলো।	বিদেশি অতিথিদের স্বাগত জানানো হলো।
১২.	বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।	বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।
১৩.	বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি সমূলে (বা মূলসহ) উৎপাটিত হয়েছে।
১৪.	ব্যাপারটা আমার আয়ত্তাধীন নয়।	ব্যাপারটা আমার আয়ত্ত (বা অধীন) নয়।
১৫.	শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
১৬.	সবিনয়পূর্বক নিবেদন জানাই।	সবিনয় (বা বিনয়পূর্বক) নিবেদন জানাই।
১৭.	সশক্তিচিত্তে সে কথাটা বলল।	সশক্তিচিত্তে (বা শক্তিচিত্তে) সে কথাটা বলল।
১৮.	হীন চরিত্রবান লোক পশুরও অধম।	হীন চরিত্রলোক পশুরও অধম।

সমাস-ঘটিত অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	অহনিশি দেশের কথাই ভাবি।	অহর্নিশ দেশের কথাই ভাবি।

২.	তার মতো নিরহঙ্কারী মানুষ এই সমাজে নেই।	তার মতো নিরহঙ্কার মানুষ এই সমাজে নেই।
৩.	ধনী-নিধনী সবাই এই সুযোগ পাবে।	ধনী-নিধন সবাই এই সুযোগ পাবে।
৪.	নিরপরাধী হয়েও করিম সাজা পেল।	নিরপরাধ হয়েও করিম সাজা পেল।
৫.	নির্গুণী মানুষ মানুষের সম্মান পায় না।	নির্গুণ মানুষ মানুষের সম্মান পায় না।
৬.	নির্জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।	নির্জ্ঞান ব্যক্তি মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।
৭.	নির্দোষী মানুষ যেন সাজা না পায়।	নির্দোষ মানুষ যেন সাজা না পায়।
৮.	নীরোগী মানুষ দেশের সম্পদ।	নীরোগ মানুষ দেশের সম্পদ।
৯.	ভ্রাতৃবৃন্দ আপনাদের আগমনে আমি আজ পুলকিত।	ভ্রাতৃবৃন্দ আপনাদের আগমনে আমি আজ পুলকিত।
১০.	মাতাজাতিকে সবার সম্মান করা উচিত।	মাতৃজাতিকে সবার সম্মান করা উচিত।
১১.	মাহিমামণ্ডিত এই জয় সমস্ত জাতিকে সম্মানিত করেছে।	মহিমামণ্ডিত এই জয় সমস্ত জাতিকে সম্মানিত করেছে।

প্রত্যয়ঘটিত অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	অসহনীয় যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাচ্ছে।	অসহ্য/অসহনীয় যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাচ্ছে।

২.	এই সিদ্ধান্তে আমরা ঐক্যমত হতে পেরেছি।	এই সিদ্ধান্তে আমরা ঐকমত্য হতে পেরেছি।
৩.	চিন্তার দৈন্যতা জাতিকে গ্রাস করেছে।	চিন্তার দৈন্য বা দীনতা জাতিকে গ্রাস করেছে।
৪.	তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য গড়ে উঠেছে।
৫.	তার আচরণে সৌজন্যতা প্রকাশ পেয়েছে।	তার আচরণে সৌজন্য প্রকাশ পেয়েছে।
৬.	তার গানের সুরে আমি মুহ্যমান হয়ে আছি।	তার গানের সুরে আমি মোহ্যমান হয়ে আছি।
৭.	তার সুরের মাধুরিমা সবাইকে মুগ্ধ করেছে।	তার সুরের মধুরিমা সবাইকে মুগ্ধ করেছে।
৮.	তিনি আমাদের সবার কাছে মান্যনীয় ব্যক্তি।	তিনি আমাদের সবার কাছে মান্য ব্যক্তি।
৯.	পরীক্ষার হলে পরস্পর কথা বলা দোষণীয় বিষয়।	পরীক্ষার হলে পরস্পর কথা বলা দুষণীয় বিষয়।
১০.	বই কেনার বিষয়ে আমার কোনো কার্পণ্যতা নেই।	বই কেনার বিষয়ে আমার কোনো কার্পণ্য নেই।
১১.	বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়।	বাহ্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়।
১২.	বিবাদমান দুই পক্ষই সন্ধি করতে রাজি হয়েছে।	বিবদমান দুই পক্ষই সন্ধি করতে রাজি হয়েছে।

১৩.	ভালো-মন্দের স্বাতন্ত্র্যতা সে বুঝতে পারে না।	ভালো-মন্দের স্বাতন্ত্র্য সে বুঝতে পারে না।
১৪.	মিরাজের বোলিং-এ বৈচিত্র্য আছে।	মিরাজের বোলিং-এ বৈচিত্র্য আছে।
১৫.	লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে দেশের মানুষ আজ সুন্দর স্বপ্ন দেখছে।	লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে দেশের মানুষ আজ সুন্দর স্বপ্ন দেখছে।

যথাযথ শব্দ ব্যবহার না করার অপপ্রয়োগ

ক্রম	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
১.	অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার / অনিবার্য।
২.	অসুস্থবশত সে কলেজে আসতে পারে নি।	অসুস্থতাবশত সে কলেজে আসতে পারেনি।
৩.	আগত রবিবারে তারা যাবে।	আগামী রবিবারে তারা যাবে।
৪.	আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
৫.	আমরা চাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রকরণ করতে।	আমরা চাই শিক্ষাব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয়করণ (বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) করতে।
৬.	আমার সাবকাশ নাই।	আমার অবকাশ নাই।
৭.	আসামির অনুপস্থিতে বিচার চলছে।	আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার চলছে।

৮.	এই ফুলের রক্তিমতা চোখে পড়ার মতো।	এই ফুলের রক্তিমা চোখে পড়ার মতো।
৯.	এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।	এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
১০.	এত পরিশ্রম আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।	এত পরিশ্রম আমার সাধ্য নয়।
১১.	কুপুরুষের মতো কথা বলো না।	কাপুরুষের মতো কথা বলো না।
১২.	ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
১৩.	তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।	তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।
১৪.	তিনি মোকদমায় সাক্ষী দেবেন।	তিনি মোকদমায় সাক্ষ্য দেবেন।
১৫.	তিনি স্বস্ত্রীক রংপুরে থাকেন।	তিনি সস্ত্রীক রংপুরে থাকেন।
১৬.	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান।	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান (বা ঘূর্ণ্যমান)।
১৭.	বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

অনুচ্ছেদ শুদ্ধীকরণ

প্রশ্ন -১ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

অফিস চলাকালীন সময়ে রাহাত সাহেব বাসায় ফিরে এলেন। তিনি খুবই সুবিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁকে দেখে তাঁর স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক হলেন। রাহাত সাহেব বসায় ফিরেই আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজন করলেন। স্ত্রীর কোনো কথায় জবাব না দিয়ে

পোশাক বদল করে আবারও বেরিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী নিঃসন্দেহান যে, তাঁর কোনো বিপদ ঘটেনি।

উত্তর : অফিস চলাকালীন রাহাত সাহেব বাসায় ফিরে এলেন। তিনি খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁকে দেখে তাঁর স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক হলেন। রাহাত সাহেব বাসায় ফিরেই আকর্ষণীয় ভোজন করলেন। স্ত্রীর কোনো কথায় জবাব না দিয়ে পোশাক বদল করে আবার বেরিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী সন্দেহান যে, তাঁর কোনো বিপদ ঘটেছে।

প্রশ্ন -২ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

একটি লজ্জাকর ব্যাপার। শক্তিত চিন্তে সে বলিল। আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রাই অমনোযোগি। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা ত সচেষ্টিত নয়, বরং অবস্থা দেখে মনে হয় তাহারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

উত্তর: এটা লজ্জাকর ব্যাপার। শক্তিত চিন্তে সে বলিল। আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা সচেষ্টিত নয়, বরং অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

প্রশ্ন -৩ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

শুধুমাত্র তোমার কথায় আমি রাজি হয়েছি। সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনেকে আগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আজ সভায় অনেক সিদ্ধান্ত হয়েছে। সদা সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

উত্তর : শুধু তোমার কথায় আমি রাজি হয়েছি। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। যুদ্ধ চলাকালীন অনেকে আগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আজ সভায় অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

প্রশ্ন -৪ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

ক্লাস চলাকালীন সময়ে কনক ফিরে আসল। সে সুবুদ্ধিমান নয়। তার এভাবে ভীত হওয়া আবশ্যকীয় নয়। ক্লাসের নতুন নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে। এ কথা শুনে কনকের মা বিস্মিত হয়েছেন। তবে কনক নিঃসন্দেহান যে, তারা তাকে কিছুই করতে পারবে না।

উত্তর : ক্লাস চলাকালে কনক ফিরে আসল। সে বুদ্ধিমান নয়। তার এভাবে ভীত হওয়া অনাবশ্যক। ক্লাসে নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে। এ কথা শুনে তার মা বিস্মিত হয়েছেন। তবে কনক নিঃসন্দেহ যে, তারা তার কিছুই করতে পারবে না।

প্রশ্ন -৫ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

শহরের বাজারে তরিতরকারী ফলমূলের দাম উচ্চ চড়া। গাঁ থেকে টাকায় কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। নিজের একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূরে যেতে, আসা যাওয়া একার দ্বারা হবে না তার। পিসি সম্মত হয়েছিল।

উত্তর : শহরের বাজারে তরিতরকারী ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে টাকায় কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূরে যেতে, যাওয়া-আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল।

প্রশ্ন -৬: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

মিলিটারিরা এখন যাবতীয় সকল গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির সব প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। অন্য আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করে দিয়ে রেখেছে এই মানুষদের সাড়ির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জয়গা তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ধরে ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে।

উত্তর : মিলিটারিরা এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করে রেখেছে এই মানুষের সারির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জায়গাগুলো তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে।

প্রশ্ন -৭: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আফসানা বিদ্বান, দেখতেও সুন্দর। তার মতো বুদ্ধিমান তরুণী এই তল্লাটে নেই। কিন্তু তার কনিষ্ঠ বোন তার মতো সুবুদ্ধিমতি নয়। তাদের মা মারা যাওয়াতে তারা এখন চোখে হলুদ ফুল দেখছে।

উত্তর: আফসানা বিদুষী, দেখতেও সুন্দর। তার মতো বুদ্ধিমতী এই তল্লাটে নেই। কিন্তু তার ছোট বোন তার মতো বুদ্ধিমতী নয়। তাদের মা মারা যাওয়াতে তারা এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছে।

প্রশ্ন -৮: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

সত্য পথে থাকলে দারিদ্র্য আসবে। কিন্তু দারিদ্র্য কখনো ব্যক্তিত্বকে আঘাত করতে পারে না। ব্যক্তিত্ববান মানুষকে সকলে সম্মান করে। অপরদিকে তুমি যদি বিত্তবান হয়েও ব্যক্তিত্ববান হতে না পার তাহলে তোমাকে সবাই ঘৃণা প্রকাশ করবে।

উত্তর: সৎ পথে থাকলে দারিদ্র্য আসবে। কিন্তু দারিদ্র্য কখনো ব্যক্তিত্বকে আঘাত করতে পারে না। ব্যক্তিত্ববানকে সকলে সম্মান করে। অপরদিকে তুমি যদি বিত্তবান হয়েও ব্যক্তিত্ববান হতে না পার তাহলে তোমাকে সবাই ঘৃণা করবে।

প্রশ্ন -৯: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আমাদের ক্লাসের রতন সূর্যগ্রহণের কারন পরিস্কারভাবে বলতে না পারায় পুরস্কারটা হারাইল। অথচ দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তার মধ্যে রতন সবচেয়ে ভালো। গতকালের এই অনুষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিল। আজকের অনুষ্ঠানে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

উত্তর: আমাদের ক্লাসের রতন সূর্যগ্রহণের কারণ পরিস্কারভাবে বলতে না পারায় পুরস্কারটা হারাল। অথচ দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তাদের মধ্যে রতন সবচেয়ে ভালো। গতকালের এই অনুষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। আজকের অনুষ্ঠানে আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

প্রশ্ন -১০: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

জীবনে স্বার্থকতা লাভের জন্য পাঠে মনোযোগী হওয়া জরুরী। মনিষীদের জীবনী পাঠ করিলে, বিদ্যান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসিলে জীবনে সফল হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

উত্তর: জীবনে স্বার্থকতা লাভের জন্য পাঠে মনোযোগী হওয়া জরুরি। মনীষীদের জীবনী পাঠ করলে, বিদ্যান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এলে জীবনে সফল হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন -১১: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

উন্নতশীল বাংলাদেশের এক অসহায় কৃষক রমজান। দারিদ্রতা তার নিত্য সঙ্গী। অহোরাত্রি পরিশ্রম করেও অধীনস্থ সকল সদস্যবৃন্দের মুখে খাদ্য তুলে দিতে সে অক্ষম।

উত্তর: উন্নয়নশীল বাংলাদেশের এক অসহায় কৃষক রমজান। দারিদ্র্য তার নিত্য সঙ্গী। অহোরাত্রি পরিশ্রম করেও অধীন সদস্যবৃন্দের মুখে খাদ্য তুলে দিতে সে অক্ষম।

প্রশ্ন -১২: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আহাদ জরিনার ভ্রাতুষ্পুত্র। তার বাহু দুটি আজানু পর্যন্ত লম্বিত। গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয় সে। উন্নত চিকিৎসা ও সেবা গুণ্ণসার জন্য সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে হাসপাতালের এক ডাক্তার তাকে অনেক সুপরামর্শ দেন।

উত্তর: আহাদ জরিনার ভ্রাতুষ্পুত্র। তার বাহু দুটি আজানুলম্বিত। গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয় সে। উন্নত চিকিৎসা ও সেবা গুণ্ণসার জন্য সে ঢাকা

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালের এক ডাক্তার তাকে অনেক পরামর্শ দেন।

প্রশ্ন -১৩: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বাল্মীকি রামায়ণই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। যে সকল লোকসমূহ এ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহারা ছাড়াও অনেক অশিক্ষিত জনগণ এর কাহিনি জানেন বা শোনেছেন। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর শুভাশীষে ইদানিংকালে অনেক ছাত্রছাত্রীরাই এ গ্রন্থের কাহিনি সম্পর্কে কিছুট ধারণা লাভ করে থাকে। ফলে শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নয়, পৌরনিক বিষয় জানার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পারদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে।

উত্তর: বাল্মীকি রামায়ণই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। যে সকল লোক এ গ্রন্থ পাঠ করেছে তারা ছাড়াও অনেক অশিক্ষিত লোক এর কাহিনি জানেন বা শোনেছেন। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর শুভাশীষে ইদানিং অনেক ছাত্রছাত্রীই এ গ্রন্থের কাহিনি সম্পর্কে কিছুট ধারণা লাভ করে থাকে। ফলে শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নয়, পৌরাণিক বিষয় জানার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পারদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে।

প্রশ্ন -১৪: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

রাহেলা দেখতে খুব সুন্দরী, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ সংকট অবস্থা পার করছে। কেননা পরিবারে ঐক্যতা নেই। বিশেষ করে স্বামীর আচরণ লজ্জাকর হয়ে উঠল। লোকটা কুপুরুষের মতো কথা বলছে।

উত্তর: রাহেলা দেখতে সুন্দর, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ সংকট পার করছে। কেননা পরিবারে ঐক্য নেই। বিশেষ করে স্বামীর আচরণ লজ্জাকর হয়ে উঠেছে। লোকটা কাপুরুষের মতো কথা বলছে।

প্রশ্ন -১৫: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলে পাড়া। চারদিকে ফাঁকা জায়গার শেষ নাই, কিন্তু জেলে পাড়ার বাড়িগুলো গায়ে গায়ে ঘেষিয়া জমাট বেধে আছে। প্রথম দেখলে মনে হয়, এই বুঝি তাহাদের অনাবশ্যিক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার

পৃথিবীতে দারিদ্র মানুষগুলো নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তাহার পর ভাবিয়া দেখলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়, স্থানের অভাব এ জগতে নেই, তবু মস্তক গুঁজিবার ঠাই এদের ওইটুকুই।

উত্তর: পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলে পাড়া। চারদিকে ফাঁকা জায়গার শেষ নেই, কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলো গায়ে গায়ে লেগে জমাট বেঁধে আছে। প্রথম দেখলে মনে হয়, বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলো নিজেদের প্রবঞ্চনা করছে। তারপর ভেবে দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারা যায়, স্থানের অভাব এ জগতে নেই, তবু মাথা গোঁজবার ঠাই এদের ওইটুকুই।

প্রশ্ন -১৬: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

দেশে বানান ভুলের মহড়া চলছে। দুরাবস্থা এমনই যে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়েও উদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ ইংরেজী বানানে দুর্বল হলে আমরা তাকে ইংরেজীতে দক্ষ মনে করি না অথচ বাংলা বানান না জানাটাই যেন স্বাভাবিক। ইংরেজী হোক, বাংলা হোক শুদ্ধ বানানে লেখতে পারা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

উত্তর: দেশে বানান ভুলের মহড়া চলছে। দুরাবস্থা এমনই যে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়েও উদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ ইংরেজি বানানে দুর্বল হলে আমরা তাকে ইংরেজিতে দক্ষ মনে করি না অথচ বাংলা বানান না জানাটাই যেন স্বাভাবিক। ইংরেজি হোক, বাংলা হোক শুদ্ধ বানানে লিখতে পারা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

প্রশ্ন -১৭: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

কর্মমুখী শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এটা গ্রহণ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অত ব্যাপক সময়ের প্রয়োজনীয়তা হয় না। অর্থাৎ সীমিত সময়ের মধ্যে সীমিত অর্থ ব্যায়ে এই শিক্ষা অর্জন সম্ভব। এই শিক্ষা গ্রহণে বয়সের কোনো বাধাধরা নিয়ম নাই। এই শিক্ষা স্কুল কলেজের ছেলে হইতে শুরু করে প্রৌড় ব্যক্তি পর্যন্ত লইতে পারেন এবং এই শিক্ষা নারী পুরুষ যে কেউ লইতে পারেন।

উত্তর: কর্মমুখী শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অত ব্যাপক সময়ের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ সীমিত সময়ের মধ্যে সীমিত অর্থ ব্যয়ে এ শিক্ষা অর্জন সম্ভব। এই শিক্ষা গ্রহণে বয়সের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এ শিক্ষা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে প্রৌঢ় পর্যন্ত নারী-পুরুষ যে কেউ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রশ্ন-১৮: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

এখন হেমন্তকাল, মুষলধারে মেঘ হচ্ছে। আজ ক্লাসে যেতে হবে না তাই বাবুল আনন্দ চিন্তে কাথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবুলের মা চিতই পিঠা বানিয়ে তাকে খেতে ডাকলেন।

উত্তর: এখন হেমন্তকাল, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ ক্লাসে যেতে হবে না তাই বাবুল আনন্দিত চিন্তে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবুলের মা চিতই পিঠা বানিয়ে তাকে খেতে ডাকলেন।

প্রশ্ন-১৯: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন ধান তার বসুন্ধরা যার। তাই তো অভাগা চাষাবুন্দ কে? সে কেবল মাত্র ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে হাল বহন করিবে আর পাট উৎপন্ন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে মোরাই ভরা ধান ছিল গোয়াল ভরা গরু ছিল উঠান ভরা মুরগি ছিল একথার অর্থ কি?

উত্তর: আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, — তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, “ধান্য তার বসুন্ধরা যার”। তাই তো, অভাগা চাষা কে? সে কেবল “ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে”, হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে “মোরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল”, এ কথার অর্থ কী?

প্রশ্ন-২০: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বিদ্বাজনের সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা শঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদযোগকে জানাই সুস্বাগত।

উত্তর: বিদ্বাজনের সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা শঙ্কিত। তবুও নৈরাশ্যে ডুবে থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদযোগকে জানাই স্বাগত।

প্রশ্ন-২১: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

রাত জেগে ফেসবুক দেখে অনেক ছাত্ররা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দৌর্বল্যতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যিকীয় প্রস্তুতির অভাবে কাক্ষিক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে পুষ্প দেখে।

উত্তর: রাত জেগে ফেসবুক দেখে অনেক ছাত্র নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছ। এতে তারা যেমন মানসিক দুর্বলতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যিক প্রস্তুতির অভাবে কাক্ষিক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে ফুল দেখে।

প্রশ্ন-২২: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

সেদিন স্যার রাগিয়া বললেন, তোমরা এস. এস. সি. পাস করিলে কিভাবে? মনিষি, সমিচীন, লবন, আকাংখা, শান্তনা বিদ্যান, সংস্কৃতিবান ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করছ। এ জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

উত্তর: সেদিন স্যার রেগে বললেন, তোমরা এস. এস. সি. পরীক্ষা পাস করলে কীভাবে? মনীষী, সমীচীন, লবণ, আকাক্ষা, সাস্ত্রনা, বিদ্বান, সংস্কৃতিমান ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করছ। এ জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন-২৩: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধতম করে লেখার ব্যাপারে তাহারা তো সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয় তাহারা যেন সর্বদাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

উত্তর: আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে তারা তো সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয় তারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন-২৪: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

ইদানীংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

উত্তর: ইদানিং ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

প্রশ্ন-২৫: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলী কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তার পুরস্কারপ্রাপ্তিতে ছিদ্রান্বেষীরা যে খুব খুশি হয়েছিলেন তা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে কেউ কেউ ছোটো করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল।

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তার পুরস্কারপ্রাপ্তিতে ছিদ্রান্বেষীরা যে খুব খুশি হয়েছিলেন তা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে কেউ কেউ ছোট করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল।

প্রশ্ন-২৬: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করতে হইলে পাঠে মনোযোগি হইতে হবে। দূরাবস্থা আকাক্ষক্ষার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

উত্তর: বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হবে। দূরাবস্থা আকাক্ষক্ষার অন্তরায়। দীনতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

প্রশ্ন-২৭: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করিয়াছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা শিকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করেছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গো বজায় রাখবার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে।

উত্তর: ভুলের মধ্যে দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করেছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে।

প্রশ্ন -২৮ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রাই অমনোযোগি। বানান শুদ্ধতম করে লিখার ব্যাপারে তাহারা সচেষ্টিত নহেই, বরং অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয়, তাহারা যেন ভুল করিবার প্রতিযোগীতায় অবতিন হইয়াছে। এ যথার্থ লজ্জাকর ব্যাপার। সুতরাং বিদ্যান হবার জন্য চেষ্টা কর।

উত্তর : আজকাল বানানের ব্যাপারে সব ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে তারা তো সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থা দেখে মনে হয় তারা যেন ভুল

করবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ যথার্থ লজ্জার ব্যাপার। সুতরাং বিদ্বান হবার জন্য চেষ্টা কর।

প্রশ্ন -২৯ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

জাহিন ও মাহিন পড়াশুনায় ভীষণ ভালো। তাদের মধ্যে খুব সখ্যতা গড়ে উঠেছে। কলেজ থেকে দু'জনকে সমুচিত পুরস্কার দেয়া হবে। রহিম দীর্ঘদিন শিরোপীড়ায় ভুগছে। করিম তার সেবা শ্রদ্ধসা করছে।

উত্তর : জাহিন ও মাহিন পড়াশুনায় খুব ভালো। তাদের মধ্যে খুব সখ্য গড়ে উঠেছে। কলেজ থেকে দু'জনকে যথাযথ পুরস্কার দেয়া হবে। জাহিন দীর্ঘদিন শিরোপীড়ায় ভুগছে। করিম তার সেবা শ্রদ্ধসা করছে।

প্রশ্ন -৩০ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

তরু সুবুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু সংসারের দৈন্যতায় পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না। উদয়াস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে। তবু দারিদ্র্যতা দূর হয় না। আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজন সে কখনও করতে পারেনি।

উত্তর: তরু বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু সংসারের দীনতায় পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তবু দারিদ্র্যতা দূর হয় না। আকর্ষণ ভোজন সে কখনও করতে পারেনি।

প্রশ্ন -৩১ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে তপু ফিরে এল। সে খুবই সুবুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক পর্যন্ত ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রথমেই সে

আকর্ষণ ভোজন করিল। তা দেখে তপুর মা বিস্মিত হলো। তবে তপু নিঃসন্দেহান
যে, তার অসুখ হবে না।

উত্তর: বৃষ্টি চলাকালীন তপু ফিরে এলো। সে খুবই বুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক
ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যিক। কিন্তু প্রথমেই সে আকর্ষণ ভোজন করল।
তা দেখে তার মা বিস্মিত হলো। তবে সে (তপু) নিঃসন্দেহ, তার অসুখ হবে
না।

প্রশ্ন -৩২ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি
দিয়েছে। ওর বাবা-মায়ের আর বাঁচার স্বাদ নেই। তারা খুবই অপমান হয়েছেন।
সবাই ওকে সম্মানিত মনে করত।

উত্তর : এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখিনি। ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি
দিয়েছে। ওর বাবা-মায়ের আর বাঁচার সাধ নেই। তারা খুবই অপমানিত
হয়েছেন। সবাই ওকে সম্মানিত মনে করত।

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও সমাধান

(২০১৮-২০২৫)

ঢাকা বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
আমিনা বুদ্ধিমান মেয়ে।	আমিনা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে।	সব ছাত্র উপস্থিত আছে।
তিনি স্বপরিবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত।	তিনি সপরিবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত।
সে এ মোকদমায় সাক্ষী দিয়েছে।	সে এ মোকদমায় সাক্ষ্য দিয়েছে।
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।	অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।
পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন।	পরবর্তী সময়ে/পরবর্তী কালে আপনি আবার আসবেন।
মাদকাশক্তি ভালো নয়।	মাদকাসক্তি ভালো নয়।
সাবধান পূর্বক চলবে।	সাবধানে চলবে।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তার সাথে আমার সখ্যতা আছে।	তার সাথে আমার সখ্য আছে।

আপনার কি মনে হয় না, বিধি লঙ্ঘন হয়েছে?	আপনার কি মনে হয় না, বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে?
আমি স্বরস্বতী কোলে গজাননের ছোট ভাইটি।	আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।
সবার সু-স্বাস্থ্য কামনা করছি।	সবার সুস্থতা কামনা করছি।
কারো ফাগুন মাস, কারো সর্বনাশ।	কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।
অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
সে কুপুরুষের মতো কথা বলছে।	সে কাপুরুষের মতো কথা বলছে।
মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়িগুলো থামোচ্ছে।	মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তোমার কথা প্রমাণ হয়নি।	তোমার কথা প্রমাণিত হয়নি।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম।
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।	অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।
কেবলমাত্র গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।	কেবল গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।
সকাল হইতে বৃষ্টি হচ্ছে।	সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন।	আপনি আবার আসবেন।/পরবর্তী সময়ে আপনি আসবেন।
একটা গোপনীয় কথা বলি।	একটা গোপন কথা বলি।

যশোর বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সব পাখিই নীড় বাঁধে।
বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
বাক্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	বাক্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
ঐক্যতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা।	'ঐক্যতান' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা।
এক পৌষে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।
ঘড়িকে হাতে দাও।	হাতে ঘড়ি দাও।
মধুমিতা এমন রূপসী যেন অঙ্গুরী।	মধুমিতা এমন রূপসি যেন অঙ্গুরী।
বাংলা বানান আয়ত্ত্ব করা বেশ কঠিন।	বাংলা বানান আয়ত্ত্ব করা বেশ কঠিন।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
মেয়েটি বিদ্বান হলেও বঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী হলেও ঝগড়াটে।

সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
অধিক সন্ন্যাসীতে তাঁতি নষ্ট।	অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
বিরাত গরু-ছাগলের হাট।	গোরু-ছাগলের বিরাত হাট।
মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ!	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
গাছটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	গাছটি সমূল/মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
এক পৌষে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সব পাখিরা নীড় বাঁধে না।	সব পাখি নীড় বাঁধে না।
সুন্দর হাতের লেখা সবার পছন্দ।	হাতের সুন্দর লেখা সবার পছন্দ।
অন্যভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্যভাবে প্রতি ঘরে/ঘরে ঘরে হাহাকার।
সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা উচিত।	সবক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা উচিত।
এক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন হয়েছে।	এক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘিত হয়েছে।
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি।	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি।

এটি লজ্জাকর ব্যাপার।	এটি লজ্জাকর ব্যাপার।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

বরিশাল বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তিনি স্বপরিবারে ঢাকা থাকেন।	তিনি সপরিবারে ঢাকায় থাকেন।
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড়ো কথা।
তিনি মোকদমায় সাক্ষী দেবেন।	তিনি মোকদমায় সাক্ষ্য দেবেন।
বাজারে খাঁটি গরুর দুধ দুর্লভ।	বাজারে গোরুর খাঁটি দুধ দুর্লভ।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
কীতিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন।	কৃতিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন।
সকল লোকেরাই সেখানে উপস্থিত ছিল	সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল।
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দীনতা/দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
তঁর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
গীতাঞ্জলী একখানা কাব্যগ্রন্থ।	গীতাঞ্জলি একখানা কাব্যগ্রন্থ।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।	সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।	তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সে আমার অধীনস্থ।	সে আমার অধীন।

সিলেট বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
নদীর জল হ্রাস হয়েছে।	নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।

এ মামলায় আমি সাক্ষী দেব না।	এ মামলায় আমি সাক্ষ্য দেব না।
আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।	আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব।/মৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
ছেলেটি দুর্দান্ত মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

ঢাকা বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।	তার বিদেহ আত্মার শান্তি কামনা করছি।
অপহরণ ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি।	অপহৃত ব্যবসায়ীকে এখনও উদ্ধার করা যায়নি।

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধধর্ম প্রচারণা করেন ।	গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন ।
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে ।	সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে ।
মাস্ক পড়ুন, সুস্থ থাকুন ।	মাস্ক পরুন, সুস্থ থাকুন ।
ঝড়-বৃষ্টির কারণে ব্যাপক ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ।	ঝড়-বৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ।
আগামীকাল শপথ নেবেন সংসদরা ।	আগামীকাল সাংসদবৃন্দ শপথ নিবেন ।
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন ।	আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন ।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তোমার কথা প্রমাণ হয় নি ।	তোমার কথা প্রমাণিত হয়নি ।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয় ।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয় ।
বিদ্যান দুর্জন হলেও পরিত্যাগ কর ।	দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাগ কর ।

প্রাণী সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাণীবিদ্যা পড় ।	প্রাণী সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাণিবিদ্যা পড় ।
শুধুমাত্র টাকা হলেই বিদ্যা অর্জন হয় না ।	শুধু টাকা হলেই বিদ্যা অর্জন হয় না ।
করোনাকালীন সময়ে পাঠদানে শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয় ।	করোনাকালীন পাঠদানে শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয় ।
অন্ন নষ্ট করে কী লাভ?	অন্ন ধ্বংস করে কী লাভ?
বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলী দাও ।	বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি দাও ।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
ছেলেটি বিদুষী হলেও বখাটে ।	ছেলেটি বিদ্বান হলেও বখাটে ।
অধিক সন্ন্যাসীতে তাঁতি নষ্ট ।	অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ।
অন্যভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার ।	অন্যভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার ।
সাবধান পূর্বক চলবে ।	সাবধানে চলবে ।

বাংলাদেশ আমাদের পিতৃভূমি ।	বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি ।
সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিলো ।	সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল ।
সবিতা ভয়ংকর মেধাবী ।	সবিতা অত্যন্ত মেধাবী ।
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয় ।	দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয় ।

যশোর ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তিনি সম্ভ্রান্তশালী বংশে জন্মেছেন ।	তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছেন ।
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভয়ঙ্কর ।	রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অসাধারণ ।
দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভুগছি ।	দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভুগছি ।
অদ্যাবধি তাহার দেখা নাই ।	অদ্যাবধি তাহার দেখা নাই ।
কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয় ।	কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয় ।
হাটে কলস ভাঙা ।	হাটে হাঁড়ি ভাঙা ।
অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য ।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য ।
সব পাখিরা নীড় বাঁধে না ।	সব পাখি নীড় বাঁধে না ।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
কীর্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন।	কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন।
আপনি স্ববাক্ষরে আমন্ত্রিত।	আপনি সবাক্ষর আমন্ত্রিত।
কারো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলা উচিত নয়।	কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলা উচিত নয়।
আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাবো।	আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব।
মিমাংসিত বিষয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয়।	মীমাংসিত বিষয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয়।
সে এ মামলায় সাক্ষী দিয়েছে।	সে এ মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছে।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।	এখানে গোরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
ঐক্যতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা।	ঐকতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা।
নিরোগী লোক আসলেই সুখী।	নিরোগ লোক আসলেই সুখী।
সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
আজ ঝড়বৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা আছে।	আজ ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা আছে।
পরিশ্রম করে তার শারিরীক অবস্থা শোচনীয়।	পরিশ্রম করে তার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়।
অनावश्यकীय ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া অনুচিত।	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া অনুচিত।
এ পরিবারটি আমাদের এলাকায় সমৃদ্ধশালী পরিবার।	এ পরিবারটি আমাদের এলাকায় সমৃদ্ধ পরিবার।
আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	আকর্ষণ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

বরিশাল বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
আমি সাক্ষী দিব না ।	আমি সাক্ষ্য দিব না ।
বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে ।	বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে ।
বাড়িটা তাহারা দখল করেছে ।	বাড়িটা তারা দখল করেছে ।
আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো ।	আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো ।
সে সভায় উপস্থিত ছিলেন ।	তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন/সে সভায় উপস্থিত ছিল ।
বিনুদাদার ভাষাটা ভয়ঙ্কর আঁট ।	বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট ।
মাদকাশক্তি ভালো নয় ।	মাদকাসক্তি ভালো নয় ।
সব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করবে ।	সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে ।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন	সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন ।
আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি ।	আমরা তার বিদেহ আত্মার শান্তি কামনা করছি ।

পাহাড়ের সৌন্দর্যতা আমাকে বিমুগ্ধ করে।	পাহাড়ের সৌন্দর্য আমাকে বিমুগ্ধ করে।
লাবণ্য অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে।	লাবণ্য অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।
মামলায় সে সাক্ষী দিবে।	মামলায় সে সাক্ষ্য দিবে।
সারাজীবন ভাতের বেগার খেটে মরলাম।	সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।
উপরে উল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি।	উল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি।
অফিস চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজাবেন না।	অফিস চলাকালীন হর্ন বাজাবেন না।

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
শুধুমাত্র কথায় কাজ হবে না।	শুধু কথায় কাজ হবে না।
তার কথাই প্রমাণ হলো।	তার কথা প্রমাণিত হলো।

তিনি স্বস্ত্রীক এসেছেন।	তিনি সস্ত্রীক এসেছেন।
রিমা ভয়ঙ্কর মেধাবী।	রিমা খুব মেধাবী।
করোনাকালীন সময়ে আমরা কোথাও যাইনি।	করোনাকালীন আমরা কোথাও যাইনি।
পরবর্তীতে এ বিষয়ে কথা হবে।	পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে কথা হবে।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
মেয়েটি বিদ্বান হলেও ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদূষী হলেও ঝগড়াটে।
অতিলোভে গাঁজন নষ্ট।	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
আমি এ ঘটনা চাম্ফুস প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
গাছটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	গাছটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।

দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ!	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সব পাখিরা নীড় বাঁধে না।	সব পাখি নীড় বাঁধে না।
পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।	পরীক্ষা চলাকালীন ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
এ বারের বন্যায় লোকটি সর্বশান্ত হলো।	এ বারের বন্যায় লোকটি সর্বস্বান্ত হলো।
আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো না।	আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করব না।
‘অপরাহু’ শব্দটি লিখতে অনেকেই ভুল করেন।	‘অপরাহু’ শব্দটি লিখতে অনেকেই ভুল করেন।
মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ!	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
তাঁর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
আমি, তুমি ও সে আজ মেলায় যাবো।	তুমি, সে ও আমি আজ মেলায় যাব।

যশোর ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
আমি সাক্ষী দিব না।	আমি সাক্ষ্য দিব না।
এক পৌষে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।
সব পাখিরা ঘরে আসে না।	সব পাখি ঘরে আসে না।
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।
দৈন্যতা সবসময় ভালো নয়।	দৈন্য/দীনতা সবসময় ভালো নয়।
অপমান হবার ভয় নেই।	অপমানিত হবার ভয় নেই।
তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়েছেন।	তিনি সস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়েছেন।
তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে।	তাকে এখান থেকে যেতে হবে।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন।	পরবর্তী সময়ে আপনি আবার আসবেন।
অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
কারো ফাগুনমাস, কারো সর্বনাম।	কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।
দ্রব্যমূল্যের দাম ক্রমবর্ধমান।	দ্রব্যমূল্য ক্রমবর্ধমান।
তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম।
কথাটি প্রমাণ হয়েছে।	কথাটি প্রমাণিত হয়েছে।

আজকাল খাঁটি গুরুর দুধ বড়োই দুলভ।	আজকাল গরুর খাঁটি দুধ বড়োই দুলভ।
পরীক্ষা চলাকালিন হর্ন বাজানো নিষেধ।	পরীক্ষা চলাকালীন হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সাধারণ ভুল বুঝতে না পারা লজ্জস্কর	সাধারণ ভুল বুঝতে না পারা লজ্জাকর।
পড়ালেখার প্রতিযোগীতা থাকা ভালো।	পড়ালেখার প্রতিযোগিতা থাকা ভালো।
দৈন্যতা কোনোকালেই প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য বা দীনতা কোনোকালেই প্রশংসনীয় নয়।
মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বশান্ত হলো।	মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বস্বান্ত হলো।
ভুল লিখতে ভুল করো না।	ভুল লিখতে ভুল করো না।
সব পাখিগুলো উড়ে চলে গেল।	সব পাখি উড়ে চলে গেল।
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।

সিলেট বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।	সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয়।
অন্যায়ের প্রতিফল দুনিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
বেগম রোকেয়ার মতো বিদ্বান নারী এ কালেও বিরল।	বেগম রোকেয়ার মতো বিদূষী নারী এ কালেও বিরল।
তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম।
আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
মাদকাসক্তি ভালো নয়।	মাদকাসক্ত ভালো নয়।
অপমান হবার ভয় নেই।	অপমানিত হবার ভয় নেই।
প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই অশ্রুজলে বিদায় দিলাম।	প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই চোখের জলে বিদায় দিলাম।

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।	অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।
আসছে আগামীকাল কলেজ খুলবে।	আগামীকাল কলেজ খুলবে।
এক পৌষে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।

একের লাঠি, দশের বোঝা।	দশের লাঠি, একের বোঝা।
অধ্যাপনাই ছাত্রদের অপস্যা।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
অতি লোভে তাতী নষ্ট।	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট
মাদকাশক্তি ভালো নয়।	মাদকাসক্তি ভালো নয়।
এটি লজ্জাকর ব্যাপার।	এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
আবশ্যকীয় বিছানাপত্র নিয়ে আসবেন।	আবশ্যক বিছানাপত্র নিয়ে আসবেন।
আমার এ কাজে মনোযোগীতা নেই।	আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।
আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি।	আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি।
তোমার দ্বারা সে অপমান হয়েছে।	তোমার দ্বারা সে অপমানিত হয়েছে।
গণিত শাস্ত্র সকলের নিকট নিরস নহে।	গণিতশাস্ত্র সকলের নিকট নীরস নহে।
তিনি তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দেবেন।	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।
তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।	তারা বাড়ি যাচ্ছে।

যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল।	সকল লোক সভায় উপস্থিত ছিল।

ঢাকা বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।	তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ডাক্তার।
সাবধান পূর্বক চলবে।	সাবধানে চলবে
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়	কাব্যটির উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা প্রশংসনীয়।
কুপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?	কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি মূলসহ/সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
তৎকালীন সময়ে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়।	তৎকালে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
অন্যভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্যভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত।	সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।

অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।	অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।
আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার।	এটা লজ্জাকর ব্যাপার।
বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
নিরোগী লোক আসলে সুখী	নিরোগ লোক আসলে সুখী।
সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে।	সব ছাত্র উপস্থিত আছে/ ছাত্ররা উপস্থিত আছে।

রাজশাহী বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।	তাকে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।
বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
চোখে হলুদফুল দেখছি।	চোখে সরষেফুল দেখছি।
একথা প্রমাণ হয়েছে।	একথা প্রমাণিত হয়েছে।
তিনি সাপরিবারে ঢাকা থাকেন।	তিনি সপরিবারে ঢাকা থাকেন।
তার পানিতে সমাধি হয়েছে।	তার সলিলসমাধি হয়েছে।

দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পর্যায়ে কৃষ্ণতা সাধন দরকার।	দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পর্যায়ে কৃষ্ণসাধন দরকার।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

যশোর ২০২২

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়	উপরিউক্ত/উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
মাদকাশক্তি ভাল নয়	মাদকাসক্তি ভালো নয়।
তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।	তার বৈমাত্রীয় ভ্রাতা ডাক্তার
নদীর জলে অন্ত্যমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।	নদীর জলে অন্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।
ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশে।	ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ।
জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।	জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছেন।
তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন।	তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।	সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
বাংলাদেশে একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
এক পৌষে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।
ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর।	ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর
শিক্ষক অন্যান্য বিষয়সমূহের আলোচনা করলেন।	শিক্ষক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করলেন।
তিনি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান।	তিনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান।
এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।	এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
আমার বাড়ি ঢাকায় নয়, ময়মনসিংহ।	আমার বাড়ি ঢাকায় নয়, ময়মনসিংহে।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
স্যারের কথা প্রমাণ হয়েছে।	স্যারের কথা প্রমাণিত হয়েছে
একের লাঠি দশের বোঝা	দশের লাঠি একের বোঝা।

সকাল সকাল চারাগুলো বপন করা হয়ে গেল।	সকাল সকাল চারাগুলো রোপণ করা হয়ে গেল।
অপরাহ্ন লিখতে কেউ কেউ ভুল করে।	অপরাহ্ন লিখতে কেউ কেউ ভুল করে।
সকল ছাত্রাই দেশের ভবিষ্যৎ	সকল ছাত্রই দেশের ভবিষ্যৎ।
প্রাণীবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই গুণিসমাবেশে যাবেন।	প্রাণিবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই গুণিসমাবেশে যাবেন।
বেপরোয়া গাড়ি চালাবেন না।	বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাবেন না।
সকাল হইতে বৃষ্টি হচ্ছে।	সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

সিলেট বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
তাহারা মাঠে খেলা করছে।	তারা মাঠে খেলা করছে।
বাংলাদেশে একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র।
বিরাত গরু-ছাগলের হাট।	গরু-ছাগলের বিরাত হাট।
প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে।	প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল।	গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।	তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল বোর্ড ২০২২

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।	সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
দরিদ্রের কথা বাঁশি হলে ফলে।	গরিবের কথা বাসি হলে ফলে।
তাকে বাড়ি যাইতে দাও।	তাকে বাড়ি যেতে দাও।
ফলজ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে।	ফলদ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে।
তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম।
বাংলা বানান আয়ত্ত্ব করা বেশ কঠিন।	বাংলা বানান আয়ত্ত করা বেশ কঠিন।
পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে।	পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে।
অদ্যবধি তাহার দেখা নাই।	অদ্যাবধি তার দেখা নেই।

ময়মনসিংহ বোর্ড -২০২২

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সে শিরোপীড়ায় ভুগছেন।	সে শিরঃপীড়ায় ভুগছেন।
আমি স্বাক্ষী দিছি।	আমি সাক্ষ্য দিছি।

সকল মানুষ ভুল করে থাকে।	সকল মানুষ ভুল করে থাকে/মানুষেরা ভুল করে থাকে
অতি লোভে গুরব নষ্ট।	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
তাহার সাথে আমার সখ্যতা রয়েছে।	তার সাথে আমার সখ্য রয়েছে।
ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হ্রয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল।	ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল।
তিনি আরোগ্য হয়েছেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় থাকেন।	তিনি সপরিবারে ঢাকায় থাকেন।

ঢাকা বোর্ড- ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান	মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী।
সব পাখিরা উড়ে গেল	সব পাখি উড়ে গেল।
‘গীতাঞ্জলী’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।	‘গীতাঞ্জলি’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।
তার দু’চোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।	তার দু’চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
অধ্যক্ষ সাহেব স্বপরিবারে কক্সবাজারে বেড়াতে গেছেন।	অধ্যক্ষ সাহেব সপরিবারে কক্সবাজার বেড়াতে গেছেন।
বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।	বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।

তাহারা মাঠে খেলা করছে।	তাহারা মাঠে খেলা করিতেছে।
দারিদ্র্যতা আমাদের অভিশাপ।	দারিদ্র্য আমাদের অভিশাপ।

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র।
যাবতীয় প্রাণীরাই এই গ্রহের বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
আকর্ষণ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।	আকর্ষণ খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।
আজ আমার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান।	আজ আমার কনিষ্ঠা বোনের বাগদান।
আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো।	আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো।
লোকটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।	লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।
এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।	এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।	পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।

রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
পাতায় পাতায় পড়ে শিশির শিশির।	পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
শতাব্দীর দু'চোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।	শতাব্দীর দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করব।	শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব।
আসছে ২ এপ্রিল, ২০১৯ আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে।	আগামী ২ এপ্রিল ২০১৯ থেকে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে।
চোরটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর।	চোরটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর।
যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এই গ্রহের বাসিন্দা	যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
সারাজীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।	সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।
পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যতা আমাদের মুগ্ধ করে।	পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।

যশোর বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য

দৈন্যতা কোনো সময়ই প্রশংসনীয় নয়।	দীনতা কোনো সময়ই প্রশংসনীয় নয়।
দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রুজল সংবরণ করতে পারলো না।	দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের জল সংবরণ করতে পারল না।
এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ।	এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ।
পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ণ বাজানো নিষেধ।	পরীক্ষা চলাকালীন হর্ন বাজানো নিষেধ।
পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।	পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।
তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়েছেন।	তিনি সস্ত্রীক নিউমার্কেট গিয়েছেন।
আমরা বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।	আমরা তার বিদেহ আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।
তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে।	তাকে এখান থেকে যেতে হবে।

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য

জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।	জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলন বক্তৃতা করেন।
কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি/চাক্ষুষ দেখেছি।
সম্প্রতি কয়েকটি নদীতে নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে।	সম্প্রতি কয়েকটি নদীতে নাব্য সংকট দেখা দিয়েছে।
স্বজনেরা মরাদাহ করতে শ্মশানে গেছেন।	স্বজনেরা শবদাহ করতে শ্মশানে গেছেন।
ফেলো টাকা মাখো তেল।	ফেলো কড়ি মাখো তেল।
তদানীন্তনকালে বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিলো	এককালে বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিল।
কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন।	কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
এটা একটা লজ্জাস্কর ব্যাপার।	এটা একটা লজ্জাকর ব্যাপার
মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ।	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
অশ্রুজলে তার বুক ভেসে গেল।	অশ্রুতে তার বুক ভেসে গেল।

দৈন্যতা সবসময় প্রশংসনীয় নহে।	দীনতা সব সময় প্রশংসনীয় নহে।
সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।
বিরাত গরু ছাগলের হাট।	গরু-ছাগলের বিরাত হাট।
খাঁটি গরুর দুধ।	গরুর খাঁটি দুধ।
একটি গোপনীয় কথা বলি।	একটা গোপন কথা বলি।

সিলেট বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।	মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।
শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করবো।	শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব।
বিরাত গরু-ছাগলের হাট।	গরু-ছাগলের বিরাত হাট।
এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।	এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।	অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।
আমার টাকার আবশ্যক নাই	আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।

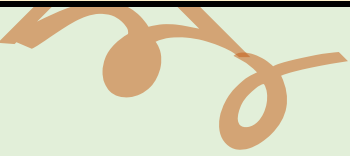
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণই বড় কথা।
বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।	বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।

বরিশাল বোর্ড ২০১৯

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
এক পৌষে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।
বন্দরে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে।	মার্কেটে তার কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাস্কর।	ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর।
মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বশান্ত হলো।	মামলার খরচ চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বস্বান্ত হলো।
কেবলমাত্র গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।	কেবল গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।
শিক্ষক অন্যান্য বিষয়সমূহের আলোচনা করলেন।	শিক্ষক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করলেন।

সকল বোর্ড-২০১৮

প্রদত্ত বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দেবে।	তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দেবেন।
প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই অশ্রুজলে বিদায় দিলাম	প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই চোখের জলে বিদায় দিলাম।
তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।	তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।
সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।	শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।
এতে গৌরব লোপ হয়েছে।	এতে গৌরব লোপ পেয়েছে।
শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে।	শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।
সকল সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।	সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন।	পরবর্তী কালে আপনি আবার আসবেন।



অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও

সমাধান (অনুচ্ছেদ)

২০১৬-২০২৫

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
শহরের বাজারে তরিতরকারী ফলমূলের দাম অতি চড়া। গা থেকে কিনে বাজারে গিয়ে বেঁচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভর হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার দাড়া হবে না তার।	শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার দ্বারা হবে না তার।

ঢাকা বোর্ড - ২০২৫

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ

নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনুভূতির কান দ্বারা সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানে ও তাই।	নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হয়। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৫

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ কথা প্রমাণ হয়েছে। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হয়। দূরবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়। দৈন্যতা ভালো নয়।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হয়। দূরবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়। দীনতা ভালো নয়।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ

রফিক ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দরা মনে করেন, আগামী ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে অত্র প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মা-বাবাও স্বপ্ন অবলোকন করেন, ছেলেটি একদিন তাদের জীবনে বয়ে আনবে সুনাম ও স্বাচ্ছন্দ্য।	ছেলেটি প্রচণ্ড মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা দেখে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে, যা ইতোপূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মা-বাবাও স্বপ্ন দেখেন, ছেলেটি একদিন তাদের জীবনে বয়ে আনবে সুনাম ও স্বাচ্ছন্দ্য।

যশোর বোর্ড ২০২৫

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে তাই মনুষ্যতত্ত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোনো	জীবনবৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, সেটিই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু মাটির রস টেনে গাছ মোটা হবে—এই ভেবে কোনো মালী

মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজ ব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে। মানুষকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সুন্দর্য্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্য।	গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজব্যবস্থাও ঠিক করতে হবে। মানুষকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে তোলার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ, সৌন্দর্য্য, প্রেম ও আনন্দের চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে।

বরিশাল বোর্ড ২০২৫

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তাহারা ত সচেষ্টিত নহেই, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাহারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।	আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা তো সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ

আজকাল সব শিক্ষার্থীরা বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সচেতন নয়। তারা অধ্যয়ন, পরীক্ষা, স্বার্থকতা বানান শুদ্ধভাবে লিখতে পারে না। এ সকল বানান ভুল করা ঠিক নয়।	আজকাল শিক্ষার্থীরা বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সচেতন নয়। তারা 'অধ্যয়ন', 'পরীক্ষা', 'স্বার্থকতা'- এসব শব্দের বানান শুদ্ধভাবে লিখতে পারে না। এ ধরনের বানান ভুল করা উচিত নয়।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫

অশুদ্ধ রূপ	শুদ্ধ রূপ
মেয়েটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, আগামী ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে। যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা প্রত্যক্ষ করে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, ভবিষ্যতে সে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করবে, যা ইতঃপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সিলেট বোর্ড ২০২৫

অশুদ্ধ রূপ	শুদ্ধ রূপ

আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তাহারা ত সচেষ্টিত নহেই, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাহারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।	আজকাল বানানের ব্যাপারে সব ছাত্রই অমনযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে তারা তো সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থা দেখে মনে হয় তারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
ইদানীংকালে রাত জেগে অনেক শিক্ষার্থীরাই নিজেদেরকে ফেসবুকে আসক্ত করে ফেলেছে। ভয়ানক মেধাবীরাও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। লেখাপড়ায় মনোযোগি হতে না পেরে পরীক্ষায় কাজ্জিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না।	ইদানীং রাত জেগে অনেক শিক্ষার্থীই নিজেদেরকে ফেসবুকে আসক্ত করে ফেলেছে। অসাধারণ মেধাবীরাও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে না পেরে পরীক্ষায় কাজ্জিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না।

ঢাকা বোর্ড-২০২৪

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
এতদ্বারা, এই কলেজের সকল শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণ ও সকল	এতদ্বারা এ কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীকে

কর্মচারীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষ্যে আসছে আগামী ১ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ কলেজের সকল শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে। আসছে ২ মে ২০২৪ খ্রি. থেকে কলেজ পূর্বের ন্যায় যথারীতিভাবে চলিবে।	জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ১লা মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ কলেজের সকল শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আগামী ২রা মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কলেজের শ্রেণি কার্যক্রম যথারীতি চলবে।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
ইদানীংকালে যুবসমাজের মধ্যে মাদক ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়েছে। দিনদিন মাদকাসক্তের সংখ্যা বাড়িয়াই চলছে। এর ফলে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।	ইদানীং যুবসমাজের মধ্যে মাদক ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দিনদিন মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এর ফলে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
কক্সবাজারের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত অত্যন্ত মনমুগ্ধকর। আমরা সকল বন্ধুরা মিলে সেখানে গিয়েছিলাম। সমুদ্র সৈকতের তীরে সূর্যাস্ত দেখে অভিভূত হয়েছি। এর সৌন্দর্যতা	দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। আমরা বন্ধুরা মিলে সেখানে গিয়েছিলাম। সমুদ্র সৈকতের তীরে সূর্যাস্ত দেখে অভিভূত হয়েছি। এর সৌন্দর্য উপভোগ করে

উপভোগ করে বুঝিতে পারলাম যে কক্সবাজার প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ ।	বুঝতে পারলাম যে কক্সবাজার প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ ।

যশোর বোর্ড ২০২৪

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
বিদ্বানজনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয় । সৌহার্দতা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ । কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা সশঙ্কিত । তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না । এ ক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদ্যোগকে জানাই সুস্বাগত ।	বিদ্বানেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয় । সৌহার্দ আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ । কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা শঙ্কিত । তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না । এক্ষেত্রে যেকোনো শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ।

বরিশাল বোর্ড ২০২৪

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
শুধুমাত্র বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয় । মানুষের উচিত অপরের কল্যাণে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করা । সার্থপরতার মধ্যে কোনো সুখ নেই ।	শুধু বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয় । মানুষের উচিত অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা । স্বার্থপরতার মধ্যে কোনো সুখ নেই ।

আমৃত্যু পর্যন্ত একে অপরের মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন ।	আমৃত্যু একে অপরের মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন ।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সুসচেষ্ট। মাঝে মাঝে সভা চলাকালীন সময়ে সে দাঁড়িয়ে পরে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে। অনেকেই তাকে নিয়ে হাসি তামাসা করে। সে নিজের দৈন্যতা বুঝতে পারে না।	নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। মাঝে মাঝে সভা চলাকালীন সে উত্তর: দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানিতবোধ করে। অনেকেই তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে। সে নিজের দৈন্য বুঝতে পারে না।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

অশুদ্ধ রূপ	শুদ্ধ রূপ
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ। দারিদ্র্যতা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নয়। তাই জাতীয় জীবনে উন্নতির জন্য কৃচ্ছতা সাধন; সখ্যতা ও ঐক্যমত দরকার।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য/দরিদ্রতা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নয়। তাই জাতীয় জীবনে কৃচ্ছ সাধন, সখ্য ও ঐক্যমত দরকার।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
এবার স্যার আমাদের ওপর রাগিয়া গেলেন। তিনি বললেন”তোমরা এস,এস,সি, পাশ করিলে কী করে? গিতাঞ্জলী, মুহূর্ত, দন্দ ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর।”	স্যার এবার আমাদের উপর রেগে গেলেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা এসএসসি পাশ করলে কী করে? গীতাঞ্জলি, মুহূর্ত, দন্দ ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করো।’

ঢাকা বোর্ড-২০২৩

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
সেদিন বাবুল স্যার বললেন,“তোমরা পড়ালেখায় মনোযোগী হও। চর্চা না করিলে বানান ভুল হবেই।বিদ্যান, সমিচিন বানান দুটো ঠিক করে লেখো তো।”	সেদিন বাবুল স্যার বললেন,“তোমার পড়ালেখায় মনোযোগী হও। চর্চা না করলে বানান ভুল হবেই। বিদ্বান, সমীচীন বানান দুটো ঠিক করে লেখো তো।”

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
পলাশের ছোট ভগ্নি বকুলের আজ বিয়ে। পলাশ আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। এ বিয়েতে সে আমাকে স্বপরিবারে নিমন্ত্রণ করলো। বরের বাড়িতে বিবাহোত্তর বর-কনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানেও সে আমাকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানালো। আশা করি, আসছে আগামীকাল আমরা ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করবো।	পলাশের ছোটো বোন বকুলের আজ বিয়ে। পলাশ আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ বিয়েতে সে আমাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করল। বরের বাড়িতে বিবাহোত্তর বর-কনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও সে আমাকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানাল। আশা করি, আগামীকাল আমরা ওই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করব।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
উদয়মান সূর্যে সবাই সমীহ করে। অস্তমান সূর্যকে কেউ সমীহ করে না। নদীর জলে যে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে তা দেখে আমি প্রীত হলাম। আমি প্রতিদিন নদীর কোলে বসি।	উদীয়মান সূর্যকে সবাই সমীহ করে। অস্তায়মান সূর্যকে কেউ সমীহ করে না। নদীর জলে যে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে তা দেখে আমি প্রীত হলাম। আমি প্রতিদিন নদীর কূলে বসি। নদীর হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

নদীর হাওয়া সান্তের পক্ষে
ভালো।

যশোর বোর্ড ২০২৩

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে অসীম ফিরে এল। সে খুবই সুবুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক পর্যন্ত ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রথমেই সে আকর্ষণভোজন করিল। তা দেখে অসীমের মা বিস্মিত হলেন। তবে, অসীম নিঃসন্দেহান যে, তার অসুখ হবে না।	বৃষ্টি চলাকালীন অসীম ফিরে এল। সে খুবই বুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই সে আকর্ষণ ভোজন করল। তা দেখে অসীমের মা বিস্মিত হলেন। তবে অসীম নিঃসন্দেহ যে, তার অসুখ হবে না।

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করিয়াছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা অস্বীকার করে নেব।	ভুলের মধ্য দিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করেছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না

কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গো বজায় রাখার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার সেই নিই নিভে যাবে।	বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের বশে বা গোঁ বজায় রাখার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেদিনই নিভে যাবে।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বিচিত্রময়। তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি যেমন ‘বিদ্রোহী’ কবিতা, তেমনি অশ্রুজলে ভেজা অনেক বিরহের গানও তিনি লিখেছেন। তার সৃষ্টিকর্ম বাংলা ভাষাকে বৈচিত্র্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সব শিশুরা নজরুলের কবিতা ভালোবাসে।	বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বৈচিত্রময়। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেমন ‘বিদ্রোহী’ কবিতা, তেমনি অশ্রুতে/চোখের জলে ভেজা অনেক বিরহের গানও তিনি লিখেছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম বাংলা ভাষাকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সব শিশুই নজরুলের কবিতা ভালোবাসে।

সিলেট বোর্ড ২০২৩

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যতা দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্টি। এ	নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্টি। এ লক্ষ্যে বিনা

লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সময়েও সে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে সে অপমানিতবোধ করে। সে কখনো নিজের দৈন্যতা বুঝতেই পারে না। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই সে চলতে থাকে সে।	প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে সে অপমানিত বোধ করে। সে কখনো নিজের দীনতা বুঝতেই পারে না। তাই নিজ অহংবোধ নিয়েই সে চলতে থাকে।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

অশুদ্ধ রূপ	শুদ্ধ রূপ
রাসেল/ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দরা মনে করেন, আগামী ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে অত্র প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মা-বাবাও স্বপ্ন অবলোকন করেন, ছেলেটি একদিন তাদের জীবনে বয়ে আনবে সুনাম ও স্বাচ্ছন্দ্য।	রাসেল/ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা দেখে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকরা মনে করেন, ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে এই প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মা বাবাও স্বপ্ন দেখেন, ছেলেটি একদিন তাদের জীবনে বয়ে আনবে সুনাম ও স্বাচ্ছন্দ্য।

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ কথা প্রমান হয়েছে। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হইতে হয়। দূরবস্থা আকাজক্ষার অন্তরায়। দৈন্যতার ভালো নয়।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হয়। দূরবস্থা আকাজক্ষার অন্তরায়। দৈন্য/দীনতা ভালো নয়।

ঢাকা বোর্ড ২০২১৯

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
এখন হেমন্তকাল, মুষলধারে মেঘ হচ্ছে। আজ ক্লাসে যেতে হবে না তাই বাবুল আনন্দ চিত্তে কাথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবুলের মা চিতই পিঠা বানিয়ে তাহাকে খেতে ডাকলেন।	এখন হেমন্তকাল, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ ক্লাসে যেতে হবে না তাই বাবুল আনন্দিত চিত্তে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবুলের মা চিতই পিঠা বানিয়ে তাকে খেতে ডাকলেন।

রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা সূফলা শস্য শ্যামল তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাশীল	আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সূফলা, শস্য-শ্যামলা, — তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন ধান তার বসুন্ধারা যার। তাই তো অভাগা চাষাবৃন্দ কে? সে কেবল মাত্র ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরবে হাল বহন করিবে আর পাট উৎপন্ন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে মোরাই ভরা ধান ছিল গোয়াল ভরা গরু ছিল উঠান ভরা মুরগি ছিল একথার অর্থ কি?	শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, “ধান্য তার বসুন্ধারা যার”। তাই তো, অভাগা চাষা কে? সে কেবল “ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে”, হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে “মোরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল”, এ কথার অর্থ কী?

কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
বিদ্বাজনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ্যতা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা সশঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদযোগকে জানাই সুস্বাগত।	বিদ্বজনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা শঙ্কিত। তবুও নৈরাশ্যে ডুবে থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদযোগকে জানাই স্বাগত।

যশোর বোর্ড ২০১৯

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
রাত জেগে ফেসবুক দেখে অনেক ছাত্ররা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন	রাত জেগে ফেসবুক দেখে অনেক ছাত্র নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছ। এতে তারা যেমন মানসিক

মানসিক দৌর্বল্যতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যকীয় প্রস্তুতির অভাবে কাজক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে পুষ্প দেখে।	দুর্বলতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যক প্রস্তুতির অভাবে কাজক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সরষে ফুল দেখে।

বরিশাল বোর্ড ২০১৯

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
সেদিন স্যার রাগিয়া বললেন, তোমরা এস. এস. সি. পাস করিলে কিভাবে? মনিষি, সমিচীন, লবন, আকাংখা, শান্তনা, বিদ্যান, সংস্কৃতিবান ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করছ। এ জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।	সেদিন স্যার রেগে বললেন, তোমরা এস. এস. সি. পরীক্ষা পাস করলে কীভাবে? মনীষী, সমীচীন, লবণ, আকাঙ্ক্ষা, সান্ত্বনা, বিদ্বান, সংস্কৃতিমান ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করছ। এ জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধতম করে লেখার ব্যাপারে তাহারা তো সচেষ্টিত নয়ই, বরং	আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে তারা তো সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে

অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয় তাহারা যেন সর্বদাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।	হয় তারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সিলেট বোর্ড ২০১৯

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
ইদানীংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।	ইদানিং ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

সকল বোর্ড ২০১৮

অশুদ্ধ রূপ	শুদ্ধ রূপ
জামিল সাহেব স্বপরিবারে ছুটি কাটাতে চলেছেন। এবার তাঁর যাত্রা কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত। কিন্তু ট্রেনে কিছু যাত্রীর সৌজন্যতাহীন আচরণে তিনি বড় বিরক্ত হলেন। শিক্ষাসফরের যাত্রীরা অসুরে গলায় সুরদেবীর আরাধনা করছে। তবে তাঁর বিরক্তবোধ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তারা নিজেরদের ভুল বুঝতে পারে।	জামিল সাহেব সপরিবারে ছুটি কাটাতে চলেছেন। এবার তাঁর গন্তব্য কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত। কিন্তু ট্রেনে কিছু যাত্রীর আসৌজন্য আচরণে তিনি বড় বিরক্ত হলেন। শিক্ষাসফরের যাত্রীরা বেসুরো গলায় সুরদেবীর আরাধনা করছে। তবে তাঁর বিরক্তবোধ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তারা নিজেরদের ভুল বুঝতে পারে।



অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স- নিয়ে এলো
মুসা স্যারের অনন্য- **eBook** সিরিজ

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ সাজেশন ও সমাধান বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বিষয়: পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ । নম্বর: ১০

পারিভাষিক শব্দ (১৫টি শব্দ থেকে ১০টি) থেকে ১টি এবং অনুবাদ
(ইংরেজি থেকে বাংলা) থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

পারিভাষিক শব্দ (১৫টি শব্দ থেকে ১০টি) থেকে ১টি
এবং অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) থেকে ১টি
করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর
দিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ

A

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Abbreviation	সংক্ষেপণ	Adjust	সমন্বয় করা
Ability	সামর্থ্য	Administration	প্রশাসন
Abolition	বিলোপ	Admission	ভর্তি/প্রবেশ
Abstract	বিমূর্ত	Admit card	প্রবেশ পত্র
Academic	শিক্ষায়তনিক	Adult education	বয়স্ক শিক্ষা
Academic year	শিক্ষাবর্ষ	Adviser	উপদেষ্টা
Academy	শিক্ষায়তন	Affidavit	শপথনামা/ হলফনামা
Accessories	সরঞ্জাম	Agenda	আলোচ্যসূচি
Account	হিসাব	Agent	প্রতিনিধি
Acid	অম্ল	Agreement	চুক্তি
Acknowledge ment	প্রাপ্তিস্বীকার	Aid	সাহায্য
Act	আইন	Air conditioned	শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
Acting	ভারপ্রাপ্ত	Air-mail	বিমান-ডাক
Acting editor	ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক	Allegation	অভিযোগ
Adaptation	অভিযোজন	Allotment	বরাদ্দ
Address of welcome	অভিনন্দনপত্র	Alphabet	বর্ণমালা

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাযিক শব্দ
Ad-hoc	অনানুষ্ঠানিক/ অস্থায়ী	Analysis	বিশ্লেষণ
Anatomy	শারীরবিদ্যা	Attestation	প্রত্যয়ন
Annexation	সংযোজন	Auction	নিলাম
Anticorruption	দুর্নীতি দমন	Audio	শ্রাব্য/ শ্রুতি
Appearance	উপস্থিতি/চেহারা	Auditor	নিরীক্ষক
Appendix	পরিশিষ্ট	Author	লেখক, গ্রন্থকার
Architecture	স্থাপত্য	Autograph	স্বাক্ষর/ স্বলেখন
Art	কলা, চারুশিল্প	Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত
Article	অনুচ্ছেদ	Axis	অক্ষ
Assembly	পরিষদ / সভা		

B

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাযিক শব্দ
Background	পটভূমি	Bearer	বাহক
Bacteria	জীবাণু	Bench	এজলাস
Badge	তক্কা	Bibliography	গ্রন্থপঞ্জি
Bail	জামিন	Bidder	নিলাম ডাকিয়ে
Balcony	ঝুল বারান্দা	Bilingual	দ্বিভাষিক
Ballot	ব্যালট, ভোট	Bio-data	জীবনবৃত্তান্ত
Ballot paper	ভোটপত্র	Biography	জীবনচরিত, জীবনী
Banker	ব্যাংক মালিক	Black-out	নিষপ্রদীপ
Bankrupt	দেউলিয়া	Blueprint	নীলনকশা

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	সাধিক শব্দ
Banquet	ভোজসভা	Bond	মুচলেকা / প্রতিজ্ঞাপত্র
Basic	মৌলিক	Booklet	পুস্তিকা
Basic-pay	মূল বেতন	Book-post	খোলা ডাক
Boy Scout	ব্রতী বালক	Bulletin	বুলেটিন
Boycott	বর্জন	Bureau	সংস্থা
Brand	ছাপ, মার্ক	Bureaucracy	আমলাতন্ত্র
break of study	শিক্ষা বিরতি	By- Election	উপ নির্বাচন
Broadcast	সম্প্রচার	By-law	উপধারা
Broker	দালাল		

C

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	সাধিক শব্দ
Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ	chief	প্রধান
Calendar	পঞ্জিকা	Chief Whip	মুখ্য সচেতক
Campus	অঙ্গন	Circle	চক্র/বৃত্ত
Capitalist	পুঁজিবাদী	Civil	দেওয়ানি/অসাম রিক
Carbon di- oxide	অঙ্গারঅক্সিজেন	civil war	গৃহযুদ্ধ
Care-taker	তত্ত্বাবধায়ক	Client	মক্কেল
Carfew	সাক্ষ্য-আইন	Code	সংকেত
Cargo	জাহাজি মাল	cold storage	হিমাগার
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র	Cold war	স্নায়ু যুদ্ধ

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাথিক শব্দ
Catalogue	তালিকা	Colony	উপনিবেশ
Ceiling	সর্বোচ্চ সীমা	Comet	ধূমকেতু
Census	আদমশুমারি	Concession	রেয়াত/ছাড়
Chancellor	আচার্য	Conduct	আচরণ
Cheque	চেক, ছুঁড়ি	Conference	সম্মেলন
Consequence	পরিণতি	Corruption	দুর্নীতি
Constitution	সংবিধান	Council	পরিষদ
Coordinator	সমন্বয়কারী	Counsel	পরামর্শ
Copy	প্রতিলিপি/নকল	Credit	জমা
Copyright	লেখকস্বত্ব	Crown	মুকুট
Cordon	বেষ্টনি	Current Account	চলতি হিসাব
Correspondent	সংবাদদাতা	Custom	প্রথা

D

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাথিক শব্দ
Data	উপাত্ত	Delta	ব-দ্বীপ
Dead lock	অচলাবস্থা	Democracy	গণতন্ত্র
Death penalty	মৃত্যুদণ্ড	Demonstrator	প্রদর্শক
Death certificate	মৃত্যু সনদ	Deposit	আমানত
Debate	বিতর্ক	Deputation	প্রেষণ
Debenture	ঋণপত্র	Deputy	উপ-প্রতিনিধি
Debit	খরচ	Deputy Secretary	উপ-সচিব
Debt	ঋণ	Design	নকশা

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাথিক শব্দ
Decimal	দশমিক	Diagnosis	রোগনির্ণয়
Deed	দলিল	Dialect	উপভাষা
Deed of gift	দানপত্র	dialogue	সংলাপ
Defense	প্রতিরক্ষা	Diplomacy	কূটনীতি
Diplomat	কূটনীতিক	Donation	দান
Diplomatic	কূটনৈতিক	Donor	দাতা
Discharge	বরখাস্ত	Dowry	যৌতুক
Discount	বাট্টা	Dual	দ্বৈত
Dividend	লভ্যাংশ	Duel	দ্বন্দ্বযুদ্ধ
Documentary	প্রামাণ্য	Dynamic	গতিশীল

E

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাথিক শব্দ
Edition	সংস্করণ	Epitaph	সমাধি ফলক
Editor	সম্পাদক	Equality	সমতা
Editorial	সম্পাদকীয়	Equation	সমীকরণ
E-mail	বৈদ্যুতিন চিঠি	Era	যুগ
Embargo	আরোধ	Estimate	প্রাক্কলন
Enceyclopedia	বিশ্বকোষ	Ethics	নীতিবিদ্যা
Endorsement	পৃষ্ঠাঙ্কন	Evaluation	মূল্যায়ন
Enquiry	তদন্ত	Excuse	অজুহাত
Executive	নির্বাহী	Export	রপ্তানি
Existentialism	অস্তিত্ববাদ	External	বহিঃস্থ

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাণিতিক শব্দ
Exit	বাহির	Eye-wash	ধোঁকা
Expert	দক্ষ	Eye-Witness	প্রত্যক্ষদর্শী

F

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাণিতিক শব্দ
Face Value	অভিহিত মূল্য	Fiction	কথাসাহিত্য
Fact	ঘটনা	File	নথি
Faculty	অনুষদ	Fine arts	চারুকলা
Famine	দুর্ভিক্ষ	First-aid	প্রাথমিক চিকিৎসা
Fascism	ফ্যাসিবাদ	Fitness	যোগ্যতা
Feudal	সামন্ত	Flat rate	সমহার
Follow-up	অনুসরণ করা	Format	বিন্যাস / আকার
Forecast	পূর্বাভাস	Free-market	খোলা বাজার
Foreign-Aid	বিদেশি সাহায্য	Fundamental	মৌলিক

G

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাণিতিক শব্দ
Gain	লাভ	Globalisation	বিশ্বায়ন
Galaxy	ছায়াপথ	Glossary	শব্দপঞ্জি
Garrison	সেনাদল	Godown	গুদাম
Gazette	ঘোষিত	Good will	সুনাম
Genaration	প্রজন্ম	Goods	পণ্য
Geology	ভূতত্ত্ব	Governing body	পরিচালনা পর্ষদ
Get-up	অঙ্গসজ্জা	Grade	পর্যায়, ধাপ

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রামিক শব্দ
Global	বৈশ্বিক	Graduate	স্নাতক
Grant	অনুদান	Green room	সাজঘর
Graph	চিত্রলেখ	Guard	প্রহরী
Gratuity	আনুতোষিক	Guilty	অপরাধী
Green house	গ্রিন হাউস	Gunny	চট

H

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রামিক শব্দ
Hand bill	প্রচারপত্র	Hoarder	মজুতদার
Handicraft	হস্তশিল্প	Home Ministry	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Harbour	পোতাশ্রয়	Honorarium	সম্মানি
Headline	শিরোনাম	Honorary	অবৈতনিক
Hearing	শুনানি	Hood	ঢাকনা
Heroin	নায়িকা	Horticulture	উদ্যানবিদ্যা
Highway	মহাসড়ক	Hostage	জিম্মি
Hostile	শত্রুভাবাপন্ন	Hygiene	স্বাস্থ্যবিধি
Humanity	মানবতা	Hypocrisy	কপটতা
Hybrid	সংকর		

IJK

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রামিক শব্দ
Idealism	ভাববাদ	Internal	অভ্যন্তরীণ
Idiom	বাগধারা	Interpreter	দোভাষী
Immigrant	অভিবাসী	Interview	সাক্ষাৎকার

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রাষিক শব্দ
Impeachment	অভিশংসন	Investigation	অনুসন্ধান
Index	নিঘণ্ট / সূচক	Invoice	চালান
Inflation	মুদ্রাস্ফীতি	Irrigation	সেচ
Initial	প্রারম্ভিক	Isolation	বিচ্ছিন্নতা
Instalment	কিস্তি	Jail	কারাগার
Interim	অন্তর্বর্তীকালীন	Jail-code	কারা বিধি
Journal	পত্রিকা	key-word	মূলশব্দ
Judge	বিচারক	Kindergarten	কিন্ডারগার্টেন /শিশুশালা
Judgement	রায়	Kingdom	রাজ্য
Justice	ন্যায়, বিচার, বিচারপতি		

L

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রাষিক শব্দ
Landscape	ভূ-দৃশ্য	Legend	কিংবদন্তি
Latitude	অক্ষাংশ	Lender	মহাজন / ঋণদাতা
Leaflet	প্রচারপত্র	Liberal	উদার
Leap year	অধিবর্ষ	Lien	পূর্বস্বত্ব
Lease	ইজারা	light year	আলোকবর্ষ
Legal	বৈধ / আইনসম্মত	Limited	সীমিত
List	তালিকা	literature	সাহিত্য
Literal	আক্ষরিক	Lock-up	হাজত
literate	সাক্ষর		

M

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রাষিক শব্দ
Mail	ডাক	Measure	মাপ
Manifesto	ইশতাহার	Medical College	চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
Manpower	জনশক্তি	Memorandum	স্মারকলিপি
Manuscript	পাণ্ডুলিপি	Mercury	পারদ
Market Value	বাজার দর	Method	প্রণালি / পদ্ধতি
Marketing	বিপণন	Migration	পরিযায়ী
Mass Education	গণশিক্ষা	Millennium	সহস্রাব্দ
Mayor	মেয়র/পুরকর্তা	Mineral	খনিজ / খনিজদ্রব্য
Misconduct	অসদাচরণ	Museum	জাদুঘর
Miscreant	দুষ্কৃতিকারী	Myth	পুরাণ
Monarchy	রাজতন্ত্র	Mythology	পুরাণতত্ত্ব
Motion	গতি		

N

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রাষিক শব্দ
National Assembly	জাতীয় সংসদ	Newspaper	সংবাদপত্র
Nationality	জাতীয়তা	Nomination	মনোনয়ন
Nationalization	জাতীয়করণ	Nominee	মনোনীত ব্যক্তি
Nebula	নীহারিকা	Non-aligned	জোট নিরক্ষিপ
Neutral	নিরপেক্ষ	Note	মন্তব্য

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাথিক শব্দ
Notice Board	বিজ্ঞপ্তি-ফলক	Nutrition	পুষ্টি
Nursery	শিশুশালা		



প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাথিক শব্দ
Oath	শপথ	Octave	অষ্টক
Obedient	অনুগত / বাধ্য	Office bearer	কর্মচারী
Obligatory	বাধ্যতামূলক	Option	ইচ্ছা
Occupation	বৃত্তি	Optional	ঐচ্ছিক
Orbit	কক্ষপথ	Organ	অঙ্গ
Ordinance	অধ্যাদেশ	Organization	সংস্থা



প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাথিক শব্দ
Para	অনুচ্ছেদ	Pioneer	পথিকৃৎ
Parade	কুচকাওয়াজ	Plant	উদ্ভিদ
Paradox	কূটাভাস	Plosive	স্পর্শধ্বনি
Parliament	সংসদ	Pole	মেরু
Parole	বন্দির শর্তাধীন মুক্তি	Pollution	দূষণ
Passport	পাসপোর্ট	Portal	পোর্টাল, দ্বার
Pass-word	সংকেত	Postmark	ডাকছাপ
Pay	বেতন	Postpaid	পরে প্রদত্ত
Pay order	পরিশোধ আদেশ	Power house	বিদ্যুৎ কেন্দ্র

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাণিক শব্দ
Pay-bill	বেতন-পত্র	Prefix	উপসর্গ
payee	প্রাপক	prepaid	আগাম প্রদত্ত
Penal Code	দণ্ডবিধি	Prescription	ব্যবস্থাপত্র
Pen-friend	পত্রবন্ধু	President	রাষ্ট্রপতি, সভাপতি
Pensions	অবসর ভাতা	Prime	মুখ্য
Phonetics	ধ্বনিবিজ্ঞান	Primitive	আদিম, প্রাককালীন
Principal	অধ্যক্ষ	Public Opinion	জনমত
Principle	নীতি	Public relations	জনসম্পর্ক
Proctor	প্ররক্ষক	Public service	জনসেবা
Provost	প্রাধ্যক্ষ	Public works	গণপূর্ত
Public	জনসাধারণ	Publication	প্রকাশনা
Public works	গণপূর্ত	Publicity	প্রচার
Public fund	সরকারি তহবিল		

Q

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাণিক শব্দ
Quack	হাতুড়ে	Quarter	চতুর্থাংশ
Quality	গুণ	Quarterly	ত্রৈমাসিক
Quantity	পরিমাণ	Query	জিজ্ঞাসা
Quarantine	সঙ্গরোধ	Questionnaire	প্রশ্নমালা
Quorum	গণপূর্তি	Quote	উদ্ধৃত করা
Quota	যথাংশ		

R

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রামিক শব্দ
Racism	বর্ণবাদ	Recommend	সুপারিশ করা
Radio	বেতার	Record room	মহাফেজখানা
Range	এলাকা	Referendum	গণভোট
Rank	পদমর্যাদা	Reform	সংস্কার
Ratio	অনুপাত	Refugee	উদ্বাস্তু
Rational	যুক্তিবাদী	Regiment	সৈন্যদল
Reality	বাস্তবতা	Registration	নিবন্ধন
Relationship	সম্পর্ক	Retirement	অবসর
Remark	মন্তব্য	Rotation	আবর্তন
Renew	নবায়ন	Routine	নিত্যক্রম
Republic	প্রজাতন্ত্র		

S

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রামিক শব্দ
Sabotage	অন্তর্ঘাত	Service	সেবা
Salary	বেতন	Session	অধিবেশন
Sanction	অনুমোদন, মঞ্জুরি	Sestet	ষটক
Sanction	অনুমোদন	Settlement	নিষ্পত্তি
Satellite	উপগ্রহ	Signal	সংকেত
Saving certificate	সঞ্চয়পত্র	Significant	তাৎপর্যপূর্ণ/ সার্থক
Scale	স্কেল	Sir	জনাব
Secondary	মাধ্যমিক	Skill	দক্ষতা

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাণিতিক শব্দ
Secretary	সচিব	Skull	মাথার খুলি
Secular	ধর্মনিরপেক্ষ	Specialist	বিশেষজ্ঞ
Spokesman	মুখপাত্র	Subsidy	ভর্তুকি
Sponsor	পোষক	Superintendent	অধীক্ষক/ তত্ত্বাবধায়ক
Stamp	ডাকটিকেট/সিল মোহর	Surplus	উদ্বৃত্ত
Stock market	শেয়ার বাজার	Symbol	প্রতীক
Study	অধ্যয়ন	Syntax	বাক্যতত্ত্ব

T

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাণিতিক শব্দ
Tally	হিসাব	Theory	তত্ত্ব
Tax	কর	Thesis	অভিসন্দর্ভ
Telecast	সম্প্রচার	Token	প্রতীক
Telecommunication	টেলিযোগাযোগ	Tradition	ঐতিহ্য
Termination	অবসান	Training	প্রশিক্ষণ
Terminology	পরিভাষা	Transparency	স্বচ্ছতা
Transport	পরিবহণ	Tribunal	ন্যায়পীঠ /ট্রাইবুনাল
Treaty	সন্ধি	Trial	বিচার

UV

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Ultimatum	চরমপত্র	Urbanization	নগরায়ণ

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Unclaimed	বেওয়ারিশ	Vacation	অবকাশ
Undertaking	অঙ্গীকার	Vaccine	টিকা
Uniform	উর্দি	Valid	বৈধ
Union	সংঘ	Validity	বৈধতা
Universal	বিশ্বজনীন	Valuation	মূল্য নির্ধারণ
Unskilled	অদক্ষ	Vehicle	যানবাহন
Up-to-date	হালনাগাদ।	Venue	স্থান
Urban	পৌর	Vice Chancellor	উপাচার্য
Vice-Chairman	সহ-সভাপতি	Vision	দৃষ্টি
Vice-versa	তদ্বিপরীত	Viva-voce	মৌখিক পরীক্ষা।
Violation	লঙ্ঘন	Vocabulary	শব্দকোষ
Virus	ভাইরাস	Vocation	বৃত্তি

W

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Walk Out	সভাবর্জন	Weekend	সপ্তাহান্ত
War-crime	যুদ্ধাপরাধ	White-paper	শ্বেতপত্র
War-criminal	যুদ্ধাপরাধী	Will	দানপত্র
Warship	রণতরী	Wit	রসিকতা
Witness	সাক্ষী	Worship	পূজা
Workshop	কর্মশালা	Wrist watch	হাতঘড়ি

XYZ

প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Xerox	জেরক্স/প্রতিলিপি	Year Book	বর্ষপঞ্জি
X-ray	রঞ্জনরশ্মি	Zigzag	আঁকাবাঁকা
Yard	অঙ্গন	Zonal office	আঞ্চলিক কার্যালয়
Zone	অঞ্চল	Zoo	চিড়িয়াখানা

-0-

[বি. দ্র. পারিভাষিক শব্দ মনে রাখার জন্য প্রথমে ইংরেজির বাংলা অর্থ এবং পরে বাংলার ইংরেজি অর্থ মুখস্থ করবে। অর্থাৎ ইংরেজি দিয়ে বাংলা পড়বে এবং বাংলা দিয়ে ইংরেজি পড়বে। ইংরেজি ও বাংলার বানান লক্ষ্য করে পড়বে।]

MCQ আকারে অনুশীলন করতে স্ক্যান করুন।



বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রভুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



পারিভাষিক শব্দ: বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও সমাধান (২০১৬-২০২৫)

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫		ঢাকা বোর্ড-২০২৫	
প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Auction	নিলাম	Eye-wash	ধোঁকা
Bibliography	গ্রন্থপঞ্জি	Ethics	নীতিশাস্ত্র,
White-paper	শ্বেতপত্র	Global	বৈশ্বিক
Ethics	নীতিবিদ্যা	Home Ministry	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Fascism	ফ্যাসিবাদ	National Assembly	জাতীয় সংসদ
Interim	অন্তর্বর্তীকালীন	File	নথি
Pay-bill	বেতন-পত্র	Legend	কিংবদন্তি
Octave	অষ্টক	Organization	সংস্থা
Surplus	উদ্বৃত্ত	Passport	ছাড়পত্র
Manpower	জনশক্তি	Sanction	অনুমোদন
Reform	সংস্কার	Pensions	অবসর ভাতা
Delta	ব-দ্বীপ	Range	এলাকা
Hoarder	মজুতদার	Symbol	প্রতীক
Cargo	জাহাজি মাল	Workshop	কর্মশালা
Thesis	অভিসন্দর্ভ		

যশোর বোর্ড-২০২৫		কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫	
প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ
Optional	ঐচ্ছিক	Appendix	পরিশিষ্ট
Graduate	স্নাতক	Dialect	উপভাষা
File	নথি	Catalogue	গ্রন্থতালিকা
Equation	সমীকরণ	Governing body	পরিচালনা পর্ষদ
Radio	বেতার	Fundamental	মৌলিক, মূল
Training	প্রশিক্ষণ	Forecast	পূর্বাভাস
Secretary	সচিব	Brand	ছাপ, মার্কা
Quota	যথাংশ	Agenda	আলোচ্য-সূচি
Forecast	পূর্বাভাস	Editor	সম্পাদক
Theory	তত্ত্ব	Basic-pay	মূল বেতন
Note	মন্তব্য	Octave	অষ্টক
Myth	পুরাণ	Public-works	গণপূর্ত
Galaxy	ছায়াপথ	Memorandum	স্মারকলিপি
Nebula	নীহারিকা	Miscreant	দুর্বৃত্ত
Tax	কর	War-crime	যুদ্ধাপরাধ

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫		বরিশাল বোর্ড-২০২৫	
প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ
Bio-data	জীবনবৃত্তান্ত	Attestation	প্রত্যয়ন
Dynamic	গতিশীল	Fiction	কথাসাহিত্য
Adviser	উপদেষ্টা	Plosive	স্পর্শধ্বনি

Constitution	সংবিধান	Bidder	নিলাম ডাকিয়ে
Equation	সমীকরণ	Gratuity	আনুতোষিক
Famine	দুর্ভিক্ষ	X-ray	রঞ্জনরশ্মি
Hygiene	স্বাস্থ্যবিধি	Copyright	লেখকস্বত্ব
Irrigation	সেচ	Hygiene	স্বাস্থ্যবিধি
Legend	কিংবদন্তি	Ratio	অনুপাত
Memorandum	স্মারকলিপি	Dialect	উপভাষা
Option	ইচ্ছা	Leap year	অধিবর্ষ
Reform	সংস্কার	Specialist	বিশেষজ্ঞ
Subsidy	ভর্তুকি	Equation	সমীকরণ
Tradition	ঐতিহ্য	Manifesto	ঘোষণাপত্র/ইশতাহার
Viva-voce	মৌখিক পরীক্ষা।	Walk-out	সভাবর্জন

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫		রাজশাহী বোর্ড-২০২৫	
প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ
Impeachment	অভিশংসন	Dialect	উপভাষা
Octave	অষ্টক	Agenda	আলোচ্যসূচি
Fitness	যোগ্যতা	Bankrupt	দেউলিয়া
Ordinance	অধ্যাদেশ	Editor	সম্পাদক
Bankrupt	দেউলিয়া	Embargo	অবরোধ
Proctor	প্ররক্ষক	Legend	কিংবদন্তি
Legend	কিংবদন্তি	Idiom	বাগধারা
Hybrid	সংকর	Data	উপাত্ত
Catalogue	গ্রন্থতালিকা	Public works	গণপূর্ত

Dual	দ্বৈত	Deed of gift	দানপত্র
Comet	ধূমকেতু	Galaxy	ছায়াপথ
Diplomatic	কূটনৈতিক	Dynamic	গতিশীল
Alphabet	বর্ণমালা	Justice	ন্যায় বিচার
White-paper	শ্বেতপত্র	Chancellor	আচার্য
Surplus	উদ্বৃত্ত	Global	বৈশ্বিক

সিলেট বোর্ড ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	সম্মিলিত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	সম্মিলিত শব্দ
Aid	সাহায্য	Circle	বৃত্ত
Worship	পূজা	Dialect	উপভাষা
Embargo	আরোধ	Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Book-post	খোলা ডাক	Memorandum	স্মারকলিপি
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র	Racism	বর্ণবাদ
Fiction	কথাসাহিত্য	Tribunal	ন্যায়পীঠ/ড্রাইবুনাল
Ad-hoc	অনানুষ্ঠানিক	Catalogue	গ্রন্থতালিকা
Up-to-date	হালনাগাদ		

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ
Globalization	বিশ্বায়ন	Public	জনসাধারণ
Rank	পদমর্যাদা	Nationalism	জাতীয়তাবাদ
Note	মন্তব্য	Deed	দলিল
Pay-Bill	বেতন বিল	Myth	পুরাণ

Legend	কিংবদন্তি	Walk Out	সভাবর্জন
Brand	মার্ক, ছাপ	Zoom	শক্তিশালী লেন্স
Foreign-Aid	বিদেশি সাহায্য	Ballot	ব্যালট, ভোট
Registration	নিবন্ধন		

ঢাকা বোর্ড-২০২৪		যশোর বোর্ড-২০২৪	
প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ
Architecture	স্থাপত্য	Dialect	উপভাষা
Lock-up	হাজত	Appendix	পরিশিষ্ট
Bacteria	জীবাণু	Brand	ছাপ
Oath	শপথ	Catalogue	তালিকা
War-crime	যুদ্ধাপরাধ	Fundamental	মৌলিক
Diplomacy	কূটনীতি	Governing body	পরিচালনা পর্ষদ
Expert	দক্ষ	Handicraft	হস্তশিল্প
Galaxy	ছায়াপথ	Concession	রেয়াত/ছাড়
Hostage	জিম্মি	Fore cast	পূর্বাভাস
Monarchy	রাজতন্ত্র	Terminology	পরিভাষা
Public Opinion	জনমত	Violation	লঙ্ঘন
Quarantine	সঙ্গরোধ	Walk-out	সভাবর্জন
Reform	সংস্কার	Refugee	উদ্বাস্তু
Session	অধিবেশন	Union	সংঘ
Carfew	সাক্ষ্য-আইন	Millennium	সহস্রাব্দ

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪		ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪	
প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ
Prefix	উপসর্গ	Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত
Notice Board	বিজ্ঞপ্তি-ফলক	Deed of gift	দানপত্র
Dialect	উপভাষা	Justice	ন্যায়বিচার
Agenda	আলোচ্য-সূচি	Republic	প্রজাতন্ত্র
Editor	সম্পাদক	Tally	হিসাব
Humanity	মানবতা	Sanction	অনুমোদন
Basic-pay	মূল বেতন	Zonal office	আঞ্চলিক কার্যালয়
Justice	ন্যায়বিচারক	Bond	মুচলেকা
Catalogue	গ্রন্থতালিকা	Idiom	বাগধারা
Memorandum	স্মারকলিপি	Quarantine	সঙ্গরোধ
Penal Code	দণ্ডবিধি	Vocation	বৃত্তি
Octave	অষ্টক	Leaflet	প্রচারপত্র
Refugee	উদ্বাস্তু	Uniform	উর্দি
Deed of gift	দানপত্র	Weekend	সপ্তাহান্ত
Public works	গণপূর্ত	Fundamental	মৌলিক

বরিশাল বোর্ড-২০২৪		রাজশাহী বোর্ড-২০২৪	
প্রদত্ত শব্দ	গণ্যকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গণ্যকি শব্দ
Academy	শিক্ষায়তন	Realism	বাস্তববাদ
Farce	প্রহসন	Idiom	বাগধারা
Delta	ব-দ্বীপ	Legend	কিংবদন্তি

Booklet	পুস্তিকা	Sponsor	পোষক
Capital	পুঁজি/মূলধন	Dialect	উপভাষা
Urban	শহুরে	Nomination	মনোনয়ন
Vacation	ছুটি/অবকাশ	First-aid	প্রাথমিক চিকিৎসা
Dynamic	গতিশীল	Gratuity	আনুতোষিক
Vision	দৃষ্টি	Equality	সমতা
Mythology	পুরাণতত্ত্ব	Hand-bill	প্রচারপত্র
Ordinance	অধ্যাদেশ	Hostage	জিম্মি
Payee	প্রাপক	Renew	নবায়ন
Wit	রসিকতা	E-mail	বৈদ্যুতিন চিঠি
Legend	কিংবদন্তি	Vacation	অবকাশ
Isolation	বিচ্ছিন্নতা	Deputation	প্রেষণ

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪		চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩	
প্রদত্ত শব্দ	গমকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গমকি শব্দ
Relationship	সম্পর্ক	Walkout	সভাবর্জন
Fundamental	মৌলিক	Vehicle	যানবাহন
Appearance	উপস্থিতি/চেহারা	dialogue	সংলাপ
Hostage	জিম্মি	Ethics	নীতিবিদ্যা
Consequenc	পরিণতি	Genaration	প্রজন্ম
Existentialism	অস্তিত্ববাদ	Highway	মহাসড়ক
Superintendent	সুপারিনটেনডেন্ট	List	তালিকা
Miscreant	দুষ্কৃতিকারী	Mail	ডাক
Colony	উপনিবেশ	Plant	উদ্ভিদ

Bankrupt	দেউলিয়া	Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Lease	ইজারা	Quantity	পরিমাণ
Decimal	দশমিক	Renew	নবায়ন
Ethics	নীতিবিদ্যা	Skill	দক্ষতা
Myth	পুরান	Tradition	ঐতিহ্য
War-crime	যুদ্ধাপরাধ	Urban	শহুরে

ঢাকা বোর্ড-২০২৩		দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩	
প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ
Sabotage	অন্তর্ঘাত	key-word	মূলশব্দ
Zodiac	রাশিচক্র	Academy	পরিষদ
Will .	ইচ্ছাপত্র	Galaxy	ছায়াপথ
Realism	বাস্তববাদ	Index	নির্ঘণ্ট, সূচি
Oath	শপথ, হলফনামা	Bail	জামিন
Nomination	মনোনয়ন	Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Liberal	উদার	Dialect	উপভাষা
Kingdom	রাজ্য	Newspaper	সংবাদপত্র
Jail-code	কারা বিধি	Jail	কারাগার
Immigrant	অভিবাসী	Oath	শপথ, হলফনামা
Globalisation	বিশ্বায়ন	Fundamental	মৌলিক
Geology	ভূতত্ত্ব	Headline	শিরোনাম
Fiction	কথাসাহিত্য	Equality	সমতা
Era	যুগ	Leaflet	প্রচারপত্র
Biography	জীবনচরিত	Controller	নিয়ন্ত্রক

যশোর বোর্ড-২০২৩		কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩	
প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ
Acting	ভারপ্রাপ্ত	Acid	অম্ল
Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ	Balcony	ঝুল বারান্দা
Copyright	লেখ-স্বত্ব	Catalogue	গ্রন্থ তালিকা
Documentary	প্রামাণ্য চিত্র, তথ্যচিত্র	Data	উপাত্ত
Forecast	পূর্বাভাস	Ethics	নীতিবিদ্যা
Hostage	জিম্মি	Goods	পণ্য / মাল
Instalment	কিস্তি	Headline	শিরোনাম
Judgement	রায়	Idiom	বাগধারা
Manifesto	ইশতেহার	Legend	কিংবদন্তি
Note	মন্তব্য	Option	ইচ্ছা
Public works	গণপূর্ত	Racism	বর্ণবাদ
Vacation	অবকাশ	Memorandum	স্মারকলিপি
Quality	গুণ	Neutral	নিরপেক্ষ
		Sponsor	পোষক

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩		বরিশাল বোর্ড-২০২৩	
প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ
Ability	সামর্থ্য	By-law	উপধারা
Gain	লাভ	Forecast	পূর্বাভাস
Myth	পুরাণ	Postpaid	পরে প্রদত্ত
Plant	উদ্ভিদ	Surplus	উদ্বৃত্ত
Motion	গতি	Bookpost	খোলা ডাক

Pole	মেরু	Stamp	ডাকটিকেট/সিলমোহর
Orbit	কক্ষপথ	Deed of gift	দানপত্র
Debt	ঋণ	Embargo	অবরোধ
Capital	পুঁজি	Terminology	পরিভাষা
Deed	দলিল	Up-to-date	হালনাগাদ
Civil	দেওয়ানি/অসামরিক	Impeachment	অভিশংসন
Valid	বৈধ	Lien	পূর্বস্বত্ত্ব
Global	বৈশ্বিক	Gratuity	আনুতোষিক
Rank	পদমর্যাদা	Publicworks	গণপূর্ত
Legend	কিংবদন্তি	Ethics	নীতিবিদ্যা

রাজশাহী বোর্ড-২০২৩		সিলেট বোর্ড-২০২৩	
প্রদত্ত শব্দ	গম্বকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গম্বকি শব্দ
First-aid	প্রাথমিক চিকিৎসা	Hygiene	স্বাস্থ্যবিধি
Manuscript	পাণ্ডুলিপি	Token	প্রতীক
Public-works	গণপূর্ত	Biography	জীবনচরিত
Transport	পরিবহণ	Aid	সাহায্য
Boycott	বর্জন	Deputation	প্রেষণ
Art	কলা, চারুশিল্প	Eye-wash	ধোঁকা
Acid	অম্ল	Racism	বর্ণবাদ
Quack	হাতুড়ে বিদ্যা	Quack	হাতুড়ে বিদ্যা
Para	অনুচ্ছেদ	Oath	শপথ, হলফনামা
Renew	নবায়ন	Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র
Signal	সংকেত	Warcrime	যুদ্ধাপরাধ

Urban	পৌর	Galaxy	কক্ষপথ
Vaccine	টিকা	Up-to-date	হালনাগাদ
Zone	অঞ্চল	Justice	ন্যায়বিচার
E-mail	বৈদ্যুতিন চিঠি	Legend	কিংবদন্তি

ঢাকা বোর্ড-২০২২		দিনাজপুর বোর্ড-২০২২	
প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ
Acting	ভারপ্রাপ্ত	Act	আইন
Ballot	ভোট	Legend	কিংবদন্তি
Cortoon	ব্যঙ্গচিত্র	Dialect	উপভাষা
Deed	দলিল	Subsidy	ভর্তুকি
Public Works	গণপূর্ত	Concession	রেয়াত/ছাড়
Hood	ঢাকনা	Ad-hoc	তদর্থক/অনানুষ্ঠানিক
Light year	আলোকবর্ষ	Referendum	গণভোট
Sabotage	অন্তর্ঘাত	Quack	হাতুড়ে

যশোর বোর্ড-২০২২		কুমিল্লা বোর্ড-২০২২	
প্রদত্ত শব্দ	গঠক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গঠক শব্দ
Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত	Secular	ধর্মনিরপেক্ষ
Ethics	নীতিবিদ্যা	Irrigation	জলসেচ, সেচ
Fine-Arts	চরুকলা	Dynamic	গতিশীল
Green room	সাজঘর	Agenda	আলোচ্যসূচি
Hostile	শত্রুভাবাপন্ন	Provost	প্রাধ্যক্ষ
Journal	পত্রিকা	Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ

Manuscript	পাণ্ডুলিপি	Nationalism	জাতীয়তাবাদ
White-Paper	শ্বেতপত্র	Memorandum	স্মারকলিপি

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২২		বরিশাল বোর্ড-২০২২	
প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ
Accessories	সরঞ্জাম	Acting	ভারপ্রাপ্ত
Autograph	স্বাক্ষর/স্বলেখন	Biography	জীবনচরিত
Caption	শিরোনাম	Documentary	প্রামাণ্য
Fiction	কথাসাহিত্য	Higiene	স্বাস্থ্যবিধি
Estimate	প্রাক্কলন	Manifesto	ইশতাহার
Virus	জীবাণু	Subsidy	ভর্তুকি
Guilty	অপরাধী	Vacation	অবকাশ, ছুটি
Hygiene	স্বাস্থ্যবিধি	Warcrime	যুদ্ধাপরাধ

রাজশাহী বোর্ড-২০২২		সিলেট বোর্ড-২০২২	
প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ
Audio	শ্রুতি	Auction	নিলাম
Copyright	লেখকস্বত্ব	Dialect	উপভাষা
Dynamic	গতিশীল	Urban	পৌর
Bankrupt	দেউলিয়া	Copyright	লেখকস্বত্ব
Hoarder	মজুতদার	Prepaid	আগাম প্রদত্ত
Reform	সংস্কার	Booklet	পুস্তিকা
Isolation	পৃথককরণ	Nursery	শিশুশালা

Study	অধ্যয়ন	Xerox	জেরক্স/প্রতিলিপি

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২২			
প্রদত্ত শব্দ	গ্রাম্যিক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গ্রাম্যিক শব্দ
Goods	পণ্যদ্রব্য	Portal	পোর্টাল, দ্বার
Note	মন্তব্য	Manifesto	ইশতাহার
Significant	তাৎপর্যপূর্ণ/ সার্থক	Bail	জামিন
Primitive	আদিম, প্রাককালীন		

ঢাকা ২০১৯		দিনাজপুর ২০১৯	
প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষিকি শব্দ
Audio	শ্রুতি	Autograph	স্বাক্ষর/ স্বলেখন
Bulletin	বুলেটিন	Bilingual	দ্বিভাষিক
Dialect	উপভাষা	Comet	ধূমকেতু
Urban	পৌর	Dialect	উপভাষা
Eye-witness	প্রত্যক্ষদর্শী	Evaluation	মূল্যায়ন
Fiction	কথা সাহিত্য	Farce	প্রহসন
Skull	মাথার খুলি	Global	বৈশ্বিক
Leap-year	অধিবর্ষ	Hostage	জিম্মি
Para	অনুচ্ছেদ	Immigrant	অভিবাসী
Custom	প্রথা	Legend	কিংবদন্তি
Interpreter	দোভাষী	Manifesto	ইশতেহার
Republic	প্রজাতন্ত্র	Nutrition	পুষ্টি
Principle	নীতি	Prefix	উপসর্গ
Nursery	শিশুশালা	Rotation	আবর্তন
Vision	দৃষ্টি, দর্শন	Symbol	সংকেত চিহ্ন

যশোর ২০১৯		কুমিল্লা ২০১৯	
প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ
Attestation	প্রত্যয়ন	Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত
Booklet	পুস্তিকা	Black-out	নিষ্প্রদীপ
Chief whip	মুখ্য সচেতক	Correspondent	সংবাদদাতা
Deputation	প্রেষণ	Diplomatic	কূটনৈতিক
Ethics	নীতিবিদ্যা	Endorsement	পৃষ্ঠাঙ্কন
Home Ministry	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	Feudal	সামন্ত
Governing body	পরিচালনা পর্ষদ	Horticulture	উদ্যানবিদ্যা
Notice board	বিজ্ঞপ্তি ফলক	Idealism	ভাববাদ
prepaid	আগাম প্রদত্ত	Landscape	ভূদৃশ্য
X-ray	রঞ্জনরশ্মি	Memorandum	স্মারকলিপি
Racism	বর্ণবাদ	Non-aligned	জোট নিরক্ষিপ
Settlement	নিষ্পত্তি	Ordinance	অধ্যাদেশ
Tribunal	ন্যায়পীঠ	Pioneer	পথিকৃৎ
Bulletin	বুলেটিন	Remark	মন্তব্য
External	বহিঃস্থ	Worship	পূজা

চট্টগ্রাম ২০১৯		বরিশাল ২০১৯	
প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাযকি শব্দ
Affidavit	হলফনামা	Ad-hoc	তদর্থক নুষ্ঠানিক
Fundamental	মৌলিক	By-election	উপনির্বাচন
Galaxy	ছায়াপথ	Caption	শিরোনাম
Oath	শপথ	Data	উপাত্ত
Sabotage	অন্তর্ঘাত	Ethics	নীতিবিদ্যা
Catalogue	গ্রন্থ তালিকা	Fine-arts	চারুকলা ললিতকলা

Manifesto	ইশতেহার	Idiom	বাগধারা
Home ministry	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	Kindergarten	কিন্ডারগার্টেন শিশুশালা
Rank	পদমর্যাদা	Landscape	ভূদৃশ্য
Note	মন্তব্য	Nebula	নীহারিকা
Secular	ধর্মনিরপেক্ষ	Ordinance	অধ্যাদেশ
Code	সংকেত	Parade	কুচকাওয়াজ
Quality	গুণ	Quarter	চতুর্থাংশ
File	নথি	Rational	যুক্তিবাদী
Theory	তত্ত্ব	Syntax	বাক্যতত্ত্ব

রাজশাহী ২০১৯		সিলেট ২০১৯	
প্রদত্ত শব্দ	গঠক শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গঠক শব্দ
Plosive	স্পর্শবর্ণ	Catalogue	গ্রন্থ তালিকা
Annexation	সংযোজন	Dual	দ্বৈত
Undertaking	অঙ্গীকার	Epitaph	সমাধি ফলক
Prescription	ব্যবস্থাপত্র	Fine arts	চারুকলা
By- Election	উপ নির্বাচন	Interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Racism	বর্ণবাদ	Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Correspondent	সংবাদদাতা	Octave	অষ্টক
Latitude	অক্ষাংশ	Parole	বন্দির শর্তাধীন মুক্তি
Eye Wash	ধোঁকা	Quarterly	ত্রৈমাসিক
Hostage	জিম্মি	Refugee	উদ্বাস্তু
Banquet	ভোজসভা	Sponsor	পোষক
Bulletin	বুলেটিন	Up to date	হালনাগাদ

Grant	অনুদান	Violation	লঙ্ঘন
Dynamic	গতিশীল	Wrist watch	হাতঘড়ি
Ethics	নীতিবিদ্যা	Zoom	বোঁ বোঁ শব্দ

সকল বোর্ড ২০১৮			
প্রদত্ত শব্দ	গম্বকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গম্বকি শব্দ
Abstract	বিমূর্ত	Face value	অভিহিত মূল্য
Bidder	নিলাম ডাকিয়ে	Gratuity	আনুতোষিক
Cold war	স্নায়ু যুদ্ধ	Hygiene	স্বাস্থ্যবিধি
Diplomatic	কূটনৈতিক	Initial	প্রারম্ভিক
Embargo	অবরোধ	Myth	পুরাণ
Queue	সারি	Justice	বিচারপতি
Sabotage	অন্তর্ঘাত	Power house	বিদ্যুৎ কেন্দ্র
Violation	লঙ্ঘন		

ঢাকা ২০১৭		রাজশাহী ২০১৭	
প্রদত্ত শব্দ	গম্বকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গম্বকি শব্দ
Pen-friend	পত্রবন্ধু	prepaid	আগাম প্রদত্ত
Oath	শপথ	Hygiene	স্বাস্থ্যবিধি
Trial	বিচার	Embargo	নিষেধাজ্ঞা, অবরোধ
Walk-out	সভাবর্জন	Impeachment	অভিসংশন
Token	প্রতীক, নিদর্শন	Legend	কিংবদন্তি
Uniform	উর্দি	Validity	বৈধতা
Lease	ইজারা	Biography	জীবনী, জীবনচরিত

Sabotage	অন্তর্ঘাত	Principle	তত্ত্ব নীতি
Retirement	অবসর	Nutrition	পুষ্টি
Marketing	বিপণন	Oath	শপথ
Global	বৈশ্বিক	Dialect	উপভাষা
Forecast	পূর্বাভাস	War-criminal	যুদ্ধাপরাধী
Epitaph	সমাধিফলক	Museum	জাদুঘর
Bail	জামিন	Dual	দ্বৈত
Allegation	অভিযোগ	Up-to-date	হালনাগাদ

যশোর ২০১৭		কুমিল্লা ২০১৭	
প্রদত্ত শব্দ	সাম্যকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	সাম্যকি শব্দ
Aid	সাহায্য	Annexation	সংযোজন
Book-post	খোলাডাক	Edition	সংস্করণ
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র	Blue-print	প্রতিচিত্র, নীলনকশা
Dialect	উপভাষা	Catalogue	গ্রন্থ তালিকা
Editor	সম্পাদক	Brand	ছাপ, মার্কা
Fiction	কথাসাহিত্য	Deputation	প্রেষণ, প্রতিনিধি
Green-room	সাজঘর	Fine-Arts	ললিতকলা
Index	নিঘণ্ট, নির্দেশক	Password	গুপ্ত সংকেত
Justice	বিচারক	Attestation	প্রত্যয়ন
Manuscript	পাণ্ডুলিপি	Concession	রেয়াত, ছাড়
Nursery	শিশুশালা	Surety	জামিন
Oath	শপথ	Myth	পুরাণ
Quack	হাতুড়ে	Subsidy	ভর্তুকি

Venue	স্থান	Publicity	প্রচার
Zone	অঞ্চল	White-paper	শ্বেতপত্র

চট্টগ্রাম ২০১৭		বরিশাল ২০১৭	
প্রদত্ত শব্দ	সাম্যকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	সাম্যকি শব্দ
Nursery	শিশুমেলা	Principle	তত্ত্ব
Manifesto	ইশতেহার	Ballot	ভোট
Idiom	বাগধারা	Lien	পূর্বস্বত্ব
Referendum	জনমত গ্রহণ , প্রত্যক্ষ ভোটে স্থাপন	Neutral	নিরপেক্ষ
Green-room	সাজঘর	Copyright	লেখকস্বত্ব
Subsidy	ভর্তুকি	Keyword	মূলশব্দ
Tribunal	ন্যায়পীঠ	Unskilled	অদক্ষ
Eye-wash	ধোঁকা	Reality	বাস্তব
Adhoc	অনানুষ্ঠানিক	Worship	পূজা
Debate	বিতর্ক	Payee	প্রাপক
Bankrupt	দেউলিয়া	Get-up	অঙ্গসজ্জা
Public-works	গণপূর্ত	Goodwill	সুনাম
Measure	মাপ	Lease	ইজারা
Circle	চক্র	Invoice	চালান
Prime	মৌলিক, মুখ্য, প্রধান		

দিনাজপুর ২০১৭		সিলেট ২০১৭	
প্রদত্ত শব্দ	পারভিষকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষকি শব্দ

Analysis	বিশ্লেষণ	Acknowledgement	প্রাপ্তি স্বীকারপত্র
Memorandum	স্মারকলিপি	Banquet	ভোজসভা
Embargo	নিষেধাজ্ঞা	Dialect	উপভাষা
Legend	কিংবদন্তি	Eye-wash	ধোঁকা
Vehicle	যানবাহন	Fiction	কথাসাহিত্য
Worship	পূজা	Green-room	সাজঘর
Biography	জীবনী, জীবনচরিত	Honorarium	সম্মানী
Deed	দলিল	Invoice	চালান
Galaxy	ছায়াপথ	Lease	ইজারা
Sanction	অনুমোদন, মঞ্জুরি	Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Rank	পদমর্যাদা	Public service	জনসেবা
Qucak	হাতুড়ে	Quarterly	ত্রৈমাসিক
Paybill	বেতন বিল	Racism	বর্ণবাদ
Campus	অঙ্গন/ শিক্ষাঙ্গন	Vice-versa	তদ্বিপরীত
Home Ministry	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	War-crime	যুদ্ধ অপরাধ

ঢাকা ২০১৬		কুমিল্লা ২০১৬	
প্রদত্ত শব্দ	পারভিষকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	পারভিষকি শব্দ
Attestation	প্রত্যয়ন	Architecture	স্থাপত্য
Cargo	জাহাজি মাল	War-criminal	যুদ্ধাপরাধী
Ratio	অনুপাত	Booklet	পুস্তিকা
Tradition	ঐতিহ্য	Misconduct	অসদাচরণ
War crime	যুদ্ধাপরাধ	Deed of gift	দানপত্র
Exchange	বিনিময়	Parole	বন্দির শর্তাধীন মুক্তি

Humanity	মানবতা	Ethics	নীতিবিদ্যা
Donor	দাতা	Executive	নির্বাহী
Forecast	পূর্বাভাস	Refugee	উদ্বাস্তু
Bond	মুচলেকা	Justice	বিচারপতি
Immigrant	অভিবাসী	Interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Museum	জাদুঘর	Lien	পূর্বস্বত্ব
Pass-word	সংকেত	Migration	পরিযায়ী
Stock market	শেয়ার বাজার		
Nursery	শিশুশালা		

চট্টগ্রাম ২০১৬		সিলেট ২০১৬	
প্রদত্ত শব্দ	গাথকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	গাথকি শব্দ
Affidavit	শপথনামা/হলফনামা	Surplus	উদ্বৃত্ত
Bond	প্রতিজ্ঞাবদ্ধ	Co-ordinator	সমন্বয়কারী
Chief whip	মুখ্য সচেতক	agent	প্রতিনিধি
Deputation	প্রেষণ	Dynamic	গতিশীল
Embargo	নিষেধাজ্ঞা, অবরোধ	Treaty	সন্ধি
Walk-out	সভাবর্জন	Affidavit	হলফনামা
Hostage	জিম্মি	Bulletin	বুলেটিন
Lien	পূর্বস্বত্ব	Catalogue	গ্রন্থ তালিকা
Memorandum	স্মারকলিপি	Gist	সারমর্ম
Oath	শপথ	External	বাহ্য
X-ray	রঞ্জনরশ্মি	Encyclopedia	বিশ্বকোষ

Revenue	রাজস্ব	Grade	পর্যায়, ধাপ
Sabotage	অন্তর্ঘাত	Hearing	শুনানি
Worship	পূজা	Irrigation	সেচ
Unclaimed	বেওয়ারিশ	Sponsor	পোষক

দিনাজপুর ২০১৬		বরিশাল ২০১৬	
প্রদত্ত শব্দ	ঐষকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	ঐষকি শব্দ
Agenda	আলোচ্যসূচি	Conduct	আচরণ
Dynamic	গতিশীল	Aid	সাহায্য
Millennium	সহস্রাব্দ	Agenda	আলোচ্য সূচি
Octave	অষ্টক	Deed	দলিল
Surplus	উদ্বৃত্ত	Subsidy	ভর্তুকি
Undertaking	অঙ্গীকার	Vision	দৃষ্টি, দর্শন
X-ray	রঞ্জনরশ্মি	X-ray	রঞ্জনরশ্মি
Note	মন্তব্য	Copyright	লেখকস্বত্ব
Mineral	খনিজ দ্রব্য	Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Oath	শপথ	Vice chancellor	উপাচার্য
Adjust	সমন্বয় করা	Bail	জামিন
Free-market	খোলা বাজার	Legend	কিংবদন্তি
Hostile	শত্রুভাবাপন্ন	Vehicle	যানবাহন
Registration	নিবন্ধন	Zone	অঞ্চল
Theory	তত্ত্ব	Para	অনুচ্ছেদ

রাজশাহী ২০১৬		যশোর ২০১৬	
প্রদত্ত শব্দ	ঐষকি শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	ঐষকি শব্দ

Plosive	স্পর্শবর্ণ	Acting	ভারপ্রাপ্ত/অস্থায়ী
Sabotage	অন্তর্যাত	Broker	দালাল
Dialect	উপভাষা	Copyright	গ্রন্থস্বত্ব
Legend	কিংবদন্তি	Donation	দান
Copyright	লেখকস্বত্ব	File	নথি
Lien	পূর্বস্বত্ব	Hostage	জিম্মি
By-election	উপনির্বাচন	Embargo	নিষেধাজ্ঞা
Leap year	অধিবর্ষ	Renew	নবায়ন
Bail	জামিন	X-ray	রঞ্জনরশ্মি
Census	আদম শুমারি	Signal	সংকেত
Hostage	জিম্মি	Fact	ঘটনা, তথ্য
Subsidy	ভর্তুকি	Date	উপাত্ত
Phonetics	ধ্বনিবিজ্ঞান	Eye-wash	ধোঁকা
Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ	Bail	জামিন
Agenda	আলোচ্য সূচি	Quack	হাতুড়ে

ইংরেজি থেকে বাংলা: অনুবাদ

1. Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, then only our country will make progress.

অনুবাদ : বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এই দেশের নীল আকাশ এবং নির্মল বাতাস আমাদের খুব প্রিয়। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে গড়ে তোলা

আমাদের কর্তব্য। এটি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। যদি আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করি, তবেই আমাদের দেশ উন্নতির পথে এগোবে।

2. Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. Smoking causes cancer, heart attack and diseases of the respiratory organs. So everyone should give up smoking.

অনুবাদ : ধূমপান খুবই ক্ষতিকর। এটি ব্যয়বহুলও বটে। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। যারা ধূমপান করে, তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে না। ধূমপানের ফলে ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং শ্বাসযন্ত্রের নানা রোগ হয়। তাই সকলেরই ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।

3. Books are men's best companions in life. You must have very good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do your much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some other may give you much pleasure.

অনুবাদ : বই হলো মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। তোমার নিশ্চয়ই ভালো বন্ধু আছে, কিন্তু প্রয়োজনে সব সময় তুমি তাদের পাবে না। তারা তোমার সঙ্গে সব সময় মধুর ভাষায় কথা বলবে না। কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকও হতে পারে এবং তোমার অনেক ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বই সব সময় তোমার পাশে থাকতে প্রস্তুত থাকে। কিছু বই তোমাকে হাসাতে পারে, আর কিছু বই তোমাকে অনেক আনন্দ দিতে পারে।

4. The real heroes are those whom the world do not know. They work among the poor, among the distressed. They do not expect any reward from them. They are moved by the

sufferings of others and their main object is to relieve the sufferings of others. They do not want fame, no medals glitters on their breast, no poet sings their praise. They work and die for others.

অনুবাদ : বাস্তব নায়ক তাঁরা নন, যাঁদের বিশ্ব চেনে; বরং প্রকৃত নায়ক তাঁরা, যাঁদের পৃথিবী চেনে না। তাঁরা গরিবদের মাঝে, দুঃখজর্জর মানুষদের মাঝে কাজ করেন। তাঁরা কোনো প্রতিদান আশা করেন না। অন্যের দুঃখ তাঁদের নাড়া দেয়, আর তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হলো—অন্যের দুঃখ লাঘব করা। তাঁরা খ্যাতি চান না, তাঁদের বুকে কোনো পদক ঝলমল করে না, কোনো কবি তাঁদের প্রশংসায় গান রচনা করেন না। তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্য কাজ করেন এবং মানুষের জন্যই মৃত্যুবরণ করেন।

5. Honesty is a noble virtue. It is the secret of success every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect and fearlessness. An honest man passes his days in respect of happiness.

অনুবাদ : সততা একটি মহৎ গুণ। এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার গোপন রহস্য। সত্যতার মূল্য অত্যন্ত উচ্চ। এটি মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা অর্জন করে। একজন সৎ মানুষ আনন্দ ও সম্মানের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন।

6. Patriotism is love for one's country. It is a powerful sentiment and wholly unselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life for the welfare of his country. It is an idealism that gives courage and strength, but false patriotism makes a man narrow-minded and selfish.

অনুবাদ : দেশপ্রেম হলো নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। এটি একটি শক্তিশালী অনুভূতি, যা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও মহৎ। একজন দেশপ্রেমিক তার

দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবনও উৎসর্গ করতে পারে। এটি এমন একটি আদর্শ যা সাহস ও শক্তি যোগায়, তবে মিথ্যা দেশপ্রেম মানুষকে সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর করে তোলে।

7. Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our works from our boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. Everything at the right time should be our motto.

অনুবাদ : নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলনের মাধ্যমে স্বভাবে পরিণত করা যায়।
বাল্যকাল থেকে সকল প্রকার কর্মানুশীলনের মাধ্যমে এ গুণটি অর্জিত হয়।
বাল্যকাল হলো বীজ রোপণের সময়। এ সময়ে গঠিত স্বভাব আমাদের সামগ্রিক জীবনকে প্রতিফলিত করবে। প্রত্যেক জিনিস সঠিক সময়ে করাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

8. Man cannot live alone. So he likes to keep company. He cannot do without the help of others even for a day. For this reason men have been living together for many days. This is called social life. None can act according to his sweet will in society.

অনুবাদ : মানুষ একা বাস করতে পারে না। তাই সে সঙ্গী রাখতে পছন্দ করে।
অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে একদিনও চলতে পারে না। এ কারণে মানুষ বহুদিন থেকে একত্রে বসবাস করে আসছে। এটাকে বলে সামাজিক জীবন। সমাজে কোনো মানুষ নিজের খেয়াল খুশিমতো কোন কিছু করতে পারে না।

9. Man is the architect of his own fortune. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life, but if he does otherwise,

he is sure to repent when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day.

অনুবাদ : মানুষ নিজের ভাগ্যের স্থপতি। সে যদি তার সময়কে ঠিকমতো ভাগ করে এবং তদনুযায়ী তার কর্তব্য সম্পাদন করে, তবে সে জীবনে নিশ্চয়ই উন্নতি এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে, কিন্তু যদি সে অন্যরূপ করে, তবে তাকে অনুশোচনা করতে হবে, যখন খুব দেরি হয়ে যাবে এবং তাকে দিনের পর দিন এক শোচনীয় জীবনযাপন করতে হবে।

10. Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships between these elements. When these relationships are disturbed, life becomes difficult or impossible.

অনুবাদ : আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ আমাদের জীবন ও জীবন-যাপন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। আমাদের মানবিক পরিবেশের উপাদানসমূহ হলো মানুষ, পশু, গাছপালা, মাটি, বাতাস এবং পানি। এসব উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। যখন এ সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হয়, তখন জীবন নির্বাহ করা কঠিন কিংবা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

11. The proverb says that Allah helps those who help themselves. A man who relies on his own ability and does his work by himself is helped by Allah. Such a man is always crowned with success. The great virtue creates in him the confidence which is essential for success in life. It is a self-confident man who only reaps the fruit of his labour in full.

অনুবাদ : প্রবাদ আছে যে, আল্লাহ তাদেরকেই সাহায্য করেন যারা তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করে। যে লোক তার সামর্থ্যে ওপর আস্থাশীল এবং নিজেই নিজের কাজ করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। এ ধরনের লোক সর্বদাই সাফল্যের মুকুট পরিধান করে। এই মহৎ গুণ তার মধ্যে আস্থার সঞ্চার করে যা জীবনে সফলতার জন্য অত্যাৱশ্যক। একজন আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিই শুধু তার পরিশ্রমের সুফল পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে।

12. People addicted to smoking often suffer from various diseases including cancer. Cancer is a fatal disease which takes a heavy toll of human lives every year all over the world. Medical science is yet to find out a cure for it. Besides, smoking irritates the eyes and offends the nose, So all of us, young or old, should give up this dangerous habit.

অনুবাদ : ধূমপানে আসক্ত লোকেরা ক্যান্সারসহ নানা রোগে ভোগে। ক্যান্সার একটি মারাত্মক রোগ যা প্রতিবছর পৃথিবীর সর্বত্র বহু লোকের প্রাণ নাশ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এর প্রতিকার বের করতে হবে। এছাড়া ধূমপান চোখে পীড়া দেয় এবং নাকে অস্বস্তি আনে। কাজেই আমাদের সকল যুব ও বৃদ্ধের এই ভয়াবহ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত।

13. Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate. We must shake off this inactivity and aversion to physical labour. Man is the maker of his own fortune.

অনুবাদ : দারিদ্র্য আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা। কিন্তু আমরা কদাচিৎ উপলব্ধি করি যে, এই দূরবস্থা আমাদেরই সৃষ্ট। অনেকে কঠোর পরিশ্রম

এবং লাভজনক ব্যবসা দ্বারা নিজেদের অবস্থা আরো ভালো করতে চায় না। তারা নিজেদের ভাগ্যের দোষ দেয়। মানুষ নিজেই তার ভাগ্য নিয়ন্তা।

14. We live in society. So we must learn to live in peace and amity with others. We have to respect others life and property. We have a lot of duties and responsibilities to the society. Education should aim at making each individual fully aware of these duties and responsibilities. It is true that one has to learn how to earn one's bread. But man does not live for bread alone.

অনুবাদ : আমরা সমাজে বাস করি। তাই আমাদের অবশ্যই সকলের শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। অন্যের অধিকার, সুযোগ সুবিধা, পছন্দ-অপছন্দের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। যেমনটি আমরা আশা করি, অন্যেরা আমাদের এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সচেতন করা। এটাও সত্যি যে, একজনকে রুটি রোজগারের বিদ্যা অর্জন করতে হবে।

15. A newspaper is the store house of knowledge. We can know the conditions, manner and customs of other countries of the world from a newspaper. It is, in fact, the summary of all current history. It supplies information's to all classes of people. The businessman can find the condition of the world market about his goods. The sportsman can see the results of important games in different parts of the world.

অনুবাদ : সংবাদপত্র জ্ঞানের ভান্ডার। আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর অপরাপর, দেশের অবস্থা, আচার-আচরণ ও রীতিনীতি জানতে পারি

প্রকৃতপক্ষে এটি সমসাময়িক ইতিহাসের সারকথা। এটা সকল শ্রেণীর মানুষের কথা প্রকাশ করে। ব্যবসায়ীরা বিশ্ববাজার সম্পর্কে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারে। খেলোয়াড় সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ খেলাধুলার ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারে।

16. Truthfulness is the greatest of all the virtues which make a man really great; if we do not cultivate the habit of speaking the truth, we will never win the respect of others. A lie never lies hidden for long. Today or tomorrow it comes to light. Then the real character of the liar is revealed and nobody trusts him.

অনুবাদ : যে সকল গুণ মানুষকে প্রকৃতপক্ষে মহৎ করে সেগুলোর মধ্যে সত্যবাদিতা সর্বোৎকৃষ্ট। আমরা যদি সত্য কথা বলার অভ্যাস না করি, তাহলে আমরা কখনও অপরের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারব না। মিথ্যা কখনও দীর্ঘদিন গোপন থাকে না। আজ কিংবা কাল তা প্রকাশ পাবেই তখন মিথ্যাবাদীর প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায় এবং তাকে আর কেউ বিশ্বাস করে না।

17. Japan is called the Children's Paradise. Japanese parents are very good to their children and train them to be polite and kind to teach other. Indeed, they are among the most polite children in the world. While making fun and games, they rarely quarrel or while making fun and games, they rarely quarrel or fight. In a country where the houses are chiefly made of wood, where lamps and letters are so much used as in Japan, terrible fires often take place.

অনুবাদ : জাপানকে শিশুদের স্বর্গ বলা হয়। জাপানের পিতামাতারা তাদের সন্তানদের প্রতি খুব স্নেহপ্রবণ এবং তারা তাদের শিশুদের অত্যন্ত ভদ্র এবং দয়ালু হতে শিক্ষা দেন। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের শিশুদের মধ্যে তারা সবচেয়ে ভদ্র। ক্রীড়া ও কৌতুকের সময় তারা কদাচিৎ ঝগড়া-বিবাদ করে থাকে। জাপানের যে সব ঘরবাড়ি সাধারণত কাঠের তৈরি, সেখানে নানারকম বাতি বা লঠন ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে।

18. A patriot is a man who loves his country. Works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friends of the people.

অনুবাদ : যে নিজের দেশকে ভালোবাসে, দেশের জন্যে কাজ করে এবং দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে ও মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক, সেই দেশপ্রেমিক। প্রত্যেক সৈনিক তার কর্তব্য পালন করতে বাধ্য। কিন্তু সর্বোত্তম সৈনিকেরা তার চেয়ে বেশি কিছু করে। যারা দেশের জন্যে যুদ্ধ করে তারা দেশকে ভালোবাসে বলে জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করে। তারাই জনগণের পরম বন্ধু।

19. A garden is not a source of beauty only, it is also a source of income to men. Men of their great love of flowers decorate their homes with them on different occasions. Men love flower for they are the symbol of beauty and purity A village home without a garden looks bare and poor.

অনুবাদ : বাগান কেবল সৌন্দর্যের উৎসই নয়, এটা মানুষের আয়ের উৎসও বটে। মানুষ ফুলকে অত্যাধিক ভালোবাসে বলে নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারা ফুল দিয়ে গৃহ সজ্জিত করে। ফুল সৌন্দর্য এবং পবিত্রতার প্রতীক

বলে মানুষ ফুলকে ভালোবাসে। গ্রামের যে বাড়িতে ফুলের বাগান নেই সেই বাড়িকে নগ্ন ও শ্রীহীন দেখায়।

20. A language never stands still. It is always changing and developing. Their changes are rapid in primitive societies; but slow in advanced ones because the invention of printing and the spread of education have fixed a traditional usage. The only important change that English has undergone since the sixteenth century is a very large increase in its vocabulary.

অনুবাদ : ভাষা কখনও নিশ্চল থাকে না। এটা সততই পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান। প্রাচীন সমাজে ভাষার পরিবর্তন ছিল দ্রুত তবে মুদ্রণের আবিষ্কার ও শিক্ষার প্রসার একটি ঐতিহ্য দ্বারা নির্ধারণ করেছে বলে বিকশিত সমাজে মন্তুর। ইংরেজি ভাষায় ষোল শতক থেকে যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছে সেটি হলো এর শব্দ ভান্ডারের ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন।

21. A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He discovers the treasure hidden inside each student.

অনুবাদ : যে কোনো দেশে একজন সুশিক্ষক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের সুশিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। একজন সুশিক্ষক পাঠদানকে আনন্দময় করে তোলেন। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে সুপ্ত প্রতিভাকে তিনি জাগিয়ে তোলেন।

22. Bengali language has a glorious tradition. In this country, Students and people laid down their lives to keep the honour

of our language. Those martyrs are the pride of our nation and history.

অনুবাদ : বাংলা ভাষার একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। এই দেশে ছাত্ররা এবং জনগণ আমাদের ভাষার মান রক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সে সকল শহীদ আমার জাতি ও ইতিহাসের গর্ব।

23. Bangladesh is a democratic country. In a democratic country any boy or girl can become the most important person. He does not need money. He does not need powerful friends. He needs the three things-ability, integrity and hard work. Bangladesh also needs people with three things.

অনুবাদ : বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনো ছেলে বা মেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারে। তার অর্থের প্রয়োজন নেই। তার ক্ষমতাশীল বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজন নেই। তার তিনটি জিনিসের প্রয়োজন- সামর্থ্য, সত্যতা ও কঠোর পরিশ্রম। বাংলাদেশের এ তিনটি জিনিসের অধিকারী লোকের প্রয়োজন।

24. Bangladesh is not a very big country. But it is one of the most densely populated countries in the world. About one hundred and forty millions people live in this small country. Its population is still on the increase. If the present rate of increase continues uncontrolled her population will be doubled within next twenty years.

অনুবাদ : বাংলাদেশ খুব বড় দেশ নয়; তবে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ ছোট দেশটিতে চৌদ্দ কোটির অধিক লোক বাস করে। এর জনসংখ্যা এখনো বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি জনসংখ্যা বর্তমান হারে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে থাকে তবে আগামী বিশ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা হবে বিশ কোটি।

25. Early rising is beneficial to health. The boy who rises early can enjoy the excellent air of the morning. He can take a walk by the **river** side or in the open field. He can enjoy the sweet songs of the birds and see the beautiful sight of the sunrise. All these make him healthy and cheerful.

অনুবাদ : সকালে উঠা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। যে ছেলে সকালে উঠে সে সকালের বিশুদ্ধ বায়ু উপভোগ করতে পারে। সে নদীর তীরে বা খোলা মাঠে হাঁটাচাঁটি করতে পারে। সে পাখিদের মধুর গান এবং সূর্যোদয়ের সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারে। এসব কিছু তাকে স্বাস্থ্যবান ও আনন্দময় করে তুলতে পারে।

26. Gardening is my hobby. I grow only flowers in my garden. Many people produce vegetables in the garden. I do not like this when flowers bloom on the plants, my heart is filled up with Joy.

অনুবাদ: বাগান করা আমার শখ। আমি আমার বাগানে শুধু ফুলের চাষ করি। অনেক মানুষ বাগানে শাকসবজি উৎপাদন করে। এটা আমার পছন্দ নয়। যখন গাছগুলোতে ফুল ফুটে তখন আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

27. English is an international language. There is hardly any country in the world where English is not taught. If one once finds interest in it, one cannot but learn it. We should learn English with a view to enriching Bengali. Don't you like speaking English?

অনুবাদ: ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে ইংরেজি শেখানো হয় না। একবার আনন্দ পেলে এই ভাষা না শিখে পারা যায় না। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে ইংরেজি ভাষা শেখা উচিত। তুমি কী ইংরেজি বলা পছন্দ কর না?

28. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Every body trusts him. No one can prosper in life if he is not honest. An honest shop-keeper is liked very much by his customers. All go to his shop and buy things from him. They begin to trust him. His credit grows and his business flourishes.

অনুবাদ: সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সৎ ব্যক্তিকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেকেই তাকে বিশ্বাস করে। সৎ না হলে কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারে না। একজন সৎ দোকানিকে তার ক্রেতাগণ খুবই পছন্দ করে। সবাই তার দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কিনে। তারা তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। ফলে তার সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটে।

29. Education is the backbone of a nation. No progress can be made possible without education. Ignorance is similar to darkness. So the light of education is necessary for society. Everybody will have to appreciate this truth. Students both boys and girls must be conscious of their responsibility. Otherwise the nation will not be able to see the light of hope.

অনুবাদ: শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ব্যতীত কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। অজ্ঞতা অন্ধকারের শামিল। তাই সমাজে শিক্ষার আলো প্রয়োজন। প্রত্যেকেই এই সত্য অনুধাবন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উভয়কে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অন্যান্য জাতি আশার আলো দেখতে পাবে না।

30. Health is wealth. A good health is a guarantee for happiness. A healthy poor man is happier than a sick moneyed man. A healthy man is an asset both to his family and to the nation. A sick man, on the other hand, is not only a liability to his family but also to the society.

অনুবাদ: স্বাস্থ্যই সম্পদ। ভালো স্বাস্থ্য সুখের নিশ্চয়তা স্বরূপ। একজন স্বাস্থ্যবান দরিদ্র ব্যক্তি একজন রুগ্ন ধনী ব্যক্তির চেয়ে অধিকসুখী। একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি তার পরিবার এবং জাতি উভয়ের নিকট সম্পদ। পক্ষান্তরে, একজন রুগ্ন ব্যক্তি শুধু তার পরিবারেই নয়, সমাজের নিকটও একটি বোঝা।

31. He who loves his country is a patriot. The patriots loves their native land more dearly than their own life. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after death.

অনুবাদ: যে দেশকে ভালোবাসে সে দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিকরা তাদের নিজের জীবনের চেয়েও নিজের দেশকে বেশি ভালোবাসে। তারা দেশের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। সবাই তাদেরকে সম্মান করে। মৃত্যুর পরও তারা বেঁচে থাকে।

32. It was the 16th December, 1971. On that day the Pakistani soldiers surrendered their arms. It will go down in history as a memorable day. Seventy-five million people of Bangladesh achieved freedom after nine months struggle. The man who deserves the greatest credit for this is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

অনুবাদ : দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এই দিন পাকিস্তানি সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ করেছিল ইতিহাসে এটা একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। নয় মাস সংগ্রামের পর সাড়ে সাত কোটি বাঙালি স্বাধীনতা লাভ করল। যে মানুষটি এর জন্য সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

33. It is known to all that present age is an age of science. The more a nation is skilled in science and technology the more it is developed. Though our Bangladesh is small in area it is

prosperous in manpower. If we try we can also acquire competence in science and technology. We can build up our Sonar Bangla of our dreams.

অনুবাদ : সকলেই জানে যে, বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। যে জাতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যত দক্ষ সে জাতি তত উন্নত। আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ ছোট হলেও জনশক্তিতে সমৃদ্ধ। যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারি। আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে পারি।

34. Illiteracy is a great problem of our country. No development efforts can succeed unless illiteracy is eradicated. eradication of illiteracy in a country like Bangladesh with so vast population is undoubtedly a gigantic task. No individual community, organization not even the government is capable of solving this huge problem in a single handed, It is the social responsibility of all the literate people to make some concerted efforts to remove illiteracy from the country.

অনুবাদ : নিরক্ষরতা আমাদের দেশের একটি ভয়াবহ সমস্যা। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যতীত কোনো উন্নয়নমূলক কাজই সম্ভব হতে পারে না। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যতীত কোনো উন্নয়নমূলক কাজই সম্ভব হতে পারে না। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিঃসন্দেহে একটি বৃহৎ কাজ। কোনো পৃথক গোষ্ঠী, সংস্থা, এমনকি সরকারের পক্ষে এককভাবে এ বিরাট সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে কিছু সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা, শিক্ষিত লোকদের একটি সামাজিক দায়িত্ব।

35. We live in an age of science. We can see the influence of science in all fields. Science is a constant companion in our daily life. We have made the impossible possible with the help of science. Present civilization is the glorious achievement of science. Poverty and disease have to be conquered with the help of science. Science has to be employed in the greater welfare of mankind.

অনুবাদ : আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। আমরা সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব দেখতে পাই। বিজ্ঞান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যসঙ্গী। আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। বর্তমান সভ্যতা হলো বিজ্ঞানের গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব। বিজ্ঞানের সাহায্যে দারিদ্র্য এবং রোগ-ব্যাদিকে জয় করতে হবে। মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে।

36. This is our homeland. Her name is Bangladesh. How beautiful our Bangladesh is! The sky assumes a golden colour in morning and evening. The silvery moon appears at night. Golden crops covered fields and her villages are green.

অনুবাদ : এটি আমাদের জন্মভূমি। এর নাম বাংলাদেশ। আমাদের বাংলাদেশ কত সুন্দর! সকাল এবং সন্ধ্যায় আকাশ সোনালি রং ধারণ করে। রাতের বেলায় রূপালি চাঁদ উদয় হয়। সোনালি ফসল তার মাঠগুলোকে ঢেকে রাখে এবং তার গ্রামগুলো সবুজ।

37. We are the citizens of an independent country. Independence is the birth-right of man. But no nation can achieve independence without efforts. Again, the people of a country must be determined to preserve that independent.

It is the sacred duty of every citizen to preserve the independence of this motherland.

অনুবাদ : আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু কোনো জাতিই চেষ্টা ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। আবার সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি দেশের জনগণকে সর্বদা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।

38. Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate.

অনুবাদ : দারিদ্র্য হচ্ছে আমাদের দেশের এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু আমরা কদাচিৎ উপলব্ধি করি যে, এ শোচনীয় অবস্থা আমাদেরই সৃষ্ট। কঠোর পরিশ্রম ও লাভজনক কাজের মাধ্যমে অনেকেই তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করে না। তারা কেবল তাদের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে থাকে।

-0-

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:





অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স- নিয়ে এনো
মুসা স্যারের অনন্য- **eBook** সিরিজ

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ সাজেশন ও সমাধান বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বিষয়: দিনলিপি লিখন/প্রতিবেদন/
অভিজ্ঞতা বর্ণনা/ ভাষণ/। নম্বর: ১০

(দিনলিপি লিখন ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা থেকে ১টি এবং ভাষণ রচনা ও প্রতিবেদন
রচনা থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

দিনলিপি লিখন ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা থেকে ১টি
এবং

ভাষণ রচনা ও প্রতিবেদন রচনা থেকে ১টি করে
মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে

দিনলিপি: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন ১: তোমার কলেজে বাংলা নববর্ষ বরণের অনুষ্ঠান হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

অথবা, বাংলা নববর্ষ বরণের অনুষ্ঠানমালার বিবরণ দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

অথবা, বাংলা নববর্ষ উদযাপন বিষয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

(দিবো, যবো-২৩, সিবো-২০১৬, ববো-১৭, সিবো-২৫)

উত্তর: বাংলা নববর্ষ বরণের অনুষ্ঠান উদযাপনের অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো।"

তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সময়: রাত ১১টা

স্থান: কলেজ রোড, বগুড়া।

বাংলা নববর্ষ বরণের অনুষ্ঠান উদযাপনের অনুভূতি

প্রতিদিনের মতো আজও ভোর ৫.০০টায় ঘুম থেকে উঠি। নামাজ পড়ে হালকা ব্যায়াম করি। আজ আর পড়তে বসার তাড়া ছিল না। মনে ছিল এক আনন্দের গুঞ্জন। আজ বাংলা বছরের প্রথম দিন। আজ ১লা বৈশাখ। আজ বাংলার উৎসব, বাঙালির উৎসব, বাঙালির প্রাণের উৎসব- 'বাংলা নববর্ষ'। ব্যায়াম করার সময়ই মনের কানে যেন বাজছিল 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'।

ব্যায়াম শেষ না হতেই আমার বন্ধু দিয়ার ফোন এলো। বলল, তাড়াতাড়ি কলেজ মাঠে আয়। আমি দ্রুত কলেজ মাঠে উপস্থিত হই। কলেজের পক্ষ থেকে কলেজ মাঠে বর্ষবরণের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান আয়োজন করার কিছু দায়িত্ব আমার উপরও ছিল। গত রাত ১১টা পর্যন্ত কাজ করেও অনুষ্ঠান আয়োজনের কাজ শেষ করা যায় নি। দ্রুত হাত লাগিয়ে কাজ শেষ করি। ইতোমধ্যে অনেকেই এসে উপস্থিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ স্যারসহ অন্য শিক্ষকগণও এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমার বন্ধুরাও অনেকেই উপস্থিত হয়েছে। শিফা, দিয়া, নুবা, দিয়া ঘোষ, ওয়াফা, রাজু, জারিফ, তাসনিম, নাফিসা, রুদ্র, অনিক, মাহি, সাফি, সিয়াম, রাফি, নিয়াজ, আহনাফ, অর্জন, লুবাবা, সৃষ্টি, স্বস্তিকা, অপর্ণা, অপি, ফারহান, মেঘলা, জয়িতা, আনিকা, সিমি, অর্থিসহ অনেককেই দেখে আমার বেশ আনন্দ হয়। মেয়েরা সাদা শাড়ি পড়েছে এবং ছেলেরা পড়েছে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি। শ্বেত-শুভ্রতায় সমস্ত কলেজ মাঠ মনোরম হয়ে উঠেছে। একটু পরেই মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয় অধ্যক্ষ ড. জালাল উদ্দিন আকবর স্যারের নেতৃত্বে। কারো হাত খালি নেই। কারো হাতে বেলুন, কারো হাতে ফেস্টুন, কারো হাতে বাঁশি। শব্দ আর রঙে সমস্ত এলাকায় এক মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই স্মৃতি অনেক দিন মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থাকবে। মঙ্গল শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে কলেজ মাঠে আবার ফিরে আসে। শুরু হয় তেলাপিয়া মাছের ভাজি আর গুটিকি ভর্তা দিয়ে পান্তা খাওয়ার ধুম। এ বছর আমাদের খাদ্য তালিকায় ইলিশ ছিল না। এপ্রিল-মে মাস ইলিশের প্রজনন

সময় বলে আমাদের অধ্যক্ষ স্যার সবাইকে ইলিশ খেতে নিরুৎসাহিত করেন। এর পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষ করে দুপুরে খাওয়ার জন্য বাসায় ফিরি। ৩টার দিকে আবার কলেজ মাঠে যাই। শুরু হয়েছে বৈশাখি মেলা। মেলায় ঘুরে ঘুরে কুটির শিল্পের বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনি। এই সমস্ত জিনিস খুবই সাধারণ কিন্তু এগুলোর নান্দনিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার অসাধ্য। অতঃপর দেশীয় বিভিন্ন খাবার দিয়েই উদরপূর্তি করি। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে ৯টায় বাসায় ফিরি। রাতের খাবার শেষ করতে না করতেই চোখে ঘুমের আমেজ চলে আসে। চোখ বলছে এখনই ঘুমাতে যাওয়া উচিত। তবে আজকের এই দিনটির কথা মনে থাকবে চিরকাল।

প্রশ্ন ২: তোমার কলেজের বিশিষ্ট কোনো দিনের উল্লেখপূর্বক দিনলিপি লেখ।

অথবা, কলেজের প্রথম দিনের বর্ণনা দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর দিনলিপি লেখ। (ববো-২০১৮)

অথবা, তোমার কলেজের নবীন বরণের বিবরণের দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

উত্তর: কলেজের প্রথম দিনের/নবীনবরণ অনুষ্ঠানের অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো।

তারিখ: ১১ আগস্ট ২০২৪

সময়: রাত ১১টা

স্থান: কলেজ রোড, যশোর।

কলেজের প্রথম দিনের/নবীনবরণ অনুষ্ঠানের অনুভূতি

আজ ভোর সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে উঠি। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে নামাজ/প্রার্থনা সম্পন্ন করি। অতঃপর হালকা ব্যায়াম করে পড়তে বসি। যদিও

পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত কিছু পড়ার ছিল না। কয়েক দিন যাবৎ মহাজাতক শহীদ আল বোখারীর ‘সাফল্যের চাবিকাঠি-কোয়ান্টাম মেথড’ বইটি পড়ছি। একটি অসাধারণ গ্রন্থ। প্রতিটি মানুষেরই এই বইটি পড়া উচিত। জীবনে সফল হওয়ার সমস্ত সূত্র এখানে ব্যাখ্যা করা আছে। আমার বন্ধুদের সবাইকে বইটি পড়তে বলবো।

আজ দিনের শুরুতেই মনটা বেশ ফুরফুরে। কারণ, আজ জীবনে প্রথম কলেজে যাবো। অর্থাৎ আজ আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিন। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল বিখ্যাত কোনো কলেজে পড়াশোনা করব। আজ আমার স্বপ্ন সফল হলো। ছোটবেলায় আমার বড় ভাইয়ের রচনা বইয়ে পড়েছিলাম ‘কলেজের প্রথম দিন’। আজ আমার জীবনের সেই দিন, আমি খুবই আনন্দিত।

আড়াই ঘণ্টার মতো পড়ে, নাস্তা করি এবং কলেজে যাই। আজ আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল আমি একটি নামকরা কলেজে পড়বো। সেই স্বপ্নের দিনটি আজ ধরা দিয়েছে। ক্লাসরুমে ঢুকে দেখি আমার স্কুলের এবং পরিচিত অনেক বন্ধুরাই এই কলেজে ভর্তি হয়েছে। নিধি, পপি, তাসফিয়া, স্রিজা, তৃপ্তি, আনিকা নওয়ার, তুষ্টি, নুহা, তনিমা, অহনা, মৈত্রী, প্রেমা, প্রত্যাশা, আবির, রিয়ন, আলিদ, ফাহিম, জারিফ, তালহা, সামি, সর্ব, সামিন, মিথিলা, রিদি, গোখুলি, প্রিয়াঙ্কা, রাফা, সমাপ্তি, সারিকা, আদিবা, মায়েশা, মাহি, মারিয়া, আফরিনসহ আরো অনেককে দেখে বেশ আনন্দ লাগল। কলেজের সিনিয়র শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই দিনটিতে নবীনদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নিবেন। আমি কলেজে উপস্থিত হওয়ার পর সকাল ১১টায় শুরু হলো অনুষ্ঠান। নবীনদের একটি লাল গোলাপ, একটি রজনীগন্ধা ফুলের স্টিক, একটি মানপত্র ও একটি ক্লাস রুটিনের কপি দিয়ে বরণ করা হলো। ক্লাস রুটিনের অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে কলেজের বিগত সময়ের বিভিন্ন অর্জন। সদ্য আমার হওয়া কলেজের অর্জন দেখে বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে।

অনুষ্ঠানের প্রধান-অতিথি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র- আমেরিকা প্রবাসী বিজ্ঞানী ও লেখক তানিম হুমায়ুন। তিনি এক সময়ে এই কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন। প্রথমে কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর নবীনদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন দ্বাদশ ও অনার্স শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা। নবীনদের পক্ষ থেকেও একজন বক্তব্য রাখলেন। সম্মানিত প্রধান অতিথি আমাদের ভাল ফলাফলের জন্য অভিনন্দন জানালেন। লেখা পড়ার পাশাপাশি দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্বের কথা বললেন। সুন্দর, শান্তিময় এবং সমৃদ্ধ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পরামর্শ দিলেন। অতঃপর আমাদের উদ্দেশ্যে আরও মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন অধ্যক্ষ মহোদয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে এই ঐতিহ্যবাহী কলেজের সুনাম ধরে রাখার জন্য আমাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আলোচনা পর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হয় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে অসীম আনন্দ আর বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কলেজ জীবনের এই দিনটি আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দিনটির কথা আমি কোনো দিনই ভুলবো না।

প্রশ্ন ৩: তোমার কলেজে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর।

(সকলবোর্ড-১৮, ববো, মবো, কুবো-২৪, ২৫)

উত্তর: আমাদের কলেজে বিজয় দিবস উদযাপনের অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো।

তারিখ: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

সময়: রাত ১১টা

স্থান: খানমন্ডি, ঢাকা।

মহান বিজয় দিবস উদযাপনের অনুভূতি

আজ ভোর সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে উঠি। প্রাতঃকৃত্য করে নামাজ/প্রার্থনা সম্পন্ন করি। নামাজ/প্রার্থনার পরই মনে একটি আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়। কারণ, আজ মহান বিজয় দিবস। মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম বীরত্বে এবং অগণিত মানুষের জীবন-উৎসর্গের বিনিময়ে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। এই উপলক্ষে আমাদের কলেজ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কলেজের বিভিন্ন কর্মসূচি শেষে আমাদের কলেজের বাংলা বিভাগ বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের আয়োজন করে। এই আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন বাংলা বিভাগের শামীমা ম্যাডাম এবং মুশফিক স্যার। আনন্দময় আয়োজনে আমার যে সমস্ত বন্ধুরা সঙ্গী হয়- তারা হলো : জিনিয়া, তিন্নি, মেধা, সুদেষ্ণা, মাইশা, সুমাইয়া, মানাল, নোভা, ফারিন, সুরাইয়া, পূজা, মাইয়েদা, সারা, তাশফিয়া, অর্থি, নাহিদ, রিফাত তাসনিম, বাঁধন, ফুয়াদ, ফারাবি প্রমুখ। সবাই মিলে আমরা স্মৃতিসৌধে পৌঁছাই বিকাল ৩টার সময়। স্মৃতিসৌধ চত্বরে স্যার ও ম্যাডাম আমাদের গোল হয়ে দাঁড়াতে বললেন। ম্যাডাম জাতীয় স্মৃতিসৌধের তাৎপর্য সম্পর্কে বললেন- একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়েছে অগণিত শহিদের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে। এই মহান শহিদদের আত্মদানের স্মৃতিকে অম্লান ও অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকার অদূরে সাভারে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ।

একাত্তরে বর্বর পাক বাহিনীর কামান ও বুলেটের আঘাতে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল সব বয়সের অগণিত বাঙালিকে। সেই বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে লড়েছে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা। বীরবিক্রমে পরাজিত করেছে পাকিস্তানি জল্লাদবাহিনীকে। অগণিত তরুণ মুক্তিযোদ্ধার জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে এই বিজয় আনতে গিয়ে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে লেখা গৌরবময় ইতিহাসের স্মারক এই স্মৃতিসৌধ।

ম্যাডামের বক্তব্য শেষ হলে আমরা জাতীয় স্মৃতিসৌধের মূল ফটকে উপস্থিত হই। জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করতেই মনটা দেশপ্রেমে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে ৮৪ একর জমির ওপর। সীমানা প্রাচীরের ভিতরে রয়েছে লাল ইটের প্রশস্ত পাকা রাস্তা, রাস্তার দুপাশে নানা জাতের ফুলের গাছ, কৃত্রিম জলাশয়, উন্মুক্ত মঞ্চ, আলাদা করে ফুলের বাগান, অভ্যর্থনা কেন্দ্র, হেলিপ্যাড, মসজিদ, রেস্তোরা। তাছাড়া এখানে রয়েছে আলাদা একটি বাগান-যেখানে রয়েছে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের সমাহার। এখানে রয়েছে একটি কৃত্রিম জলাশয়, যাতে ফুটে রয়েছে অসংখ্য লাল শাপলা। মূল স্মৃতিসৌধে রয়েছে ৭টি কংক্রিটের ত্রিভুজাকৃতির স্তম্ভ। সর্বোচ্চ স্তম্ভটির উচ্চতা ১৫০ ফুট।

মুশফিক স্যার এই ৭টি স্তম্ভের তাৎপর্য সম্পর্কে বললেন: স্মৃতিসৌধের ৭টি স্তম্ভ হলো আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭টি ধাপ। এর মধ্যে প্রথমটি উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট। তবে প্রস্থে এটি সবচেয়ে বড়। এর এই আকৃতি নির্দেশ করে আন্দোলনের সূচনা অর্থাৎ ১৯৫২ সালকে। পরবর্তী স্তম্ভগুলো যথাক্রমে নির্দেশ করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও বিজয়, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও তা প্রতিরোধের আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ ও মহান বিজয়কে। স্যার আরো বললেন, এই স্মৃতিসৌধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো: একেক দিক থেকে দেখলে একে একেক রকম মনে হয়। স্যারের বক্তব্য শেষ হলে আমি এর সৌন্দর্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার অন্তর থেকে কে যেন গেয়ে উঠল :

ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমি ধরি
এদেশেতে জন্ম, যেন এদেশেতেই মরি।

স্মৃতি সৌধ থেকে বের হওয়ার পূর্বে মুশফিক স্যারের নেতৃত্বে একটি দেশাত্মবোধক গান গাইল: মিথিলা, জান্নাতি, আশরাফি, জীবন, জান্নাত, সুশমিতা দে, ত্রয়ী, ঐথি, শৌমিক, নওশিন, রাহাবিন।

আজকের দিনের এই আয়োজন আমার স্মৃতিপটে চির অম্লান হয়ে থাকবে। শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি এবং চোখে প্রশান্তির ঘুম তাড়া দিচ্ছে বিছানায় আত্মসমর্পণ করার জন্য। আমি এখনি নিজেকে বিছানায় সাঁপে দিব।

প্রশ্ন ৪ : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ। (কুবো-২৫)

অথবা, তোমার কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের একটি দিনলিপি লেখ। (সিবো-২৩)

উত্তর: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো।

তারিখ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সময়: রাত ১১টা

স্থান: মিরপুর, ঢাকা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের অনুভূতি

ছোটবেলা থেকেই বাবার সাথে একুশে ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করতে প্রভাতফেরিতে যাই এবং শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি। তাই বিষয়টি আমার কাছে খুব নতুন নয়। কিন্তু এবারের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহিদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কাছে

একেবারে অন্য রকম। কারণ এইবারই আমি যাচ্ছি বাবাকে ছাড়া। আমরা কলেজে একটি সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক সংগঠন করেছি, যার নাম ‘আমার স্বপ্ন, আমার দেশ’। এই সংগঠনের সভাপতি আমি। আমার যে বন্ধুরা এর সদস্য তারা হলো- তানবীর, সাবিহা তাবাসসুম, গুনগুন, আর্পিতা, রোজি, মিত্রা, খেয়া, সুস্মিতা, অপর্ণা, মীরা, হিমেল রায়, প্রিয়ন্তী, জুনায়েদ, বর্ণালী, মারিয়া, স্নেহা, দিনা, রাদিয়া, তনিমা, ধনিকা, ফারজানা, ঐশী, রাত্রী, হুমায়রা, বৃষ্টি, সাবা প্রমুখ। এই সংগঠন থেকেই আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করছি এবার। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে : প্রভাতফেরি ও শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ভোর ৬টার দিকে সংগঠনের প্রায় ৫০ জন সদস্য একত্রিত হই কলেজ প্রাঙ্গণে এবং সূর্য উঠার পূর্বেই শহিদ মিনারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমাদের সবার কণ্ঠেই গান : ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি। রাস্তার দুদিকের যে দিকের দেয়ালেই চোখ পড়ে সেখানেই বাংলা ভাষার বিভিন্ন বাণী লেখা রয়েছে এবং আঁকা রয়েছে বিভিন্ন আলপনা। এ এক অন্য রকম আবহ। রাস্তায় অগণিত মানুষ। সবার আচরণে, চোখে-মুখে দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ছাপ। মাইকে বাজছে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি।’ মিনার প্রাঙ্গণে আঁকা রয়েছে লাল ও সাদা রঙের বিশাল আলপনা, যা একই সাথে শান্তি ও সংগ্রামের বাণী প্রচার করছে। শহিদ মিনারের সোপানের নিচের ধাপগুলোতেই ফুল রাখা হচ্ছে। আমাদের সংগঠনের ছেলে-মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে শহিদ মিনারের মূল বেদির দিকে যায়। কোনো প্রকার ঠেলাঠেলি বা বিশৃঙ্খলা নেই। সমস্ত আয়োজনের শৃঙ্খলার দায়িত্বে আছে পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। আমরা শহিদ মিনারের মূল বেদিতে উঠলাম এবং পুষ্প স্তবক অর্পণ করে বেরিয়ে এলাম। মাইকে বাজছে ফেব্রুয়ারির গান, ভাষার গান, দেশাত্মবোধক গান। ধারাবর্ণনার

ফাঁকে ফাঁকে উপস্থাপক একুশে ফেব্রুয়ারির মাহাত্ম্যকে তুলে ধরছেন। তাতে একুশের ভাবগাম্ভীর্য সঞ্চারিত হচ্ছে সবার মনে প্রাণে। দেশি-বিদেশি বাংলা ভাষার অনুরাগী মানুষের স্রোত আসছে-যাচ্ছে।

বিকালে শুরু হয় আলোচনা সভা ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়িতে ফিরি রাত ৯টায়। একটু আগেই রাতের আহার শেষ করলাম। এখনই নিজেকে বিছানায় সমর্পণ করবো।

প্রশ্ন ৫ : তোমার কলেজে ‘বসন্তবরণ’ পালিত হয়েছে। এই দিনের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। (ঢাবো-২৩)

অথবা, তোমার কলেজে ‘বসন্তবরণ’ উৎসব-এর একটি দিনলিপি লেখ। (ববো-২৩)

উত্তর: বসন্ত উৎসবের অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো:

তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সময়: রাত ১১টা

স্থান: উপশহর, রাজশাহী।

বসন্ত উৎসবের অনুভূতি

আজ আমাদের কলেজে বসন্তবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। সকাল থেকেই কলেজ প্রাঙ্গণে এক বিশেষ উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আকাশে ছিল হালকা রোদ, হাওয়ায় ছিল বসন্তের মিষ্টি সুবাস। চারপাশ যেন হলুদ আর কমলা রঙের সমারোহে ভরে উঠেছিল। সহপাঠী থেকে শিক্ষক—সকলেই পরেছিলেন হলুদ রঙের পোশাক, যা বসন্তের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

উৎসবের সূচনা হয় সকাল দশটায়। প্রথমেই আমাদের অধ্যক্ষ স্যার বসন্তের তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, বসন্ত হচ্ছে প্রাণের ঋতু—নতুন

আশার, নতুন সম্ভাবনার এবং জীবনের নবজাগরণের প্রতীক। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কলেজের একদল নৃত্যশিল্পী ‘বসন্ত এলো এলো এলো রে’ গানের তালে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে। এই মুহূর্তে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলো- রেজাউল করিম, মারফি, আকিমগি, মুস্তাকিম, মঈন, নিকুঞ্জ, রায়হান, জিলান, সিয়াম, হৃদয় কুন্ড, গুচ্ছ, ফাহিমদা, রাদিয়া, সুহা, সাথী রায়, সাথী চাঁদনী, শান্তি, কল্যাণী, মার্জিয়া, মায়মুনা, তিশা, সানজিদা তারপর ছিল গান, আবৃত্তি ও ছোট নাটিকা। বিশেষ করে ‘ফাগুনের রঙে রঙিন জীবন’ শীর্ষক নাটিকাটি সবার মন জয় করে নেয়। নাটকে অভিনয় করে- আফিফ, হামিম, লাবন্য, রাফিহা, তাসিন, অনিতা, আহানাফ, লামিয়া প্রমুখ।

কলেজ প্রাঙ্গণের একপাশে ছিল বসন্তের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নানা খাবারের স্টল— পিঠা, মিষ্টি, ফুচকা ইত্যাদি। বন্ধুরা মিলে আমরা কিছুক্ষণ সেখানে সময় কাটাই। অনেকেই ছবি তুলছিলেন বসন্তের সাজসজ্জার পটভূমিতে। ফুলে সাজানো মঞ্চ, রঙিন বেলুন, আলপনা—সব মিলিয়ে যেন রঙের এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়। দুপুরে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের ‘মধুর বসন্ত এসেছে’ বিখ্যাত গানটি। ঋতু পরিবর্তনের আনন্দ প্রকাশে এই গানটি সবাইকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে কলেজ চত্বরে গাছের চারা রোপণ করেন—প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে।

দিনটি ছিল আনন্দে, হাসি-আনন্দে ও সৌহার্দ্যে ভরপুর। বসন্তবরণের এই স্মৃতি আমার মনকে বহুদিন উজ্জ্বল করে রাখবে। সত্যিই, বসন্ত শুধু ঋতু নয়, এটি আমাদের হৃদয়ে আনন্দ জাগানো এক মহোৎসব।

চোখে ঘুমের পাহাড় ভর করেছে। এখনই নিজেকে বিছানায় সমর্পণ করবো।

প্রশ্ন ৬: তোমার কলেজ জীবনে কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে, তার উল্লেখপূর্বক একটি দিনলিপি লেখ।

অথবা, এইচএসসি নির্বাচনী পরীক্ষায় তুমি প্রথম হয়েছেো, সে দিনের দিনলিপি লেখ।

উত্তর: কলেজ জীবনে স্মরণীয় ঘটনার অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি

দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো:

তারিখ: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬

সময়: রাত ১১টা

স্থান: বনগাঁ, কুমিল্লা।

কলেজ জীবনের স্মরণীয় ঘটনার অনুভূতি

প্রতিদিনের মতো আজও ভোর ৫.০০টায় ঘুম থেকে উঠি। নামাজ পড়ে হালকা ব্যায়াম করে পড়তে বসি। আজ দুপুর ১২.০০টায় এইচএসসি নির্বাচনী পরীক্ষার রেজাল্ট দেবে। ১১টার দিকে কলেজে গিয়ে জানতে পারলাম হল রুমে আনুষ্ঠানিকভাবে অধ্যক্ষ স্যার রেজাল্ট ঘোষণা করবেন। এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর পরীক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত বিশেষ ক্লাশ শেষ করে হল রুমে ঢুকি। ওখানে ছাত্র-ছাত্রী গিজগিজ করছে। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। প্রমিত, রাজ্য, শীতল, তাসনোভা, অনন্য, নুসরাত জাহান, নওশিন, আঁকি, নুসাইবা, মুশফিকা, ফাহিমা নাজনীন, জিম, ঐশী, অনিক, সীমান্ত, রাফা, ইফাজ, রোহান, সিমু, রাইসা, অপরাজিতা, লামিয়া, আবিদুর, প্রজ্ঞা, রহিম, ফারহান, নূরশাত জাহান, পারিসা, রৌশি, আর্পিতা, তাসনিম, নাফিসাসহ অনেকেই উপস্থিত। ওরা আমাকে দেখে ডেকে নেয়। চাপাচাপি করে ওদের কাছে বসতে দেয়। ওরা আমাকে

জিনিয়াস বলে সম্বোধন করে। এ ধরনের সম্বোধনের মানে কী জানতে চাইলে ওরা বলে তুই নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিস আমাদের মিষ্টি খাওয়াতে হবে। আমি ওদের কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না। আমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে, এটা ঠিক। কিন্তু প্রথম হবো এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। কারণ, আমাদের কলেজ এই এলাকার সেরা কলেজ। এখানে এই অঞ্চলের সেরা ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়ে। দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রায় বার শত ছাত্র-ছাত্রী আছে। এদের মধ্যে আমি প্রথম হবো, এরা বলে কী! যাক ত্রিশ মিনিটের মধ্যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। রেজাল্টের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। অধ্যক্ষ স্যার হল রুমে ঢুকেন সাথে আরো সিনিয়র স্যাররা। স্যাররা উপদেশমূলক বক্তব্য দেন। পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক স্যার রেজাল্টের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। অতঃপর অধ্যক্ষ কর্নেল আহসানুল কবির স্যার সম্মিলিত মেধাতালিকায় স্থান নেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ঘোষণা করেন। সে ঘোষণায় আমার নাম ভেসে আসে এবং আমিই প্রথম হয়েছি। প্রথমে বিশ্বাস হতে চাইল না। ভাবলাম আমার নামে হয়তো অন্য কেউ আছে। কিন্তু স্যার পর পর দুবার রোল নম্বরসহ আমার নাম ঘোষণা করেন। অবিশ্বাস করি কী করে? অধ্যক্ষ স্যার এও ঘোষণা করেন যে, যারা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। যথারীতি আমাকে ডাকা হয়। আমি মঞ্চে উঠি। অধ্যক্ষ স্যারের হাত থেকে শত শত সহপাঠী আর শিক্ষকদের সামনে পুরস্কার গ্রহণ করি। অনেকেই ছবি তুলেন। সেই ছবি মুহূর্তের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে

ছড়িয়ে পড়ে। আমার অসাধারণ আনন্দ হয়। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

এক বুক আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরি। মা এই সংবাদ শোনার পর মহা খুশি। মায়ের চোখে আনন্দ ও খুশির যে ঝিলিক দেখলাম তা কোনো দিন ভোলার নয়। বাবাকে মা ইতোমধ্যেই ফোন করে দিয়েছিলেন। বাবা আধ ঘণ্টার মধ্যে বাসায় উপস্থিত। হাতে মিষ্টির প্যাকেট। বাবার চোখেও মায়ের মতো খুশির ঝিলিক। আমার ছোট বোনও বাসায় এসে উপস্থিত। ও তো বিশ্বাসই করতে চায় না। আমার এই সাফল্যকে অভিনন্দিত করার জন্য আমার ছোটবোন মার কাছে অনেক কিছু খাওয়ার আবদার করল। ওর সেই আবদার পূরণের জন্য বাবা বাজারে গেলেন। রাতের বেলা অনেক খাওয়া-দাওয়া হলো। রাতের বেলা খাওয়ার টেবিলে বাবা বললেন, ‘বাবা, সাফল্য কোনো গন্তব্য নয়, বরং এক গন্তব্য থেকে আরেক গন্তব্যে পৌঁছার বিরামহীন প্রয়াস। তিনি আরো বললেন, যে কোনো সাফল্যই মানুষকে দায়িত্ববান করে। আশা করি তুমি আরো দায়িত্বশীল হবে। তা হলেই এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে।’ বাবার এই কথা আমি চিরদিন মনে রাখবো, আর মনে থাকবে আজকের এই স্মরণীয় দিনটির কথা।

ঘড়ির কাঁটা মধ্য রাতের সীমানাকে ছুঁই ছুঁই করেছে। চোখেও যেন ঘুমের পাহাড় ভর করেছে। এখনই নিজেকে বিছানায় সমর্পণ করবো।

প্রশ্ন ৭ : তুমি কলেজ থেকে শিক্ষা সফরে গিয়েছ, তার বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

উত্তর: শিক্ষা সফরের অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে

উপস্থাপিত হলো:

তারিখ: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫

সময়: রাত ১১টা

স্থান: কলেজ রোড, বগুড়া।

শিক্ষা সফরের অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি

একটি অসাধারণ আনন্দময় এবং শিক্ষণীয় দিনের সমাপ্তি হয় আজ। মনে আনন্দ ও কৌতূহলের আমেজ নিয়ে ঘুম ভাঙে ভোর ৫টায়। ঘুম ভাঙতেই মনে হয় আজ আমরা কলেজে থেকে শিক্ষা সফরে যাবো প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার দিনাজপুরের কয়লা খনিতে। কলেজ পর্বে বন্ধুদের সাথে এটাই আমাদের প্রথম কোনো অনুষ্ঠান। আমাদের শিক্ষা সফরে সঙ্গী হয়- তাহা, আফিয়া, আর্পিতা, মাইশা, উর্বি, কাশিফা, নুসাইবা, অভিজ্ঞান, হরিপ্রিয়া, রাওফুন, জিনাত, লিখা, মুক্ত, নাশিদ, মিলন, তামিলা, মাইশা, সৈকতসহ আরও অনেকে। আমাদের প্রিয় দুজন শিক্ষক- মুশফিক স্যার ও জাহাঙ্গীর স্যারে নেতৃত্বে কয়লা খনিতে যখন পৌঁছি তখন সকাল ১১টা বাজে। কয়লা খনির রেস্ট হাউসে ফ্রেস হয়ে আমরা কয়লা খনির ভেতরে প্রবেশ করি দুপুর ১২টার দিকে। তার আগে খনির কর্মকর্তা এবং প্রকৌশলীরা আমাদের কয়লা ও কয়লা খনির আদ্যান্ত বুঝিয়ে দিলেন। কিভাবে কয়লা খনির সৃষ্টি হয়, কিভাবে কয়লা উত্তোলন করা হয়, কিভাবে তা কাজে লাগানো হয়, কয়লা কিভাবে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে ইত্যাদি। সব দেখে-শোনে বিস্মিত না হয় উপায় ছিল না। এরপর যখন কয়লা খনির

ভিতরে প্রবেশ করি তখন মানবিক প্রযুক্তির উৎকর্ষ দেখে বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করে। এইখানে যদি আজ না আসতাম জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ই অপূর্ণ থেকে যেত। কয়লা খনি থেকে আমরা যখন বের হই তখন দুপুর ১.৩০ মি.। দুপুর ২.০০টায় আমরা মধ্যাহ্নের আহাৰ সেৱে দিনাজপুৱেৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক ও কৃত্ৰিম সৌন্দৰ্যেৰ স্থান দেখতে বের হই। কান্তজীৰ মন্দিৰেৰ সৌন্দৰ্য দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। হয়তো এরকম কোনো মন্দিরের সৌন্দর্য দেখেই জীবনানন্দ দাশ উচ্চারণ করেছিলেন:

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;

আমি এই মন্দির দেখে হতবাক হই এই ভেবে যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ চিন্তা-চেতনা, সৌন্দর্যবোধে এবং প্রযুক্তিতে কত উন্নত ছিলেন। আমরা কত মহান একটি জাতির উত্তরাধিকারী।

এরপর আমরা একে একে উপভোগ করি উত্তরবঙ্গের সুন্দর বন খ্যাত সিংড়া ফরেস্ট আর রামসাগরসহ ছোট-বড় অনেক প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্যের স্থান। সন্ধ্যার সাথে সাথেই আমরা কলেজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

শিক্ষা সফরের আয়োজনের কিছু দায়িত্ব ছিল আমার উপর। এই দায়িত্ব শেষ করে যখন বাসায় ফিরি তখন রাত ১০টা। এত আনন্দের মধ্যেও শরীর তার ক্লান্ত হবার সিগনাল দিতে ভুল করেনি। রাতের আহাৰ একটু আগেই শেষ করেছি। ক্লান্ত দেহ প্রশান্ত নিদ্রার বুকে আশ্রয় নেয়ার জন্য ব্যস্ত।

প্রশ্ন ৮: কোনো ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের দিনলিপি লেখ।

(মবো-২৩, ঢাবো-২৫)

উত্তর: ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি

নিচে উপস্থাপিত হলো:

তারিখ: ৩০ জানুয়ারি ২০২৬

সময়: রাত ১১টা

স্থান: ধানমন্ডি, ঢাকা।

ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি

মনে একটি আনন্দ ও কৌতূহলের আমেজ নিয়ে ঘুম ভাঙে ভোর ৫টায়। ঘুম ভাঙতেই মনে হয় আজ আমরা কলেজে থেকে লালবাগ কেল্লা ভ্রমণ করতে যাব। এই ভ্রমণের আয়োজন করেছে আমাদের কলেজের ইতিহাস বিভাগ। এই ভ্রমণের আমার সঙ্গী হয় আমার অনেক বন্ধুরা। যাদের সাথে এই আনন্দময় ভ্রমণ করেছি তাদের কয়েকজনের নাম এখানে না বললেই নয়। মিম, কল্লনা, বর্ষা, মাইশা, মাহাদি, নীলা, তাসনিম, তৌফিক ইসলাম, সেজুতি, সুমাইয়া, রাফিয়া, বাঁধন, কথা, আশরিফা, মনিকা, প্রজ্ঞা, রিয়া, নৌশিন, ফাতেমা, সামিহা, নিঝুম, ফাহিমদা প্রমুখের সঙ্গ আমার ভ্রমণকে আনন্দময় করেছে ব্যাপকভাবে। ভ্রমণসূচি অনুযায়ী যথারীতি আমরা দুপুর ১২টায় লালবাগ কেল্লায় পৌঁছাই।

সু-উচ্চ প্রাচীরঘেরা বর্গাকৃতির লালবাগ কেল্লার প্রথমেই নজরে আসে বিশাল তোরণ বা ফটক। এতে মোট তিনটি ফটক আছে; যার দুটি বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভিতরে প্রবেশ করলেই পাওয়া যায় একটি বাগান। বাগান ঘেরা পরিবেশ দর্শনাধীদের মনে আনন্দের অনুভূতি জাগায়। সোজা একটু ভিতরে গেলেই সামনে পড়ে শায়েস্তা খানের প্রিয় কন্যা পরীবিবির সমাধিসৌধ। ১৬৮০-৮৮ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময় পরীবিবি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য শায়েস্তা খান ব্যয়বহুল এ সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। একটি পুকুর রয়েছে কেল্লার পূর্ব প্রান্তে। পেছনে রয়েছে সৈনিকদের ব্যারাক; যা বর্তমানে আনসার ক্যাম্প।

কেল্লার ভিতরে রয়েছে একটি মসজিদ। এটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আযম বাংলার সুবেদার থাকার সময় নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদটি আয়তাকারে নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। এ মসজিদটি এদেশের প্রচলিত মুঘল সমজিদের একটি আদর্শ নিদর্শন।

ভিতরে রয়েছে শায়েস্তা খানের বাসভবন। বাসভাবনের পাশে একটি কামান। এই কামানটি সেই সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো। লালবাগ কেল্লায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় যে জিনিসটি আছে তা হলো সুবেদার শায়েস্তা খানের বাসভবন ও দরবার হল। ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের এ এক অনন্য নিদর্শন।

এছাড়াও এ স্থানে রয়েছে সিংহাসনে বসা সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতিকৃতি, আসফ শাহ বাহাদুরের প্রতিকৃতি, মধুমতি অঙ্কিত একটি চিত্র, উটের নাচ, বন্যজন্তু, যুবরাজ ও রাজ তনয়ার অশ্ব চালনা, বৃক্ষ ছায়ায় চিত্তামগ্ন খাজা হাফিজ সিরাজ, অমাত্যদের আঘাতে রক্তাক্ত দুটি মানুষকে অবলোকনের চিত্র।

বস্তুত, ঐতিহাসিক এই স্থান ভ্রমণ করে আমাদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম তা চিরদিন স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিক এই স্থান ভ্রমণ করে আমরা যখন কলেজে পৌঁছাই তখন রাত ৮টা। এই ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের কিছু দায়িত্ব আমার উপরও ছিল। দায়িত্ব শেষ করে যখন বাসায় ফিরি তখন ঘড়িতে ১০টা বাজে। রাতের আহার শেষ করতে করতেই ক্লান্ত দেহ ঘুমের রাজ্যে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল। একটি অসাধারণ আনন্দময় এবং শিক্ষণীয় দিনের সমাপ্তি হয় আজ। এখন রাত ১১টা। এখনই নিজেকে বিছানায় সমর্পণ করবো।

প্রশ্ন ৯: তোমার এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনের অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ।

অথবা, কোনো এক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনের দিনলিপি লেখ। (কুবো-১৯, মবো-২৫)

উত্তর: এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনের অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো:

তারিখ: ১২ মে ২০২৪

সময়: রাত ১১টা

স্থান: কলেজ রোড, ময়মনসিংহ।

এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনের অনুভূতি

প্রতিদিনের মতো আজও ভোর ৫.০০টায় ঘুম থেকে উঠি। নামাজ পড়ে হালকা ব্যায়াম করে পড়তে বসি। আজ দুপুর ১২.০০টায় এস এস সি পরীক্ষা ২০২৪-এর রেজাল্ট দেবে। গতকাল থেকে ভয় আর আনন্দের একটা মিশ্র অনুভূতি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি আত্মবিশ্বাসী আমার ফলাফল আশানুরূপ হবে। তারপরও একটা অজানা আশঙ্কা মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল। মা-বাবা দুজনেই আমাকে সাহস দিচ্ছিলেন। সব আশঙ্কাকে ঝেড়ে ফেলে পড়ায় মনোযোগ দেই। আমি পড়ছি সেলিনা হোসেনের ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’। ১১টার দিকে বইটা শেষ করে উঠি। অসাধারণ একটি উপন্যাস। ইতোমধ্যে বন্ধুদের ফোন আসতে শুরু করেছে। সবাই স্কুলে ডাকছে। গোসল শেষ করে স্কুলের দিকে যাত্রা করি। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। বাবা অফিস থেকে ফোন করে সাহস দিলেন। যা কিছুই হোউক সবকিছুকে সহজভাবে নেওয়ার মন্ত্র দিলেন। আমি বারোটোর দিকে পৌঁছে গেলাম স্কুলে। সাফিয়া, বিল্লাহ, মেধা, আয়েশা, সাদিয়া, তাজরী, সামিহা, মোহনা, খুশবু, তাসনিম, আফিয়া আনজুম, শৌমি, মিথিলা, মাহমুদা, বর্ষা, তোসিন স্কুল মাঠে উপস্থিত।

অনেকেরই বাবা-মা এসেছেন। অথচ আমি একা। জীবনের এই পর্যায় থেকেই তো আসল লড়াই শুরু। বাবা বলেন, জীবনের বড় বড় লড়াই একাই লড়তে হয়। এই ভেবে মনটাকে স্থির-শান্ত-হাসিখুসি রাখলাম। নোটিশ বোর্ডের দিকে অনেকেই ছুটে যাচ্ছে। কেউ কেউ মোবাইলে চেষ্টা করছে রেজাল্ট নেয়ার। আমিও চেষ্টা করছি। কিন্তু মেসেজ যাচ্ছে না। অগত্যা নোটিশ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম। শিফা চিৎকার করে বললো, এ্যাই ওয়াফা তুই জিপিএ-৫ পেয়েছিস। এ সময় আমার মোবাইলটাও বেজে উঠলো। বাবা অভিনন্দন জানালেন। আশ্বস্ত হয়ে ধন্যবাদ জানালাম বাবাকে। তারপর প্রিন্সিপাল স্যারের কক্ষে গিয়ে স্যারসহ সবাইকে সালাম করলাম। দোয়া করলেন সবাই। প্রিন্সিপাল স্যার সবাইকে মাঠে যেতে বললেন। ছবি তুলবেন। স্যার খুব খুশি। এ+ প্রাপ্তির দিক থেকে বোর্ডে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রথম হয়েছে। আমাদের জন্য ডাবল আনন্দ। প্রিন্সিপাল স্যার একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাও দিলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, মনে রাখবে সাফল্য শুধু আনন্দ দেয় না, দায়িত্বও বাড়ায়। তোমাদের এখন দায়িত্ব হলো- এইচ এস সিতেও ভালো রেজাল্ট করার এবং ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হয়ে দেশ ও দেশের মানুষের সেবা করার। অনেকক্ষণ হৈঁচৈ করে ছুটলাম বাড়ির দিকে। খুশিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মায়ের বুকে। বাবা এসে চুমুতে ভরিয়ে দিলেন। আত্মীয়-স্বজন অনেকেই ফোন করে অভিনন্দন জানালেন। অসাধারণ একটা আনন্দ অনুভূতিতে শরীরটা শিহরিত হতে থাকল। এখন সময় রাত প্রায় ১০:৩০মি.। চোখের পাতা ভারি হয়ে যাচ্ছে। সুন্দর প্রত্যাশা আর সাফল্যের অনুরণন নিয়ে ঘুমাতে যাই।

প্রশ্ন ১০: একটি গ্রাম্যমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি লেখ।

উত্তর: গ্রাম্যমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে

উপস্থাপিত হলো।

তারিখ: ৫ জুন ২০২৬

সময়: রাত ১১টা

স্থান: উপশহর, রাজশাহী।

গ্রাম্যমেলা পরিদর্শনের অনুভূতি

আজকের দিনটি আমার জন্য ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। দীর্ঘদিনের ছুটি আর পড়াশোনার একঘেয়েমি কাটাতে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম পাশের গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেলায় যাবো। শহরের যান্ত্রিক জীবন আর আধুনিক বিনোদনের মাঝে গ্রাম্যমেলার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আজকের এই মেলা আমাদের যেন এক অন্য জগতে নিয়ে গেল, যেখানে বাংলার চিরায়ত রূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিকালে যখন আমরা মেলায় পৌঁছালাম, তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। মেলার প্রবেশপথেই কানে এলো লোকগানের সুর আর বাঁশির মিষ্টি আওয়াজ। চারদিকে এক উৎসবমুখর পরিবেশ। সারি সারি দোকানে মাটির খেলনা, কাঠের পুতুল, বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র আর হরেক রকম মিষ্টির পসরা সাজানো। ডিজিটাল খেলনার ভিড়ে মাটির ঘোড়া আর পুতুলের সরলতা আমাদের মুগ্ধ করলো। তাদের কারুকার্য দেখে মনে হলো, আমাদের গ্রামীণ কারিগররা কতটা দক্ষ!

একপাশে দেখলাম নাগরদোলা ঘুরছে, আর তাতে চড়ে ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে চিৎকার করছে। আমরাও নাগরদোলায় চড়লাম। উপরে উঠে যখন পুরো

মেলাটা দেখলাম, মনে হলো যেন একটা রঙিন ছবির মধ্যে আছি। ছোট ছোট দোকানে জিলাপি, বাতাসা আর মুড়ির মোয়ার মিষ্টি গন্ধে বাতাস ম ম করছে। এক দোকানে বসে গরম গরম জিলাপি খেলাম, যা শহরের কোনো নামীদামি দোকানের খাবারের চেয়েও বেশি সুস্বাদু ছিল।

মেলার এক কোণে পুতুল নাচ হচ্ছিল। ছোটবেলায় দাদু-দিদার কাছে পুতুল নাচের গল্প শুনতাম, আজ তা নিজ চোখে দেখলাম। শিল্পীর হাতের ইশারায় কাঠের পুতুলগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাদের নাচ আর গান দেখে মনে হলো, আমাদের লোকসংস্কৃতি কতটা সমৃদ্ধ আর বৈচিত্র্যপূর্ণ!

সন্ধ্যা নামতেই মেলার আলোর রোশনাই আরও বেড়ে গেল। হাজারক বাতির নরম আলোয় মেলার পরিবেশ আরও মায়ারী হয়ে উঠলো। ফেরার পথে কিছু মাটির খেলনা আর হাতে গড়া চুড়ি কিনলাম।

আজকের এই অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়ে দিল, আধুনিকতার মাঝেও আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি কতটা সুন্দর আর ঐতিহ্যপূর্ণ। এই মেলা শুধু বিনোদনের জায়গা নয়, এটি আমাদের শিকড়ের সাথে এক গভীর যোগসূত্র স্থাপন করে। মনে হলো, এমন মেলাগুলো টিকে থাকা খুব জরুরি, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। আজকের দিনটি আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন ১১: বৃক্ষমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি

লেখ। (চবো-২৫)

উত্তর: বৃক্ষমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো।

তারিখ: ৫ জুন ২০২৬

সময়: রাত ১১টা

স্থান: বায়োজিত বোস্টামি, চট্টগ্রাম।

বৃক্ষমেলা দেখার অনুভূতি

আজ আমি কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে স্থানীয় উদ্যান প্রাঙ্গণে আয়োজিত বৃক্ষমেলা দেখতে যাই। সকাল থেকেই আকাশ ছিল নির্মল ও রৌদ্রোজ্জ্বল। মেলার প্রবেশদ্বারে দুকতেই চোখে পড়ল রঙিন ব্যানার, পোস্টার আর ফুল দিয়ে সাজানো ফটক। ভেতরে দুকতেই মনে হলো, যেন এক সবুজের রাজ্যে প্রবেশ করেছি।

বৃক্ষমেলায় নানা প্রজাতির গাছের সমাহার ছিল—ফুলের গাছ, ফলের গাছ, ঔষধি গাছ, বনজ গাছ এবং বিরল প্রজাতির আলংকারিক গাছ। বিশেষ করে অর্কিড, ক্যাকটাস, বনসাই ও দুর্লভ ফলগাছ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। প্রতিটি গাছের পাশে নাম, বৈশিষ্ট্য এবং যত্নের নিয়ম লেখা ছিল, যা থেকে নতুন অনেক তথ্য জানা গেল।

মেলার একপাশে ছিল উদ্যানবিদ্যার প্রদর্শনী। সেখানে বিশেষজ্ঞরা গাছের রোগ প্রতিকার, চারা উৎপাদন, ও জৈব সার তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। আমরা মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনলাম এবং কিছু নোটও নিলাম। আরেক কোণে ছিল বাগান সাজানোর প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারীরা নানা রঙের ফুল ও পাতার চমৎকার বিন্যাস করে দর্শকদের মন জয় করেছিল।

মেলায় গিয়ে শুধু চোখের আনন্দই পাইনি, বরং পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল। আমি একটি আমের চারা এবং দুটি গোলাপগাছ কিনে আনলাম। বিক্রেতা আমাকে বললেন, “প্রতিটি গাছই তোমার বন্ধু, যত্ন নেবে যেন।” তাঁর এই কথা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল।

মেলার ভেতর ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্য করলাম, অনেক শিশু ও কিশোর-কিশোরী গাছের যত্ন নিতে শিখছে। এটি সত্যিই আনন্দের বিষয় যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও পরিবেশ রক্ষায় সচেতন হচ্ছে। মেলার শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশ-সংরক্ষণ বিষয়ক গান, কবিতা ও নাটক পরিবেশিত হয়।

বৃক্ষমেলা থেকে ফেরার সময় মনে হলো, এটি শুধু একটি মেলা নয়—প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করার এক অনন্য উদ্যোগ। আজকের দিনটি আমার মনে সবুজের প্রতি এক অদম্য টান সৃষ্টি করেছে। আমি ঠিক করেছি, আগামী বছরও এই মেলায় আসব এবং আরও কিছু গাছ-বকু নিয়ে ফিরব। এখন প্রায় মধ্য রাত। নিজেকে বিছানায় সমর্পণ করবো।

প্রশ্ন ১২: তোমার এইচএসসি পরীক্ষার পূর্বরাতের একটি দিনলিপি লেখ।

উত্তর: এইচএসসি পরীক্ষার পূর্বরাতের অনুভূতি বর্ণনা করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো:

তারিখ: ১০ জুন ২০২৬

সময়: রাত ১০টা

স্থান: দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা।

এইচএসসি পরীক্ষার পূর্বরাতের অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি

আজ আমার জীবনের এক বিশেষ দিন—এইচ.এস.সি পরীক্ষার পূর্বরাত। আগামীকাল থেকেই শুরু হবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার সেই পরীক্ষা, যার জন্য গত দুই বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে আসছি। সকাল থেকেই মনটা কেমন যেন অস্থির

ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল—সব পড়া ঠিকভাবে মনে আছে তো? প্রশ্ন কঠিন হলে কী হবে? এই ভাবনাগুলো মনকে ভারী করে তুলছিল।

সকালে শেষবারের মতো বাংলা প্রথম পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো দেখে নিলাম। বিকেলে ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে কিছু নোট পড়লাম। পড়ার মাঝেও মনে হচ্ছিল, এতদিনের পরিশ্রম যেন আগামীকাল ফলপ্রসূ হয়। মায়ের উৎসাহব্যঞ্জক কথা এবং বাবার আশীর্বাদ মনোবল বাড়িয়ে দিল।

সন্ধ্যার দিকে বই বন্ধ করে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস—কলম, পেন্সিল, স্কেল, অ্যাডমিট কার্ড—একটি ছোট ব্যাগে গুছিয়ে রাখলাম। এরপর রাতের খাবারের পর কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম, যাতে মনটা একটু হালকা হয়। বাইরে হালকা বাতাস বইছিল, যা মনকে শান্ত করল।

রাত আটটার দিকে আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক দেখে নিলাম, তবে খুব বেশি চাপ দিলাম না। আমি জানি, এখন অতিরিক্ত পড়ার চেয়ে মনকে শান্ত রাখা বেশি দরকার। পরীক্ষার হলে সঠিকভাবে মনে রাখতে হলে মানসিক স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরি।

আমার বাংলার প্রিয় স্যার ফোন দিলেন। উত্তরপত্র পরিচ্ছন্ন রাখতে পরামর্শ দিলেন। দোয়া ও সাহস দিলেন। এরপর মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিলাম, যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। মা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—তাঁর স্নেহভরা স্পর্শে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা যেন মিলিয়ে গেল। বাবা বললেন, “নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, সব ঠিক হবে।”

এখন রাত সাড়ে দশটা বাজে। ঘুমানোর প্রস্তুতি নিছি। মনে মনে প্রার্থনা করছি, যেন আগামীকাল প্রশ্নপত্র সহজ হয় এবং আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর লিখতে পারি।

এই পূর্বরাত শুধু উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার নয়, বরং আশা ও স্বপ্নে ভরা একটি রাত।
আমি জানি, আগামীকালের পরীক্ষা আমার ভবিষ্যতের পথে এক বড় পদক্ষেপ।
তাই আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করবো।

প্রশ্ন ১৩: কলেজের শেষ দিনের অনুভূতি বর্ণনা করে একটি দিনলিপি লেখ। (দিবো-২৫)

উত্তর: কলেজের শেষ দিনের অনুভূতি বর্ণনা করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে

উপস্থাপিত হলো:

তারিখ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫

সময়: রাত ১১টা

স্থান: কলেজ রোড, ময়মনসিংহ।

কলেজের শেষ দিনের অনুভূতি বর্ণনা করে দিনলিপি

আজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হলো। কলেজের শেষ দিন! সকাল থেকেই মনটা অদ্ভুত এক আবেগে আচ্ছন্ন ছিল। কলেজে পৌঁছে প্রতিটি ক্লাসরুম, বারান্দা, ল্যাব, আর ক্যাম্পাসের কোণায় কোণায় চোখ রাখছিলাম যেন সবকিছুকে হৃদয়ে গঁথে নিতে চাই।

আমার সঙ্গে ছিল মারজিয়া, মাহফুজা, পিয়াস, নাফিসা, মেহেদি হাসান, সাবিহা, তাসনিম, জিম, মিতু রায়, মুনতাহা, সৃষ্টি, মাইশা, রাহিব। সবার সঙ্গে আলাপচারিতা, ছবিতোলা, স্মৃতিচারণ—সব মিলিয়ে যেন এক উৎসবের পরিবেশ ছিল। কেউ হেসেছে, কেউ চোখ মুছেছে। দীর্ঘ দুই বছর ধরে আমরা একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়েছি। আজ সেই সঙ্গী যেন শেষের পথে।

শিক্ষকদের বিদায়ী বাণী হৃদয় ছুঁয়ে গেল। প্রিয় বাংলা স্যার বললেন, “এই কলেজ জীবনের স্মৃতিই ভবিষ্যতের চালিকাশক্তি হয়ে থাকবে।”

শেষ ক্লাসে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ছবি তুললাম। কেউ কেউ শিক্ষককে ফুল ও ছোট উপহার দিল। আমি স্যারের হাতে একটি কলম তুলে দিই, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। তিনি স্নেহভরে মাথায় হাত রেখে বললেন, “ভালো থেকো, বড় হও।” চোখে পানি ধরে রাখতে পারিনি।

আমার বুকের ভেতরে যেন হাহাকার করছে। জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হলো, কিন্তু সামনে আরও বিস্তৃত জীবন অপেক্ষা করছে। সেই জীবনেও হয়তো নতুন মানুষ আসবে, কিন্তু এই কলেজ, এই বন্ধু, এই শিক্ষকদের স্মৃতি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

আজকের এই দিনটি চিরকাল আমার স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করে থাকবে।

বিদায়ের এই অনুভূতি মধুর হলেও বেদনাময়।

এখন প্রায় মধ্য রাত। নিজেকে বিছানায় সমর্পণ করবো।

প্রশ্ন ১৪: বই মেলার বিবরণ দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

অথবা, একটি বইমেলা তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এর উল্লেখ করে একটি দিনলিপি লেখ।

উত্তর: বইমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে রচিত একটি দিনলিপি নিচে উপস্থাপিত হলো।

তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সময়: রাত ১১টা

স্থান: বহিলা, মুহম্মদপুর, ঢাকা।

বইমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি

আজকের দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ আজ আমি প্রথমবারের মতো একুশে বইমেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সকাল থেকেই মন ছিল চঞ্চল ও উচ্ছ্বসিত। মেলা দেখতে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে ছিল সুরভি, শুব্রা, সুমাইয়া রিতু, মিথিলা, ফাহিম, সুবা, মিলা, নাফিসা, মালিয়া, রিশা, অথৈ, সুমাইয়া, মিশকাত, নীতি, মুনমুয়া প্রমুখ। সবার সঙ্গে দুপুরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফটকে পৌঁছালাম। প্রবেশদ্বারাটি ছিল রঙিন ফেস্টুন, ব্যানার ও ফুল দিয়ে সাজানো। ভেতরে ঢুকতেই বইয়ের সুবাসে মন ভরে গেল।

বইমেলায় ঢুকে প্রথমেই লক্ষ্য করলাম—অজস্র স্টল, যেখানে সাজানো রয়েছে নতুন নতুন বই। বাংলা সাহিত্য, অনুবাদ, শিশুতোষ বই, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কবিতা—সব ধরনের বইয়ের সমাহার। আমরা একে একে বিভিন্ন প্রকাশনীর স্টলে ঘুরলাম। বিশেষ করে বাংলা উপন্যাস ও কবিতার নতুন সংকলন আমাকে খুব আকর্ষণ করল। আমি আমার প্রিয় লেখক আহমদ হুফা, হুমায়ুন আহমদ এবং সেলিনা হোসেনের কিছু উপন্যাস এবং গল্পগ্রন্থ কিনে নিলাম।

মেলার এক কোণে চলছিল কবিতা পাঠ ও লেখক-সংলাপ অনুষ্ঠান। সেখানে অনেক নামকরা লেখক পাঠকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাদের সঙ্গে সরাসরি দেখা ও কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি অনন্দিত হলাম। এরপর শিশু-কিশোরদের জন্য আয়োজন করা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাও কিছুক্ষণ উপভোগ করলাম।

মেলার ভেতরে ছিল বইপ্রেমীদের ভিড়, তবু সবার মধ্যে ছিল আনন্দ ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ। অনেকেই পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের নিয়ে এসেছেন। মেলা শুধু বই কেনা-বেচার স্থান নয়, বরং এটি সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার মিলনমেলা। ফেরার সময় হাতে ছিল বই ভর্তি ব্যাগ, আর মনে ছিল জ্ঞানের অশেষ ভাঙারের স্বাদ। আজকের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি ঠিক করেছি, আগামী বছরও বইমেলায় আসব এবং নতুন বইয়ের সাথে আমার বন্ধুত্ব আরও গভীর করব। এখন প্রায় মধ্য রাত। নিজেকে বিছানায় সমর্পণ করবো।

অভিজ্ঞতা বর্ণনা : গুরুত্বপূর্ণ নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: কোনো ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

উত্তর : নিচে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্থান লালবাগ কেল্লা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হলো:

ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা

আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হলো আরেকটি অনন্য অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা হলো লালবাগ কেল্লার সৌন্দর্য ও সৌকর্য। গত কিছু দিন আগে আমার লালবাগ কেল্লায় যাওয়ার সুযোগ ঘটে। এই পরিদর্শনে যা দেখলাম তা আমাকে অসাধারণ আনন্দ দিয়েছে। সু-উচ্চ প্রাচীরঘেরা বর্গাকৃতির লালবাগ কেল্লার প্রথমেই নজরে আসে বিশাল তোরণ বা ফটক। এতে মোট তিনটি ফটক আছে; যার দুটি বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভিতরে প্রবেশ করলেই পাওয়া যায় একটি বাগান। বাগান-ঘেরা পরিবেশ দর্শনার্থীদের মনে আনন্দের অনুভূতি জাগায়। সোজা একটু ভিতরে গেলেই সামনে পড়ে শায়েস্তা খানের প্রিয় কন্যা পরীবিবির সমাধিসৌধ। ১৬৮০-৮৮ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময় পরীবিবি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য শায়েস্তা খান ব্যয়বহুল এ সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। মার্বেল পাথর, কষ্টিপাথর ও বিভিন্ন রকমের ফুল, পাতা, সুশোভিত চাকচিক্যময় টালির সাহায্যে অভ্যন্তরীণ নয়টি কক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে। কক্ষগুলোর ছাদ গম্বুজ পদ্ধতিতে কষ্টি পাথরের তৈরি। মূল সমাধিসৌধের কেন্দ্রীয় কক্ষের উপরের কৃত্রিম গম্বুজটি তামার পাত দিয়ে মোড়ানো। একটি পুকুর রয়েছে কেল্লার পূর্ব প্রান্তে। পেছনে রয়েছে সৈনিকদের ব্যারাক; যা বর্তমানে আনসার ক্যাম্প।

কেল্লার ভিতরে রয়েছে একটি মসজিদ। এটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আযম বাংলার সুবেদার থাকার সময় নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদটি আয়তাকারে নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। এ মসজিদটি এদেশের প্রচলিত মুঘল মসজিদের একটি আদর্শ নিদর্শন।

ভিতরে রয়েছে শায়েস্তা খানের বাসভবন। বাসভাবনের পাশে একটি কামান। এই কামানটি সেই সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো। লালবাগ কেল্লায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় যে জিনিসটি আছে তা হলো সুবেদার শায়েস্তা খানের বাসভবন ও দরবার হল। ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের এ এক অনন্য নিদর্শন।

সতের-আঠারো শতকের বর্শামূল, বর্শাফলক, লোহার জালের বর্ম, ছোরা ও খাপ, তীর ও বর্শা, বর্ম, গুপ্তি, তীর ও বর্শা নিরোধক লোহার জালের পাত্র, ঢাল, তরবারি, দস্তানা, পারকাশন লক বন্দুক ও রাইফেল, হাতকুঠার, শিরজ্ঞাণ, বক্ষবর্ম, তীর ধনুক, ফ্লিন্ট লক পিস্তল, ফ্লিন্ট লক কামান, পারকাশন লক পিস্তল, সৈনিকদের পোশাক, রাজার পোশাক এবং সিসার গুল এখানে সংরক্ষিত আছে।

দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে সতের শতকের পারস্যে তৈরি তিনটি কাপেটি, ঝাড়বাতি, ল্যাম্প, জায়নামাজ এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলের একটি মসজিদ ও বাগান তৈরির বিবরণ লিপিবদ্ধ শিলালিপি। ফরাসি ভাষায় লিখিত শিলালিপিটি ১০৯৯ হিজরি ও ১৬৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দের।

এছাড়াও এ স্থানে রয়েছে সিংহাসনে বসা সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতিকৃতি, আসফ শাহ বাহাদুরের প্রতিকৃতি, মধুমতি অঙ্কিত একটি চিত্র, উটের নাচ, বন্যজন্তু, যুবরাজ ও রাজ তনয়ার অশ্ব চালনা, বৃক্ষ ছায়ায় চিত্তামগ্ন খাজা হাফিজ সিরাজ, অমাত্যদের আঘাতে রক্তাক্ত দুটি মানুষকে অবলোকনের চিত্র।

বস্তুত, ঐতিহাসিক এই স্থান পরিদর্শন করে আমাদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম তা চিরদিন স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন ২: কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

উত্তর: নিচে কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হলো:

কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

আজ ১১ আগস্ট ২০২৪, আমার কলেজে যাওয়ার প্রথম দিন। এই দিন ভোর সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে উঠি। হাতমুখ ধুয়ে নামাজ পড়ি। অতঃপর হালকা ব্যায়াম করে পড়তে বসি। যদিও পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত কিছু পড়ার ছিল না। কয়েক দিন যাবৎ সেলিনা হোসেনের ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’ পড়ছি। তিন খণ্ডের বিশাল বই কিন্তু পড়তে বেশ লাগছে। আমার বন্ধুদের সবাইকে বইটি পড়তে বলেছি।

দিনের শুরুতেই মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল। আজ জীবনে প্রথম কলেজে যাই। আজ আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিন। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল বিখ্যাত কোনো কলেজে পড়াশোনা করব। আজ আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। ছোটবেলায় আমার বড় ভাইয়ের রচনা বইয়ে পড়েছিলাম ‘কলেজের প্রথম দিন’। আজ আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় এই দিনটি যুক্ত হয়েছে, আমার খুব ভালো লাগছে।

কলেজের সিনিয়র ছাত্ররা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই দিনটিতে নবীনদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নিবে। আমি কলেজে উপস্থিত হওয়ার পর সকাল ১১টায় শুরু হলো অনুষ্ঠান। নবীনদের একটি লাল গোলাপ, একটি রজনীগন্ধা ফুলের স্টিক, একটি মানপত্র ও একটি ক্লাস রুটিনের কপি দিয়ে বরণ করা হলো। ক্লাস রুটিনের অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে কলেজের গত একশ বছরের অর্জন। সদ্য আমার হওয়া কলেজের অর্জন দেখে বুকটা গর্বে ফুলে উঠল।

অনুষ্ঠানের প্রধান-অতিথি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র— বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক। তিনি এক সময়ে এই কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন। প্রথমে কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর নবীনদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন দ্বাদশ ও অনার্স শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা। নবীনদের পক্ষ থেকেও একজন বক্তব্য রাখলেন। সম্মানিত প্রধান অতিথি আমাদের ভাল ফলাফলের জন্য অভিনন্দন জানালেন। লেখা পড়ার পাশাপাশি দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্বের কথা বললেন। অতঃপর আমাদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন অধ্যক্ষ মহোদয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে এই ঐতিহ্যবাহী কলেজের সুনাম ধরে রাখার জন্য আমাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আলোচনা পর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হয় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে অসীম আনন্দ আর বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কলেজ জীবনের এই আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দিনটির অভিজ্ঞতা আমি—কোন দিনই ভুলবো না।

প্রশ্ন ৩: তোমার কলেজে বাংলা নববর্ষ বরণের অনুষ্ঠান হয়েছে, সেই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অথবা, বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

উত্তর: নিচে বাংলা নববর্ষ বরণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হলো:

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের অভিজ্ঞতা

ভোর ৫.০০টায় ঘুম থেকে উঠি। নামাজ পড়ে হালকা ব্যায়াম করি। আজ আর পড়তে বসার তাড়া ছিল না। মনে ছিল এক আনন্দের গুঞ্জন। আজ বাংলা বছরের প্রথম দিন। আজ ১লা বৈশাখ। আজ বাংলার উৎসব, বাঙালির উৎসব, বাঙালির প্রাণের উৎসব- ‘বাংলা নববর্ষ’। ব্যায়াম করার সময়ই মনের কানে যেন বাজছিল ‘এসো হে বৈশাখ, এসো এসো’। ব্যায়াম শেষ না হতেই আমার বন্ধু কুশলের ফোন এলো। বলল, তাড়াতাড়ি কলেজ মাঠে আয়। আমি দ্রুত

কলেজ মাঠে উপস্থিত হই। কলেজের পক্ষ থেকে কলেজ মাঠে বর্ষবরণের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান আয়োজন করার কিছু দায়িত্ব আমার উপরও ছিল। গত রাত ১১টা পর্যন্ত কাজ করেও অনুষ্ঠান আয়োজনের কাজ শেষ করা যায় নি। দ্রুত হাত লাগিয়ে কাজ শেষ করি। ইতোমধ্যে অনেকেই এসে উপস্থিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ স্যারসহ অন্য শিক্ষকগণও এসে উপস্থিত হয়েছেন। মেয়েরা সাদা শাড়ি পড়েছে এবং ছেলেরা পড়েছে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি। শ্বেত-শুভ্রতায় সমস্ত কলেজ মাঠ মনোরম হয়ে উঠেছে। একটু পরেই মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয় অধ্যক্ষ স্যারের নেতৃত্বে। কারো হাত খালি নেই। কারো হাতে বেলুন, কারো হাতে ফেস্টুন, কারো হাতে বাঁশি। শব্দ আর রঙে সমস্ত এলাকায় এক মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই স্মৃতি অনেক দিন মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থাকবে। মঙ্গল শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে কলেজ মাঠে আবার ফিরে আসে। শুরু পান্তা ইলিশ খাওয়ার ধুম। শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষ করে দুপুরে খাওয়ার জন্য বাসায় ফিরি। ৩টার দিকে আবার কলেজ মাঠে যাই। শুরু হয়েছে বৈশাখি মেলা। মেলায় ঘুরে ঘুরে কুটির শিল্পের বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনি। এই সমস্ত জিনিস খুবই সাধারণ কিন্তু এগুলোর নান্দনিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার অসাধ্য। অতঃপর দেশীয় বিভিন্ন খাবার দিয়েই উদরপূর্তি করি। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে ৯টায় বাসায় ফিরি। রাতের খাবার শেষ করতে না করতেই চোখে ঘুমের আমেজ চলে আসে। চোখ বলছে এখনই ঘুমাতে যাওয়া উচিত। তবে আজকের এই দিনটির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কোনো দিন ভুলবো না।

প্রশ্ন ৪: তোমার জীবনের কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে তার

অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অথবা, কলেজে ফাইনাল পরীক্ষায় তুমি প্রথম হয়েছেো এর

অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

উত্তর: নিচে আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হলো:

স্মরণীয় ঘটনার অভিজ্ঞতা

অথবা

কলেজে ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার অভিজ্ঞতা

১০ জুলাই, ২০২৫ বৃহস্পতিবার ছিল আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন। প্রতিদিনের মতো ঐ দিনও ভোর ৫.০০টায় ঘুম থেকে উঠি। নামাজ পড়ে হালকা ব্যায়াম করে পড়তে বসি। দুপুর ১২.০০টায় কলেজ ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দেবে। আমার প্রথম দুই পিরিয়ড না থাকায় একটু দেরি করে কলেজে যাই। কলেজে গিয়ে জানতে পারলাম হল রুমে আনুষ্ঠানিকভাবে অধ্যক্ষ স্যার রেজাল্ট ঘোষণা করবেন। দুইটা ক্লাশ শেষ করে হল রুমে ঢুকি। ওখানে ছাত্র-ছাত্রী গিজগিজ করছে। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আমার বন্ধু মাহির, তাহমিদ, কাসিব, অথৈ, সাঈদ, তাঈফ, সিয়াম, ওয়াসীম, সজীব আমাকে দেখে ওদের কাছে ডেকে নেয়। চাপাচাপি করে বসতে দেয়। ওরা আমাকে জিনিয়াস বলে সম্বোধন করে। এ ধরনের সম্বোধনের মানে কী জানাতে চাইলে ওরা বলে তুই কলেজ ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিস আমাদের মিষ্টি খাওয়াতে হবে। আমি ওদের কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না। আমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে, এটা ঠিক। কিন্তু প্রথম হবো এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। কারণ, আমাদের কলেজ এই এলাকার সেরা কলেজ। এখানে এই অঞ্চলের সেরা ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়ে। একাদশ শ্রেণিতে প্রায় বার শত ছাত্র-ছাত্রী আছে। এদের মধ্যে আমি প্রথম হবো, এরা বলে কি! যাক ত্রিশ মিনিটের মধ্যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল। রেজাল্টের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলো। অধ্যক্ষ স্যার হল রুমে ঢুকলেন সাথে আরো সিনিয়র স্যাররা। স্যাররা উপদেশমূলক বক্তব্য দিলেন। পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক স্যার রেজাল্টের পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন। অতঃপর অধ্যক্ষ স্যার সম্মিলিত মেধাতালিকায় স্থান নেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ঘোষণা করলেন। সে ঘোষণায় আমার নাম ভেসে

আসলো এবং আমিই প্রথম হয়েছি। প্রথমে বিশ্বাস হতে চাইল না। ভাবলাম আমার নামে হয়তো অন্য কেউ আছে। কিন্তু স্যার পর পর দুবার রোল নম্বরসহ আমার নাম ঘোষণা করলেন। অবিশ্বাস করি কী করে? অধ্যক্ষ স্যার এও ঘোষণা করলেন যে, যারা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। যথারীতি আমাকে ডাকা হলো। আমি মঞ্চে উঠলাম। অধ্যক্ষ স্যারের হাত থেকে শত শত সহপাঠী আর শিক্ষকদের সামনে পুরস্কার গ্রহণ করলাম। অনেকেই ছবি তুললেন। আমার অসাধারণ আনন্দ হলো। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

এক বুক আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলাম। মা এই সংবাদ শোনার পর মহাখুশী। মায়ের চোখে আনন্দ ও খুশির যে ঝিলিক দেখলাম তা কোনো দিন ভোলার নয়। বাবাকে মা ইতোমধ্যেই ফোন করে দিয়েছিলেন। বাবা আধ ঘণ্টার মধ্যে বাসায় উপস্থিত। হাতে মিষ্টির প্যাকেট। বাবার চোখেও মায়ের মতো খুশির ঝিলিক। আমার ছোট বোনও বাসায় এসে উপস্থিত। ও তো বিশ্বাসই করতে চায় না। আমার এই সাফল্যকে অভিনন্দিত করার জন্য আমার ছোটবোন মার কাছে অনেক কিছু খাওয়ার আবদার করল। ওর সেই আবদার পূরণের জন্য বাবা বাজারে গেলেন। রাতের বেলা অনেক খাওয়া-দাওয়া হলো। রাতের বেলা খাওয়ার টেবিলে বাবা বললেন, ‘বাবা, যে কোনো সাফল্যই মানুষকে দায়িত্ববান করে। আশা করি তুমি আরো দায়িত্বশীল হবে। তা হলেই এই সাফল্যের ধারা অব্যহত থাকবে।’ বাবার এই কথা আমি চিরদিন মনে রাখবো, আর মনে থাকবে আজকের এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা।

প্রশ্ন ৫ : একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহীদ মিনারে যাওয়ার

অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। (চবো-১৭)

উত্তর : নিচে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহীদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হলো:

একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা

ছোটবেলা থেকেই বাবার সাথে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে যাই এবং শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি। তাই বিষয়টি আমার কাছে খুব নতুন নয়। কিন্তু এবারের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহিদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কাছে একেবারে অন্য রকম। কারণ এইবারই আমি যাচ্ছি বাবাকে ছাড়া। আমরা কলেজে একটি সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক সংগঠন করেছি, যার নাম ‘আমার স্বপ্ন, আমার দেশ’। এই সংগঠনের সভাপতি আমি। এই সংগঠন থেকেই আমরা যাচ্ছি প্রভাতফেরিতে এবং শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে। তাই এবার আন্দোলনের মাত্রাটা একটু বেশি।

রাত ১১টার দিকে সংগঠনের প্রায় ৫০ জন সদস্য একত্রিত হই কলেজ প্রাঙ্গণে এবং ১১.৩০ মি. শহিদ মিনারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমাদের সবার কণ্ঠেই গান : ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি।’ রাস্তার দুদিকের যে দিকের দেয়ালেই চোখ পড়ে সেখানেই বাংলা ভাষার বিভিন্ন বাণী লেখা রয়েছে এবং আঁকা রয়েছে বিভিন্ন আলপনা। এ এক অন্য রকম আবহ। রাস্তায় অগণিত মানুষ। সবার আচরণে, চোখে-মুখে দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ছাপ। মাইকে বাজছে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি।’ মিনার প্রাঙ্গণে আঁকা রয়েছে লাল ও সাদা রঙের বিশাল আলপনা, যা একই সাথে শান্তি ও সংগ্রামের বাণী প্রচার করছে। শহিদ মিনারের সোপানের নিচের ধাপগুলোতেই ফুল রাখা হচ্ছে। আমাদের সংগঠনের ছেলে-মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে শহিদ মিনারের মূল বেদির দিকে এগুচ্ছে। কোনো প্রকার ঠেলাঠেলি বা বিশৃঙ্খলা নেই। সমস্ত আয়োজনের শৃঙ্খলার দায়িত্বে আছে পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। আমরা শহিদ মিনারের মূল বেদিতে উঠলাম এবং পুষ্প স্তবক অর্পণ করে বেরিয়ে এলাম। মাইকে বাজছে ফেব্রুয়ারির গান, ভাষার গান, দেশাত্মবোধক গান। ধারাবাহিকভাবে ফাঁকে ফাঁকে উপস্থাপক একুশে ফেব্রুয়ারির মাহাত্ম্যকে তুলে ধরছেন। তাতে

একুশের ভাবগাম্ভীর্য সঞ্চারিত হচ্ছে সবার মনে প্রাণে। দেশি-বিদেশি বাংলা ভাষার অনুরাগী মানুষের শ্রোত আসছে-যাচ্ছে। খুব ভালো লাগল। আজকের এই অভিজ্ঞতা চিরদিন হৃদয়ের প্রান্তরে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন ৬: তোমার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

উত্তর : নিচে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হলো:

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনের অভিজ্ঞতা

১২ই মে ২০২৪ রবিবার আমাদের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। ঐদিনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির কথা আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না। অন্যান্য দিনের মতো ঐ দিনও আমি ভোর ৫.০০টায় ঘুম থেকে উঠি। নামাজ পড়ে হালকা ব্যায়াম করে যথারীতি পড়তে বসি। সারাক্ষণই মনের মধ্যে বাজছিল আজ ১২.০০টায় এস এস সি পরীক্ষা ২০২৪-এর রেজাল্ট দেবে। আগের দিন থেকে ভয় আর আনন্দের একটা মিশ্র অনুভূতি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম আমার ফলাফল আশানুরূপ হবে। তরপরও একটা অজানা অশঙ্কা মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল। মা-বাবা দুজনেই আমাকে সাহস দিচ্ছিলেন। সব আশঙ্কাকে ঝেড়ে ফেলে পড়ায় মনোযোগ দেই। আমি পড়ছিলাম সেলিনা হোসেনের ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’। ১১টার দিকে বইটা শেষ করে উঠি। অসাধারণ একটি উপন্যাস। একটু পর পর বন্ধুদের ফোন আসছিল। সবাই স্কুলে ডাকছিল। গোসল শেষ করে স্কুলের দিকে যাত্রা করলাম সাড়ে এগারোটার

দিকে। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। বাবা অফিস থেকে ফোন করে সাহস দিলেন। আমি বারোটোর দিকে পৌঁছে গেলাম স্কুলে। অনেকেরই বাবা-মা এসেছেন অথচ আমি একা। জীবনের এই পর্যায় থেকেই তো আসল লড়াই শুরু। এই ভেবে মনটাকে স্থির-শান্ত-হাসিখুসি রাখি। নোটিশ বোর্ডের দিকে অনেকেই ছুটে যাচ্ছে। কেউ কেউ মোবাইলে চেষ্টা করছে রেজাল্ট নেয়ার। আমিও চেষ্টা করছি। কিন্তু মেসেজ যাচ্ছে না। অগত্যা নোটিশ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম। তারেক চিৎকার করে বললো, এ্যাই নোবেল, তুই জিপিএ-৫ পেয়েছিস। এ সময় আমার মোবাইলটাও বেজে উঠলো। বাবা অভিনন্দন জানালেন। আশ্বস্ত হয়ে ধন্যবাদ জানালাম বাবাকে। তারপর প্রধান শিক্ষক স্যারের কক্ষে গিয়ে স্যারসহ সবাইকে সালাম করলাম। দোয়া করলেন সবাই। হেডস্যার সবাইকে মাঠে যেতে বললেন। ছবি তুলবেন। স্যার খুব খুশি। এ+ প্রাপ্তির দিক থেকে বোর্ডে আমাদের স্কুল প্রথম হয়েছে। আমাদের জন্য ডাবল আনন্দ। হেডস্যার একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাও দিলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, মনে রাখবে সাফল্য শুধু আনন্দ দেয় না, দায়িত্বও দেয়। তোমাদের এখন দায়িত্ব হলো- এইচএসসিতেও ভালো রেজাল্ট করার এবং ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হয়ে দেশ ও দেশের মানুষের সেবা করার। অনেকক্ষণ হেঁচকি করে ছুটলাম বাড়ির দিকে। খুশিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বাবার বুকে। মা এসে জড়িয়ে ধরে চুমুতে ভরিয়ে দিলেন। আত্মীয়-স্বজন অনেকেই ফোন করে অভিনন্দন জানালেন। অসাধারণ একটা আনন্দ অনুভূতিতে শরীরটা শিহরিত হতে থাকল। সুন্দর প্রত্যাশা আর

সাফল্যের অনুরণন নিয়ে দিনটি শেষ হলো। এই দিনটির অভিজ্ঞতা আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না।

প্রশ্ন ৭: বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অথবা, বিজয় দিবস উদযাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

উত্তর : নিচে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হলো:

বিজয় দিবস উদযাপনের অভিজ্ঞতা

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে সাতার স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে টিভির মাধ্যমে দেখতে পাই। এবার নিজেরাই সেখানে যাই এবং অসীম আনন্দ নিয়ে ফিরে আসি। আমাদের কলেজের বাংলা বিভাগ বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের আয়োজন করে। এই আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন বাংলা বিভাগের শামীমা ম্যাডাম এবং মুশফিক স্যার। আমরা স্মৃতিসৌধে পৌঁছাই দুপুর ১২টার সময়। স্মৃতিসৌধ চত্বরে স্যার ও ম্যাডাম আমাদের গোল হয়ে দাঁড়াতে বললেন। ম্যাডাম জাতীয় স্মৃতিসৌধের তাৎপর্য সম্পর্কে বললেন- একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়েছে অগণিত শহিদের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে। এই মহান শহিদদের আত্মদানের স্মৃতিকে অম্লান ও অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকার অদূরে সাতারে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ।

একাত্তরে বর্বর পাক বাহিনীর কামান ও বুলেটের আঘাতে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল সব বয়সের অগণিত বাঙালিকে। সেই বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে লড়েছে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা। বীরবিক্রমে পরাজিত করেছে পাকিস্তানি জল্লাদবাহিনীকে। অগণিত তরুণ মুক্তিযোদ্ধার জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে এই বিজয় আনতে গিয়ে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে লেখা গৌরবময় ইতিহাসের স্মারক এই স্মৃতিসৌধ।

ম্যাডারেম বক্তব্য শেষ হলে আমরা জাতীয় স্মৃতিসৌধের মূল ফটকে উপস্থিত হই। জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করতেই মনটা দেশপ্রেমে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে ৮৪ একর জমির ওপর। সীমানা প্রাচীরের ভিতরে রয়েছে লাল ইটের প্রশস্ত পাকা রাস্তা, রাস্তার দুপাশে নানা জাতের ফুলের গাছ, কৃত্রিম জলাশয়, উন্মুক্ত মঞ্চ, আলাদা করে ফুলের বাগান, অভ্যর্থনা কেন্দ্র, হেলিপ্যাড, মসজিদ, রেস্তোরা। তাছাড়া এখানে রয়েছে আলাদা একটি বাগান- যেখানে রয়েছে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের সমাহার। এখানে রয়েছে একটি কৃত্রিম জলাশয়, যাতে ফুটে রয়েছে অসংখ্য লাল শাপলা। মূল স্মৃতিসৌধে রয়েছে ৭টি কংক্রিটের ত্রিভূজাকৃতির স্তম্ভ। সর্বোচ্চ স্তম্ভটির উচ্চতা ১৫০ ফুট। মুশফিক স্যার এই ৭টি স্তম্ভের তাৎপর্য সম্পর্কে বললেন: স্মৃতিসৌধের ৭টি স্তম্ভ হলো আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭টি ধাপ। এর মধ্যে প্রথমটি উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট। তবে প্রস্থে এটি সবচেয়ে বড়। এর এই আকৃতি নির্দেশ করে আন্দোলনের সূচনা অর্থাৎ ১৯৫২ সালকে। পরবর্তী স্তম্ভগুলো যথাক্রমে নির্দেশ করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও বিজয়, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও তা প্রতিরোধের আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ ও মহান বিজয়কে। স্যার আরো বললেন, এই স্মৃতিসৌধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো: একেক দিক থেকে দেখলে একে একেক

রকম মনে হয়। স্যারের বক্তব্য শেষ হলে আমি এর সৌন্দর্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার অন্তর থেকে কে যেন গেয়ে উঠল:

ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমি ধরি

এদেশেতে জন্ম, যেন এদেশেতেই মরি।

এই সমস্ত বিষয়ের প্রিন্টেড বই পেতে যোগাযোগ করুন অথবা নিচের নম্বরেরে ফোন করুন : ০১৭১৩২১১৯১০

প্রতিবেদন : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন ১: তোমার কলেজের গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (দিবো ২০১২, কুবো ২০১২, সিবো ২০১৫, চবো-২০১৬, ঢাবো-১৯)

উত্তর: নিচে ‘ক’ সরকারি কলেজের গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো:

‘ক সরকারি কলেজের গ্রন্থাগার: একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের অনন্য দৃষ্টান্ত’

জ্ঞানার্জনের সাথে জ্ঞানপীঠ তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মহিমা নির্ভর করে ভালো শিক্ষক এবং সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের উপর। কারণ, বই-এর মধ্যেই সকল কালের সকল জ্ঞান গ্রন্থিত থাকে। এ বইয়ের বিপুল সমাহার আর অবাধ ব্যবহার তথা পাঠের জন্য চাই গ্রন্থাগার বা পাঠাগার। সে জন্যই সাধ্য ও সামর্থ্যনুযায়ী গ্রন্থাগার চালুর ব্যবস্থা সব প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায়। আমাদের কলেজে গ্রন্থাগারটি সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে অনন্য একটি গ্রন্থাগারের দৃষ্টান্ত।

আমাদের কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য রয়েছে পৃথক একটি ত্রিতল ভবন। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের এক লক্ষ বার হাজার পাঁচ শত আশিটি বই রয়েছে। এখানকার ব্যবস্থাপনাও বেশ সন্তোষজনক। বর্তমানে বাংলাদেশে বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে বলা যায়। কম্পিউটার কম্পোজ আর অফসেট প্রেস এর প্রচলনে বই প্রকাশনা এখন মামুলি ব্যাপার। তার ফলে বহু মান সম্পন্ন বই যেমন প্রকাশ পাচ্ছে তেমনি, যেনতেন বইয়ের উৎপাদনও কম নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে, যেনতেন বইয়ের ধারক বাহক এখন অনেক গ্রন্থাগার। কিছু বিনামূল্যে, কিছু কম মূল্যে, কিছু কমিশনের লোভে সে সব বইয়ের বিপুল সমাহার ঘটেছে। কিন্তু

আমাদের কলেজ গ্রন্থাগার সেরকম নয়। এখানে গ্রন্থ নির্বাচন ও ক্রয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ একটি কমিটি রয়েছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এখানে বই কেনা হয়। আমাদের কলেজের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ পাঠের জন্য রয়েছে একটি অত্যাধুনিক পাঠকক্ষ। এতে আছে আধুনিক লাইটিং এবং শীততাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এখানে কলেজের শিক্ষার্থী ছাড়াও বাইরের পাঠক বিশেষ ব্যবস্থায় বই পড়তে পারেন। গ্রন্থাগারটি সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে খোলা থাকে। প্রতি দিন প্রায় তিন থেকে চারশ পাঠক গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করেন।

গ্রন্থাগারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় বইয়ের মজুদ গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রতি বছরই এখানে নতুন নতুন বই কেনা হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে পৃথিবীর বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বই ব্যবহার করারও ব্যবস্থা হয়েছে সম্প্রতি। ফ্রি ওয়াই ফাই থাকার কারণে যে কোনো বই পাঠক ডাউনলোড করে পড়ার সুবিধা পায়।

এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করে পাঠক নতুন নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ হউক এটাই সবার প্রত্যাশা। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার যে ঘোষণা দিয়েছেন তাও এই ধরনের গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে পূরণ হবে বলে অনেকে মনে করেন।

প্রতিবেদকের নাম : জুনায়েদ হাসান

শিরোনাম : ‘ক সরকারি কলেজের গ্রন্থাগার: একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের অনন্য দৃষ্টান্ত’

প্রতিবেদন তৈরির সময় : বিকেল ৫ টা।

তারিখ : ঢাকা, ০১৬/০৬/২০২৬ খ্রি.।

প্রশ্ন ২ : ‘খাদ্যে ভেজাল ও প্রতিকার’ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন

রচনা কর। (যবো-২০১৩, দিবো-২০১৫, সিবো-২০১৬, যবো-১৯)

অথবা, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যে সাম্প্রতিক ভেজাল মিশ্রণ প্রবণতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর।

(যবো-১৯, সিবো-১৭)

অথবা, ‘খাদ্যে ভেজাল ও প্রতিকার’ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (ঢাবো-১৪, যবো-১৩, সিবো-১৬, দিবো-১৫)

অথবা, ‘বাজারে খাদ্যে ভেজাল ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। (কুবো-১৫)

উত্তর: নিচে ‘খাদ্যে ভেজাল: হুমকীর মুখে সুস্থ জীবন’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন রচনা করা হলো:

‘খাদ্যে ভেজাল: হুমকীর মুখে সুস্থ জীবন’

মানুষের সৃষ্টি করা যতগুলো সমস্যা বাংলাদেশে রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ সমস্যা হলো – খাদ্যে ভেজাল মেশানো। ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যের কারণে মানুষের শরীরে নানা প্রকার জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্ত দূষিত খাদ্যে থাকে নানা প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান। ক্ষতিকর এই সমস্ত উপাদান মানব শরীরে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করে। ফলে নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে দেখা দিচ্ছে নিত্যনতুন জটিলতা। রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধার বাজারগুলোতে ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যের খোঁজ মিলেছে ব্যাপকভাবে। এমনকি বিভিন্ন গ্রামীণ বাজারেও ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যের খোঁজ পাওয়া গেছে। এর মধ্য দিয়ে এই সমস্যার ব্যাপকতাই ফুটে উঠেছে।

খাদ্য দ্রব্যে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মেশানোকে খাদ্যে ভেজাল বলে অভিহিত করা হয়। দীর্ঘদিন টাটকা রাখার জন্য ফল ও সবজির রং উজ্জ্বল করার জন্য এগুলোতে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়। আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের অতিলোভী কিছু ব্যক্তি লাভের আশায় প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন খাদ্যে ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটাবে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য, ফরমালিন,

রং, পাথর, ইটের গুড়া, কৃত্রিম সুগন্ধি ইত্যাদি দ্বারা খাদ্যকে তারা ভেজাল খাদ্যে রূপান্তরিত করে। এছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য পুনরায় প্রক্রিয়াজাত করে ভেজাল খাদ্যে পরিণত করা হয়।

মানুষের শরীর প্রকৃতির শুদ্ধ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন শরীরের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ভেজাল অংশ শরীরের রক্ত, পেশী কলা, যোজক কলা, তন্তু কলা, পরিপাকতন্ত্র, শ্বসন প্রক্রিয়া, রেচন প্রক্রিয়া, ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং শরীরে শ্বেত রক্ত কণিকার ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। নিত্যনতুন উপায় নতুন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্য মেশানোর ফলে মানুষের শরীরে নতুন ধরনের রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ মানুষ নতুন নতুন রোগকে দৈবের অভিষাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে কিন্তু এসবের জন্য মূলত খাদ্যে ভেজালের মিশ্রণই দায়ী।

আমাদের দেশবাসীকে বাঁচাতে হলে খাদ্যে ভেজাল নির্মূল করা একান্ত জরুরি। আর এ জন্য রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে। খাদ্যের মান যাচাইকরী প্রতিষ্ঠান তথা বিএসটিআই-কে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ঘন ঘন শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা, ফল ও কাঁচামালের আরতের পাশে পরীক্ষাগার তৈরি ইত্যাদি। তাছাড়া ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে বিভিন্ন প্রচারপত্র প্রকাশ করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে। প্রচলিত আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে আরো কঠোর আইন প্রণয়ন

করতে হবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ‘খাদ্যে ভেজাল’ নামক ক্ষতিকর প্রক্রিয়াটিকে চিরতরে রহিত করতে হবে।

প্রতিবেদকের নাম : আইমান রহমান

শিরোনাম : খাদ্যে ভেজাল: হুমকীর মুখে সুস্থ জীবন

প্রতিবেদন তৈরির সময় : সকাল ১০টা।

তারিখ : বগুড়া, ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি.।

প্রশ্ন ৩: তোমার কলেজে অনুষ্ঠিত/উদযাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের/শহীদ দিবসের (২১ ফেব্রুয়ারি) বর্ণনা দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

উত্তর: নিচে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/শহীদ দিবস উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন রচনা করা হলো:

‘র’ সরকারি কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ‘র’ সরকারি কলেজে ‘মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রভাতফেরি, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং মিলাদ মাহফিল।

কর্মসূচির সূচনা হয় রাত ১২.০১ মি: এ কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. জালাল উদ্দিন আকবর শিক্ষক-কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কলেজের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

দিবসের কর্মসূচি শুরু হয় প্রভাত ফেরির মাধ্যমে। শিক্ষক-কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা খালি পায়ে প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করে।

এর পর একে একে অনুষ্ঠিত হয় ভাষা বিষয়ক কুইজ, রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলা বিভাগের এম এ শেষ বর্ষের ছাত্রী চামেলী রহমান।

সকাল ১০টায় শুরু হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ” আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কলেজের বেশ কয়েক জন সিনিয়র শিক্ষক। এছাড়া কলেজের শিক্ষার্থীরাও তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পায়।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোশাররফ হোসেন। এর পর শুরু হয় অমর একুশের উপর রচিত স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কলেজের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা। অতঃপর দুপুর ২টায় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

প্রতিবেদকের নাম : আদিল হাसान

শিরোনাম : ‘ক’ সরকারি কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত।

প্রতিবেদন তৈরির সময় : বিকেল ৫ টা।

তারিখ : ক সরকারি কলেজ

২১/০২/২০২৬ খ্রি।

প্রশ্ন ৪: মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলেজে উদযাপিত

অনুষ্ঠানমালার উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (ববো ২০১৩, রাবো

২০১৬)

উত্তর: নিচে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন রচনা করা হলো:

‘ক’ সরকারি কলেজে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপিত

গত ২৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে ‘ক’ সরকারি কলেজে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উদযাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং মিলাদ মাহফিল।

কর্মসূচির সূচনা হয় রাত ১২.০১ মি: এ কলেজ শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর চিন্ময় বাউড়ী শিক্ষক-কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কলেজের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

দিবসের কর্মসূচি শুরু হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ২১ বার তপোধনীর মধ্য দিয়ে। কলেজের প্রায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক কর্মচারী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে।

এর পর একে একে অনুষ্ঠিত হয় মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কুইজ, রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং দেশাভিবোধক গানের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে দ্বাদশ বিভাগের ছাত্রী প্রাণ্ডি ইসলাম।

সকাল ১০ টায় শুরু হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস : হাজার বছর সংগ্রামের পরিণতি’। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কলেজের বেশ কয়েক জন সিনিয়র শিক্ষক। এছাড়া কলেজের শিক্ষার্থীরাও তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পায়।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর চিন্ময় বাউড়। এর পর শুরু হয় মহান স্বাধীনতার উপর রচিত স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কলেজের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা। অতঃপর দুপুর ২টায় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

প্রতিবেদকের নাম : লুবাবা হাসান

শিরোনাম : ‘ক’ সরকারি কলেজে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয়

দিবস উদযাপিত

প্রতিবেদন তৈরির সময় : বিকেল ৫ টা।

তারিখ : ক সরকারি কলেজ

২৬/০৩/২০২৬ খ্রি।

প্রশ্ন ৫ : বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

অথবা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লিখ।

অথবা, একটি জাতীয় পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতা হিসেবে তোমার এলাকার দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

অথবা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণ ও এর প্রতিকার সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর।

উত্তর: নিচে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার শীর্ষক একটি প্রতিবেদন রচনা করা হলো:

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

আধুনিকতার উৎকর্ষে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন জীবনোপকরণ বা দ্রব্যসামগ্রী বাজারে আসছে। সে সবার সাথে পাশ্চাত্য দিয়ে বেড়ে গেছে মানুষের চাহিদা। কিন্তু তার ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে না। কারণ আয় রোজগার, বেতনাদি থাকছে সীমাবদ্ধ। তার সাথে সরবরাহ যদি কমে যায় তবে দ্রব্য সামগ্রীর দাম অনিবার্যভাবেই বাড়বে। দেখা দিবে জীবন-সংকট। বর্তমান বাংলাদেশে বাজার-মূল্যে তেমন সংকট দেখা দিয়েছে। চাল, ডাল, তরকারি থেকে শুরু করে শিক্ষা ব্যয়, নির্মাণ ব্যয়, চিকিৎসা ব্যয়, যাতায়াত ভাড়া লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তাই হয় উৎপাদন বাড়াতে হবে নয়ত সংযমী হতে হবে। তা না হলে আয় রোজগার বাড়িয়ে বা বেতন বৃদ্ধি করেও কোন লাভ হবে না। কেবল টাকার বোঝাই বাড়বে।

আসলে ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ও সরবরাহ অনেক কম বলেই দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে। আবার একটি আশ্চর্যের ব্যাপার হল দাম যতই বাড়ছে এক শ্রেণীর মানুষ তাতেই কিনে নিচ্ছে। তা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশে বর্তমানে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ব্যাপক পরিমাণে বেড়ে গেছে। ঘুষ, দুর্নীতি, অনৈতিক রাজনীতি, চোরাচালান, ঋণ খেলাপীর মাধ্যমে এক শ্রেণির মানুষ আজ প্রচুর টাকার মালিক। তাদের সন্তান, আত্মীয়, চাটুকারা দু'হাতে পয়সা খরচ করছে। তারই ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য। চালের মূল্য কিছুটা সহনীয় হলেও ডালের দাম দ্বিগুণ বেড়ে রকমভেদে ১২০ টাকা থেকে ১৪০ টাকার ওপরে বিক্রি হচ্ছে। ইলিশের কেজি ১০০০ টাকার ওপর। এভাবে সব রকমের মাছ-মাংস, তরকারি, পেঁয়াজ, রসুন, তেল, সাবান আজ আকাশ ছোঁয়া মূল্যে বিক্রি হচ্ছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। শহর নগর বন্দরে বসবাসের সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। তারা সব জিনিসই কিনতে বাধ্য। গ্রামগঞ্জের মত ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, আঙ্গিনার তরকারি গাছের ফল তাদের

নেই। সে সুযোগটাই নিচ্ছে উৎপাদক আর সরবরাহকারীরা। অবশ্য উৎপাদন আর পরিবহণ ব্যয়ও বহুগুণ বেড়েছে। আবার মাঝে মধ্যে বন্যা, খরা, হরতাল, যানজটের কারণেও সঙ্কট সৃষ্টি হয় ঈদ, নববর্ষ আর পূজার মত উৎসবের মৌসুমে তো অনেক দ্রব্যের দাম এমনিতেই বেড়ে যায়। তখন মানুষের হাতে বাড়তি পয়সা থাকে। প্রত্যেকেই সামর্থ্যানুযায়ী কিছু না কিছু কেনার চেষ্টা করে। এসবের যুগপৎ সমীকরণেই দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে।

বস্তুত, যে হারে মানুষ বাড়ছে সে হারে কারখানা এবং জমি বাড়ছে না বলে উৎপাদনও বাড়ানো যাচ্ছে না। এ অসম সংকটই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনিবার্য কারণ। তাই জনসংখ্যার সাথে উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরী। একই সাথে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আর সর্বাঙ্গিক চেষ্টায় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসেই কেবল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারে। তার জন্য চাই সরকারি উদ্যোগ, নাগরিক প্রয়াস।

প্রতিবেদকের নাম : আইমান রহমান

শিরোনাম : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

প্রতিবেদন তৈরির সময় : সকাল ১০টা।

তারিখ : ঢাকা, ১৬/০৬/২০২৬খ্রি।

প্রশ্ন ৬ : ‘যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা’ এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

অথবা, তোমার শহরে যানজট সমস্যার উপরে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

উত্তর: নিচে ‘যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা করা হলো:

‘যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা’

অসহনীয় যানজটের কারণে বর্তমানে রাজধানীতে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখন নির্ধারিত সময়ে কোন ধরনের কাজই সম্পাদন সম্ভব

হয়ে উঠছে না এ কারণে। বিশেষ করে ঢাকার নিউমার্কেট, কাকরাইল, মালিবাগ, রামপুরা, বাড়দা, গুলিস্তান, যাত্রাবাড়ি ও সায়েদাবাদ এলাকায় যানজটের কারণে মানুষ অসহ্য হয়ে পড়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে থাকছে এ জট অথচ এ যানজটের কারণে বিপুল পরিমাণ সময়ের ক্ষতি হচ্ছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে অগণন শ্রমঘন্টা। এর অর্থমূল্য নির্ণয় করা গেলে দেখা যেত প্রতিদিন কি বিশাল অঙ্কের অর্থের ক্ষতি হচ্ছে। এলাকাগুলোতে সরোজমিন তদন্ত শেষে এ যানজটের জন্য যেসব কারণগুলো দায়ী মনে হয়েছে সেগুলো হল-

১. দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তা খোঁড়াখড়ি করে রাখা।
২. অপরিবর্তিত ও যত্রতত্র উঁচু ভবন আর মার্কেট।
৩. ট্রাফিক পুলিশের অসহযোগিতা।
৪. পুলিশ সার্জনদের যেখানে সেখানে গাড়ি থামিয়ে ঘুষ আদায়।
৫. রাস্তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ রিক্সা।
৬. রাস্তার দু পাশে যত্রতত্র বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী পড়ে থাকা।
৭. রাস্তার ফুটপাথগুলো হকারদের দোকান।

মূলত, এসব কারণেই যানজট কোনভাবেই কমছে না। তাছাড়া বর্ষার মৌসুমে এই সংকট আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যায় এবং প্রায় হাটু পানি জমে যাওয়ায় প্রাইভেট কার, সিএনজি, তথা, ছোট চাকার গাড়িগুলোর সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে পানি ঢুকে সেগুলো রাস্তাতেই বিকল হয়ে যায়। ফলে যানজট আরও বৃদ্ধি পায়।

যানজট নিরসনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরি:

১. রাস্তা প্রশস্ত করতে হবে।
২. যানবাহনের সংখ্যা কমাতে হবে।
৩. ফুটপাথ হকারমুক্ত করতে হবে।
৪. রিক্সা সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে।
৫. যত্রতত্র গাড়ি থামানো নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬. রাস্তার উপর গাড়ি ও নির্মাণ সামগ্রী রাখা বন্ধ করতে হবে।
৭. নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
৮. বড় বড় রাস্তায় ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হবে।
৯. পাতাল রেল চালু করতে হবে।
১০. প্রাইভেট করা ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে।

তাহলেই যানজট মুক্ত শহর নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রতিবেদকের নাম : আইমান রহমান

শিরোনাম : ‘যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা’

প্রতিবেদন তৈরির সময় : সকাল ১০টা।

তারিখ : ঢাকা, ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি।

প্রশ্ন ৭: বন্যাদুর্গত এলাকার বিপর্যস্ত জনজীবনের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

অথবা, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় তোমার এলাকায় যে বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তা জানিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

উত্তর: নিচে ‘ক’ এলাকা বন্যাপ্লাবিত: ব্যাচক ক্ষতি’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো:

‘ক’ এলাকা বন্যাপ্লাবিত: ব্যাপক ক্ষতি

‘র’ জেলার ‘ক’ উপজেলা বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি এলাকা। এই উপজেলার অন্তর্গত এলাকাসমূহ সাম্প্রতিককালের বন্যায় ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয়, বিশেষ করে যমুনার করাল গ্রাসে এই থানার সম্পূর্ণ এলাকাই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া এবারের বন্যা স্মরণকালের দীর্ঘ-স্থায়ী হওয়ায় এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ অবর্ণনীয় কষ্টের শিকার হয়।

সর্বনাশা সর্বগ্রাসী বন্যায় এ অঞ্চলের যে সব ইউনিয়ন সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘গ’ ও ‘ঘ’, । এসব ইউনিয়নের ৯৯% ঘর ধ্বংস হয়। পাকা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯ কি. মি. এবং কাঁচা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৫ কি.মি.। পানি প্লাবনে নষ্ট হয়েছে আরও ৫০০ একর জমির ফসল।

এলাকায় প্রায় ৪০০০ দরিদ্র পরিবার পানির বন্দী হয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করছে। তাছাড়া বন্যাতরদের অনেকেই ঘরের চাল, উঁচু রাস্তা ও বড় বড় গাছে আশ্রয় নিয়েছে। এলাকার প্রায় ১৭০ টি ছোট ছোট বস্ত্র কারখানা পানিতে ডুবে গেছে। ফলে ১৭ হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বন্যার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হওয়ায় একদিকে যেমন দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে নানাবিধ পানিবাহিত রোগ যেমন- কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়- এ আক্রান্ত হয়ে দরিদ্র মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। এদিকে পচা পানির কারণে চর্মরোগও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এসব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মত মানুষের বেশ অভাব। সরকারি সাহায্য সহযোগিতার নামে যে রিলিফ দেয়া হচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এ সাহায্য শুধু লোক দেখানো। বিভিন্ন বেসরকারি সাহায্য সংস্থা থেকে যে সাহায্য আসছে তাও অপ্রতুল।

এমতাবস্থায় ‘ক’ উপজেলার বন্যাদুর্গত মানুষের দিকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দেয়া খুব জরুরি। অনতিবিলম্বে এ এলাকায় প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রয়োজনীয় শিশু খাদ্য এবং পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা জরুরি। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি মেরামত করা দরকার। এ সকল ব্যবস্থা যত দ্রুত গৃহীত হবে মানুষের দুঃখ কষ্টও তত দ্রুত হ্রাস পাবে।

উল্লিখিত বিষয়াদির ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

প্রতিবেদকের নাম : আফিয়া আনজুম

শিরোনাম : ‘ক’ এলাকা বন্যাপ্লাবিত: ব্যাপক ক্ষতি

প্রতিবেদন তৈরির সময় : বিকেল ৫ টা।

তারিখ : ঢাকা, ১৬/০৬/২০২৬খ্রি।

প্রশ্ন ৮: তোমার এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্ণনা করে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

উত্তর: নিচে ‘ক’ শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন রচনা করা হলো:

‘ক’ শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি

উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ জেলা শহর ‘ক’। এক সময় এটি শান্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ। বিশেষ করে খ, গ, ঘ এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। এহেন পরিস্থিতিতে একদল সুবিধাবাদী মানুষ তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ সুযোগ গ্রহণ করছে। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে গত ১৫ দিনে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে নিহত হয়েছে ৬ জন এবং আহত ৫০-এর অধিক। ইদানিং দুর্বৃত্ত চাঁদাবাজদের দৌরাভ্যুত যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন তখন তারা হামলা চালায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কিংবা মালিকদের বাসায় চাঁদা দিতে কেউ গড়িমসি করলে তাদের সন্তানদের অপহরণ ও হত্যার হুমকি দেয়া হয়। স্কুল শিক্ষার্থী মেয়েরাও বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে বখাটে ছেলেরা স্কুলগামী মেয়েদের বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করছে। ফলে অভিভাবকগণ তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে নিরাপদ বোধ করছে না।

প্রসিদ্ধ এই জেলা শহরের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এহেন অবনতির কারণে এলাকার অনেক পরিবারই চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

এমতাবস্থায় চলতি মাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। প্রথম

দু-তিন দিন এর প্রভাবে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও গত সপ্তাহে সন্ত্রাসীদের গুলিতে এ কমিটির সভাপতি নিহত হন। এরপর থেকে সাধারণ জনগণ ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে এ এলাকা সন্ত্রাসী চক্রের অভয়ারণ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি এলাকার লোকজন কামনা করছে। অনতিবিলম্বে যথাযথ ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এ এলাকায় সাধারণ মানুষের বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়বে।

প্রতিবেদকের নাম : আইমান রহমান

শিরোনাম : ‘ক’ শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি

প্রতিবেদন তৈরির সময় : বিকেল ৫ টা।

তারিখ : রাজশাহী. ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি.।

প্রশ্ন ৯ : ‘বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

উত্তর: নিচে ‘বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন রচনা করা হলো:

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। কেননা, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা খুবই করুণ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই অশিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞানহীন। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অন্যতম। সরকার ১৯৯২ সালে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে এবং ২০০০ সালে চালু হয় সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম। কিন্তু এর সুফল এখনো চোখে পড়ার মতো নয়। গত কয়েক বছর যাবৎ সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করে প্রাথমিক

স্তরে শিক্ষার হার বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এতেও যে খুব একটা ভালো ফলাফল আসছে তা নয়।

অথচ জাতীয়ভিত্তিক জাগরণমূলক চেষ্টা নিয়ে আজ শ্রীলংকা ১০০%, রাশিয়া ১০০% ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ৯৮%-৯৯% লোক স্বাক্ষরতা অর্জন করেছে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের জনগণকে সচেতন হতে হবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে এ কার্যক্রম সফল করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

তাহলেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ১০০% সফলতার মুখ দেখবে এবং এ দেশ মুক্ত হবে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে।

প্রতিবেদকের নাম : জারিফ আহমেদ

শিরোনাম : বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

প্রতিবেদন তৈরির সময় : সকাল ১০টা।

তারিখ : ঢাকা, ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি.।

প্রশ্ন ১০ : ‘পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য চাই বৃক্ষরোপণ’

এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

উত্তর: নিচে ‘পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় চাই বৃক্ষরোপণ’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা করা হলো:

পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় চাই বৃক্ষরোপণ

জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পরিবেষ্টিত পরিমণ্ডলেই আরেক নাম পরিবেশ। পরম স্রষ্টার অপার দানে প্রাকৃতিকভাবেই গড়ে উঠে সে পরিবেশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় এমনকি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সে পরিবেশ আজ দূষিত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে পৃথিবী হচ্ছে বিপন্ন, জীবন হচ্ছে বিলুপ্ত। ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি মানুষের

জীবন ধারাও হুমকির সম্মুখীন। তাই যে কোন মূল্যে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করা।

স্থানীয় পরিবেশের প্রধান উপকরণই হল নির্মল বায়ু, পানি ও শস্য সম্পদ। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে কল কারখানা, যানবাহন, শহর-নগর বেড়ে গেছে বহু পরিমাণে। জ্বালানীর ব্যবহারও বেড়ে গেছে। কার্বন ডাই অক্সাইডসহ নানা বিষাক্ত গ্যাস ও ধূলিকণায় বাতাস দূষিত হচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষনিধনের ফলেও উষ্ণতা বাড়ছে। দেখা দিচ্ছে মরুकरण। বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে। ঝড় জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানছে। মাটির উর্বরা শক্তি কমে যাচ্ছে। এভাবে প্রতিনিয়ত নানা রোগ ব্যাধিও বেড়ে যাচ্ছে। জীবন ধারণে দেখা দিচ্ছে মারাত্মক সঙ্কট।

এসব বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করা চাই। কারণ বৃক্ষের সাথে জীবনের সম্পর্ক নিবিড়। বৃক্ষ পর্যাপ্ত অক্সিজেন উৎপাদন করে। মাটিকে উত্তপ্ত হওয়ার হাতে থেকে রক্ষা করে। বৃষ্টিপাত বাড়ায়। ভূমিক্ষয় রোধ করে। আসবাবপত্র তৈরির কাঠ ও জ্বালানী সরবরাহ করে। ঝড় জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচায়। এভাবে বৃক্ষ নানা প্রয়োজন মিটায় বলে পরিবেশগত ভারসাম্যও রক্ষা পায় অন্যান্য প্রাণীর জীবন ধারণও সহজ হয়, নিরাপদ হয়। তাই পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে বৃক্ষরোপণ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

বৃক্ষ সম্পদ বিস্তার নিঃসন্দেহে জীব জগতের পরিবেশ রক্ষার সহায়ক। এমনকি বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধি করা খুবই সহজ। তাই সরকার ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এমন আবেদন রাখা যায়-পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য চাই বৃক্ষরোপণ।

প্রতিবেদকের নাম : সামিন আহমেদ

শিরোনাম : পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় চাই বৃক্ষরোপণ

প্রতিবেদন তৈরির সময় : সকাল ১০টা।

তারিখ : ঢাকা, ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি.।

ভাষণ : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ভাষণ তৈরি কর। (দিবো ২০১৩)

অথবা, ‘মাদকের অপর নাম মৃত্যু’- শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের উপযোগী একটি ভাষণ রচনা কর। (কুবো-২০১৬)

উত্তর: নিচে ‘মাদকের অপর নাম মৃত্যু’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ উপস্থাপন করা হলো :

‘মাদকের অপর নাম মৃত্যু’ শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এবং সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা।

বহু সমস্যায় দীর্ঘ-বিদীর্ণ বাংলার ধমনীর শোণিত ধারায় আজ প্রবেশ করেছে মৃত্যু কুটিল কালনাগিনী। সুচিন্তিত পরিকল্পনা, সমবেত শুভপ্রয়াস এবং সদিচ্ছার মধ্যস্থতায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের যদিও বা সমাধান সম্ভব, কিন্তু নবাগত এ কালকেউটের আক্রমণ থেকে সমাজকে বিশেষত যুব সমাজকে রক্ষা করা যাবে কিরূপে? বাংলার লৌহ বাসরের দুর্নীতির রক্তপথে যে ভয়ংকরী কালনাগিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার মৃত্যুময় বিষদংশন থেকে আমাদের জাতির লখিনদরদের বাঁচার উপায় যদি অবিলম্বে উদ্ভাবিত বা গৃহীত না হয়, তবে এ হতভাগ্য জাতির পুনরুত্থানের স্বপ্ন অচিরেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এই ভয়ংকরী কালনাগিনী আর কেউ নয়, সে হলো মাদকাসক্তি।

প্রিয় সুধী,

প্রথমেই আমরা জেনে নেই কী কী দ্রব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের স্নেহের যুবসমাজ আসক্তিতে লিপ্ত হয়। প্রধানত প্রাকৃতিক কিছু দ্রব্য তথা তাড়ি, আফিম, গাজা, ভাঙ্গ, চরশ, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত রাসায়নিক কিছু দ্রব্যের মাধ্যমে হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন, সঞ্জীবনী সুরা, ইয়াবা, বিভিন্ন প্রকার অ্যাকোহল ইত্যাদির মাধ্যমে। বাংলাদেশের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ এই মরণ নেশায় আসক্ত।

প্রিয় সুধী,

এখন আমরা মাদকাসক্তির কারণগুলো এবং এ থেকে উত্তরণের পথ জেনে নেই।

১. বেকারত্ব, হত্যাশা, বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচনা,
২. সৌখিনতা ও কৌতুহল,
৩. পারিবারিক অশান্তি,
৪. প্রেমে ব্যর্থতা,
৫. মাদক ব্যবসায়ীদের প্ররোচনা,
৬. পাশ্চাত্য জীবনের অন্ধ অনুকরণ ও,
৭. দেশের বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা।

এই কারণগুলো দূর করে মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হলে আমাদের যা করতে হবে, তা হলো: প্রস্তুত কারক ও সরবরাহকারীদের প্রতিরোধ, সন্তানদের প্রতি পরিবার থেকে আরো মনোযোগী হওয়া, ইমাম ও আলেম সমাজ ধর্মীয় দিক থেকে এর ক্ষতিকর দিক ব্যাখ্যা করা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো তৎপর হওয়া ইত্যাদি। তবে সর্বোপরি জনসচেতনতা সৃষ্টি করেই শুধু মাদকাসক্তি স্থায়ীভাবে নির্মূল করা সম্ভব।

পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

প্রশ্ন ২ : ‘জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।

উত্তর: নিচে জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ উপস্থাপন করা হলো :

‘জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান আলোচক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আমরা জানি, যে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের অর্ধেক অংশ নারী। তাই নারীকে বাদ দিয়ে কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়। নারীকে বাদ দিয়ে যে উন্নয়ন তা পূর্ণ নয়, অর্ধেক।

বন্ধুগণ,

পৃথিবী আজ বদলে গেছে বহুভাবে। আজ পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। একসময় নারী অবহেলিত ছিল, নারী শিক্ষা ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এখন নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমাজ যোগ্যতায় এগিয়ে চলছে। আমাদের জাতীয় কবির ভাষায়

“সে যুগ হয়েছে বাসি,

যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো,

নারীরা আছিল দাসী।”

সুপ্রিয় সুধীবৃন্দ,

আমাদের অগ্রগতির জন্য নারী—পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাই পারে যুগ যুগ ধরে বন্দি নারীকে মুক্তি দিতে। আমাদেরকে বুঝতে হবে নারীর মাঝেও আছে অপরিমেয় কর্মশক্তি, মেধা, মনন আর সৃজনক্ষমতা। কিন্তু সেগুলো বিকাশের জন্য চাই অনুকূল পরিবেশ। সমাজ যদি নারীর জন্য সে বিকাশ

লাভের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সমাজেরই সবচেয়ে বেশি উপকার হবে। আর সমাজ উন্নত হলেই দেশ উন্নতির দিকে ধাবিত হবে।

বন্ধুগণ,

শত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও সমাজের আদর্শবান নারীরা আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আমরা স্মরণ করতে পারি বেগম রোকেয়া, শামসুন্নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল, প্রীতিলতা, তারামন বিবি— এরকম অসংখ্য মহিয়সী নারীদের, যাঁরা তাঁদের সারাটি জীবন উৎসর্গ করেছেন সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সমাজকে কিছু দেওয়ার জন্য। আজ একথা আর কারো অজানা নয় যে, নারীকে পেছনে রেখে সমাজের উন্নতি অসম্ভব। জাতীয় কবি কাজী নজরুল তাই বলেছেন”

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

সবাইকে আবারো সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

প্রশ্ন ৩ : ‘জাতি গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।

উত্তর : নিচে ‘জাতি গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রস্তুত করা হলো:

‘জাতি গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান আলোচক এবং সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

মানব জীবনের যে সময়টুকু শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা এবং জ্ঞান লাভের জন্য অতিবাহিত করে, সেই সময়কেই

ছাত্রজীবন বলে। এই ছাত্রদের নিয়ে যে সমাজ গঠিত তাকে ছাত্র সমাজ বলে। ছাত্র জীবন মানব জীবনের উৎকৃষ্ট সময়। ছাত্র জীবনকে ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময় বলা হয়ে থাকে।

প্রিয় সুধী,

আমরা জানি ছাত্রদের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। কেননা, আজ যে ছাত্র সেই আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাই জাতি গঠনে ছাত্রদের প্রথম এবং প্রধান ভূমিকা হলো নিজেদের গঠন করা। বিনয়ী, সুশীল, সত্যবাদী, কর্তব্যপরায়ণ আর জ্ঞান পিপাসু হিসেবে ছাত্ররা যদি নিজেদের তৈরি করে তবেই সমস্ত জাতি গঠিত হয়ে যাবে। এ ছাড়াও জাতি গঠনে ছাত্রদের যে বাহ্যিক ভূমিকা আছে তাও আমরা আলোচনা করব।

প্রথমত, নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে ছাত্র সমাজ জাতি গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা জানি একটি জাতির উন্নয়নের প্রথম শর্ত হচ্ছে শিক্ষা। ছাত্ররা নিজেরা শিক্ষিত হয়ে নিরক্ষর মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারে। এই কাজটি তারা করতে পারে নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিনা পারিশ্রমিকে নিরক্ষর ব্যক্তিদের অক্ষর জ্ঞান দানের মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ করে তারা জাতি গঠনে ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা জানি আমাদের দেশ গ্রাম প্রধান দেশ। এখানকার বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে বসবাস করে। গ্রামের মানুষ স্বাস্থ্য সচেতন নয়। ছাত্ররা গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে পারে। আবার বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, ডোবা-পুকুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গ্রামের মানুষকে অনেক প্রকার রোগবালাই থেকে রক্ষা করতে পারে।

তৃতীয়ত, চিকিৎসাক্ষেত্রেও ছাত্র সমাজ অবদান রাখতে পারে। তারা গ্রামের সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যসচেতন করতে পারে এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে ঔষধপত্র নিয়ে চিকিৎসকের সহায়তায় গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারে।

চতুর্থত, আমরা জানি আমাদের দেশ বন্যাপ্রবণ দেশ। এদেশে প্রতিবছরই কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্যা হয়। বন্যার কারণে অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। তাদের ফসল নষ্ট হয়। ছাত্র সমাজ সরকার ও জনগণের কাছ থেকে ত্রাণ গ্রহণ করে তা বন্যার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারে।

পঞ্চমত, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমন করে আমাদের ছাত্র সমাজ অতীতের ন্যায় বর্তমানেও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা কে না জানি যে, বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে, ছিষটির ছয় দফা আন্দোলনে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং নব্বই-এর গণআন্দোলনে ছাত্র সমাজের রয়েছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। বর্তমানেও দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে ছাত্র সমাজ একই রকম ভূমিকা পালন করতে পারে।

মোটকথা, আমাদের দেশ ও জাতি গঠনে ছাত্র সমাজের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। ছাত্ররা যদি আন্তরিকতার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করে তবে আমাদের দেশ একদিন প্রকৃত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে উঠবে। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

প্রশ্ন ৪ প্রশ্ন: ‘জাতীয় জীবনে একুশের গুরুত্ব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।

উত্তর: নিচে ‘জাতীয় জীবনে একুশের গুরুত্ব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ উপস্থাপন করা হলো :

‘জাতীয় জীবনে একুশের গুরুত্ব’ শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এবং সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা।

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই সেই মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁদের আত্মত্যাগের কারণে আমি আমার প্রিয় মাতৃভাষায় আজকের এই বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারছি।

প্রিয় সুধী, মানুষ হিসেবে তার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান। মেধার বিকাশ, মনের আকুলতা, কল্পনা, অনুভূতি সবকিছু প্রেরণা পায় ও রূপায়িত হয় ভাষা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমেই। এজন্যই মাতৃভাষার দাবি জীবনের দাবি, মনুষ্যত্বের দাবি। অপ্রতিরোধ্য বাঙালি, জীবন দিয়ে এ জীবন-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। সেদিন জাতির মানসভূমিতে উগ্ধ স্বাধিকারের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, আজ তা স্বচ্ছলতায় শিকড় গাড়া সশাখ বৃক্ষ। সেদিনের চারপ্রহরে আটকে আছে বাঙালির অনন্ত মহাকাল, অখন্ড সময়। সে চেতনার পরিমণ্ডলে গরবিণী জাতির ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছে আরও অনেক অধ্যায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে সত্যভাষণ প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার, একুশ তার অমিয় শক্তির উৎস।

সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর প্রতিদ্রিক্যাশীলতার দানবীয় নিষ্পেষণে বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন যখন পঙ্গু, শিক্ষার অধিকার যখন ভুলুণ্ঠিত, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা যখন বিপর্যস্ত, গণতন্ত্র যখন নির্বাসিত এবং শোষণের শানিত খড়গ যখন উল্লসিত, নিঃসীম অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার জীবন যখন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন আর তখনই এক বলক আশীর্বাদের আলোর মত এল একুশে ফেব্রুয়ারি।

একুশ আমাদের জীবনে এমনি এমনি আসে নি। এর পিছনে রয়েছে সংগ্রাম ও ত্যাগের রক্তাক্ত ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে স্মরণ করতে গিয়েই আমরা প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করি। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য কেবল শহীদ দিবস পালনের মধ্যে, শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তা বাঙালির জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাই বাঙালিকে স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে এবং এর

মাধ্যমে বাঙালি আত্মসচেতন হয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

একুশের চেতনা থেকেই ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার বাঙালির সংগ্রামী চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মাতৃভাষার মর্যাদা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ জাতীয়তাবোধ বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। তাই বলা চলে, একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছে।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ, এখানেই একুশে ফেব্রুয়ারির গভর্ণতা শেষ নয়, আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনার ইতিবাচক বিকাশেও একুশের রয়েছে অপারিসীম গুরুত্ব। আজ বাঙালির চিন্তা ও মননে যে পরিবর্তন এসেছে তার পিছনেও রয়েছে একুশের অবদান। তবে এও সত্য যে, যে মহান ব্রত নিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-জনতা আত্মত্যাগ করেছিল তার পূর্ণ বাস্তবায়ন আমাদের জীবনে এখন সম্ভব হয় নি। কেননা, আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বত্র এখন মাতৃভাষার প্রচলন সম্ভব হয় নি। তাই আমরা আশা করব অচিরেই আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন হবে।

পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

প্রশ্ন ৫ : ইন্টারনেটের গুরুত্ব বর্ণনা করে একটি মঞ্চভাষণ রচনা কর।

উত্তর: নিচে ‘ইন্টারনেটের গুরুত্ব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ উপস্থাপন করা হলো :

ইন্টারনেটের গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সুধীবৃন্দ,

আজকের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান ব্যতীত জীবনের কোনো বিষয়ই আজ চিন্তা করা যায় না। বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞান মানুষকে প্রকৃতির নিষ্ঠুর বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার আছে ইন্টারনেট তার মধ্যে এক অভিনব আবিষ্কার। বর্তমান বিশ্বে গতির এক পাগলা ঘোড়া ইন্টারনেট। এর উৎকর্ষ ও ব্যবহার বিস্ময়কর যাদুকেও হার মানায়। এই যাদুর কাঠি বিশ্বকে আজ একটি গ্রামে নয়, পরিবারে পরিণত করেছে। এই যাদুর কাঠি ইন্টারনেট আমাদের দেশে ১৯৯৩ সালের ১১ই নভেম্বরে চালু হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

সুপ্রিয় সুধীবৃন্দ,

ইন্টারনেট ব্যতীত আধুনিক জীবন আজ কল্পনাই করা যায় না। কেননা, এর রয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃত সুযোগ-সুবিধা। তাই এর গুরুত্ব বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে ইন্টারনেটের সুবিধা নেয়া যাবে না। শিক্ষা, ব্যবসায়, কৃষি, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে অপরিসীম সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষার্থী ইন্টারনেট থেকে যে কোনো সুবিধা নিতে পারে। সে ঘরে বসেই পৃথিবীর যে কোনো লাইব্রেরির বই পড়তে পারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। যে কোনো অজানা তথ্য সে জেনে নিতে পারে এক সেকেন্ডের মধ্যে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই যে কেউ বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালাতে পারে। বাণিজ্যিক যোগাযোগ, চুক্তি সম্পাদন, পণ্যের প্রচার এবং কোম্পানির প্রোফাইল সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে যে কেউ সফল ব্যবসায়ী হতে পারে। তাছাড়াও মুদ্রা বাজার, শেয়ার বাজার সম্পর্কেও তথ্য নেয়া যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ঘরে বসেই যে কেউ ব্যাংকের

হিসাব পরিচালনা, কাজের ফরমায়েশ দান কিংবা যে কোনো পণ্য সরবরাহ করতে পারে। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এটি অভিনব সুবিধা দিয়েছে। টেলিকনফারেন্স-এর মাধ্যমে যে কেউ পৃথিবীর যে কারও সাথে সেকেন্ডের মধ্যে আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কৃষি সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যও জানা যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ঘরে বসে যে কেউ আজ সিঙ্গাপুর, আমেরিকা বা ব্রুটেনের ডাক্তারের সেবা নিতে পারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। বস্তুত, এর গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না।

সুধী,

পশ্চিমা বিশ্ব শিল্প বিপ্লবের সুবিধা ব্যবহার করে গত শতাব্দী সারা বিশ্ব শাসন করেছে। আর বর্তমান ও আগামী শতাব্দী শাসন করবে সেই সমস্ত জাতি যারা তথ্য প্রযুক্তির উপর দখল নিতে পারবে। আর তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম বাহন হলো ইন্টারনেট। তাই আমাদের উচিত জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা। আর এই জন্য বর্তমান প্রজন্মকে ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে হবে। তাই আসুন ইন্টারনেটের সুবিধা নেয়ার জন্য আমরা সবাই ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে উঠি।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ৬ : তোমার কলেজে নবীনবরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ তৈরি কর।

উত্তর : নিচে নবীন বরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ তৈরি করা হলো :

‘ক’ কলেজের একাদশ শ্রেণীর নবাগত ছাত্র/ছাত্রীদের বরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সুপ্রিয় ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ এবং সর্বোপরি নবাগত স্নেহভাজন ছাত্র/ছাত্রী ভাই ও বোনেরা, সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা।

সূদীর্ঘকালের ঐতিহ্যে লালিত আমাদের এই প্রিয় প্রতিষ্ঠান তোমাদের মতো নবীনদের পদচারণায় মুখরিত। হ্যাঁটি হ্যাঁটি পা পা করে নবাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুলের শিক্ষাজীবন শেষ করে কলেজের আঙ্গিনায় পা রেখেছ। ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর পরিসরে উচ্চশিক্ষার প্রথম পর্বে তোমাদের অভিযাত্রা শুরু হলো এই বিদ্যানিকেতনে। তোমাদের এই শুভাগমন আমাদের বিদ্যানিকেতনে সফল হউক।

নবীন ভাই ও বোনেরা, তোমরা শুনে আনন্দিত হবে যে, আমাদের এই কলেজ উত্তর অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এই অঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠানের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক জ্ঞানীগুণী, শিক্ষাবিদ, প্রশাসক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক বের হয়েছেন। যাঁরা দেশ ও জাতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। নবাগত বন্ধুরা আজ থেকে এই সমস্ত সুনামের অংশীদার তোমরাও।

নবাগত ভাই ও বোনেরা, তোমরা এক বুক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে এবং জ্ঞান অর্জনের মহান ব্রত নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেছ। এখানে শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ সংরক্ষণে ছাত্র/শিক্ষকসহ সকলেই তৎপর। একঝাঁক গুণী, প্রতিভাবান, তীক্ষ্ণ মেধা শক্তির অধিকারী শিক্ষক এ কলেজে পাঠদানে নিয়োজিত। সৎ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শ শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্র/ছাত্রীদের সাহায্য করার বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক।

এখানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ, যা শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ গঠনে সহায়ক হয়েছে।

নবাগত বন্ধুরা, তোমরা যে প্রতিষ্ঠানে পদার্পণ করেছ সে প্রতিষ্ঠান শুধু শিক্ষকের প্রশ্নেই নয়, গর্ব করতে পারে এর বিশাল গ্রন্থাগার নিয়েও। কেননা, এখানে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, যেখানে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও রয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ নানা বিষয়ে গবেষণা করবার মতো বহু মূল্যবান বই। এখানকার ছাত্র/ছাত্রীদের প্রধান এবং একমাত্র ব্রতই হলো জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানানুশীলন। তাই আমরা আশা করব তোমরা আমাদের মতো জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানানুশীলনে ব্রতী হবে। উদার ও নৈতিক মনোভাব, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, উচ্চতর মানবিক বোধসম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবে। এ কলেজের মুক্ত চিন্তার ধারক শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রী সকলেই তোমাদের সাহায্য করবে।

নবীন বন্ধুরা, প্রথম জীবনের একটি দীর্ঘ সাধনার পর্ব সম্পন্ন করে তোমরা এসেছ উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে। এখানে সব রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে তোমরা। তবে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে তোমাদের। এই কর্তব্য কখনও বিস্মৃত হবে না। এর সব কিছু প্রাণ দিয়ে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের। এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম-দুর্নাম সবই আজ থেকে তোমার। সুতরাং তুমি এমন কোনো আচরণ করবে না, যার দ্বারা এ প্রতিষ্ঠান দুর্নামের মধ্যে পতিত হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আজ এক গভীর সংকট কাল অতিক্রম করছে। স্বাধীনতা অর্জনের ৩৭ বছর অতিক্রম করলেও স্বাধীনতার সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত। তার পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। নতুন প্রজন্ম হিসেবে আমাদেরকেই সেই কারণ খোঁজে বের করে তার সমাধান করতে হবে। সমস্ত জাতি আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। জাতির এই প্রত্যাশাকে যেন আমরা অসম্মান না করি।

সবশেষে, তোমাদের জীবনের সকল স্বপ্ন সফল হউক-এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং সবাইকে আবারও সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

প্রশ্ন ৭ : “খাদ্যে ভেজাল : কারণ ও প্রতিকার” শীর্ষক আলোচনা

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে একটি ভাষণ তৈরি কর।

উত্তর : নিচে ‘খাদ্যে ভেজাল : কারণ ও প্রতিকার’ শীর্ষক আলোচনা সভায়

উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ উপস্থাপন করা হলো :

‘খাদ্যে ভেজাল : কারণ ও প্রতিকার’ শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সুধীবৃন্দ,

এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন খাদ্য। মানুষ খাওয়ার জন্য বাঁচে না— একথা সত্য হলেও বেঁচে থাকতে হলে খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। খাদ্য মানুষের পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বেঁচে থাকার অপরিহার্য এ উপাদান আজ ভেজালেপূর্ণ। ফলে তা বেঁচে থাকার উপাদান না হয়ে, হয়ে উঠেছে জীবন সংহারক।

আমাদের এ সমাজে অসৎ মানুষের সংখ্যা এবং তাদের দৌরাভ্য এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তাদের প্রচণ্ড প্রতাপে সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতি। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, তা হলো খাদ্যে ভেজাল সমস্যা। এক শ্রেণির অসৎ ব্যবসায়ী তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে সেই খাদ্যকে অখাদ্যে পরিণত করেছে। মানুষ এসব ভেজালযুক্ত খাদ্য খেয়ে কখনো

তাৎক্ষণিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনেক সময় দীর্ঘদিন ভেজাল খাবার গ্রহণ করায় শরীরে বিষক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। কখনো বা হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ,

ভেজালমুক্ত খাবার পাওয়া আজ দুষ্কর। কাঁচা সবজি, ফল আর মাছে মেশানো হয় বিষাক্ত ফরমালিন। মিষ্টিতে ব্যবহার করা হয় গাড়িতে ব্যবহারের জ্বালানি। এমনকি জীবন রক্ষায় যে ওষুধ তাও ভেজালের উর্ধ্বে নয়। এখন থেকেই আমাদের সচেতন হওয়া দরকার এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। সে লক্ষ্যে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে—
প্রথমত, সরকারি ব্যবস্থাপনায় বড় বড় হার্টবাজারে ফরমালিনসহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অপরাধীদের তাৎক্ষণিক সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয়ত, বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে বিএসটিআইয়ের নজরদারি বাড়াতে হবে।

চতুর্থত, ভেজাল প্রমাণের সাথে সাথে প্রশাসনিকভাবে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমত, খাদ্যে ভেজালের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ,

এ মরণঘাতী ভেজালের বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠিত ও সচেতন হতে হবে। শুধু দু'একটি সভায়—সেমিনারে বক্তব্য দিয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ হবার নয়।

রাষ্ট্রীয়ভাবেও এর বিরুদ্ধে যথাযথা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর এভাবেই এ ভয়াবহ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

সবাইকে আবারো সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

প্রশ্ন ৮ : ‘নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা’ শীর্ষক আলোচনা

সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।

উত্তর : নিচে ‘নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি করা হলো :

নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা’ শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান আলোচক এবং সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

যে কোনো জাতি-গোষ্ঠী বা সমাজের অর্ধেক অংশ নারী। ফলে নারীর উন্নয়ন ব্যতীত কোনো জাতি বা সমাজ যথাযথ উন্নয়নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারে না। নারীর উন্নয়ন ব্যতীত সমাজ হয় গতিহীন, স্থবির। তাছাড়া নারী হচ্ছে পুরুষের সকল কর্ম-পূরণের উৎস। এই দিকে লক্ষ রেখেই হয়তো কবি উচ্চারণ করেছেন-

কোনকালে একা হয় নি ক জয়ী পুরুষের তরবারী

প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।

পরিবর্তিত সময় ও সমাজে আজ চারিদিকে নারী প্রগতির জয়ধ্বনি বিঘোষিত হচ্ছে। নারী এতকালে ছিল পুরুষের ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল; নারীর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত ছিল না। নারীর পরিচয় ছিল কখনো কন্যারূপে, কখনো ভগিনীরূপে, কখনো পত্নীরূপে, কখনো মাতারূপে। সর্বত্রই ছিল তার নিঃসহায়

গলগ্রহতার প্রকটিত রূপ। সুখের বিষয়, নারী আজ আর সেই বিগত শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃপুরে মৌনম্লান মুখে বসে নেই। সে সেই আলোহীন, প্রাণহীন দুর্ভেদ্য অন্তরাল থেকে বের হয়ে আজ আলোকিত জগতের উদার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ আমরা বুঝতে পেরেছি, নারী ও পুরুষ সমাজজীবনের দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজ ও জাতি গঠনে উভয়েই সমান ভূমিকা রয়েছে। দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্যে নারী পুরুষ উভয়কে সমান পদক্ষেপ অগ্রসর হতে হবে। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীশিক্ষারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে নারীর ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। বিশেষ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে নারীর পদচারণা এখন আর চিহ্নিত নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী তার কল্যাণকর ভূমিকা পালন করছে।

একজন সুশিক্ষিত মাতা তার সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজ আদর্শে গড়ে তুলতে পারে। কারণ ছেলে-মেয়েদের ওপর মায়ের প্রভাবই বেশি পড়ে। মায়ের কাছ থেকে তারা আচার-আচরণ, আদব-কায়দা ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নেপোলিয়ান বলেছিলেন-
আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদিগকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব

স্বাভাবিক হবার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীনকালে নারীরা সবকিছুর জন্যে তাদের স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তারা ছিল অবহেলিত ও নিয়ন্ত্রিত। গৃহের মধ্যেই তাদের কার্যাদি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত আজ নারীরা শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিকা, পুলিশ অফিসার, বিমান চালক, এমনকি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীও নারী। সুতরাং আজ আর নারীকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। তাই কবিকণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হয়-

“সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো,

নারীরা আছিল দাসী।”

অতীতে দেশ গঠনে নারীদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। বর্তমানেও দেশ গঠনে নারীরা যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। ভাষা আন্দোলন থেকে এ পর্যন্ত যতটি আন্দোলন হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে নারীদের কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। আর এই অবদান রেখেছে শুধু শিক্ষিত নারীরাই। তাই দেশ গঠনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা চাই, শিক্ষায়-দীক্ষায়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল পরিবার এবং সেই সুখি, সনত্তষ্ট ও আদর্শ পরিবার রচনায় নারী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সেক্ষেত্রে নারী শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব সন্দেহাতীত। মোটকথা, আমাদের সমাজে আমরা চাই আদর্শ জননী, চাই আদর্শ পত্নী, চাই আদর্শ কন্যা-আদর্শ জীবন ও সমাজ গঠনে চাই উপযুক্ত নারীশিক্ষা। নারীকে আর অবহেলা নয়, বরং কবি নজরুলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই বলি-

‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর

অধেক তার করিয়াছে নারী অধেক তার নর।’

মোটকথা, একটি জাতির উন্নয়নের জন্য চাই নারীর উন্নয়ন। আর নারীর যথার্থ উন্নয়ন হবে তাকে যথার্থ শিক্ষা দানের মাধ্যমে। এ কারণেই আমাদের সমাজে নারী শিক্ষার গুরুত্ব তুলনাহীন।

পরিশেষে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

প্রশ্ন ৯ : ‘পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার’- শীর্ষক একটি ভাষণ তৈরি কর।

উত্তর : নিচে ‘পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার’- শীর্ষক একটি ভাষণ তৈরি করা হলো :

‘পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার’ শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান আলোচক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ হলো পরিবেশ। তাই মানুষের সামগ্রিক জীবনে পরিবেশের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ ক্রমে ক্রমে তার পরিবেশকে নির্মাণ করেছে। মানুষের নির্মিত পরিবেশ তারই সভ্যতার বিবর্তনের ফল। পরিবেশ প্রাণের রক্ষক ও ধারক। এ কারণেই পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার উপরই নির্ভর করে প্রাণীকূলের অস্তিত্ব। পরিবেশ বিরুদ্ধ হয়ে উঠলে প্রাণীর ধ্বংস অনিবার্য। আর পরিবেশ অনুকূল থাকলে মানুষের জীবন হয় সুখকর, শান্তিময়। কিন্ত দুঃখের বিষয় মানুষ আজ নিজেই নিজের পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। ফলে তার জীবনের অস্তিত্ব আজ হুমকীর সম্মুখীন।

মানুষের অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের যে নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে তাই পরিবেশ দূষণ। আমাদের পরিবেশ হলো- আমাদের চার পাশে যা কিছু আছে তথা-মাটি, পানি, বাতাস, গাছপালা, নদী, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির সমষ্টি। কোন কারণে এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানের সামঞ্জস্য বিনষ্ট হলে পরিবেশ বিপন্ন হয়, হয় দূষিত। পরিবেশের এই বিপন্ন বা বিনষ্টির পিছনে মানুষের ভূমিকাই মুখ্য।

পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশের অতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে। সেই সাথে বাংলাদেশের পরিবেশেরও অবনতি ঘটছে দ্রুত। গত কয়েক দশকে এ অবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের কারণে দেশের পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে পৌঁছতে যাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের অবিবেকী আচরণ এবং পরিকল্পনাবিহীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিবেশকে এক নাজুক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে যেমন কাজে লাগাচ্ছে বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে, প্রকৃতিও তেমনি ছিন্ন-ভিন্ন -আহত রূপ নিয়ে মানুষের তথা সমগ্র প্রাণপুঞ্জের ঠিক সমপরিমাণ বিরোধিতা করতে তৎপর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের বিজয়গৌরবে মোহান্বিত মানুষ পৃথিবীর পরিবেশকে বিষাক্ত করেছে।

আজও করছে। ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষতিকর সব আবর্জনা। তার ফল হয়েছে বিষময়। পরিবেশ দূষিত হয়েছে। আর দূষিত পরিবেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। তাই গোটা জীবজগতের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন।

আমাদের এই সুন্দর পরিবেশ এমনিতেই দূষিত হয় নি। এর পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে।

স্থূল দাগে পরিবেশ দূষণের কারণগুলো হলো : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, বনভূমি উজাড়, ওজোন স্তরের ক্রমাবনতি, পরিকল্পনাহীন নগরায়ণ, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, কলকারখানার ক্ষতিকর বর্জ্য, এসিড বৃষ্টি, ক্ষতিকর প্রসাধন সামগ্রী, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া, অপরিকল্পিত আবাস নির্মাণ, বিভিন্ন প্লাস্টিক দ্রব্য ইত্যাদি।

প্রিয় সুধী,

পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তা হলো :

দেশের মোট আয়তনের শতকরা পঁচিশভাগ বনায়ন করতে হবে, পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে, যে কোনো প্রকার গাছ কাটা নিষিদ্ধ করতে হবে, পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সৌর ও পানি বিদ্যুতের মতো উৎস আবিষ্কার করতে হবে, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, কৃষিতে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে, কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার রোধ করতে হবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে, পরিবেশ দূষণ রোধে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

প্রিয় সুধী,

একসময় মানুষ মনে করত পরিবেশের উপর যে কোনো প্রকারে আধিপত্য বিস্তার করতে পারলেই হলো। কিন্ত আজ সেই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবেশকে রক্ষা করেই সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এর অন্যথা হলে আমাদের এই সুন্দর সবুজ পৃথিবী একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষ হিসেবে

আমরা নিশ্চয় এটি চাই না। তাই আমাদের একটা মাত্র পৃথিবীকে সকলেরই রক্ষা করতে এগিয়ে আসা উচিত।

পরিশেষে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

প্রশ্ন ১০ : যুব সমাজের অবক্ষয় সম্পর্কে একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।

উত্তর: ‘যুব সমাজের অবক্ষয়: কারণ ও প্রতিকার’ শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান আলোচক এবং সুপ্রিয় সুধী সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

যুব সমাজই একটি জাতির প্রাণ, একটি দেশের হৃদস্পন্দন। যে সমাজে যুব সমাজ আদর্শ ও কর্মের আকাজক্ষায় বলীয়ান সে সমাজের উত্থান অবিসম্ভাবী। কিন্ত যে সমাজে যুব সমাজ বিপদগামী, সে সমাজে নিরন্তর অন্ধকার অত্যাশন্ন। এ কারণেই নজরুল তার ‘যৌবনের গান’ প্রবন্ধে বিশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করেছেন- ‘তরুণ অরুণের মতই যে তরুণ্য তিমিরবিদারী, সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবনসূর্য যেথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমিরকুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি।’

তাই যুগে যুগে যৌবন-দূত তরুণের দলই জরাগ্রস্ত পৃথিবীর বুকে এনছে নবজীবনের ঢল। তিমির রাত্রির অবসানে রক্ত রাঙা প্রভাতের বন্দনা করেছে।

তরুণদের কণ্ঠেই উদগীত হয় নতুন দিনের গান।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের যুব সমাজ আজ বিপদগামী। নানা কারণে আজ তারা নানাবিধ অবক্ষয়ের স্বীকার।

প্রথমেই আসা যাক অবক্ষয় বলতে কী বুঝি।

অবক্ষয় শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘ক্ষয়প্রাপ্তি’ অর্থ জীবনকে সুন্দর এবং কল্যাণের প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে মানবজীবনে যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন, তা যখন লোপ পায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখনই জীবনের অবক্ষয় আসে।

বর্তমানে আমাদের সমাজজীবনে চরম অবক্ষয়ের চিত্র জীবন্ত হয়ে আছে। এ অবক্ষয় যুবসমাজকেও প্রভাবিত করছে, দোলা দিচ্ছে তাদের মন-মানসিকতাকে। আমাদের যুবসমাজের সামনে আজ কোন আদর্শ নেই। নেই অনুপ্রাণিত করার মতন কোনো মহৎ-প্রাণ মানুষ। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আজ মনুষ্যত্বের দীনতার চিত্র। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বড়দের কাছ থেকে ভালো কিছু শেখার আশা করা যায় না। বড়রা শিক্ষা বলতে বোঝেন পরীক্ষা ও ডিগ্রি এবং জীবনে উন্নতি বলতে বোঝেন টাকা ও প্রতিপত্তি।

ফলে শিক্ষার মধ্যে তরুন সমাজ খুঁজে পায় না মহত্তর কোনো জীবন-বোধ। যুব সমাজকে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মতো কোনো পরিকল্পনা নেই, ফলে তারা প্রতিনিয়ত অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসরমান। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই আমাদের যুবসমাজের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও যুবসমাজের অবক্ষয়ের আর একটি কারণ। একদিকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহ, অপরদিকে অর্থনৈতিক দুর্দশা, ফলে শিক্ষাজগতে নৈরাজ্য, সমাজসেবার নামে নিজের স্বার্থ হাসিল এবং স্বৈচ্ছাচারিতা যুবসমাজকে বিপথগামী করছে। তরুণসমাজ অবাধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে, সমাজে সমাজ-বিরোধী যে সম্মান, যে প্রতিপত্তি, সেখানে একজন জ্ঞানী, সৎ মানুষের মূল্য তুচ্ছ। সততা সেখানে লাঞ্চিত অসহায়। বিবেক সেখানে বিবর্জিত। জ্ঞানী-গুণীরাও তাদের খাতির করে। রাজনৈতিক নেতাদের তারা ডান হাত। জঘন্য, নিষ্ঠুর কাজকর্ম করেও তারা আইনের চোখে নিরাপদ।

প্রশাসন প্রয়োজন মতো ওদের ব্যবহার করে। কি তাদের মূলধন? তারা অনায়াসে মানুষ খুন করে, ডাকাতি করে, জনজীবনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এই মূলধন নিয়েই ওরা সমাজের বিশিষ্ট মানুষ। আজ তাই মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধও গৌণ হয়ে ওঠেছে। বস্তুত সমাজের সর্বস্তরে আজ যে মূল্যবোধের অভাব, তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া যুবকদের মাঝে প্রতিনিয়ত বিস্তৃতি ঘটছে।

কিন্তু যুব সমাজকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করতে হবে। এই জন্য নিতে হবে বেশ কিছু পদক্ষেপ।

প্রথমত, যুবকদের সুসংগঠিত করে সত্য এবং ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে হলে তাদের মধ্যে নীতিজ্ঞান ও সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা সচেতন হলে কোন রকম অন্যায় কুমন্ত্রণা তাদেরকে বশীভূত করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, ধর্ম ও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সামনে থেকে অন্ধকার দূর করতে হবে। রীতিমত শরীরচর্চা এবং নানারকম খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকার সমস্যা দূর করতে হবে। তাছাড়া যারাই সমাজে অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয় তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যুবকরাই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং জাতির কণ্ঠধার। তাদের মনে এ চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করতে চাই না। যুব সমাজের অব্যাহত সুন্দর জীবন কামনা করে এবং সবাইকে আবারও সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ১১ : “সবস্তরে মাতৃভাষা চর্চা” শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তার

ভাষণ রচনা কর ।

উত্তর : নিচে ‘সবস্তরে মাতৃভাষা চর্চা’ শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ উপস্থাপন করা হলো :

‘সবস্তরে মাতৃভাষা চর্চা’ শীর্ষক সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা, মায়ের ভাষা তথা মাতৃ-ভাষা। পৃথিবীতে বাংলাই একমাত্র ভাষা যার জন্য এর ব্যবহারকারীরা প্রাণ দিয়েছে। তাই পৃথিবীতে যে কোনো ভাষার চেয়ে এর মর্যাদা সবার উপরে। এই ভাষাতেই আমরা চিন্তা করি, কথা বলি, এই ভাষাতেই আমরা স্বপ্ন দেখি। এই ভাষার সাথে আমাদের যে গভীর সম্পর্ক তা কেবল মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কের সাথেই তুলনীয়। এই ভাষা আমাদের প্রাণের সাথে, রক্তপ্রবাহের সাথে মিশে আছে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ,

আমরা সবাই জানি ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। নব্য উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি শাসকরা এই ভাষাকে এবং এর ব্যবহারকারীকে তথা বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে গুলি চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নি। বাঙালিরা প্রাণের বিনিময়ে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছিল।

সুধীবৃন্দ,

কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীন বাংলাদেশে আজ বাংলা ভাষা বিভিন্নভাবে অবহেলার শিকার। ইংরেজি ভাষার প্রতি অতি ভক্তির কারণে বাংলা ভাষা তার গৌরব হারাতে বসেছে। ইংরেজ নেই, পাকিস্তানি নেই তবুও অনেক অফিস আদালতে এখনও অহেতুক ইংরেজি ভাষার ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। যে ভাষার জন্য জীবন

দিতে হয়েছিল সে ভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা অনেকেই উদাসীন। একথা আজ দিবালোকের মত সত্য যে ইংরেজি, এবং অন্যান্য ভাষা আমাদের কাছে কখনো কখনো অধিক মর্যাদা পায়। বাংলা ভাষা দেশের অধাশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত মানুষের বোধগম্য হলেও কেন জানি না বিভিন্ন বিজ্ঞাপন অথবা প্রচার মাধ্যমগুলোতে অযাচিতভাবে ইংরেজিকে প্রধান্য দেওয়া হয়। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই কথা বলার সময় বাংলার সাথে ইংরেজি না মিশিয়ে বলতে পারেন না বা বলতে চান না। এমনকি প্রচার মাধ্যম গুলোতেও বাংলা-ইংরেজির মিশেলে জগাখিচুরি ধরনের এক ভাষার সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা আমাদের জন্য লজ্জাজনক। বাংলা ভাষার প্রতি এই অবহেলা শুধু আজকের নয়, চিরকালের। কবি তাই দুঃখ করে উচ্চারণ করেছিলেন:

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নিগর্য ন জানি।

সুধীবৃন্দ,

বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ ভাষা। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ আজ আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদা পাচ্ছে। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত ভাষাকে আমরাই যদি যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে না পারি তাহলে বিশ্বের দরবারে আমরা নিজেদেরকেই ছোট করব। তাই সকল প্রকার হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে আসুন আমরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর জন্য সচেষ্টিত হই। সবাই হৃদয়ের গহীন প্রান্তর থেকে উচ্চারণ করি:

“মোদের গর্ব মোদের আশা
আমরি বাংলা ভাষা”

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রিন্ট কপি



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর

বাংলা দ্বিতীয় পত্রের

পূর্ণাঙ্গ সাজেশন ও সমাধানের

প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রাপ্তিস্থান : টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৪১০৬

সাহিত্য ভাণ্ডার, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৩০-৯০৫৯৩৫

মনি লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৪১-৭০০০১৩

রফিক লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৮০-৭০৬০৯০

মিন্টু লাইব্রেরি, লালবাগ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৮-১৬৯৯৯৬

তুর্ক লাইব্রেরি, দিনাজপুর। হাসান লাইব্রেরি : সৈয়দপুর।

আধুনিক লাইব্রেরি, গাইবান্ধা। জ্ঞানাস্কুর ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, নীলফামারী।

অথবা

অনলাইনে সংগ্রহ করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।

www.boipottro.com

অথবা

কল করুন (হোয়াটস এপ) : ০১৮১৯১২৭৯৯৮



অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স- নিয়ে এলো
মুসা স্যারের অনন্য- eBook সিরিজ 

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ সাজেশন ও সমাধান বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বিষয়: আবেদনপত্র/আমন্ত্রণপত্র/ব্যক্তিগতপত্র/
বৈদ্যুতিন চিঠি/স্কুদে বার্তা। নম্বর: ১০

(বৈদ্যুতিন চিঠি/স্কুদে বার্তা থেকে ১টি এবং পত্র লিখন/আবেদনপত্র
থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

বৈদ্যুতিন চিঠি অথবা স্কুদে বার্তা থেকে ১টি এবং
পত্রলিখন

অথবা

আবেদনপত্র থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে;
১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

পত্র রচনা : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

আবেদন পত্র

প্রশ্ন ১ : (ক) একটি বে-সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন পত্র রচনা কর। (ববো-১৪, ববো-২৩)

অথবা, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভের জন্য দরখাস্ত লেখ।
(ঢাবো-০৭, ২৫, রাবো-১৪, ০২, কুবো-০৫, ববো-১৫)

অথবা, কোনো বিদ্যালয়ে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদন রচনা কর।

তারিখ : ২১/০৬/২৬ খ্রি.

প্রধান শিক্ষক

মিঠামন উচ্চ বিদ্যালয়

ডাকঘর : মিঠামন

উপজেলা : মিঠামন

জেলা : ঢাকা।

বিষয় : সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার প্রতিষ্ঠানে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে কিছু সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। উল্লিখিত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপন করছি:

নাম : আইমান তাকী

পিতা : রশিদুজ্জামান

মাতা : রিমি জামান

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি # ৬৯, দারুস সালাম, ডাকঘর - মিরপুর, থানা-মিরপুর,
জেলা-ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি # ৬৯, দারুস সালাম, ডাকঘর - মিরপুর, থানা-মিরপুর,
জেলা-ঢাকা।

জন্ম তারিখ : ০৭/০৩/২০০৪

জাতীয়তা : বাংলাদেশি

ধর্ম : ইসলাম

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার সাল	ফলাফল	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি.	২০১৯	জিপিএ-৫	ঢাকা
এইচ.এস.সি.	২০২১	জিপিএ-৫	ঢাকা
বি.এ. (অনার্স)	২০২৫	সিজিপিএ-৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এ.	২০২৬	সিজিপিএ-৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজ্ঞতা : ধানমন্ডি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকায় সহকারী শিক্ষক পদে গত তিন বছর যাবৎ কর্মরত আছি।

অতএব, আপনার নিকট আবেদন, আমার উল্লিখিত যোগ্যতা বিবেচনা করে আমাকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করলে আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

আইমান তাকী

সংযুক্তি : ১। সকল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

২। ৩ কপি ছবি।

৩। ব্যাংক ড্রাফট।

ডাক টিকেট

প্রেরক

আইমান তাকী

বাড়ি নম্বর : ৬৯, দারুস সালাম

ডাকঘর : মিরপুর

থানা : মিরপুর

জেলা : ঢাকা।

প্রাপক

প্রধান শিক্ষক

মিঠামন উচ্চ বিদ্যালয়

ডাকঘর : মিঠামন

উপজেলা : মিঠামন

জেলা : ঢাকা।

প্রশ্ন ২ : কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকপদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র রচনা কর।

(রাবো-০৭, কুবো-১৭, চবো-৫, সিবো-১৭, ০৬, ববো-১৭, কুবো-২৪, মবো-২৫)

অথবা, কোনো মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন জানিয়ে একটি দরখাস্ত লেখ। (যবো-০৮, দিবো-১৯, ০৯, সিবো-১৯)

তারিখ : ২১/০৬/২৬ খ্রি.

মহাপরিচালক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর

মিরপুর

ঢাকা।

বিষয় : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ১০ই মার্চ ২০২৬ তারিখের দৈনিক যুগের আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার অধিদপ্তরের অধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক ‘সহকারী শিক্ষক’ নিয়োগ করা হবে। উল্লিখিত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপন করছি:

নাম : মনন রহমান
পিতা : মো. সাদেকুজ্জামান
মাতা : হাবিবা বেগম
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি # ১, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ডাকঘর - ধানমণ্ডি, থানা-
ধানমণ্ডি, জেলা-ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি # ১, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ডাকঘর - ধানমণ্ডি, থানা-
ধানমণ্ডি, জেলা-ঢাকা।
জন্ম তারিখ : ০৭/০৩/২০০৪
জাতীয়তা : বাংলাদেশি
ধর্ম : ইসলাম
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার সাল	ফলাফল	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি.	২০১৯	জিপিএ-৫	ঢাকা
এইচ.এস.সি.	২০২১	জিপিএ-৫	ঢাকা
বি.এ. (অনার্স)	২০২৫	সিজিপিএ-৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এ.	২০২৬	সিজিপিএ-৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজ্ঞতা : ধানমন্ডি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকায় সহকারী শিক্ষক পদে গত তিন বছর যাবৎ কর্মরত আছি।

অতএব, আপনার নিকট আবেদন, আমার উল্লিখিত যোগ্যতা বিবেচনা করে আমাকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করলে আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত
মনন রহমান

সংযুক্তি : ১। সকল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
২। ৩ কপি ছবি।
৩। ব্যাংক ড্রাফট।

ডাক টিকেট

প্রেরক প্রাপক

মনন রহমান

বাড়ি নম্বর : ১, পশ্চিম ধানমন্ডি

ডাকঘর : ধানমন্ডি

জেলা : ঢাকা।

মহাপরিচালক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর

মিরপুর

ঢাকা।

প্রশ্ন ৩ : কোনো (সরকারি/বেসরকারি) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র রচনা কর।

(চবো-২০১৩, সিবো-২০১৬, রাবো-২০১৬, সিবো-১৭, ববো-১৭, কুবো-১৭, সিবো-১৯, দিবো-১৯ দিবো-২৩, রাবো-২৪)

তারিখ : ২১/০৬/২৬ খ্রি.

মহাপরিচালক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর

মিরপুর

ঢাকা।

বিষয় : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ১০ই মার্চ ২০২৬ তারিখের দৈনিক যুগের আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার অধিদপ্তরের অধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক ‘সহকারী শিক্ষক’ নিয়োগ করা হবে। উল্লিখিত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপন করছি:

নাম : সুনৈহেরা ইমাম

পিতা : আফজাল ইমাম

মাতা : শামিমা বেগম

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি # ১০৫, বহিলা হাউজিং, ডাকঘর – মোহাম্মদপুর, থানা-মোহাম্মদপুর, জেলা-ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি # ১০৫, বহিলা হাউজিং, ডাকঘর – মোহাম্মদপুর, থানা-মোহাম্মদপুর, জেলা-ঢাকা।

জন্ম তারিখ : ০৭/০৩/২০০৪

জাতীয়তা : বাংলাদেশি

ধর্ম : ইসলাম

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার সাল	ফলাফল	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি.	২০১৯	জিপিএ-৫	ঢাকা
এইচ.এস.সি.	২০২১	জিপিএ-৫	ঢাকা
বি.এ. (অনার্স)	২০২৫	সিজিপিএ-৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এ.	২০২৬	সিজিপিএ-৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজ্ঞতা : ধানমন্ডি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকায় সহকারী শিক্ষক পদে গত তিন বছর যাবৎ কর্মরত আছি।

অতএব, আপনার নিকট আবেদন, আমার উল্লিখিত যোগ্যতা বিবেচনা করে আমাকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করলে আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

সুনেহেরা ইমাম

সংযুক্তি : ১। সকল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

২। ৩ কপি ছবি।

৩। ব্যাংক ড্রাফট।

ডাক টিকেট

প্রেরক প্রাপক

সুনেহেরা ইমাম

বাড়ি নম্বর : ১০৫, বহিলা হাউজিং

ডাকঘর : মোহাম্মদ পুর

থানা : মোহাম্মদ পুর

জেলা : ঢাকা।

মহাপরিচালক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর

মিরপুর

ঢাকা।

প্রশ্ন ৪ : একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক/হিসাব রক্ষক পদে

নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন পত্র রচনা কর।

তারিখ : ১৮/০৬/২৬ খ্রি.

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স

১৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা।

বিষয় : ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ১০ই মার্চ ২০২৫ তারিখের দৈনিক যুগের আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক পদে লোক নিয়োগ করা হবে। উল্লিখিত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপন করছি:

নাম : আইমান তাকী

পিতা : রশিদুজ্জামান

মাতা : রিমি জামান

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি # ৫২, রোড # ৭১, ডাকঘর - ক, থানা - খ, জেলা - গ।

স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি # ৫২, রোড # ৭১, ডাকঘর - ক, থানা - খ, জেলা - গ।

জন্ম তারিখ : ১০/০৯/২০০৪

জাতীয়তা : বাংলাদেশি

ধর্ম : ইসলাম

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার সাল	ফলাফল	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি	২০১৯	জিপিএ ৫	ঢাকা
এইচ.এস.সি	২০২১	জিপিএ ৫	ঢাকা
বিবিএস (অনার্স)	২০২৫	সিজিপিএ ৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম. কম.	২০২৬	সিজিপিএ ৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজ্ঞতা : আর এফ এল লি. ঢাকা, বাংলাদেশ-এ এক বছর যাবৎ কর্মরত আছি।

অতএব, আপনার নিকট আবেদন, আমার উল্লিখিত যোগ্যতা বিবেচনা করে আমাকে ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ দান করলে আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

আইমান তাকী

সংযুক্তি : ১। সকল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
২। ৩ কপি ছবি।
৩। ব্যাংক ড্রাফট।

ডাক টিকেট

প্রেরক প্রাপক

আইমান তাকী

বাড়ি # ৫, রোড # ২৪

ডাকঘর: ক, থানা : খ, জেলা : গ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অনলাইন রিডিংরুম পাবলিকেশন্স

১৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা।

প্রশ্ন ৫ : একটি বে-সরকারি কলেজে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র রচনা কর।

তারিখ : ২১/০৬/২৬খ্রি.

অধ্যক্ষ

উত্তর বাংলা কলেজ

ডাকঘর : ক

উপজেলা : খ

জেলা : গ।

বিষয় : প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, দৈনিক উত্তরের আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার প্রতিষ্ঠানে বাংলা বিষয়ে প্রভাষক পদে লোক নিয়োগ করা হবে। উল্লিখিত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপন করছি:

নাম : জারিফ আহমেদ

পিতা : শোয়েব আহমেদ

মাতা : শাহানা বেগম

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি # ৬৯, মিরপুর-৭, ডাকঘর - মিরপুর, থানা- মিরপুর, জেলা-ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি # ৬৯, মিরপুর-৭, ডাকঘর - মিরপুর, থানা- মিরপুর, জেলা-ঢাকা।

জন্ম তারিখ : ০৭/০৩/২০০৩

জাতীয়তা : বাংলাদেশি

ধর্ম : ইসলাম

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার সাল	ফলাফল	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি.	২০১৯	জিপিএ-৫	ঢাকা
এইচ.এস.সি.	২০২১	জিপিএ-৫	ঢাকা
বি.এ. অনার্স (বাংলা)	২০২৫	সিজিপিএ-৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এ. (বাংলা)	২০২৬	সিজিপিএ-৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজ্ঞতা : মুক্তিযোদ্ধা মেজর শামসুল আলম স্কুল ও কলেজ, মোহাম্মাদ পুর, ঢাকায়
প্রভাষক পদে গত এক বছর যাবৎ কর্মরত আছি।

অতএব, আপনার নিকট আবেদন, আমার উল্লিখিত যোগ্যতা বিবেচনা করে আমাকে
প্রভাষক (বাংলা) পদে নিয়োগ দান করলে আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

জারিফ আহমেদ

সংযুক্তি : ১। সকল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

২। ৩ কপি ছবি।

৩। ব্যাংক ড্রাফট।

ডাক টিকেট	
প্রেরক	প্রাপক
জারিফ আহমেদ	অধ্যক্ষ
বাড়ি # ৬৯, মিরপুর-৭	উত্তর বাংলা কলেজ
ডাকঘর : মিরপুর	ডাকঘর : ক
থানা : মিরপুর	উপজেলা : খ
জেলা : ঢাকা।	জেলা : গ।

কাঠামো ঠিক রেখে নিচের আবেদনপত্রগুলো লেখা যেতে পারে।

(ক) একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী/স্টোরকিপার পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র রচনা কর। (দিবো-২০১৩)

(খ) একটি বে-সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন পত্র রচনা কর। (ববো-১৪)

অথবা, কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকপদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র রচনা কর। (রাবো-০৭, কুবো-১৭, চবো-৫, সিবো-১৭, ০৬, ববো-১৭)

অথবা, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভের জন্য দরখাস্ত লেখ। (ঢাবো-০৭, রাবো-১৪, ০২, কুবো-০৫, ববো-১৫)

অথবা, কোনো মাধ্যমিক স্কুরে সহকারী শিক্ষক পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন জানিয়ে একটি দরখাস্ত লেখ। (যবো-০৮, দিবো-১৯, ০৯, সিবো-১৯)

অথবা, কোনো (সরকারি/বেসরকারি) মাধ্যমিক অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র রচনা কর। (চবো-২০১৩, সিবো-২০১৬, রাবো-২০১৬, সিবো-১৭, ববো-১৭, কুবো-১৭, সিবো-১৯, দিবো-১৯)

প্রশ্ন ৬ : শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

তারিখ : ২১/৬/২৬ খ্রি.

অধ্যক্ষ

‘ক’ সরকারি কলেজ

ডাকঘর : ক

উপজেলা : খ

জেলা : গ।

বিষয় : আর্থিক অনুদান ও শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা দ্বাদশ বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা আগামী ৩০/৬/২০২৬ তারিখে দিনাজপুরস্থ সিংড়া ফরেস্ট, কান্তজির মন্দির এবং বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিদর্শনে যেতে চাই। সিংড়া ফরেস্ট পরিদর্শনের মাধ্যমে আমরা বিচিত্র প্রজাতির বৃক্ষ ও লতাপতার সাথে পরিচিত হতে পারব। আবার বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তির সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারব কান্তজির মন্দির পরিদর্শনের মাধ্যমে। অন্যদিকে কয়লা খনি পরিদর্শন আমাদের মধ্যে এনে দিবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কয়লা উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বহুমুখী ব্যবহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা, যা আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করবে। তাছাড়া মহোদয় অবশ্যই অবগত আছেন যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের পাঠলব্ধ জ্ঞানকে আরো পরিপুষ্ট করবে।

মহোদয়ের সদয় বিবেচনার জন্য আরো জানাচ্ছি যে, আমাদের শিক্ষা সফর দলে মোট দুই শত জন ছাত্র-ছাত্রী থাকবে। এই সফরে যে অর্থ ব্যয় হবে তার অর্ধেক আমরা নিজেরাই বহন করব এবং বাকী অর্ধেক প্রথা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার অনুমোদন পেলে তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক হিসেবে আমাদের সফরসঙ্গী হবার জন্য সদয় সম্মতি দিয়েছেন বাংলা, ইতিহাস, পদার্থ বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের চারজন শিক্ষক।

অতএব, আপনার নিকট প্রার্থনা, উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিয়ে শিক্ষা সফরের অনুমতি দিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে

আইমান তাকী

‘ক’ সরকারি কলেজ

ডাকঘর : ক

উপজেলা : খ, জেলা : গ।

প্রেরক

বরাবর

আইমান তাকী

অধ্যক্ষ

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে

‘ক’ সরকারি কলেজ

‘ক’ সরকারি কলেজ

ডাকঘর : ক

ডাকঘর : ক

উপজেলা : খ

উপজেলা : খ

জেলা : গ।

জেলা : গ।

পত্রিকায় প্রকাশের পত্র

প্রশ্ন ৭: তোমার এলাকায় মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিংয়ের প্রতিকার চেয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৈনিক পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদক বরাবর একটি পত্র রচনা কর।

তারিখ : ২১/০৬/২৬ খ্রি.

বরাবর

সম্পাদক

আমার দেশ

৯৯ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

কারওয়ান বাজার

ঢাকা।

বিষয় : চিঠিপত্র কলামে পত্র প্রকাশ প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক ‘আমার দেশ’ পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে এলাকাবাসীর পক্ষে আমি আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

এলাকাবাসীর পক্ষে

মনন রহমান

কেরানীগঞ্জ

ঢাকা।

লোড শেডিংয়ের দ্রুত প্রতিকার চাই

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কেরানিগঞ্জ একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার ছোট বড় কলকারখানা রয়েছে। তাই এই এলাকাতে প্রতিনিয়ত বিদ্যুতের প্রয়োজন। অথচ বিগত একমাস যাবৎ এখানে প্রতিদিন ৭/৮ ঘণ্টা লোডশেডিং চলছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচণ্ড বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। কলকারখানাগুলোতে পূর্বের তুলনায় ব্যাপকহারে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

লোডশেডিংয়ের কারণে শুধু ব্যবসায়ীরা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়াও। এই ক্ষতির সবচেয়ে বেশি শিকার চলমান এইচ. এস. সি. পরীক্ষার্থীরা। বিদ্যুতের আলোতে লেখাপড়া করে অভ্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ঘন ঘন বিদ্যুৎ যাওয়ার কারণে বিকল্প আলোতে পড়াশুনা করতে পারছে না। তাছাড়া প্রচণ্ড গরমেও তাদের জীবন অতিষ্ঠ।

অন্যদিকে, লোডশেডিংয়ের কারণে এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও চরম অবনতি ঘটেছে। প্রতিদিনই চুরি, ছিনতাই, রাহাজানির ঘটনা কোথাও না কোথাও ঘটছেই এবং দিন দিন তা বেড়েই চলছে।

এমতাবস্থায়, জাতীয় উৎপাদনের স্বার্থে এবং জনগণের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপনকল্পে শীঘ্রই আমাদের এলাকায় স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিনীত
এলাকাবাসীর পক্ষে
মনন রহমান
কেরানিগঞ্জ
ঢাকা।

ডাক টিকিট

প্রেরক প্রাপক
মনন রহমান
কেরানিগঞ্জ
ঢাকা।

সম্পাদক
আমার দেশ
৯৯ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কাওরান বাজার, ঢাকা।

আমন্ত্রণ পত্র

প্রশ্ন ১ : রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে তোমার কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

সুধী,
আগামী ২৫শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বৃহস্পতি বার বাঙালির আধুনিক সংস্কৃতির রূপকার, নোবেল বিজয়ী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে ‘ক’ সরকারি কলেজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত রবীন্দ্র গবেষক ড. সলিমুল্লাহ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ‘ক’ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. আবদুর রাজ্জাক।
উল্লিখিত অনুষ্ঠানে আপনার/আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

তারিখ : ‘ক’ সরকারি কলেজ
৩০/৪/২৬ খ্রি.

বিনীত
প্রমিত রহমান

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
‘ক’ সরকারি কলেজ
ডাকঘর : খ
উপজেলা : গ
জেলা : ঘ।

অনুষ্ঠান সূচি :

তারিখ	:	২৫শে বৈশাখ, ১৪৩৩ ৭ই মে, ২০২৬
অতিথিদের আসন গ্রহণ	:	সকাল ১০.১৫ মিনিট
কোরআন তিলওয়াত	:	সকাল ১০.২০ মিনিট
আলোচনা সভা	:	সকাল ১০.৩০ মিনিট
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	:	দুপুর ১২.৩০ মিনিট।

প্রেরক	প্রাপক	
প্রমিত রহমান	জনাব জাকির আহমদ	
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	সভাপতি	
‘ক’ সরকারি কলেজ	প্রগতি সাংস্কৃতিক সংঘ	
ডাকঘর : খ	ডাকঘর : খ	
উপজেলা : গ	উপজেলা : গ	
জেলা : ঘ।	জেলা : ঘ।	

প্রশ্ন ২ : নজরুল জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে তোমার কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

সুধী,
আগামী ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ সোমবার বাঙালির জাতীয় জাগরণের অগ্রনায়ক, অসম্প্রদায়িক মানবতাবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে ‘ক’ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আজম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ‘ক’ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল আহসানুল কবির।
উল্লিখিত অনুষ্ঠানে আপনার/আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

তারিখ : ‘ক’ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

বিনীত
জারিফ আহমেদ
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
‘ক’ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

ডাকঘর : খ

উপজেলা : গ

জেলা : ঘ।

অনুষ্ঠান সূচি :

তারিখ	:	১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ ২৫শে মে, ২০২০
অতিথিদের আসন গ্রহণ	:	সকাল ১০.১৫ মিনিট
কোরআন তিলওয়াত	:	সকাল ১০.২০ মিনিট
আলোচনা সভা	:	সকাল ১০.৩০ মিনিট
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	:	দুপুর ১২.৩০ মিনিট।

প্রেরক		প্রাপক
জারিফ আহমেদ		জনাব মজনু রহমান
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক		সভাপতি
‘ক’ সরকারি কলেজ		বিভাগীয় লেখক পরিষদ
ডাকঘর : খ		ডাকঘর : খ
উপজেলা : গ		উপজেলা : গ
জেলা : ঘ।		জেলা : ঘ।

মুদ্রিত

ব্যক্তিগত পত্র

প্রশ্ন ১ : সম্প্রতি পড়া কোনো বই সম্পর্কে মতামত জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

দারুস সালাম, ঢাকা

তারিখ : ২১ জুন, ২০২৬

প্রিয় অনিক,

আশা করি ভালো আছো। আমরাও ভালো আছি। একটি বিষয়ে প্রবল আবেগ সামলাতে না পেরে তোমাকে এই পত্র লিখছি। আবেগের কারণ হলো সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’। গত ২৬শে মে এই বইটি পড়ে শেষ করেছি। এটি একটি অসাধারণ গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধের উপর আমি যত বই পড়েছি এটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। কারণ, এর বক্তব্য অসাধারণ।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধই এই উপন্যাসের মৌল বিষয়। তবে সমগ্র জীবন থেকে মুক্তিযুদ্ধকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে শুধু রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ এবং যুদ্ধের ইতিবৃত্ত নির্মাণই এই উপন্যাসের বিষয় নয়। হলদী গ্রাম নামক একটি গ্রামের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের সংগ্রামকে এখানে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। আবার একজন মায়ের ত্যাগের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতির ত্যাগ ও সংগ্রামকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসে পাক বাহিনীর অত্যাচারের পাশাপাশি বাঙালির বীরত্বকেও বড় করে দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুড়ি। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন, সংগ্রাম, সাহস, বীরত্ব আর ত্যাগের মহিমা বুড়ি চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপলাভ করেছে। আর এ কারণেই উপন্যাসটি আমার ভালো লেগেছে। তুমি সময় পেলে বইটি পড়ে নিও। আমার বিশ্বাস তুমি বইটি পড়ে অপার আনন্দ পাবে। আজ আর নয়। তোমার পত্রের অপেক্ষায় থাকবো।

ইতি

তোমারই

মনন

ডাক টিকিট

প্রেরক প্রাপক

মনন অনিক

বাড়ী # ৬৯, দারুস সালাম

ডাকঘর : মিরপুর, থানা:মিরপুর,

জেলা: ঢাকা।

বাসা নং ১, রোড নং ২

উপশহর,

রাজশাহী।

পত্র লিখন বিষয়ে বিস্তারিত জানতে Visit কর মুসা স্যারের
Youtube চ্যানেল

Online Reading Room

বৈদ্যুতিন চিঠি : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন ১ : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুক ব্যবহার না করে নিয়মিত পড়াশোনা করার পরামর্শ দিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ। (যবো-২৩, ২৫, মবো-২৫)

অথবা, ছোট ভাইকে নিয়মিত পড়াশোনা করার পরামর্শ দিয়ে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ।

New Message	
From	: gungun.ru@gmail.com
To	: samin.rgc@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject : নিয়মিত পড়াশোনা করার পরামর্শ	
তারিখ : রবিবার, ২১শে জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
স্নেহের সামিন,	
আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছো? আজ তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে চাই। তুমি জানো, এখন অনেকেই ফেসবুকসহ নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় কাটায়, যা পড়াশোনার বড় ক্ষতি করছে। ফেসবুকে সময় নষ্ট না করে যদি সেই সময়টা নিয়মিত পড়ায় ব্যয় করো, তাহলে তুমি আরও ভালো ফল করতে পারো। মনে রেখো, এই সময়টাই তোমার ভবিষ্যৎ গড়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তাই মোবাইল ও ফেসবুক থেকে দূরে থেকে নির্দিষ্ট সময় ধরে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো। এতে শুধু লেখাপড়ায় নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য আসবে। সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোই সবচেয়ে বড় জ্ঞানীর পরিচয়।	
ইতি	
তোমার বড় বোন	
গুনগুন	
Send	

প্রশ্ন ২ : ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল জানিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ। (যবো-১৯, রাবো-১৬, ববো-১৭)

New Message	
From	: himel.cpscr@gmail.com
To	: junayed@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject : ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল।	
তারিখ : রবিবার, ২১শে জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
স্নেহের জুনায়েদ,	
মার কাছে জানতে পারলাম ইদানীং তুমি লেখাপড়ায় বেশ অমনোযোগী হয়ে পড়েছো।	
মাঝে মাঝেই স্কুল কামাই করো। সারা দিন ল্যাপটপ বা মোবাইলে ইন্টারনেট নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকছো।	
ইন্টারনেট একটি আধুনিক প্রযুক্তি। জীবনের প্রয়োজনেই এর আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমান আধুনিক জীবনে ইন্টারনেট ছাড়া অন্যকিছু কল্পনা করা যায় না। যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদানে, নতুন জ্ঞান আহরণে ইন্টারনেটের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এর অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের জীবনে অনেক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাছাড়া এর মধ্য দিয়ে মিথ্যা তথ্য আদান প্রদান যেমন হচ্ছে তেমনি পর্নোগ্রাফি ও জুয়া খেলার মতো ক্ষতিকর দিকগুলো ছাড়িয়ে পড়ছে। আর এর সরল শিকার যুব সমাজ। তাই ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে তোমাকে আরো সাবধান হতে হবে। আশা করি এর ভালো মন্দ দিক বিবেচনা করেই তুমি এটি ব্যবহারে সচেতন হবে।	
ইতি	
তোমার বড় ভাই	
হিমেল	
Send	  

প্রশ্ন ৩ : এইচ এস সি পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফলের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ।

New Message	
From	: swastika.cpscr@gmail.com
To	: sristy@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: এইচ এস সি পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফলের জন্য অভিনন্দন।
তারিখ : রবিবার, ২১শে জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
প্রিয় সৃষ্টি,	
আরেকবার মনে হয় জীবনে একটি চরম আনন্দ পেলাম, যখন জানলাম তুমি এস এস সি'র মতো এইচ এস সি পরীক্ষাতেও জিপিএ ৫.০০ পেয়েছো। তুমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। এই সংবাদে শুধু আমি নই আমরা বন্ধুরা সবাই মহা আনন্দিত। তোমার এই সংবাদ শুনে আমার বাবা-মাও খুব খুশি হয়েছেন।	
তুমি ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতে একজন ভালো চিকিৎসক হওয়ার। তোমার এই ফলাফলে স্বপ্নের পুরনের অনেক কাছাকাছি গেলে। আশা করি তুমি এখন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে অনেক ব্যস্ত আছো। আজ আর তোমাকে বেশি বিরক্ত করবো না। তোমার সার্বিক মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করি।	
শুভেচ্ছান্তে-	
স্বস্তিকা	
Send	  

প্রশ্ন ৪ : বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও।

অথবা, বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও।

New Message	
From	: rahabin.rgc@gmail.com
To	: gungun@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা
তারিখ : বুধবার, ১৩ই এপ্রিল ২০২৬, সময় : সকাল ৭.৩০মি.	
প্রিয় গুনগুন,	
বাংলা নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা রইল। আগামী কালের সূর্য উদয়ের সাথে সাথে শুরু হবে আরেকটি নতুন বছরের। শুভেচ্ছার সাথে রইল নববর্ষের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ। প্রতি বছরের মতো এই বছরও আমাদের কলেজ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।	
সূর্য উঠার আগেই কলেজের অধ্যক্ষ স্যারসহ অন্য শিক্ষকগণও কলেজ মাঠে এসে উপস্থিত হবেন বলে আমরা আশা করছি। সূর্য উঠার পরেপরেই 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা' বের হবে অধ্যক্ষ স্যারের নেতৃত্বে। এরপর থাকবে পান্তা খাওয়ার আয়োজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিকালে আছে কলেজ মাঠে বৈশাখি মেলার আয়োজন। আশা করি এই আয়োজনে তুমি আমাদের সাথে থাকবে।	
শুভ নববর্ষ।	
ইতি	
রাহাবিন	
Send	  

প্রশ্ন ৫ : সদ্য পড়া কোনো বই সম্পর্কে মতামত জানিয়ে বন্ধুকে বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ।

New Message	
From	: sudeshna@gmail.com
To	: zinia@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: নতুন বই পড়ার অনুভূতি।
তারিখ : রবিবার, ২১শে জুন ২০২৫, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
প্রিয় জিনিয়া,	
আশা করি ভালো আছো। আমরাও ভালো আছি। একটি বিষয়ে প্রবল আবেগ সামলাতে না পেরে তোমাকে এই বৈদ্যুতিন চিঠি লিখছি। আবেগের কারণ হলো – মহাজাতক (শহীদ আল বোখারী) রচিত ‘কোয়ান্টাম মেথড-সফল্যের চাবিকাঠি’ শীর্ষক গ্রন্থ। গত কাল এই বইটি পড়ে শেষ করেছি। এটি একটি অসাধারণ গ্রন্থ। মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনা এবং জীবনের সাফল্যলাভের পদ্ধতি বর্ণনা করা আছে এই গ্রন্থে।	
তুমি সময় পেলে বইটি পড়ে নিও। আমার বিশ্বাস তুমি বইটি পড়ে তোমার অনেক উপকার হবে এবং তোমার জীবন বদলে যাবে। আজ আর নয়। তোমার বৈদ্যুতিন চিঠির (ই-মেইল) অপেক্ষায় থাকলাম।	
শুভেচ্ছান্তে-	
সুদেষণা	
Send	  

প্রশ্ন ৬ : বোনের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি ই-মেইল প্রেরণ কর। (ঢাবো-২০১৭, রাবো-২৫)

New Message	
From	: siyam.car@gmail.com
To	: zilan.car@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: বোনের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে ই-মেইল।
তারিখ : রবিবার, ২১শে জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
প্রিয় জিলান,	
শুভেচ্ছা রইল। তুমি জেনে খুশি হবে যে, আমার বড় বোন সাদিয়া বুবু'র বিয়ের দিন তারিখ ধার্য হয়েছে। আগামী মাসের ১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা আমাদের বাসাতেই সম্পন্ন হবে। জামাইর বাড়ি আমাদের এলাকাতেই। জামাই একজন কৃষি উদ্যোক্তা। এ বিষয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পেয়েছেন। আরো বিস্তারিত সাক্ষাতে জানাতে পারবো। আশা করি তুমি এবং তোমার পরিবারের সবাই বিয়ের আগের দিনই আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হবে। একটি আনন্দঘন মিলন মেলোর অপেক্ষায় থাকলাম।	
শুভেচ্ছান্তে-	
সিয়াম	
Send	  

প্রশ্ন ৭ : পিতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত বন্ধুকে সাহুনা দিয়ে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ। (দিবো-২৪)

New Message	
From	: mustakim.rgc@gmail.com
To	: rahim.biam@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject : পিতৃ বিয়োগে শোকগ্রস্ত বন্ধুকে সাহুনা।	
তারিখ : রবিবার, ২১শে জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
প্রিয় রহিম,	
তোমার ইমেইল পড়ে ভীষণ কষ্ট পেলাম। তোমার বাবাকে আমি পিতার মতো ভালোবাসতাম, তিনি ছিলেন সুস্থ-সবল মানুষ। তাঁর না ফেরার দেশে চলে যাওয়া সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এ এক শাস্ত্রত সত্য, যাকে কেউ এড়াতে পারে না। তাই দুঃখ না করে স্রষ্টার কাছে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করো। খালাম্মা ও ভাইবোনদের প্রতি আরও স্নেহশীল ও দায়িত্বশীল হও। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করলেই তিনি শান্তি পাবেন। তোমার জন্য রইল অনন্ত শুভকামনা।	
শুভেচ্ছান্তে-	
মুস্তাকিম	
Send	  

প্রশ্ন ৮: বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বৈচিত্র্য তুলে ধরে কোনো এক প্রবাসী বন্ধুকে ই-মেইল পাঠাও।

New Message	
From	: shifa.cpscr@gmail.com
To	: wafa.cpscr@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বৈচিত্র্য।
তারিখ : বুধবার, ২১ জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
প্রিয় ওয়াফা,	
প্রায় পাঁচ বছর হলো তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। শেষবার দেখা হয়েছিল বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানে। এ বছরও আমাদের কলেজে নববর্ষ উদযাপিত হয়েছে, তাই বিদেশে থেকেও তুমি স্বদেশের ঘ্রাণ পেতে পারো বলে কিছু ছবি ও বিবরণ পাঠাচ্ছি। ভোরের আগে থেকেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কলেজ মাঠে উপস্থিত ছিল। মেয়েরা সাদা শাড়ি, ছেলেরা সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামায় সেজে উঠেছিল। সূর্য ওঠার পর অধ্যক্ষ স্যারের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। কারো হাতে বেলুন, কারো হাতে ফেস্টুন, বাঁশি—সব মিলিয়ে চারপাশে এক রঙিন, প্রাণময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শোভাযাত্রা শেষে শুরু হয় পান্তা খাওয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুপুরে বিরতি দিয়ে বিকেলে শুরু হয় বৈশাখি মেলা। মেলায় কুটির শিল্পের সাধারণ অথচ নান্দনিক জিনিসপত্র কিনেছি। সত্যিই দিনটি ছিল স্মরণীয়। আশা করি আগামী নববর্ষে তোমার সঙ্গে থাকতে পারব।	
শুভেচ্ছান্তে	
শিফা	
Send	  

প্রশ্ন ৯ : স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি ই-মেইল প্রেরণ কর। (ঢাবো-২০১৭)

New Message	
From	: ahanaf.ggc@gmail.com
To	: hamim.ggc@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ।
তারিখ : বুধবার, ৪ঠা মার্চ ২০২৬, সময় : সকাল ১০টা	
প্রিয় হামিম,	
শুভেচ্ছা রইল। তুমি জেনে খুশি হবে যে, মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমাদের কলেজ এবার বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে। সারা দিন ব্যাপী চলবে এই আয়োজন। সঙ্গীত-নৃত্য তো আছেই, আছে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আকর্ষণীয় নাটক এবং প্রামাণ্য অনুষ্ঠান। আরও আছে বিভিন্ন মজার মজার আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা। আশা করি আমাদের আয়োজনে তুমি উপস্থিত থেকে আমাকে আনন্দময় সঙ্গ দিবে।	
শুভেচ্ছান্তে-	
আহনাফ	
Send	  

প্রশ্ন ১০ : জরুরি রক্তের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও। (সিবো-২০১৬)

New Message	
From	: farin.rgc@gmail.com
To	: manal.rgc@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: জরুরি রক্তের প্রয়োজন।
তারিখ	: রবিবার, ২১শে জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.
প্রিয় মানাল, শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। আমরা ভালো। তবে মানসিকভাবে খুব টেনশনে আছি। আমাদের বন্ধু জয় গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ও হাসপাতালে ভর্তি আছে। ওর জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ এবি+। এই গ্রুপের রক্তের সন্ধান পেলে অবশ্যই জানাবে। আমার এই মেইলটা আমাদের যত পরিচিত বন্ধু আছে তাদের কাছে ফরোয়ার্ড করবে। তাছাড়া তোমার পরিচিত লোকজনদেরকে মোবাইলেও রক্তের জরুরি প্রয়োজনের কথা জানাবে। রক্তের সন্ধান পেলে মেইল করবে বা নিচের মোবাইলে ফোন করবে। শুভ কামনায়- ফারিন, 01713211910	
Send	  

প্রশ্ন ১১ : তোমাদের কলেজে অনুষ্ঠিতব্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে একজন দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব বরাবর একটি ই-মেইল রচনা কর। (ঢাবো-২০১৬)

New Message	
From	: arjon.cpscr@gmail.com
To	: ahanaf.cpscr@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে।
তারিখ : রবিবার, ৪ঠা মে ২০২৫, সময় : বিকাল-৪:৩০মি.	
শ্রদ্ধাভাজনেষু,	
আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে ক সরকারি কলেজে এক বর্ণাঢ্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে দেশবরেণ্য অনেক কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে আপনাকে আমরা প্রধান অতিথি হিসেবে পেতে ইচ্ছুক। আশা করি আপনি সানুগ্রহ সম্মতি দিয়ে আমাদের আয়োজনকে মহিমাম্বিত করে তুলবেন।	
বিনীত	
অর্জন	
সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক	
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ	
Send	  

প্রশ্ন ১২ : টাকা চেয়ে বাবার কাছে বৈদ্যুতিন চিঠি (ই-মেইল) লেখ।

New Message	
From	: shitol.car@gmail.com
To	: promitahmed@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: বই ক্রয়ের জন্য টাকা।
তারিখ : রবিবার, ২১শে জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
শ্রদ্ধেয় বাবা,	
সালাম নেবেন। আশা করি ভালো আছেন। আপনার ই-মেইল পেয়ে জানলাম আমার পরীক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন। চিন্তার কিছু নেই, প্রস্তুতি ভালোই চলছে। শুধু গণিতের প্রস্তুতি এখনো পুরো হয়নি, তবে পরীক্ষার আগে ১৫ দিনের বিরতিতে তা শেষ করতে পারব। গণিতের জন্য দু'একটি বই ও টেস্ট পেপার দরকার, তাই এক হাজার টাকা প্রয়োজন। সম্ভব হলে আগামী সপ্তাহে পাঠাবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন, মাকেও দোয়া করতে বলবেন।	
ইতি	
আপনার স্নেহের	
শীতল	
Send	  

প্রশ্ন ১৩ : মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিগুলো উল্লেখ করে বন্ধুদের প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা কর। (ববো-১৯, ববো-২৪, ঢাবো-২৫)।

New Message	
From	: wafa.cpscr@gmail.com
To	: himel.cpscr@gmail.com , junayed@gmail.com , swastika.cpscr@gmail.com , sristy@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিকর দিক।
তারিখ : রবিবার, ২১শে জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
প্রিয় বন্ধুরা,	
তোমাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। মোবাইল ফোন আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় হলেও এর অপব্যবহার ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে আনে। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার পড়াশোনায় মনোযোগ নষ্ট করে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ করে এবং মানসিক অস্থিরতা বাড়ায়। এছাড়া অযথা গেমস, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সময় নষ্ট ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দেয়। তাই আমাদের উচিত মোবাইল ফোন শুধু প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা। সতর্ক থাকলেই এ ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব।।	
ইতি	
ওয়াফা	
Send	  

প্রশ্ন ১৪ : শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। (ঢাবো-২৩, রাবো-২৪)।

New Message	
From	: samin.rgc@gmail.com
To	:olid.rgc@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ।
তারিখ : রবিবার, ২১শে জুন ২০২৬, সময় : বিকাল-৪.৩০মি.	
প্রিয় ওলিদ,	
আশা করি ভালো আছ। আমাদের কলেজ থেকে আগামী সপ্তাহে একটি শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করব এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে সেখানকার গুরুত্ব সম্পর্কে জানব। এটি আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আনন্দও দেবে। আমি চাই তুমি আমার সাথেই এই সফরে যোগ দাও। একসাথে ভ্রমণ করলে সফরটি আরও স্মরণীয় হয়ে উঠবে। আশা করি তুমি অবশ্যই আসবে।।	
ইতি	
সামিন	
Send	  

-০-

বি. দ্র. ইমেইল যেমন আছে তেমনই লিখতে হবে। অর্থাৎ বক্স করে লিখতে হবে। এমন কি ইমোজিগুলোও দিতে হবে।

স্মুদেবার্তা: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন ১: জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে ন্যূনতম ৫টি
বাক্যে স্মুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

To : 0172043784..

ওয়াফা,

এই দিন তুমি প্রথম, এসেছিলে ধরায়,
কেঁদেছিলে শুধু তুমি, হেসেছিলো সবাই,
এমন জীবন গড়ো, যে দিন তুমি চলে যাবে,
হাসিবে তুমি শুধু, কাঁদিবে সবাই।

শুভ জন্মদিন।

শিফা

Received:

10.53.26

21.06.26

From:

shifa

018191279..

প্রশ্ন ২ : এইচ এস সি পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফলের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে
বন্ধুকে ন্যূনতম ৫টি বাক্যে স্মুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

To : 0172043784..

প্রিয় স্বস্তিকা,

এইচ এস সি পরীক্ষাতে তুমি জিপিএ ৫.০০ পেয়েছো। এই সংবাদে শুধু আমি নই
আমরা বন্ধুরা সবাই মহা আনন্দিত। তুমি ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতে একজন
ভালো চিকিৎসক হওয়ার। তোমার এই ফলাফলে স্বপ্ন পূরণের অনেক কাছাকাছি
গেলে। তোমার সার্বিক মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করি।

সৃষ্টি

Received:

10.53.26

21.6.26

From:

sristy

0174452716...

প্রশ্ন ৩: বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে ন্যূনতম ৫টি বাক্যে স্মৃদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

To : 0171321191..

মাহি,

বইছে নদী, বইছে বাতাস

পাচ্ছি আমরা নতুন বছরের নতুন সুবাস

ফুটুক ফুল, ডাকুক পাখি,

নববর্ষে সবাই মিলে সুখে থাকি। শুভ নববর্ষ।

শাফি

Received:

10.53.26

21.06.26

From:

shafi

0172043784...

প্রশ্ন ৪ : ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে ন্যূনতম ৫টি বাক্যে স্মৃদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

To : 0172043784..

বাঁধন,

ফুল ফুটেছে, পাখি ডাকছে, চাঁদ উঠেছে ঐ

ঈদের খুশিতে আমরা সবাই করি হৈচৈ।

খাবো আমরা পায়েশ, ফিরনি

সং গুণে, সবাই হবো গুণি।

ঈদ মোবারক।

সিয়াম

Received:

10.53.26

21.06.26

From:

siyam,018191279..

প্রশ্ন ৫: শিক্ষা সফরে যাওয়ার বিভিন্ন তথ্য জানিয়ে সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে একটি স্মুদে বার্তা লেখ। (চবো-১৭)

To : All

‘বার্ষিক শিক্ষা সফর -২০২৬’

আয়োজনে: দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী

তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক : খালিদা হাবিব, ইংরেজি বিভাগ

তারিখ : ৩১.১.২৬ খ্রি.

স্থান : মহাস্থানগড়, বগুড়া

চাঁদার পরিমাণ : ৬০০.০০ টাকা

যাদের কাছে চাঁদা দিতে হবে: শিফা, দিয়া, নুবা, দিয়া ঘোষ, ওয়াফা, রাজ, জারিফ, তাসনিম, নাফিসা

চাঁদা দেয়ার শেষ তারিখ : ২০.১.২৬

ওয়াফা, দ্বাদশ বিজ্ঞান

Received:

10.53.26

20.01.2026

From:

wafa, X11 Science

018191279..

প্রশ্ন ৬: আসন্ন পরীক্ষার জন্য দোয়া চেয়ে বাবার কাছে ৫টি বাক্যে স্মুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

To : 0172043784..

শ্রদ্ধেয় বাবা,

সালাম নিবেন। আগামী কাল থেকে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু।

আমার প্রস্তুতি সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে অনেক ভালো।

আমার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না।

আমার জন্য মাকে দোয়া করতে বলবেন এবং আপনিও দোয়া করবেন।

শাফি

Received:

10.53.26

17.06.2026

From:

shafi

018191279..

প্রশ্ন ৭: বাংলা নববর্ষের র্যালিতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি স্মুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

To : 0171321191...

প্রমিত

আগামীকাল নববর্ষ উপলক্ষে সকাল ৭টায় কলেজ থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহিদ মিনার প্রদক্ষিণ শেষে কলেজে ফিরবে। ৯টায় পান্ডা ভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। তোমরা সবাই উপস্থিত থেকো।

সীমান্ত

দ্বাদশ বিজ্ঞান

Received:

10.53.26

13.04.2026

From:

simanto, X11 Science

018191279..

প্রশ্ন ৮: মা দিবসে মাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি স্মুদে বার্তা প্রেরণ কর।
(সিবো-১৯)

To : 0171321191...

মা,

পৃথিবীতে তোমার তুলনা তুমি নিজেই, মা। তোমার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু এই পৃথিবীতে নেই। সংস্কৃতিতে একটি শ্লোক আছে: *জননী জন্মভূমি সর্গাদপি গরীয়সী*। সত্যিই তাই—তুমি আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও বড়। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আমার জন্য তুমি কত কষ্ট করেছো, তার কোনো প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। বিশ্ব মা দিবসে আজ তোমার কাছে শুধু একটি দোয়া চাই: তুমি দোয়া করো মা, মানুষ, মানবতা আর প্রকৃতির কল্যাণে যেন আমার সমস্ত মেধা ও কর্ম নিবেদিত হয়।

তোমার স্নেহের সন্তান।

ওয়াফা

Received:

10.53.26

10.05.26

From:

wafa

বি. দ্র. স্মুদেবার্তা যেভাবে লেখা আছে সেভাবেই বক্স করে লিখতে হবে।

বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রিন্ট কপি



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর

বাংলা দ্বিতীয় পত্রের

পূর্ণাঙ্গ সাজেশন ও সমাধানের

প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রাপ্তিস্থান : টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৪১০৬

সাহিত্য ভাণ্ডার, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৩০-৯০৫৯৩৫

মনি লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৪১-৭০০০১৩

রফিক লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৮০-৭০৬০৯০

মিন্টু লাইব্রেরি, লালবাগ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৮-১৬৯৯৯৬

তুষ লাইব্রেরি, দিনাজপুর। হাসান লাইব্রেরি : সৈয়দপুর।

আধুনিক লাইব্রেরি, গাইবান্ধা। জ্ঞানাকুর ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, নীলফামারী।

এরও জেলা শহরের পণ্ডান পণ্ডান লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

অথবা

অনলাইনে সংগ্রহ করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।

www.boipottro.com

অথবা

কল করুন : ০১৮১৯১২৭৯৯৮



অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন- নিয়ে এলো

মুসা স্যারের অনলাইন- eBook সিরিজ 

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

সাজেশন ও সমাধান

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বিষয়: সারসর্ম ও সারাংশ/
ভাবসম্প্রসারণ। নম্বর: ১০

সারাংশ, সারসর্ম ও সারসংক্ষেপ থেকে ১টি এবং ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে

**১০০%**কমন এবং
A+ পাওয়ার
নিশ্চয়তায়**প্রণয়নে: মুসা স্যার**

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

সারাংশ, সারসর্ম ও সারসংক্ষেপ থেকে ১টি
এবং

ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন
থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে

ভাব-সম্প্রসারণ

ভাবসম্প্রসারণ সুন্দর ও মানসম্মতভাবে লেখার জন্য ৫টি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও কৌশল নিচে দেওয়া হলো:

১. **ভাবের মর্মার্থ উদ্ধার:** উদ্ধৃতির আক্ষরিক অর্থের চেয়ে এর অন্তর্নিহিত বা গূঢ় ভাবটি আগে গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে। এই মূল ভাবটিকেই মূলত কয়েক লাইনে সারসংক্ষেপ হিসেবে শুরুতে লিখতে হয়।
২. **তিনটি স্তরে বিন্যাস:** একটি আদর্শ সম্প্রসারণকে তিনটি অংশে সাজাতে হবে—
মূল ভাব (সারকথা), সম্প্রসারিত ভাব (বিস্তারিত যুক্তি ও বিশ্লেষণ) এবং উপসংহার (মূল বিষয়ের গুরুত্ব বা নিজস্ব সিদ্ধান্ত)।
৩. **যুক্তিনির্ভর ও সাবলীল ভাষা:** অত্যন্ত সহজ ও মার্জিত ভাষায় বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক উদাহরণ বা একই কথার পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে নতুন নতুন যুক্তির মাধ্যমে বক্তব্যকে শক্তিশালী করে তোলা জরুরি।
৪. **নৈব্যক্তিক উপস্থাপন:** ভাবসম্প্রসারণে কখনো "কবি এখানে বলতে চেয়েছেন" বা "আমার মতে"—এ জাতীয় ব্যক্তিগত সম্বোধন ব্যবহার করা উচিত নয়। এটি একটি সাধারণ ও নিরপেক্ষ আলোচনা হতে হবে।
৫. **উপমা ও উদাহরণ ব্যবহার:** মূল বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় ইতিহাস বা সমসাময়িক জীবন থেকে উদাহরণ, উপমা ও রূপক ব্যবহার করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন মূল প্রসঙ্গের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

১. সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

অথবা, পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত কর।

উত্তর: সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এই কথাটি তখনই সত্য হয়, যখন মানুষ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়িয়ে অন্যের উপকারে আসতে পারে। মানুষ যদি শুধু নিজের ভালোর কথাই ভাবে, তবে সে প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা তখনই আসে, যখন কেউ নিজের আনন্দ-বেদনা ভাগ করে নেয় অন্যদের সঙ্গে। তখনই জীবনে আসে প্রকৃত শান্তি।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দুটি সৃষ্টি হল মানুষ ও ফুল। ফুল যেমন নিজের রঙ, গন্ধ ও সৌন্দর্য দিয়ে অন্যকে আনন্দ দেয়, মানুষও যদি নিজের ভালো গুণ অন্যের কল্যাণে কাজে লাগায়, তাহলেই তার জীবন সার্থক হয়। একটি ফুল কলি থেকে ফুটে ওঠার আগ পর্যন্ত অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়। সে তখন নিজেকে ত্যাগ করে অন্যকে আনন্দ দিতে প্রস্তুত হয়। তেমনি মানুষকেও উচিত নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরের উপকারে আসা। এতে মানুষ যেমন আত্মতৃপ্তি পায়, তেমনি সমাজও হয় সুন্দর।

আজকের পৃথিবীতে অনেকেই শুধু নিজের কথাই ভাবে। ফলে সমাজে হিংসা, লোভ আর অন্যায়ের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। অথচ যদি সবাই একে অন্যের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে পৃথিবী হয়ে উঠবে সুখের স্থান। স্বার্থপর মানুষ যত বড়ই হোক না কেন, সে কোনো দিনই প্রকৃত সুখ পায় না। তার জীবন হয় নিরর্থক। এই বিষয়টি মনে রেখে কবি লুৎফর রহমান বলেছিলেন—

“যতদিন না মানুষ পরকে সুখ দিতে আনন্দবোধ করবে, ততদিন তার যথার্থ কল্যাণ নাই।”

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক মহামানব ছিলেন, যারা নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করে মানুষের জন্য কাজ করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), রাবেয়া বসরি,

হাজী মুহম্মদ মুহসীন, কার্নেগির মতো মানুষদের ত্যাগ আজও আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়।
তেমনি সাধারণ মানুষদের ছোট ছোট ত্যাগও সমাজকে সুন্দর করতে সাহায্য করে।
প্রকৃতি আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে, আমাদের প্রয়োজনও সেই ত্যাগকে
সম্মান জানিয়ে অন্যের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা। ফুল যেমন শুধু নিজের জন্য নয়,
অন্যের জন্য ফোটে; তেমনি আমাদেরও উচিত এই পৃথিবীতে নিজেদের জীবন পরার্থে
কাজে লাগানো। তাহলেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা পাওয়া সম্ভব।

২. স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

অথবা, স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন, স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিনতর।

উত্তর: অগণিত লোকের প্রাণান্তকর সংগ্রাম এবং অটেল রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়
স্বাধীনতা। এর ত্যাগ ও কৃঙ্কসাধনের পর যে স্বাধীনতা অর্জিত হয় তা রক্ষা করার জন্য
অধিকতর সচেতনতা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

অন্যের অধিকার বা শাসনের বাইরে থাকার নাম স্বাধীনতা। স্বাধীনতা জাতীয় জীবনের
অমূল্য সম্পদ। স্বাধীনতা অর্জন কঠোর শ্রম ও সীমাহীন ত্যাগের ফল বলে বিবেচনা করতে
হয়। অনেক ত্যাগ-তীক্ষ্ণ এবং বহু প্রাণের বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এ স্বাধীনতা অর্জিত
হয়। কারণ, শক্তিমান শাসকরা কখনও পদানত জাতিকে স্বাধীনতা দান করে না। কষ্টার্জিত
এই স্বাধীনতা শুধু অর্জনের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে তার যথার্থ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না।
স্বাধীনতাকে মর্যাদাশীল করে রাখতে হয়। আর মর্যাদাশীল করে রাখার কাজটিই সবচেয়ে
দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সংগ্রাম আর অপরিসীম আত্মত্যাগের যে স্বাধীনতার আগমন ঘটে
তার সামনের দিনগুলো আরো ভয়াবহ ও সংকটময় বলে বিবেচিত হয়। তাই স্বাধীনতা
রক্ষা করার জন্য আরো বেশি শক্তি প্রয়োজন। কারণ স্বাধীন দেশের ভেতর ও বাইরে শত্রুর
অবধি থাকে না। বাইরের ও ভিতরের বিরোধিতা থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সাধনা
যথার্থই কঠোর সাধনা। স্বাধীনতা পূর্বেকার শত্রুরা অদৃশ্যভাবে দেশের ক্ষতি করে। তাদের
পরাজিত করা অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার। এভাবে চলতে থাকলে রাষ্ট্রীয় জীবনে হতাশা দেখা
দেয়, কর্মোদ্দীপনা কমে যায় এবং জাতীয় উন্নতির পথ হয় কণ্টকাকীর্ণ। তখন স্বাধীনতার
গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্ম রক্ষা করার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই স্বাধীনতার রক্ষার জন্য
দেশের আপামর জনসাধারণকে অশেষ চেষ্টা ও কর্তব্যপরায়ণতার সাথে মাঠে-ময়দানে,

কলে-কারখানায় অবিরাম কাজ করতে হয়। দেশকে শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত করে দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে হয়। কৃষির উন্নতি বিধান করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড যদি দৃঢ় থাকে এবং দেশ যদি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তাহলেই জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণা ও সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। তখন দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবার ভয় থাকে না। কিন্তু জনগণকে সাথে নিয়ে কাজগুলো করা যথেষ্ট সহজ নয়। ১৯৭১ সালে আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধারা ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তাকে কি আমরা যথেষ্ট মর্যাদার সাথে রক্ষা করতে পারছি? স্বাধীনতা লাভের পরেও বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে নীতিহীনতা, অত্যধিক ব্যয়ের প্রবণতা, অসামাজিক কার্যকলাপ, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বেড়ে চলছে-এ অবস্থা যদি দীর্ঘদিন চলতে থাকে তবে স্বাধীনতা রক্ষা করা কি সত্যিই সম্ভব হবে? অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সচেতন ও শক্তিশালী না হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা সত্যিই দুরূহ হয়ে পড়বে। স্বাধীনতা হীনতায় এই পৃথিবীর কেউই বাঁচতে চায় না। ফলে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই থাকে। কিন্তু একে রক্ষা করার বিষয়টি ও ভুলে গেলে চলবে না, সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া স্বাধীনতাকে সত্যিকার অর্থে রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

৩. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্যে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে

উত্তর: অন্যায় আমাদের সমাজে আজ প্রকটভাবে চেপে বসেছে। এজন্যে অন্যায়কারী তো অবশ্যই দায়ী, সেই সাথে অন্যায়কারীকে যিনি প্রশ্রয় দেন তিনিও দায়ী। অন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাই অন্যায়কারী এবং অন্যায় সাহায্যকারী দুজনেরই ন্যায়ের বিবেচনায় শাস্তি পাওয়া উচিত।

জীবনকে শুভ্র, সুন্দর, সুখকর রাখতে অন্যায় থেকে দূরে থাকতে হবে। অন্যায় থেকে বিরত থাকলেই জীবন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। কিন্তু স্বার্থপর, লোভী, বিবেকহীন মানুষ স্বীয় চরিতার্থের প্রচেষ্টায় অন্যায়ের দ্বারস্থ হয় এবং মানবসমাজকে নিপীড়ন ও বেদনায় বিষাক্ত করে তোলে। অন্যায়কারীরাই বাস করেন না, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরও আছেন এবং সংখ্যায় তারা কম নয়। এসব ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির তাদের ন্যায়পরায়ণ বিবেক দ্বারা

সত্য, শুদ্ধ পথে পরিচালিত হন। জগতের সব কাজেই তার অন্তরের বিবেকবুদ্ধি থেকে আসে অমোঘ বিধান-অনড় নির্দেশ। কিন্তু ভীতি ও দুর্বলতার কারণে অনেক সময় মানবকুল ন্যায়ের সেই অমোঘ নির্দেশ পালনে হয় পশ্চাৎপদ। সেই মহান দায়িত্ব পালনে হয় কুণ্ঠিত এবং সংকুচিত। ন্যায়ের নির্দেশ পালনে এই অক্ষমতা বা দ্বিধা-দুর্বলতার অর্থ অন্যায়কে স্বীকার করা। অন্যায় সহ্য করা বা উপেক্ষা করাও প্রকারান্তরে অন্যায়কে উৎসাহিত করা হয়। এক সময় অন্যায়ের দুর্বিষহ অত্যাচারে আতর্নাদ করে উঠে পৃথিবী। ন্যায়বোধ পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি হবার উপক্রম হয়। অন্যায়কারী অবাধে অন্যায় কাজ করে যেতে পারে যদি তার কাজে কোন বাধা না আসে। অন্যায় যার উপর হয় সে যদি প্রতিবাদ করে বা প্রতিরোধের উদ্যোগ নিয়ে অপরের সাহায্য কামনা করে তবে অন্যায় কর্ম অবাধে সংগঠিত হতে পারে না। সমর্থ থাকুক বা না থাকুক অন্যায়কে সহ্য করে চলবে না; শক্তি প্রয়োগ সম্ভব না হলে অন্তত ঘৃণার মাধ্যমে অন্যায় প্রতিরোধের উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যায়কে প্রশ্রয়দানের ফলে আমাদের সমাজের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কী ধরনের অবনতি হতে পারে তা আমরা আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারব। আমরা আমাদের গা-বাঁচানোর স্বভাবের কারণে অন্যের আহ্বানে সাড়া দেই না। একদিন অন্যরাও আমাদের বেলায় একই কাজ করবে। এভাবে প্রতিরোধকারীদের মানসিকতা যদি ভেঙে যায় তবে অন্যায়কারীকে যেমন আমাদের ঘৃণা করা উচিত তেমনি অন্যায় প্রশ্রয়কারীকেও প্রচণ্ড ধিক্কার দেয়া উচিত, যাতে তার মধ্যে প্রতিরোধের প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠে।

আমাদের সমাজে আজ অন্যায়কারীর চেয়ে অন্যায় প্রশ্রয়দাতার সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অবক্ষয় রোধ করা না গেলে সবাইকেই একদিন এ অব্যবস্থার জন্য চরম মূল্য দিতে হবে।

৪. স্বদেশের উপকার নাই যার মন/কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।

উত্তর: স্বদেশে প্রেম মানবজীবনের একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য। মাতৃভূমির প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত শিক্ষিত সংবেদনশীল হৃদয়ে পরম শ্রদ্ধা ও আগ্রহের বিষয়। স্বদেশের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা প্রকাশ পায় এর শাস্ত্রত কল্যাণ আকাজক্ষায় একমাত্র মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তির পক্ষেই এর বিরুদ্ধ বা বিরূপ চিন্তা পোষণ করা সম্ভব।

পাখি ভালবাসে তার নীড়কে, অরণ্যের ভয়াল জন্তুও ভালবাসে গহীন বনকে, মানুষও ভালবাসে তার দেশকে-পরিচিত পরিবেশকে, যেখানে সে লালিত হয় অপরিসীম মমতায়। মাতা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার প্রভাব প্রতিটি মানুষের দেহে, মনে-প্রাণে বিদ্যমান। অন্তঃসলিল ফল্লুধারার মত মাতৃভূমি আমাদের জীবনের মমমূলে থেকে চালিত করেছে অনন্তকাল। দেশপ্রেম তাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বেড়ে ওঠে, সে পরিবেশের প্রতি, সেখানকার মানুষের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক মমতা ও আকর্ষণ গড়ে ওঠে, তাই আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সে গেয়ে ওঠে-

“আমার এই দেশেতে জন্ম যেন, এই দেশেতেই মরি।”

এ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমাত্রই যে দেশের কল্যাণের জন্য চিন্তা করবে সেটা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পড়ে। স্বদেশের উপকার মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ থেকে রক্ষা করে তাকে ব্যাপক বৃহত্তর মধ্যে সুযোগ করে দেয়। মানুষের প্রবৃত্তিগুলো এর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবার সুযোগ পায়। তাই প্রতিটি মানুষ মাত্রেই কর্তব্য দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়া। দেশপ্রেমিক মহান ব্যক্তি দেশের এবং তার দেশের অধিবাসীর কল্যাণের জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকেন। দেশের কল্যাণের স্বার্থে তাদের চেষ্টার অন্ত থাকে না। মানুষের স্বদেশ প্রেমের এই বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে বর্তমান থাকে না তাকে প্রকৃত পক্ষে মানুষ বলে অভিহিত করা চলে না। স্বদেশ প্রেমহীন ব্যক্তি পশুর মত বিবেচনাহীন এবং ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। স্বদেশপ্রেম, মানবতার উদার বাণী এদের পাষণ্ড হৃদয় ভেদ করার জন্য পশুর মত আচরণ করতে এদের বাধে না। পারিপাশ্বিকতা তাকে বাধা দিলে অমানবিক ও হিংস্র হয়ে ওঠে তার আচরণ। তখন পশু এবং তার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। বিবেকবুদ্ধি-বর্জিত স্বার্থান্বেষী এসব পশুতুল্য মানুষগুলোর জন্যেই পৃথিবীর মানুষ ভোগ করে অবর্ণনীয় দুর্দশা।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই মাতৃভূমির সার্বিক কল্যাণকামী হৃদয় হওয়া উচিত। কেননা, স্বদেশের প্রতি ভালবাসাই মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ টেনে দেয়। পশুর দেশ না হলেও চলে কিন্তু রক্তমাংসের শুদ্ধ চেতনার মানুষের পক্ষে এ ধারণা দুঃখজনক এ জন্যই যে, দেশপ্রেম মানুষের মহত্বের যথার্থ পরিচয় উন্মোচন করে।

৫. কীর্তিমানের মৃত্যু নেই,

অথবা, মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে,

বয়সের মধ্যে নহে।

উত্তর: পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত কিন্তু কাজের পরিধি ব্যাপক। সময়ের পরিধি সহজেই শেষ হয়ে যায় কিন্তু কৃতকর্মের ফল কখনই শেষ হয় না। মহৎ কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে যুগের পর যুগ বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

মানুষের জীবনকে দীর্ঘ বয়সের সীমারেখা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না জীবন যদি কোন কাজ না থাকে তবে সে জীবন অর্থহীন। সে নিষ্ফল জীবনের অধিকারী মানুষটিকে কেউ মনে রাখে না। কিন্তু কীর্তিমান ব্যক্তির যেমন মৃত্যু নেই, তেমনি সমাপ্তি নেই। মৃত্যুর কালো স্পর্শের স্বাদ গ্রহণ করতে হয় প্রতিটি মানুষকেই। কারো দুদিন আগে, কারো দুদিন পরে। এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের নাম মৃত্যুর সাথে সাথেই মুছে যায়। কারো নাম আবার শত শত বছরেও এতটুকু অস্পষ্ট হয় না। এ বিষয়গুলো কখনই ব্যক্তি কত বছর বেঁচে থাকল তার উপর নির্ভর করে না। ঐ ব্যক্তি মানব কল্যাণে কী ভূমিকা রেখে গেলেন সেটাই মূল বিবেচ্য। অনেক আত্মসুখ নিমগ্ন মানুষ আছে যারা পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকে নিজের সুখের কথাই চিন্তা করেন। মানবকল্যাণে কোন কাজ করার মানসিকতা থাকে না। এদের কথা মানুষ কখনই মনে রাখে না। অন্যদিকে, মানব জাতির কল্যাণে যারা মহৎ কাজ করেন তাদের জীবনকালে অল্প দিন হলেও পৃথিবীর মানুষ তাকে স্মৃতিতে অম্লান করে রাখে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মাত্র একুশ বছর বয়সে মারা যান। কিন্তু সাহিত্যজগতে তার অমূল্য অবদান মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর জন্য তিনি মানুষের মধ্যে বেঁচে আছেন এবং থাকবেন। যিনি কাজের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের কল্যাণ করেন, তাকে বিশ্বের মানুষ হৃদয়ে শ্রদ্ধার সাথে আসন দান করে। ফলে মানবজীবনের প্রকৃত সাফল্য বিবেচিত হয় তাঁর কৃতকর্মের মাধ্যমেই। গৌরবোজ্জ্বল কৃতকর্মের দ্বারাই সে জীবনের সীমা অতিক্রম করে।

মানুষের চিরবিদায় পরও মহৎ কর্মের নিদর্শন বিদ্যমান থেকে মানুষের অমরতা ঘোষণা করে।

প্রতিটি মানুষেরই গোপন বাসনা, সে যেন মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। এই বাসনার প্রতি লক্ষ রেখে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত জগৎ ও মানুষের কল্যাণের জন্য অবিরত কাজ করে যাওয়া।

৬. জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

উত্তর: সৃষ্টির সেবাতেই স্রষ্টার সেবা। এ সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করলে বিধাতা মানুষের প্রতি খুশি হন। তাই সকল জীবকে ভালবাসার পথ ধরেই স্রষ্টাকে লাভ করার সাধনা করা উচিত।

স্রষ্টার কাছে প্রিয় জিনিস তার সৃষ্টি। স্রষ্টা তার সৃষ্টির মাধ্যমেই প্রকাশ করেন নিজেকে। তিনি পরোক্ষভাবে সৃষ্টির মাঝেই বিলিয়ে দেন নিজেকে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে স্রষ্টা রচনা করেন তার সৃষ্টিকে। এ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ। মানুষের তাই এ সৃষ্টির প্রতি রয়েছে আলাদা দায়িত্ব, মানুষ তার মেধা-মনন দিয়ে অন্যের সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে। অন্যান্য জীবের চাহিদাওই মানুষের বিভিন্ন চাহিদা একমাত্র মানুষই বুঝতে সক্ষম। দুঃখী যন্ত্রণাকাতর জনের সেবা করা। আর সেবা করার মানসিকতা আনতে হলে প্রথমে এদেরকে ভালবাসা দরকার। এ ভালবাসা মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যারা স্রষ্টাকে ভালবাসার দাবি করেন, বাস্তবে তাদের দাবি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় মানুষকে ঘৃণা করে যারা শাস্ত্রের পূজা করে তাদের সাধনা ভগ্নমির পর্যায়েই পড়ে। বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায়-

“মানুষেরে ঘৃণা করি

ও’ কারা কোরান, বেদ, বাইবেল, চুম্বিছে মরি মরি।

ও’ মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে

যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।

পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।”

মানুষের স্পর্শকে তারা দূরে ঠেকিয়ে রেখে অর্থহীন সামাজিক রীতি ও সংস্কারের আরাধনা করে। এতে তারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের স্পর্শকেই দূরে সরিয়ে রাখে। গৌতমবুদ্ধ জীব হিংসা পরিত্যাগ করে সর্বভূতে প্রেম ও মানুষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রী

চৈতন্যের বাণী প্রেম, মৈত্রি ও সহিষ্ণুতার বাণী, শ্রী রামকৃষ্ণের বাণী-সেবার বাণী, মানবতার বাণী আর ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সমগ্র জীবনটাই মানবতার প্রেম। সেবা আর সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, দানের আর ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ মানব প্রেমে উদ্বেল হৃদয়ে বলেছিলেন “যতদিন ভারতবর্ষে একটি লোকও বুভুক্ষু থাকবে ততদিন আমি আমার মুক্তি চাই না।” এ উদার মানব প্রেম।

মূলত মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা। সেই সেবার পশ্চাতে কেবল প্রত্যাশা কিংবা অভিসন্ধি থাকা উচিত নয়। প্রত্যাশাবিহীন এবং স্বার্থবিমুক্ত জনসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর সেবায় ন্যায় এক অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দের প্রসাদ অন্তরে লাভ করা যায়। তা-ই প্রকৃত জনসেবকের চরম ও পরম প্রাপ্তি।

৭. **বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছেন নারী, অর্ধেক তার নর।**

উত্তর: নারী-পুরুষের সমান চেষ্টা ছাড়া পৃথিবীতে বড় কিছু সৃষ্টি হয়নি। পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণের পেছনে নারী-পুরুষের একত্র প্রয়াস সমানভাবে কার্যকর।

সৃষ্টিকর্তা নারী জাতিকে পুরুষ জাতির পরিপূরক রূপে সৃষ্টি করেছেন। কিংবা অন্যভাবে বলা যায় পুরুষকে নারীর পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই যথার্থ সাফল্যের জন্য প্রত্যেক নারী-পুরুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই এ পৃথিবীর সভ্যতা ও প্রগতি বেগবান হয়েছে। এই ধ্রুব সত্যকে যখনই যে সভ্যতা অস্বীকার করতে চেয়েছে তখনই তাদের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। পুরুষ যখনই নারীর অধিকারের উপর খড়্গহস্ত হয়েছে তখনই পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা। মানবতার অভাবে পৃথিবীতে বিরাজ করেছে মরুময় শূন্যতা। একই ভাবে নারী যখন তার কল্যাণব্রতের ভূমিকা থেকে চ্যুত হয়েছে তখনই সভ্যতায় এসেছে স্থবিরতা। সভ্যতার ইতিহাস এসব ঘটনার নীরব সাক্ষী। তাই আধুনিক সভ্যতা ও প্রগতির জন্য নারী কিংবা পুরুষ জাতি একক কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না। আর কেউ যদি তা করে তবে সে দাবি গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হবে।

আদিকাল মানুষ জাতি বড় অসহায়ভাবে জীবনযাপন করত। সময়ের বিবর্তনে মানব জাতি যাবতীয় প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নতুন নতুন সভ্যতা জন্ম দিয়েছে। মানুষ তার মেধা আর

কায়িক পরিশ্রম দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলছে বর্তমান সভ্যতার তিলোত্তমা মূর্তি। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে পুরুষের পরিশ্রম আর সংগ্রামের পেছনে নারীর সেবা আর সভ্যতার অগ্রগতি যদি একটি গাড়ি হয় তবে নারী-পুরুষ হল সেই গাড়ির দুই চাকা। এই দুই চাকা যদি সমান না হয় তবে গাড়ি সমান তালে এগিয়ে যেতে পারবে না। এই সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করলে এবং সেই অনুযায়ী এগোতে পারলেই মহান কিছুকে লাভ করা সম্ভব।

সম্মিলিত এই প্রয়াসের কথা আমরা মাঝে মধ্যেই ভুলে যাই, ফলে সভ্যতার অগ্রগতি হয় ব্যাহত। যাবতীয় সংকীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে, কল্যাণের পথে অগ্রসর হবার প্রয়োজনে আমাদের তাই সম্মিলিত ভাবে কাজ করা উচিত।

৮. দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

উত্তর: বিদ্বান যদি চরিত্রহীন বা দুর্জন হয় তবে তাকে দিয়ে কোন উপকার আশা করা অনুচিত। চরিত্রহীন ব্যক্তি অজস্র জ্ঞানের অধিকারী হইলেও তার সঙ্গ সর্বদাই পরিত্যাগ করা উচিত।

দুর্জন শব্দের আভিধানিক অর্থ-দুষ্ট বা খল ব্যক্তি। ‘বিদ্বান’ শব্দের অর্থ পণ্ডিত, সুশিক্ষিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি। দুর্জন ব্যক্তি চরিত্রহীন ব্যক্তির তুল্য। চরিত্র হচ্ছে কল্যাণ ও সত্যের প্রতি সুতীর অনুরাগ। চরিত্রবান ব্যক্তি তার সমস্ত জ্ঞানকে সত্য ও কল্যাণের পথে চালিত করে। তিনি অহংকারহীন, হিংসাধ্বৈষহীন সংযত জীবনযাপন করেন। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে- “বাক্যে কার্যে এবং চিন্তায় সামঞ্জস্য রক্ষিত হইলে মানুষের মধ্যে যে একটি পবিত্র ভাব ফুটিয়ে ওঠে তাহাকে চরিত্র বলিয়া অভিহিত করা যায়।” দুর্জন লোকের চরিত্রে এসব গুণের সমাবেশ দেখা যায় না। আমরা জানি বিদ্যা মানুষের অমূল্য সম্পদ, বিদ্যা মানুষের চোখ, মন খুলে দেয়। বিদ্যা নামক বস্তুটির মাধ্যমে একজন মানুষ পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। শুধু তাই নয় মানুষ, সমাজ, জাতির কল্যাণ কিভাবে করা যায়- তার যাবতীয় নির্দেশনাও মানুষ বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে জানতে পারে। সর্বোপরি একজন বিদ্বান লোক দেশ ও জাতির কল্যাণে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখতে পারেন। কিন্তু বিদ্বান যদি চরিত্রহীন হয় তবে তার যাবতীয় জ্ঞান সুস্থ-সুন্দর পথে কাজে না লাগিয়ে অমঙ্গলের পথে, অসুন্দরের পথে কাজে লাগাতে পারেন যা সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিদ্বান যদি হয় দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন, চরিত্রহীন, লম্পট তবে তার মত দুষ্টকৃত সমাজদেহে আর নেই। বিদ্বান ব্যক্তি

শ্রদ্ধাভাজন হলেও চরিত্রহীন বিদ্বান ভয়ংকর। সে লোক সমাজে কখনো সম্মান লাভের যোগ্য হতে পারে না। চরিত্রহীন বিদ্বান তার বিদ্যাকে অন্যায় কাজে লাগিয়ে থাকে। সুতরাং তার চিন্তা-চেতনার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রবাদে আছে যে, কোন কোন বিষধর সাপের মাথায় মনি থাকে। মনি বহু মূল্যবান পদার্থ বটে। কিন্তু মনি লাভের জন্য সাপের সাহচর্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সেরূপ বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হলেও বিদ্যালাভের জন্য দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নয়। কারণ, দুর্জনের সাহচর্য নিষ্ফল্য ব্যক্তির চরিত্রও কুলষিত হতে পারে। ফলে মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চরিত্রহীন দুর্জন ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগের বিষয়ে মনীষীদের বক্তব্য হল- “সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।” তাই বিদ্বান ব্যক্তি সৎ কিনা সেটা অবশ্যই বিবেচ্য তা না হলে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের সমাজে বিদ্বান ব্যক্তির যেমন অভাব নেই তেমনি দুর্জন ব্যক্তিরও অভাব নেই। আমাদের উচিত হবে চরিত্রবান বিদ্বান ব্যক্তি খুঁজে বের করা এবং তাদের সাহচর্য লাভ করা অন্যদিকে দুর্জন ব্যক্তিকে সবসময়ই এড়িয়ে চলা।

৯. প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।

উত্তর: সাহসীরাই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে। জীবনের পরিধি একদিন শেষ হবেই। মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে মানুষ ভীত হয় না, তার জীবনই যথার্থ সার্থকতার দাবিদার। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে মহান মৃত্যুকে বরণ করলে গৌরব ও অমরত্ব লাভ করা যায়। পৃথিবীতে মানুষ চিরজীবী নয়। যে জন্মেছে তাকে মরতেই হবে। মানুষ যেদিন সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই সে আর একটি সত্য বহন করে বেড়াচ্ছে, সেটি হল মরণ। মানুষ দৈহিকভাবে বেঁচে থাকতে না পারলেও অনেকেই অমর হয়ে আছেন কর্মের মাধ্যমে। সেই অমরতা প্রাপ্তির মূলমন্ত্র হচ্ছে বীরের মত কর্ম করে যাওয়া। মরণকে ভয় করলে মানুষের দ্বারা কোন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ভয়ের মধ্যে থাকলে জীবনের প্রতি মায়া দেখালে মৃত্যুভয় এসে জীবনকে মর্যাদাহীন করে তোলে। মৃত্যুর হাতে নিজেকে একদিন সমর্পণ করতেই হবে এ সত্যকে মেনে নিয়ে মৃত্যুকে সহজভাবেই মেনে নিতে হবে। তার পাশাপাশি পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে যেতে হবে। মরণকে উপেক্ষা করে সৃষ্টির উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে

মানুষের জীবনকে সুখকর অনুভূতিতে ভরিয়ে দেয়া যায় না, প্রত্যেক মানুষেরই এই সহজ সত্যটি অনুধাবন করা উচিত-মানুষ বাঁচে তার কর্মের মাধ্যমে। কর্ম যদি সময়োপযোগী এবং বীরত্বপূর্ণ হয় তবে পৃথিবীর মানুষই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, পৃথিবীর সব মৃত্যুই বৃথা যায়নি। সভ্যতার বাঁকে বাঁকে বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর কথা আমাদের অনেকেরই জানা। সেই দিনগুলোতে যাঁরা হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল পৃথিবী তাদের কোন দিনই ভুলবে না। তারা জাগতিভাবে মৃত্যুবরণ করলেও বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। দেশ ও জাতি বৃহৎ স্বার্থে মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ জ্ঞান করে বীরের মত এগিয়ে যায় মৃত্যু তাদের কোন দিনই নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। সাহসী মানুষের দুর্বার গতির মাঝেই জীবন জেগে থাকে। নতুন কোন সৃষ্টি, কর্তব্যে যে মৃত্যুকে ভয় করে না সেই মৃত্যুঞ্জয়ী। ১৯৭১ সালে দেশ যখন স্বাধীনতা লাভে উজ্জীবিত তখন জাতি পেয়েছিল প্রাণ। মুক্তিযোদ্ধারা হাসতে হাসতে প্রয়োজনে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ফলে দেশ পেয়েছিল স্বাধীনতা, মুক্তিযোদ্ধারা পেলেন অমরতা।

মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং পৃথিবীতে তার এমনভাবেই কর্ম করা উচিত যা মৃত্যুকে জয় করতে সক্ষম। মানব হিতার্থে দেশ ও জাতির বৃহৎ স্বার্থে আমাদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত-এতেই জীবনের যথার্থ সার্থকতা।

১০. ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

উত্তর: যথার্থ মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষের পরিচয় তার ভোগ-লালসার মাধ্যমের প্রকাশ পায় না, পরের জন্য ত্যাগের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত সুখ নিহিত। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে যে সুখ তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব অমৃত সুখ।

ষড়রিপুর (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য) প্রবল পরাক্রমে মানুষ আত্মসুখে নিমগ্ন হয়। স্বার্থমগ্ন মানুষেরা ভোগবিলাসের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি পেতে চায়। এতে মানুষের লালসা দিন দিন বাড়তে থাকে। ভোগে শুধু আসক্তিই বাড়ে। মানুষ ক্রমে ক্রমে লালসার গঞ্জির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আত্মতৃপ্তিতে, ভোগে সত্যিকারের লাভণ্য নেই। কারণ, ভোগে মানুষকে ত্যাগী হওয়ার পরিবর্তে অহংকারী হতে শেখায়। মানুষকে আলো বলমল জগৎ থেকে অমানিশার জগতের দিকে ধাবিত করে। সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে পঙ্কিলতার সাথে, গ্লানির সাথে এবং কালিমার সাথে। জীবন চলার বিস্তীর্ণ পথের পরিবর্তে সংকীর্ণ কানা গলিতে সে হাবুডুবু খেতে থাকে। তাদের দিয়ে সমাজের কোন উপকার সম্ভব নয়।

অপরদিকে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য চরিত্রে পরিচয় পাওয়া যায় তার ত্যাগের মধ্যে। নিজের স্বার্থ বড় বলে বিবেচনা না করে পরের উপকারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে যথার্থ মহানুভবতার পরিচয় দেয়। ত্যাগ মানুষকে বিরাট হৃদয়ের অধিকারী করে। তাই যে যত বেশি ত্যাগ করতে পারে সে তত বিরাট হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। ত্যাগী মানুষ নিজের সুখ অন্যের সাথে ভাগ করে নেয়, অন্যের দুঃখে দুখ অনুভব করে। কবির কণ্ঠেও তাই নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পরের জন্য কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলি দাও

তার মত সুখ কোথাও কি আছে, আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পৃথিবীর সকল মানুষ যদি নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের স্বার্থ নিয়ে ভাবে তাহলে আমাদের এই মাটির পৃথিবীও হয়ে উঠতে পারে স্বর্গের সমান। আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশের জন্য আমাদের ভোগী হবার পরিবর্তে ত্যাগী হওয়া উচিত।

১১. প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

অথবা, ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ।

উত্তর: অন্যান্য প্রাণীকুলের মত শুধু প্রাণ বা জীবনের অস্তিত্ব থাকলেই মানুষ পরিপূর্ণ হয় না, যথার্থ মানুষ হতে হলে দেহে প্রশস্ত অন্তঃকরণ তথা মনের উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। বিশ্ববিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এই পৃথিবী। অতি আদর, যত্নে, মমতায় তিনি সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্ব। এ সৃষ্টি বৈচিত্র্যে তার নৈপুণ্যের অন্ত নেই। বিশ্বজগতে যাদের প্রাণ আছে তারাই প্রাণী নামে বিবেচিত। জন্মের দিক দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। জন্মের প্রাথমিক স্তরে মানুষের অন্যান্য প্রাণীর মতই বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মে। এই বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের জন্য মানুষকে কোন চেষ্টা, যত্ন, সাধনা বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না। কিন্তু মানুষের মধ্যকার মন নামক বিশেষ সত্তাটির জন্যই তাকে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হয়। মানুষ ছাড়া অন্য জীবের মধ্য যা নেই তা হচ্ছে মনের অনুভূতি। এ অনুভূতি উদ্ভব ঘটায় মানবিক চেতনার। এই মানবিক চেতনা অন্য প্রাণীর না থাকায় মানুষের যে মহৎ গুণাবলি অর্জনের সুযোগ ঘটে তা অন্য প্রাণীর সম্ভব হয় না। মানুষ তার মন দিয়ে সাধনা করে জীবনের বিচিত্র বিকাশ ঘটায়। মনের সাহায্যে সে ভালমন্দ, দোষ-গুণ, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করতে পারে। এই মন থেকেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যার শারীরিক গঠন মানুষের মত

তিনিই মানুষ। এজন্য তাকে অনেক সাধনা করতে হয়। সুন্দর মনের অভাবে মানুষের প্রাণ থাকলে ও সে মানুষের পরিণত হয় না। তার অসুন্দর অমানবীয় ও পশুর মত আচরণ তাকে প্রকৃত মানুষ হবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই মানুষের প্রাণে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করার জন্য অনেক পড়াশুনা এবং সাধনার প্রয়োজন হয়। আমাদের সমাজে অনেক মানুষও পশুর ন্যায় কাজ করে বেড়াচ্ছে। কারণ, তাদের প্রাণে যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্ভব ঘটেনি। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন-

‘মনের মানুষই মানুষ’

মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য মানবিক চিন্তাভাবনার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। মানুষ যদি তার শ্রেষ্ঠত্বের চর্চা যথাযথভাবে না করে তবে পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে উঠবে।

১২. নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশ পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।

অথবা, জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল

উত্তর: জন্মের ওপর মানুষের কোন হাত নেই। তার অধিকার আছে কর্মে। কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষ তার প্রকৃত পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। কাজেই কোন ব্যক্তি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেটা মূল ব্যাপার নয়, তার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব পুণ্য কর্মের ওপরই নির্ভরশীল।

আভিজাত্য সকল যুগের মানুষের কাছেই আকাজক্ষিত। এ মর্যাদা তাদের শিরেই শোভা পায় যাঁরা কৃতকর্মের জন্য সমাজ ও দেশের সম্মানিত ছিলেন। ব্যক্তি বিশেষের সৎ কাজই তাকে শরারফতি বা কৌলিণ্য দেয়। সমাজ বা দেশের চোখে তিনি হন আশরাফ বা কুলীন বা অভিজাত। এর ফলে তিনি সমাজের বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু লোক আছে যারা কাজ না করে বংশানুক্রমিকভাবেই সে ফল ভোগ করতে চায়। বাপ-দাদার উপাধি ও বংশ মর্যাদার বলে তারা সমাজে উচ্চ আসন ও সম্মান দাবি করে। অথচ মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করার মত গুণ ও কর্মদক্ষতা তাদের নেই। পূর্ব পুরুষদের ভাগ্যের ও কর্মের গুণে যে অর্থ প্রতিপত্তি পেয়েছে তার দৌলতে নিজেদেরকে তারা গণ্যমান্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করে। কিন্তু মানবতার মাপকাঠিতে তারা আশরাফ বা অভিজাত ব্যক্তি

নন। সত্যিকার অর্থে অভিজাত্যের মাপকাঠি হবে পুণ্যকর্ম। যে ব্যক্তি ন্যায় ও সত্যকে অনুসরণ করে অন্যায় ও অবিচার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে তিনিই যথার্থ আশরাফ ব্যক্তি। সে ব্যক্তির যদি টাকা পয়সা নাও থাকে তবু তিনি মহান, অনুসরণীয় এবং মান্য ব্যক্তি। মিথ্যা ভণ্ডামির ওপর দাঁড়িয়ে যারা অভিজাত্যের আশ্ফালন করে তারা কপট; তাদের পতন আবশ্যম্ভাবী। মানুষ জন্মগত অধিকারের জন্য যতই কাড়াকাড়ি করবে তার ব্যক্তিগত শৌর্য ততই দুর্বল ও হীন হয়ে পড়বে। তিনি প্রকৃতপক্ষে বীর্যবান ও কর্মশক্তির অধিকারী যিনি কখনই পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন না। স্বীয় কর্মবলে তিনি সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করেন। তথাকথিত নীচু পেশাজীবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও অনেক মহাপুরুষ জগৎকে ধন্য করেছেন। জর্জ ওয়াশিংটন একজন সামান্য কৃষকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে স্বীয় কর্মবলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, শেরশাহ প্রমুখ ব্যক্তিনিতান্তই সাধারণ ঘরের সন্তান ছিলেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এরূপ শতসহস্র মহাপুরুষের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রকৃতির পুষ্পজগতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন পদ্মের জন্মও পক্ষে। সুতরাং মানুষের উচিত স্বীয় কর্মবলে সামনে অগ্রসর হবার চেষ্টা করা। প্রাচীন সভ্যতায় মানুষের কর্মের অধিকারও ছিল না। গোড়া সামন্তবাদী সমাজে এক শ্রমিক মানুষকে ছোট করে রাখা হত বিভিন্ন কৌশলে। আজ সে বর্বর সভ্যতার প্রায় অবসান ঘটেছে। মানুষ এখন স্বীয় কর্মবলে বংশগত গ্লানি দূর করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে অনেকে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেও আপন কুকর্মের জন্য সমাজে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়েছে। অভিজাত্য হারিয়েছে, বংশগৌরব তাকে রক্ষা করতে পারে নি।

মানুষের বল, গৌরব, সম্মান, প্রতিপত্তি সকল কিছু নির্ভর করে তার কর্মের উপর, জন্মের উপর নয়। তাই মিথ্যা অহংকার এবং কপটতায় আশ্রয় না নিয়ে অভিজাত্য অর্জন করার জন্য পুণ্যময় কাজ করা উচিত। তবেই অর্জিত হবে সত্যিকারের সাফল্য।

১৩. রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে আসে।

উত্তর: বাস্তব সংসারে সংকট আছে, সমস্যা আছে। কিন্তু সেটুকুই জীবনের সব নয় একদিন না একদিন সমস্যার অবসান ঘটবে। সমস্যাসংকুল আঁধার কেটে গিয়ে দেখা দিবে সোনালি সকাল। দুর্দিনের পথ বেয়েই আসবে সাফল্যের সেই সুদিন।

রাতের অন্ধকার যতই গভীর হয়ে আসুক না কেন সূর্যকে গ্রাস করার ক্ষমতা তার নেই। অন্ধকার কেটে যাবেই এবং অতঃপর সূর্যও দেখা যাবে। অমাবস্যার অন্ধকার সাময়িকভাবে চন্দ্রকে গ্রাস করে বটে তবে তা কখনো চিরকালের জন্য নয়। মেঘ কিংবা অমাবস্যা এখানে শুধু আস্তরণ মাত্র। সময়ের পরিবর্তনে এসব ঘটে থাকে কিন্তু এগুলো কখনই স্থায়ী নয়। মেঘ যখন প্রচণ্ড ঘন হয়ে আসে তখনই বৃষ্টির বদৌলতে আমরা সূর্যের মুখ দেখতে পাই। তেমনি আঁধার যখন ঘন হয়ে আসে তখনই প্রভাত হবার উপক্রম হয়। কারণ, একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অন্ধকার কোনভাবেই থাকতে পারে না। বাস্তব সংসারে মানুষ সুখের জন্য লালায়িত সুখ তার কাম্য, দুঃখ তার পরিত্যাজ্য। দুঃখ কেউ চায় না, সবাই চায় নির্বিঘ্ন সুখের জীবন। সামনে বিপদের ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠলে সে মুহূর্তমান হয়ে পড়ে। সুখ-দুঃখের পর্যায়ক্রমিক পালাবদল মানব মন মানতে চায় না। বিপদের ছায়া যতই ঘনীভূত হবে ততই যে সুসংবাদের আনন্দ ধ্বনি শোনা যাবে এ অপেক্ষা আমাদের মন মেনে নিতে চায় না। এটা আমাদের মানতেই হবে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা দুঃখ কোন মানুষের জীবনেই স্থায়ী হয় না। দুঃখেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। দুঃখ না হলে সংগ্রামময় মানবজীবনে সুখ প্রাপ্তির উপলব্ধি গভীরতর হয় না। সুখ-দুঃখের পর্যায়ক্রমিক উপস্থিতির কারণেই পরস্পরের তাৎপর্য সহজেই আমাদের কাছে ধরা দেয়। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বলেই যোগ্যতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, মনোবল দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় মানুষকে। কোনভাবেই তাকে হতোদ্যম হলে চলে না। জীবনের জন্য চাই গভীর উজ্জীবন। উজ্জীবিত মানুষই জীবনে সফল হতে পারে। রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত কাছে আসে-এ সত্যটি মনে রেখে মানুষকে প্রয়োজনে দুঃখের নদীতে ঝাঁপ দিতে হবে। দুঃখকে জয় করেই সুখকে লাভ করতে হবে। এটি খুব সহজ কাজ নয়। নিরন্তর সাধনার মাধ্যমেই সুখকে লাভ করা সম্ভব হয়। বিশ্বাস রাখতে হয় যে দুঃখের তিমির রাত পেরিয়ে সুখও আনন্দ উজ্জ্বল ভোর একদিন আসবেই।

দুঃখ ও বিপদ আমাদের ভেঙ্গে পড়া উচিত নয়। সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে দুঃখ ও বিপদের মোকাবেলা করা উচিত। তবেই আমরা সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছাতে সক্ষম হব।

১৪. পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

উত্তর: প্রয়োজনীয়তাই সকল আবিষ্কারের উৎস। মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে হাজারো পথের। এই সৃষ্টিতে পথের কোন কৃতিত্ব নেই, সবটুকু কৃতিত্ব পথিকের। পথ না থাকলেও পথিক আসত এবং স্থায়ী প্রয়োজনেই সে নতুন পথের সৃষ্টি করত।

পথের উৎপত্তি পথিকের পদচিহ্ন বুকে ধারণ করেই। পথ তৈরি হয়েছে পথিকের অগ্রগমনের জন্যে। যাত্রা যাতে সহজ থেকে সহজতর হয় সেই লক্ষ্যেই নতুন নতুন পথের সৃষ্টি। সৃষ্টির আদি থেকেই চলছে মানবের এই নিরন্তর পথ চলা, নিত্য নতুন আবিষ্কার। অজানা থেকে জানার উদ্দেশ্যে মানুষ ছুটছে নিরন্তর। কোন পথ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে, কোনটির জন্যে এখনও প্রচেষ্টা চলছে। পথের মত কোন আবিষ্কারকের তত্ত্ব, তথ্য বা উপাদান এমনিতেই ধরা দেয়নি। তার জন্যে পরিশ্রম করতে হয়েছে। চলার পথকে সহজ-সরল, সাবলীল করতে অধ্যবসায় ও সাধনার প্রয়োজন হয়েছে। এভাবে প্রতিনিয়ত চলছে নতুন পথ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরন্তর যাত্রা। বিচিত্র এই পৃথিবীর রহস্যও বিচিত্র। এই বিচিত্র পথে চলতে গিয়ে মানুষ সম্মুখীন হয়েছে বিভিন্ন সমস্যার। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যে মানুষ বিভিন্ন পথ খুঁজছে। অনবরত চেষ্টার মধ্য দিয়ে পথ খুঁজেও পেয়েছে, সমাধান হয়েছে বিভিন্ন সমস্যার। শুধু সমস্যার কারণেই যে মানুষ পথ খুঁজেছেন তা নয়, বিচিত্র পৃথিবীর অদ্ভুত সব রহস্যের বেড়া জাল ছিন্ন করতে গিয়েও মানুষ পথের সন্ধানে হেঁটেছে নিরন্তর। মানুষ তার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্তি দেয়ার জন্যে সাগর পাড়ি দিয়েছে। সে চন্দ্র, মঙ্গল জয় করেছে। আবিষ্কার করেছে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি। সভ্যতার বিকীর্ণ আলোকে আলোকিত হয়েছে বিশ্ব। বস্তুত মানুষ এসব করেছে নিতান্ত প্রয়োজনেই। এসব নব নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি নিজে নিজেই উদ্ভাবিত হয়নি। মানুষ তার চাহিদার পূর্ণতা দানের জন্যেই এসব কিছু উদ্ভাবন করেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথিক ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাস নিজেদের প্রয়োজনেই এবং নতুন কৌতূহলবশত নতুন পথের সন্ধান করেছে। জীবন পথের যাত্রী

হিসেবে যাঁরা মানুষের কথা ভেবেছেন তাঁরাও মানুষের কল্যাণ তৈরি করেছেন বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন মত। মানুষের প্রয়োজনে মানুষই তার স্রষ্টা। এভাবে মানবজগতের কল্যাণসহ বিশ্বজগত সম্পর্কে যে সব পথ আবিষ্কৃত হয়েছে সে সবার স্রষ্টা গতিবিধি লক্ষ্য করে নতুন পথের দিকে যাত্রা করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই পথিক হিসেবে আমরা সার্থক হব।

১৫. স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ

বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

উত্তর: মানুষ যখন স্বার্থপরতার সংকীর্ণ প্রাচীর পেরিয়ে বৃহত্তর বিশালায়তনের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে সবার আনন্দ-বেদনার মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত করে দেয় তখনই জীবনে আসে চরম সার্থকতা। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে মানবতার স্বার্থকে বড় করে দেখার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ পৃথিবীতে শুধু নিজের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা করতেই আসে নি। পৃথিবীতে তার রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু সংকীর্ণ ও অনুদার স্বার্থপরতায় মগ্ন হয়ে অনেকেই পৃথিবী থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। স্বার্থমগ্ন মানুষ ভুলে যায় আজকে সভ্যতার যে উৎকর্ষ আমাদের চোখ ঝলসে দেয় তা এ পৃথিবীর মানুষের তৈরি। সেসব মানুষ শুধু নিজের কথা চিন্তা না করে পৃথিবীর সবার সুখ-শান্তির কথা ভেবেছেন ফলে নিজের সুখ-শান্তি অন্যের জন্য উৎসর্গ করেছেন। পৃথিবী তাদেরকে মনে রেখেছে এবং রাখবে। মৃত্যুকে বরণ করেও পৃথিবীতে তারা অমর। সংসারে এদের সংখ্যা অল্প, যাঁরা নিজেদের সুখ ভোগের কথা খুব কমই চিন্তা করে থাকেন। তারা অপরের সুখের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন। অপরের মুখে হাসি দেখে নিজেরা সুখি হন পরহিতার্থে উৎসর্গকৃত এ মানবেরা তাঁদের কর্মের মাধ্যমে যুগ যুগ বেঁচে থাকেন। পক্ষান্তরে অন্য শ্রেণির লোক ভোগজাত সুখ পাবার জন্য লালায়িত। সে জন্যই তারা কাজ করে, কাজের ফল ভোগ করে তৃপ্ত হয়। এরা কখনো নিজেরদের সুখভোগ ছাড়া অন্যদের সুখের কথা চিন্তা করে না। আত্মসুখবাদী এসব মানুষ স্থায়ী স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। পাছে জগতের আতঁপীড়িতের

ক্রন্দনধ্বনি তার সুখ-সম্ভোগের জীবনকে স্পর্শ করে সেজন্য সে তার আত্মসর্বস্বতার সব দ্বার রুদ্ধ করে তার মধ্যে বাস করে। সে মানব সংসারের অংশীদার না হয়ে পশুর মত শুধু খেয়ে-পরে জীবন ধারণ করে, ফলে তার বাঁচার কোন সার্থকতা নেই এবং মৃত্যুর পর মানুষ তাকে সহজেই ভুলে যায়। কিন্তু একথা সত্য যে, বিশ্বের সবার কল্যাণ ব্রতের মধ্যেই উদযাপিত হয় জীবনের চরম সার্থকতা। যে মানুষ চরমভাবে আত্মসুখে নিমগ্ন এবং সংকীর্ণ স্বার্থের মধ্যে নিজেকে বন্দি রাখে প্রকৃত অর্থে তার জীবন ব্যর্থ। কারণ তার চেনা সংকীর্ণ জীবনের বাইরে পড়ে আছে বিশাল জগৎ। সেই বিশাল জনসমুদ্রে মানব হিতার্থে যদি কেউ সামিল হতে না পারে, তবে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণতা পায় না। পরহিতার্থেই মানুষের জীবন যথার্থ গৌরবান্বিত হয়ে উঠতে পারে এবং জগতের মানুষের যথার্থ কল্যাণ এখানে নিহিত। এ যথার্থ কল্যাণের স্বার্থেই প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন নিজের মধ্যে ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি করা। তবেই স্বার্থনিমগ্ন মানুষ চোখ তুলে পৃথিবীর দিকে উদার দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে। পৃথিবীর যে অপার সৌন্দর্য সুখ, প্রাচুর্য তা স্বার্থনিমগ্ন মানুষ কখনই যথার্থভাবে উপভোগ করতে পারে না তার সবকিছুতেই একটা সংকীর্ণতার ছাপ পড়ে। সুন্দরভাবে, সফলভাবে জগতে বাঁচার অধিকার তার নেই এবং মানুষের মনের কোঠায়ও তার স্থান হয় না। স্বার্থমগ্ন মানুষ সমাজ এবং মানবজাতি কোন উপকারে আসে না। এরা দেশ জাতির কলঙ্ক। এদের থেকে দূরে থেকে পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করলেই সত্যিকারভাবে বাঁচা সম্ভব।

১৬. দণ্ডিতের সাথে

দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

উত্তর: অপরাধীর বিচার প্রথা সমাজে অনেক প্রাচীন প্রথা। এর ফলে অপরাধী দণ্ডিত হয়। যে বিচার অপরাধীর ব্যথা-বেদনার বিচারকের হৃদয়-মন সমানভাবে বেদনা-কাতর হয়ে ওঠে, সেই বিচারই সার্থক বিচার।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা জীব। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ জীবনীশক্তি লাভ করে সত্যি কিন্তু সত্যিকার মানুষ হতে হলে তার ভেতরকার মানবীয় গুণাবলীর সামগ্রিক প্রকাশ দরকার। সব ধরনের মানুষেরই মধ্যেই এই বিকাশ সমানভাবে হয় না। কু-প্রবৃত্তির

তাড়নায় কেউ কেউ অন্যায়-অবিচার করে; তখন সে হয় অপরাধী। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতি রক্ষার জন্য দণ্ড দানের আবশ্যিকতা আছে। কিন্তু অপরাধের পরিমাণ, গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা করে বিচারকার্য পরিচালনা করা দরকার। অন্যথায় বিচারে ত্রুটি হতে পারে। বিচারের বেলায় বিচারকের হৃদয় যদি অহংকার, ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা জন্মে তবে তার পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব নাও হতে পারে। পক্ষপাতদুষ্ট বিচার অবিচারের শামিল। নিরপেক্ষভাবে অপরাধ নির্ণয় হতে হবে। তাছাড়া অপরাধীও একজন মানুষ এ বিষয়টি সদয় বিবেচনায় রাখতে হবে। বিচারকের কাছে আপন-পর ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। তাছাড়া বিচার হবে অপরাধের, মানুষের নয়। বাইবেলে ঘোষিত হয়েছে-‘পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।’ অপরাধীর শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে হতে হবে তার মন ও মগজ থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করা। তাকে কুকর্ম থেকে ফিরিয়ে এনে সুনামগরিক হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

যে দণ্ডদান দণ্ডদাতার মানবীয় সহানুভূতিশীল হৃদয়কে স্পর্শ করে না তা অত্যাচারের নামান্তর। যে সামাজিক ব্যবস্থায় এ ধরনের দণ্ডদান প্রদান করা হয় সেখানে অত্যাচারের ভয়ে সাময়িকভাবে দণ্ডদাতা সফল হলেও স্থায়ীভাবে সফলতা আশা করা যায় না এবং সে বিচারককে কোনভাবেই উত্তম বিচার ব্যবস্থা নাম দেয়া যায় না। দণ্ডদাতার রায়, আচরণ এবং সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থা যদি অপরাধীর হৃদয়ে অনুশোচনা না জাগিয়ে যদি উল্টো প্রতিশোধসম্পৃহা এবং ক্রোধের জন্ম দেয় তবে সে দণ্ডদাতা অবশ্যই ব্যর্থ। দণ্ডদানের উদ্দেশ্যকে যথাযথ ফলপ্রসূ করতে হলে বিচারকের হৃদয়গত মানবতায় সহানুভূতির যাদু স্পর্শে অপরাধীর অন্তরে জাগবে সুতীর অনুশোচনা ও আত্মধিকার। তখনই অপরাধী ফিরে পাবে হারানো বিবেক ও লুপ্ত মনুষ্যত্ব। সার্থক বিচার কার্যের উদ্দেশ্য এ লুপ্ত মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করা।

বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় প্রতি পদে পদে মানবীয় অনুভূতিগুলোকে হয়ে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। সবধরনের শাসন ও বিচার থেকে হৃদয়ের অনুভূতি উঠে যাচ্ছে। ফলে দণ্ডদাতারা হচ্ছেন প্রতিনিয়ত ব্যর্থ। এ অবস্থা চলতে থাকলে দণ্ডদাতার দণ্ডদান ভ্রমকির সম্মুখীন হতে বাধ্য তাই অপরাধীর প্রতি প্রথমত আমাদের সহৃদয় সহানুভূতি ব্যক্ত করা উচিত এবং তারপর তাকে দণ্ড দেয়া উচিত। সফল দণ্ডদানই সমাজে শাস্ত মঙ্গল বয়ে আনতে পারে।

১৭. মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস নহে।

উত্তর: মানবতার কল্যাণে নিজের সঞ্চিত সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করার মহত্বই ধন। বিলাসের স্রোতে গা ভাসানোর জন্য সঞ্চিত ধন পাহাড় সমান হলেও তাকে ধন বলা যায় না।

মানুষ অর্থ উপার্জন করে কারণ সম্পদ মানবজীবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ মনে করে অর্থ উপার্জনই বড় কথা, কীভাবে সেটা ব্যয় হল, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু অর্থ-সম্পদের সৃষ্টি ও সুষম ব্যবহারই একজন ব্যক্তি, একটি সমাজ কিংবা জাতির যথার্থ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। ধন-সম্পদ যেহেতু ব্যক্তিগত শ্রমের ফসল, সেজন্য তা ব্যয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়োজন প্রাধান্য পেতে পারে। কেউ ধন-সম্পদ উপার্জন করে কিন্তু তাতে তাদের মৌলিক চাহিদাটুকু মেটে না, অনেক তাদের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে নানা প্রকার বিলাস-ব্যসনের পিছনে। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের সম্পদ লাভের অধিকার থাকলেও সকলেই সম্পদ লাভ করতে পারে না সমানভাবে। যেন তেনভাবে সম্পদ লাভের মধ্যদিয়ে অনেকেই হয়ে উঠেছেন বিশাল সম্পদের মালিক। বিপরীত দিকে কেউ আবার দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না। যে ধন ভাগ্যহত নর-নারীর অধিকারকে গলা টিপে হত্যা করে সে ধন ধন নয়। ধন-সম্পদের সার্থকতা নির্ভর করে এর সদ্যব্যবহারের উপর, সৃষ্টিজগতের কল্যাণের উপর। ধনের মালিক যদি মানুষের মঙ্গল বিধানের জন্য তার ধনকে কাজে না লাগায় তবে সেটা হবে বিলাসের নিমিত্ত মাত্র। ধনবানের বুঝা উচিত যে, এ সম্পদ তার একার ভোগের জন্য নয়, সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য। যে অর্থ মানুষের মঙ্গলের সম্পদ খরচ করে অর্থের সর্বোত্তম সদ্যব্যবহার সম্ভব। একজন বিতশালী বিলাসী মানুষ তার প্রয়োজনে অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে অনেক দুঃখী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে। আত্মসুখ আর পরোপকার এদুটো বিষয়ের তুলনা করে অপেক্ষাকৃত কল্যাণকর দিকটি চিহ্নিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেকবান লোকমাত্রই পরোপকারের কথা বলবে। পরোপকারের মধ্য দিয়ে অর্থ-সম্পদ তার যথাযথ দিকটি খুঁজে পায়। ধন-সম্পদ নিজস্ব মর্যাদা তখনই খুঁজে পাবে যখন তা মহৎ কাজে ব্যয় হবে। একজন মানুষের ধন-সম্পদ কম থাকলেও তার সে ধন যদি জনগণের কল্যাণের ব্যয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং ব্যয় করে সেটাই হবে তার প্রকৃত ধন-সে ধন জাতীয় শক্তির উৎস, মানব কল্যাণের এক অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন ঋষিরা অর্থকে গোমল বা গোবরের সাথে তুলনা করতেন। গোবর এক জায়গায় স্তুপীকৃত করে রাখলে তাতে তেমন কোন কাজ হয় না বরং দুর্গন্ধ ছড়ায়। এই গোবরকে যদি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া যায় তবে মাটির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং

ভাল ফসল পাওয়া যায়। অর্থকেও যদি এক জায়গায় স্তূপীকৃত অবস্থায় রাখা হয় তাতে মঙ্গলময় কোন কাজ হয় না বরং পরিবেশকে নষ্ট করে। স্তূপীকৃত ধন কখনই ধন হিসেবে আখ্যা পেতে পারে না। যে সম্পদ সুষমভাবে সবার উপকারে আসে তাই প্রকৃত ধন। ধন সম্পদের কল্যাণকর দিকটিই তার প্রকৃত পরিচয় বহন করে। ঐশ্ব্যের সমারোহের মধ্য মধ্যে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিলে ঐশ্ব্যের প্রদর্শনী হয় সত্য, কিন্তু তাতে ধন-সম্পদের মর্যাদা প্রমাণিত হয় না। ধন-সম্পদকে বিলাসিতার অপব্যয় না করে পরোপকারে নিয়োজিত করলে তার অর্জন ও ব্যয়ের সার্থকতা প্রমাণিত হয়।

১৮. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

উত্তর: সত্য ও সুন্দরকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। সুখের জন্য মানুষের চেষ্টাও নিরন্তর। কিন্তু দুর্লভ এসব বস্তুকে সবসময়ই ঘিরে থাকে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি। সেগুলো জয় করতে পারলেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

সুন্দর মাত্রই মানুষকে আকৃষ্ট করে। পদ্মের অপরূপ সৌন্দর্য, রং, সুগন্ধ স্বভাবতই সবাইকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পদ্মফুল তোলার জন্য কেউ যদি হাত বাড়ায় তবে তার হাতে কাঁটা বিধবেই; তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ভয়ে কেউ যদি কমল তুলতে না যায় তবে তার দ্বারা পদ্মের সৌন্দর্য উপভোগ কখনই সম্ভব নয়। সুখ, সার্থকতার স্পর্শ চায় না এমন ব্যক্তি সমাজে বিরল, কিন্তু তা লাভ করার পথ কখনই সরল নয়। আকাঙ্ক্ষিত মৃণাল যেমন কণ্টকাকীর্ণ, পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-সাফল্যও তেমনি দুঃখ ও বাধা-বিপত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এ কারণেই হয়ত ‘Life is not a bed of rose’ ইংরেজি এই বাক্যটি আমাদের সবার কাছে খুবই প্রিয়। তাই জীবনকে সফল ও সমৃদ্ধ করতে হলে যাবতীয় দুঃখের জ্বালা সহ্য করে এগিয়ে যেতে হয়, এজন্য প্রয়োজন হয় অধ্যবসায় এবং ধৈর্যের। পৃথিবীর সব মহৎ কর্মের পেছনেই রয়েছে বহু শ্রমলব্ধ সাধনা। আজকের পৃথিবী যে সুখ-সাগরের মধ্য ভাসছে তাও এসেছে অসংখ্য মানুষের শ্রম এবং নিরলস সাধনার মধ্যদিয়ে।

একের পর এক বাধা অক্রিম করে ইতিহাসের বীর এবং মহৎ ব্যক্তিবর্গ সংগ্রাম ও একনিষ্ঠ চেষ্টার মাধ্যমে দেশ, জাতি ও পৃথিবীর মানুষের জন্য কল্যাণের পথ তৈরি করেছেন। মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও চেষ্টার কাছে হার মেনেছে সভ্যতার বড় বড় বাধা। পৃথিবীর যাবতীয়

সুখ তাই অসংখ্য দুঃখের দ্বারা, জঞ্জালের দ্বারা আবৃত; সেগুলো স্বীকার করে নিয়েই পৃথিবীতে সুখ লাভের চেষ্টা করতে হয়। মানুষের গৌরব ও সম্মান নিহিত রয়েছে বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে সফলতা অর্জনের মধ্যে। একজন শিক্ষার্থীর ভাল ফলাফল নিশ্চিত করতে হলে তাকে অবশ্যই নিষ্ঠার সাথে অধ্যবসায়ী হতে হবে, তবেই আসবে সত্যিকারের সাফল্য। তাছাড়া এ সত্যটিও এখন সর্বজনবিদিত যে, শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যেই প্রকৃত গৌরব নিহিত। অন্যদিকে, বিনাশ্রমে পরের দয়ার দান গ্রহণে মানুষের অমর্যাদাই বাড়ে। সাফল্যের প্রতিক্ষেত্রেই তাই প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধের আহ্বান। এ যুদ্ধ চলে প্রতিনিয়ত এবং প্রতিক্ষেত্রে। এই প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই নেই।

মানবজীবন সংগ্রামের মাধ্যমে দুঃখকে জয় করে, বাধা-বিঘ্নকে। অতিক্রম করে নির্দিষ্ট দিকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যেতে হবে। তবেই সৌন্দর্যকে লাভ করা যাবে, ধরা দেবে ধরনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

১৯. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

উত্তর: সাফল্য প্রতিটি মানুষের একান্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু। সেই সাফল্য লাভ করতে চাইলে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ ভাগ্যলক্ষীকে নিজ গৃহে বন্দি রাখতে সক্ষম হয়েছে।

প্রসূতি যেমন গর্ভে সন্তান ধারণ করে তাকে প্রসব করেন স্নেহ-প্রীতি, ভালবাসা দিয়ে মানুষ করে তোলেন। ঠিক তেমনি পরিশ্রমও প্রসূতির মতই সৌভাগ্য লাভের পথ তৈরি করে। কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করে। সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকেই বেঁচে থাকার জন্য চলছে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। তারই পথ বেয়ে এসছে এই সভ্যতা। মানব সভ্যতার প্রতিটি স্তরে রয়েছে শ্রমের অমূল্য অবদান। গ্রিক ও রোমান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মানসিক শ্রমে আর ক্রীতদাসের কায়িক পরিশ্রমে। পরিশ্রম বলতে কায়িক এবং মানসিক দুই শ্রমকেই বুঝানো হয়। এই দুই শ্রমের সার্থক সন্মুখেই পরিশ্রম যথার্থ হয়। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য এই কর্মময় পৃথিবীতে কোন না কোন কাজে লিপ্ত থাকতে হয়। প্রকৃত এবং যথার্থ পরিশ্রমই মানুষের জীবনে সৌভাগ্য বয়ে আনে। শ্রমবিমুখ ও অলস ব্যক্তির জন্য তার কাম্যবস্তু নাগালের বাইরে থাকতে বাধ্য।

পরিশ্রম ছাড়া নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসও লাভ করা যায় না। সংগ্রাম করে জীবন ও সংসারে প্রতিষ্ঠা সম্ভব। জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি পরিশ্রম। পৃথিবীর অর্থ, বিদ্যা, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা কিছুই পরিশ্রম ছাড়া লাভ করা যায় না। শ্রমবিমুখ লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। ফলে বৃহত্তর জনসাধারণ ক্রমশ অলস, বেকার, হতাশ, পরশ্রীকাতর কমবিমুখ, অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়েছে। অথচ পৃথিবীর সকল মহামানব, সকল মনীষীই কায়িক ও মানসিক উভয় শ্রমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যারা অতি সাধারণ দরিদ্র অবস্থা থেকে নিজ পরিশ্রম ও কর্মকৌশল দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। ইতর প্রাণীদের মধ্যে পরিশ্রমলব্ধ জীবন লক্ষ্য করা যায়। মৌমাছি কত পরিশ্রম করে মৌচাকে মধু সঞ্চয় করে রাখে আর সারা বছর মধু খায়। পিপীলিকাও তাদের মত সারা বছর খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। আর এজন্যেই তারা এত সুখি।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট-পরিশ্রমের বিকল্প নেই। পরিশ্রম করলে কেউ প্রবঞ্চিত হয় না। পরিশ্রম সবকিছুর চাবিকাঠি। এই নিরেট সত্যটিকে মাথায় রেখে আমাদের প্রত্যেকের উচিত ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করে যাওয়া, তবেই আমরা সাফল্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারব।

সারমর্ম ও সারাংশ : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

সারমর্ম

সারমর্ম বা সারাংশ লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো একটি বিস্তৃত বিষয়ের মূল বক্তব্যকে অল্প কথায় প্রকাশ করা। সারমর্ম লেখার ৫টি কার্যকর নিয়ম ও কৌশল নিচে দেওয়া হলো:

- ১. মূল ভাবটি চিহ্নিত করা:** প্রদত্ত অনুচ্ছেদ বা কবিতাটি অন্তত দুই-তিনবার খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। লেখক আসলে কী বলতে চেয়েছেন বা মূল মেসেজটি কী, তা খুঁজে বের করাই হলো প্রথম ও প্রধান কাজ।
- ২. অপ্রাসঙ্গিক অংশ বর্জন:** সারমর্মে কোনো প্রকার উদাহরণ, উপমা, অলঙ্কার বা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা দেওয়া যাবে না। দীর্ঘ বর্ণনা বা তর্কের খাতিরে বলা কথাগুলো বাদ দিয়ে কেবল নির্যাসটুকু গ্রহণ করতে হবে।
- ৩. সংক্ষিপ্ত ও তথ্যনির্ভরতা:** সারমর্মের আয়তন মূল রচনার তিন ভাগের এক ভাগ হওয়া আদর্শ। অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ বা বিশেষণীয় শব্দ বর্জন করে প্রতিটি বাক্যকে অর্থপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত করতে হবে।
- ৪. নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা সম্বোধন পরিহার:** সারমর্মে "আমি মনে করি", "আমার মতে" বা "লেখক বলতে চেয়েছেন"—এ জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। মূল রচনার বক্তব্যকে সরাসরি এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- ৫. সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা:** সারমর্মের ভাষা হতে হবে অত্যন্ত সহজ এবং স্বচ্ছ। কঠিন শব্দ বা জটিল বাক্য এড়িয়ে চলতে হবে যাতে পাঠক এক নিমিষেই মূল কথাটি বুঝে নিতে পারেন। কোনো বাক্য বা ভাব যেন পুনরায় লেখা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সহজ কথায়, সারমর্ম হলো একটি বিশাল বৃক্ষের বীজের মতো, যা আকারে ছোট হলেও তার ভেতরে পুরো গাছের পরিচয় লুকিয়ে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

১

এই সব মূঢ় জ্ঞান মূক মুখে
 দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুক
 ধনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে-
 ‘মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
 যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরা তোমা-চেয়ে,
 যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধৈর্যে।
 যখনি দাঁড়াবে তুমি সামনে তাহা তখনি সে
 পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে।
 দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
 মুখে করে আত্মফালন, জানে যে হীনতার আপনার
 মনে মনে

সারমর্ম: দারিদ্রের নিষ্পেষণে জর্জরিত, হতাশাগ্রস্ত দুঃখী মানুষের দুঃখ ও অগৌরব দূর করার জন্য চাই নতুন শক্তি ও প্রেরণা। তাহলেই অপশক্তির বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হবে। ঐক্যবদ্ধ জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখে অত্যাচারীর পরাজয় অনিবার্য।

২

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
 হেনেছে নিঃসহায়ে।
 আমার যে দেখেছি-প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
 বিচারের বাণী নীরবে নিভতে কাঁদে।
 আমি যে দেখিনি তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
 কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে
 কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
 অমাবস্যার কারা
 লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্পর্শের তলে।
 তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে-
 যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
 তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

সারমর্ম: কবি অবলোকন করেন, হিংস্রাশ্রয়ীর চক্রান্ত ও শক্তির দাপটের কাছে মানবতা ভুলুপ্ত। অন্যায়ের প্রতিকারে অগণিত তরুণ-প্রাণের আত্মদানেও জাগ্রত হয়নি বিশ্ববিরেক। তবু কবির স্থির

বিশ্বাস বিবেক-বর্জিত অত্যাচারীর দল একদিন নিশ্চয় ঈশ্বরের ক্ষমাহীন বিচারের চরম দণ্ড লাভ করবে।

৩

আসিতেছে শুভ দিন-

দিনে দিনে বহু বাড়িতেছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমাদের সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।

সারমর্ম: শ্রমজীবীদের কঠোর শ্রমের ওপর নির্ভর করেই দেশ, জাতি ও সভ্যতা সমৃদ্ধি সোপানে আরোহন করেছে। অথচ মুনাফালোভী ধনীদের শোষণ ও নিষ্পেষণেই শ্রমজীবীরা আজ নিঃস্ব। এখন সময় এসেছে এদের ঋণ শোধ করার।

৪

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।
জানি না তোর ধন-রতন আছে কিনা রাণীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে উঠেছে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

সারমর্ম: মানুষের সবচেয়ে প্রিয় স্থান তার জন্মস্থান বা জন্মভূমি। প্রচুর সম্পদ না থাকলেও মাতৃভূমির সব অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও প্রীতিময় স্থান তার কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই জন্মভূমির বুকে মৃত্যুবরণ করাটাও আনন্দের, তৃপ্তির।

৫

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল কহে সেও অতি নির্বোধ অধম।
খেয়াতরী চলে গেলে বসে থাকে তীরে,

কিসে পার হবে তারা না আসিলে ফিরে

সারমর্ম: জীবনে সার্থকতা অর্জনের জন্য ছেলেবেলা থেকেই নৈতিক সততার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সময়ের কাজ সময়ে করতে না পারলে তার জন্য জীবনে মূল্য দিতে হয় প্রচুর। কারণ, সুযোগ চলে গেলে তা হয়ত আর ফিরে আসে না।

৬

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি।
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেক
ফুল কিনে নিও,হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল ও তন্দুল;
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সে-ই তো সুধা!

সারমর্ম: মানবজীবনে দৈহিক চাহিদার পাশাপাশি আত্মিক চাহিদার গুরুত্বও অপরিহার্য। কেবল ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিই জীবনের মোক্ষম নয়। সৌন্দর্যচর্চা মানবজীবনেরই একটি অংশ। তাই দৈহিক চাহিদার পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মিক চাহিদাও পূরণ করা উচিত।

৭

আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই
আমার সুখ সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,
যদি না সবারে অংশ দিতে আমি পাই।
সকলের সাথে বন্ধু, সকলের সাথে,
যাইব কাহারে বলো, ফেলিয়া পশ্চাতে।
একসাথে বাঁচি আর একসাথে মরি,
এসো বন্ধু, এ জীবন সুমধুর করি।

সারমর্ম: ব্যক্তিগত সুখ নয়, সবাই মিলে সম্মিলিত সুখই প্রকৃত সুখ। তাই কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি না করে সমষ্টিগতভাবে জীবন পরিচালনাই প্রকৃত বাঁচা, প্রকৃত সুখ। এতেই জীবন হয় মধুময়।

৮

অডুদ আঁধার এক এসছে এ পৃথিবীতে আজ,

যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
 যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রাণী নেই-করুণার
 আলোড়ন নেই অচল তাদের সুপারামর্শ ছাড়া।
 যাদের গভীর আস্থা আছে মানুষের প্রতি
 এখানো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
 মহৎ সত্য ও রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
 শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

সারমর্ম: বর্তমান পৃথিবী নানা জটিলতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। প্রেম-দয়াহীন, নিষ্ঠুর ও
 জ্ঞানহীন লোকেরা পৃথিবীর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। প্রজ্ঞাবান, সৌন্দর্যপিপাসু, মানবপ্রেমিক,
 দয়ালু ও ন্যায়বান লোকেরা আজ লাঞ্ছিত অবহেলিত।

৯

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে-উত্থানে
 মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
 হে স্নেহাৰ্ত বঙ্গভূমি— তব গৃহক্রোড়ে
 চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধরে।
 দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
 খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
 পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
 বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
 প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
 সংগ্রাম করিতে দাও ভালো-মন্দ-সাথে।

সারমর্ম: উত্থান-পতন আর সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে যে শিশু বড় হয় সে-ই যথার্থ প্রতভির
 বিকাশ ঘটাতে পারে। মাতৃস্নেহের আড়ালে যে শিশু বেড়ে উঠে সে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ
 ঘটাতে পারে না। বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল ভেঙ্গে এবং ভালো মন্দের সাথে অবিরত সংগ্রাম
 করেই মানুষকে বড় হতে হয়।

১০

নিদ্রুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
 যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
 সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
 নিদ্রুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
 বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে,
 সাধকজনে নিস্তারিতে তার মতো কে জানে?
 বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,

বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
 নিন্দুক, সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে,
 আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে ।

সারমর্ম: নিন্দুক শত্রুর মতো দোষ-ত্রুটি ধরে বেড়ায় বটে কিন্তু সে-ই প্রকৃত বন্ধু । কেননা,
 দোষ-ত্রুটি ধরে সে সকল প্রকার অন্যায় পাপাচার থেকে মানুষকে রক্ষা করে । এবং তাকে
 পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হতে সাহায্য করে ।

১১

'ধন-রত্ন সুখৈশ্বর্য কিছুতেই সুখ নাই
 সুখ পর-উপকারে, তারি মাঝে খোঁজ ভাই ।
 আমিত্বকে বলি দিয়া স্বার্থ ত্যাগ করো যদি
 পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি ।
 নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
 তবেই পাইরে সুখ আত্মার ভিতরে তুমি ।'

সারমর্ম: ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা কিংবা স্বার্থপরতার মধ্যে সুখ নেই । বরং
 পরের উপকারের মধ্যেই পরম সুখ । অন্য কথায় বলা যায়, পরের কল্যাণ কামনার মধ্যেই
 প্রকৃত সুখ নিহিত ।

১২

দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?
 মাথা উঁচু রাখিস ।
 সুখের সাথী মুখের পানে যদি না চাহে
 ধৈর্য ধরে থাকিস ।
 রুদ্ধরূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
 বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস ।
 আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
 উর্ধ্বে দু'হাত বাডাস ।

সারমর্ম: দুরবস্থা ও বিপর্যয় মানুষের জীবন চলার পথে আসবেই । তাতে ধৈর্য হারানো
 চলবে না । সকল প্রতিকূলতাকে সাহস ও ধৈর্য দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে ।

১৩

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
 মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর ।
 রিপূর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায় গো লয়,
 আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনই পুড়িতে হয় ।

প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

সারমর্ম: অনেকে মনে করেন স্বর্গ-নরক অনেক দূরে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্বর্গ নরক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যখন স্বীয় অপকর্মের জ্বালা ভোগ করে তখন তাই তার কাছে নরক। আর যখন সে সৎ কর্মের সুখ ভোগ করে তখন তাই তার কাছে স্বর্গ। অন্যদিকে পরস্পর হানাহানির পরিবর্তে যখন প্রীতি ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন স্বর্গ তার কুঁড়েঘরেই এস ধরা দেয়।

১৪

একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
সেথা দেখি একজন পদ নাই তার,
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন,
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ?

সারমর্ম: মানব জীবনে অনেক অপূর্ণতা আছে সত্যি। তবে আমরা যদি অন্যের অপূর্ণতার দিকে তাকাই তবে নিজের অপূর্ণতা ভুলে থাকতে পারি। যার পায়ে দেওয়ার মতো এক জোড়া জুতা নেই সেটি অবশ্যই কষ্টের কিন্তু যার পা-ই নেই তার কষ্ট তো সীমাহীন। তাই আমাদের উচিত যা আছে তা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করা এবং অন্যের কষ্ট দেখে নিজের কষ্ট ভুলে থাকা।

১৫

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত, একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শূনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।
এ বয়স জেনো ভীরা, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-

এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥ (রাবো-০০,ববো-০৫, চবো-৬,৯)

উত্তর: কবিতাংশে আঠারো বছরের যৌবনের শক্তি ও উদ্দাম জীবনীশক্তি তুলে ধরা হয়েছে। এ বয়সে দুঃখ, বেদনা ও বিপদ আসলেও তা মানুষকে ভীত বা পরাজিত করতে পারে না। সাহস, অগ্রগতি ও নতুন কিছু করার উদ্যমে এ বয়স এগিয়ে যায়। তাই আঠারো বছর বয়সকে বিজয়, সাহস ও আশার প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

১৬

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী —
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিঁধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে । বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি । (ববো-২৪)

উত্তর: কবিতাংশে কবি বিশাল পৃথিবীর অপরিমেয় বিস্তার ও অজানাকে স্বীকার করেছেন। নানা নগর, নদী, পর্বত, মরু ও জীবজন্তু মানুষের অগোচরে রয়ে গেছে। কিন্তু সীমাবদ্ধ জীবনে কবি ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে সেই অজানার রূপকল্প কল্পনায় গ্রহণ করেন এবং তাতে অপরিসীম আনন্দ ও উৎসাহ খুঁজে পান।

১৭

ছোটো ছোটো বালু কণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল ।
মুহূর্তে নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
গড়ে যুগ যুগান্তর-অনন্ত মহান ।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপপথে, ঘটায় প্রমাদ !
প্রীতি-করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধারায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি ।

সারমর্ম: একটি বালুকণা কিংবা এক ফোটা জল যতই ক্ষুদ্র হউক তারাই গড়ে তোলে মহাদেশ কিংবা মহাসমুদ্র। তাই অন্যায় বা পাপ যতই ছোট হউক তা মহা পাপের জন্ম দেয়। বিপরীতক্রমে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহ মমতাই পৃথিবীকে সর্গে পরিণত করে।

১৮

জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে
সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে, ওহে লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলা হীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি, কোথায় বিলীন।
আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা।
সরোবর, সুগভীর নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু, করো না গরব
তোমার পূর্ণতা সে যে আমারই গৌরব।

সারমর্ম: মেঘ স্বীয় জল অকাতরে বিলিয়ে দিয়েই সরোবরকে পূর্ণ করে। অথচ অকৃতজ্ঞ সরোবর বর্ষা শেষে মেঘকে নিঃস্ব বলে উপহাস করে। কিন্তু মেঘের মতো প্রকৃত পরোপকারী সরোবরের উপহাসে কখনও ক্ষান্ত হয় না বরং মানুষ ও প্রকৃতি জগতের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গৌরব বোধ করে।

সারাংশ

১

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বলেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষের শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য, অন্য কোন কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে এত নত করার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এই কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর; তুমি পরদুঃখ কাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের স্বাধীনতাপ্রিয়; চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশ : মানুষের প্রকৃত মূল্য চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। চরিত্রবান ব্যক্তি হচ্ছে সত্যবাদী, বিনয়ী, জ্ঞানী, পরদুঃখকাতর ও স্বাধীনতাপ্রিয়। এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ যার মাঝে রিবাজ করে, সে সবার কাছে প্রিয়।

২

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনের আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থূল বুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্ৰিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়। অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ

করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার-এ সবরে নিশান উড়ানোই এদের কাজ।

সারাংশ: সমাজের দায়িত্ব মানুষকে বড় করে গড়ে তোলা। অথচ সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণি নিজেদের স্বার্থ-চিন্তায় মগ্ন থাকে। এরা হয় নিষ্ঠুর, বিকৃতবুদ্ধি, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অহংকারী। সকল প্রকার অহংকারের জয়গান করাই এদের কাজ।

৩

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই। কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনায়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যের মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তি মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না। দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরা, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বুঝে না-অলসকে সে প্রাণিপাত করিয়া সেবা করে-ভীরুতার দূর্দশা কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হয়।

সারাংশ: মাতৃস্নেহের তুলনা নেই। কিন্তু মাত্ৰাতিরিক্ত মাতৃস্নেহ সন্তানের অমঙ্গল আনায়ন করে। মাত্ৰাতিরিক্ত মাতৃস্নেহ সন্তানকে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও সার্বিক উন্নয়নের পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়।

৪

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠতে মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবনসত্তার ঘরেও যে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসায় বাস্তবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আন্বাদন করা যায়।

সারাংশ: জীবসত্তা আর মানবসত্তার সমন্বয়ই মানুষের জীবন। জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের পথ হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে প্রয়োজনের দিক যেমন শেখায় তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও শেখায়। তবে অপ্রয়োজনীয় দিকটিই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ দিক। কেননা, এর মধ্য দিয়ে মানুষ অনুভূতি ও কল্পনার রস আন্বাদন করতে পারে।

৫

কিসে হয় মর্যাদা? দামি কাপড়, গাড়ি-ঘোড়া, ‘না ঠাকুর দাদার কালের উপাধিতে? না মর্যাদা এই সব জিনিসে নাই। আমি দেখতে চাই, তোমার ভিতর, তোমার বাহির, তোমার অন্তর।

আমি জানতে চাই, তুমি চরিত্রবান কি-না। তুমি সত্যের উপাসক কিনা। তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরোয় কিনা, তোমায় দেখলে দাস-দাসী দৌড়ে আসে, প্রজার তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ কর। বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি তোমায় আদর করেন; আমি তোমায় অবজ্ঞায় বলবো যাও।

সারাংশ: মানুষের প্রকৃত পরিচয় ধনে নয়, মনে। সবচেয়ে দুর্লভ লোভনীয় ধন হলো: মানুষের মন। এই হৃদয় যার যতটুকু বড় সেই ব্যক্তি ততটুকু বড়। আর বড়ত্বের মাপকাঠিতেই মর্যাদা।

৬

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাধেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবন পণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ়মূল হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বান্তে ছড়িয়ে পড়লে তবেই জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তর বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের।

সারাংশ: জাতির সম্মান দালান-কোঠার আধিক্যে বৃদ্ধি পায় না। তার জন্য চাই মূল্যবোধের উন্নয়ন। মনের ঐশ্বর্য এবং জীবনাশ্রয়ী মানবিক মূল্যবোধ জাতিকে পৌছায় সম্মানের উচ্চ শিখরে। আর এ কাজ একমাত্র লেখক আর সাহিত্যিকেরাই করতে পারেন।

৭

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিভূতির উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটিই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেখানে থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই। এবার উঠবার সিঁড়ি না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

সারাংশ: মানুষ বর্তমানে অর্থের নেশায় যতই ধাবিত হচ্ছে প্রকারান্তরে ততই সে আত্মহনন করে চলছে। এ পথে এসে পেছনে ফেরার পথ নেই। তাই এখনই এই মরণ নেশা হতে নিজেকে সংযত করা দরকার।

৮

রূপার চামচ মুখে দিয়ে জন্মায় আর কটি লোক। শতকরা নিরানব্বইটি মানুষকেই চেষ্টা করতে হয়, জয় করে জিততে হয় তার ভাগ্যকে। বাঁচে সেই-যে লড়াই করে প্রতিকূলতার

সঙ্গে। পলাতকের স্থান জগতে নেই সমস্ত কিছুর জন্যই চেষ্টা দরকার। চেষ্টা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। সুখ চেষ্টারই ফল-দেবতার দান নয়। তা জয় করে নিতে হয়। আপনা এটা পাওয়া যায় না। সুখের জন্য দু'রকম চেষ্টা দরকার, বাইরের আর ভিতরের। ভিতরের চেষ্টায় মধ্যে বৈরাগ্য একটি। বৈরাগ্য ও চেষ্টার ফল, তা অমনি পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্যের স্থান নাই।

সারাংশ : পৃথিবীতে উন্নত জীবযাপনের নিশ্চয়তা নিয়ে জন্মানো ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ ব্যক্তিই চরম প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে সফল হয়েছেন। সুখ চেষ্টার ফল।

৯

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদারতায় পরিপূর্ণ, দেখলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও; দেখিবে, সে স্বর্গের সুখম আর নাই-নরকালিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করতে অন্য রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

সারাংশ: ক্রোধ মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। কেননা এ সমাজে অধিকাংশ অমঙ্গলজনক কাজগুলো ক্রোধের কারণেই হচ্ছে। ক্রোধান্বিত মানুষ যে কোন লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটাতেও দ্বিধা করে না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিতে রূপান্তর করতে ক্রোধের মতো অন্য কোনো রিপু এত কার্যকর নয়।

১০

আমারা ছে-ল-ক-স্কুল-ক-ল-জ-পাঠি-য় ভাবি যে, শিক্ষা দেয়ার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বৎস-র-র পর বৎসর পাস ক-র গে-ল-ই অভিভাবকরা য-থেষ্ট তারিফ কর-ন। কিন্তু তলি-য় দেখেন না, যে কেবল পাস করলেই বিদ্যার্জন হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ছাত্রের বা সন্তানের মনে জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানে প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্রেক হচ্ছে কিনা, তাই দেখবার জিনিস। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ কোন কোন শিক্ষার্থী একবিন্দুও পায় না।

সারাংশ: শুধুমাত্র পাস করলেই বিদ্যার্জন হয় না। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সচেতনতা এই বিষয় কম। মূলত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্বাদ এবং জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা জাগানোতেই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ নিহিত।

১১

অনেকে বলেন, জীবলোকের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্যচোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই

যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যিক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, অবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষগুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ. এ. বি. এ. পাস হয় বটে কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে।

সারাংশ: শিক্ষিত মা ছাড়া প্রকৃত শিক্ষিত সন্তান লাভ অসম্ভব। অথচ আমাদের সমাজে এ বিষয়টি উপক্ষিত। ফলে প্রকৃত শিক্ষিতের সংখ্যা এখনও অল্প।

১২

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগৎ-তর অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বৃক্কে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া-ছে, জগৎ-তর কল্যাণ সাধন করি-ত-ছে, তাই পশুবল ও অর্থবল মানুষ-ক বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে; জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়ন-ন সক্ষম।

সারাংশ: পশু বল কিংবা অর্থ বল দুটোই মনুষ্যত্বের অন্তরায়। কেননা একমাত্র মানুষই বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী। আর এজন্যই জগতে মানুষের কীর্তি অক্ষয় ও অম্লান। জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনেও জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশই যথাযথভাবে কার্যকর।

১৩

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মহামূল্যবান পদার্থ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সর্পের সাহচর্য লাভ করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় হইলেও বিদ্যা লাভের নিমিত্ত বিমান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে।

সারাংশ : বিদ্যা মানুষের জন্য মূল্যবান হলেও চরিত্র তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। কেবল বিদ্বান হলেই সমাদরের যোগ্য হওয়া যায় না, যদি চরিত্র না থাকে। যেমন বিষধর সাপের মাথায় মণি থাকলেও তার সান্নিধ্য বিপজ্জনক, তেমনি দুর্জনের কাছে বিদ্যা অর্জন করাও অনুচিত।

১৪

মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতি-নীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মানুষের হৃদয়ে জ্বালা এবং বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মানুষ তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই

মানুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। যার স্বভাব মন্দ, সে নিজেও দুঃখীয়াশীল; মিথ্যাবাদী, দুঃমতিকে ঘৃণা করে। মানুষ নিজে স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। (মবো-২৪)

সারাংশ : মানুষের সৌন্দর্য কেবল মুখের নয়, আসল সৌন্দর্য তার স্বভাবে। দুঃস্বভাবের মানুষ বাহ্যিক রূপে সুন্দর হলেও সমাজে ঘৃণিত হয় এবং অন্যকে দুঃখ দেয়। অবোধ লোকই শুধু রূপে মোহিত হয়। প্রকৃত মূল্য স্বভাবের সৌন্দর্যেই নিহিত।

১৫

সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলতে থাকে। সময়ের নিকট অনুন্নয় কর, একে ভয় দেখাও, ভ্রক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু সময় একবার গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গতসময় কখনও ফিরে আসবে না। (যবো-২৪)

সারাংশ : সময় ও স্রোত থেমে থাকে না। স্বাস্থ্য ও ধন হারালে ফিরে পাওয়া সম্ভব হলেও সময় একবার চলে গেলে আর ফেরে না। তাই সময়কে অনুন্নয় বা ভয় দেখিয়েও থামানো যায় না। অতীতের জন্য অনুশোচনা অর্থহীন, কেবল সঠিক সময়ে যথাযথ ব্যবহারই বুদ্ধিমানের কাজ।

১৬

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কেনো হিংসার দুঃশমনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। (চবো-২৪)

সারাংশ : মানুষের আসল ধর্ম হলো মানুষ-ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দূর করে মিলন ঘটানোই মূল উদ্দেশ্য। যেখানে মানবতা ও সত্যের মিল আছে, সেখানে ধর্মীয় বৈষম্য হিংসা আনতে পারে না। যে নিজের ধর্মে সত্যিকার বিশ্বাসী, সে কখনোই অন্য ধর্মকে ঘৃণা করে না।

-০-

বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রিন্ট কপি



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর
বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের
পূর্ণাঙ্গ সাজেশন ও সমাধানের
প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রাপ্তিস্থান : টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৪১০৬

সাহিত্য ভাণ্ডার, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৩০-৯০৫৯৩৫

মনি লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৪১-৭০০০১৩

রফিক লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৮০-৭০৬০৯০

মিন্টু লাইব্রেরি, লালবাগ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৮১৬৯৯৯৬

তুর্ক লাইব্রেরি, দিনাজপুর। হাসান লাইব্রেরি : সৈয়দপুর।

আধুনিক লাইব্রেরি, গাইবান্ধা। জ্ঞানাকুর ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, নীলফামারী।

অথবা

অনলাইনে সংগ্রহ করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।

www.boipottro.com

অথবা

কল করুন : ০১৮১৯১২৭৯৯৮



অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স- নিয়ে এনো
মুসা স্যারের অনন্য- **eBook** সিরিজ



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ সাজেশন ও সমাধান বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বিষয়: সংলাপ/স্কুদে গল্প । নম্বর: ১০

সংলাপ রচনা থেকে ১টি এবং স্কুদে গল্প রচনা থেকে ২টি প্রশ্ন
থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

সংলাপ থেকে ১টি এবং
স্কুদে গল্প থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে;
১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে

সংলাপ: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন ১ : বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর ।

(চাৰো-১৬, যবো-১৭)

অথবা, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর ।

উত্তর: বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে নিচে একটি সংলাপ উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন অথবা বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা ।

স্বস্তিকা : শুভ সকাল সৃষ্টি, তোমরা কেমন আছ?

সৃষ্টি : শুভ সকাল বন্ধু । আমরা ভালো । তুমি কেমন আছ?

স্বস্তিকা : আমি ভালো । কিন্তু তোমাকে একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে? কী হয়েছে?

সৃষ্টি : চিন্তিত অবশ্যই, মনটাও খারাপ হয়ে গেল ।

স্বস্তিকা : কেন? কী হয়েছে?

সৃষ্টি : আজ সকালে বৈশ্বিক উষ্ণতা বিষয়ে একটি বই পড়ে শেষ করলাম ।

স্বস্তিকা : বইটিতে কী আছে?

সৃষ্টি : বইটিতে বাংলাদেশের জন্য বিপদ সংকেত আছে ।

স্বস্তিকা : কেমন?

সৃষ্টি : আমরা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে প্রকৃতির উপর যে অত্যাচার করেছি, তা যদি অব্যহত থাকে তবে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশেই ব্যাপক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে ।

স্বস্তিকা : পৃথিবীর আবহাওয়া উষ্ণ হবে, বন্যা বাড়বে আবার খরাও হবে ।

- সৃষ্টি :** হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু তুমি এগুলো জানলে কী করে?
- স্বস্তিকা :** পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। কিন্তু বিস্তারিত নয়। বিস্তারিত তোমার কাছে জানতে চাই।
- সৃষ্টি :** এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে। আমাদের মতো উপকূলবর্তী দেশ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।
- স্বস্তিকা :** এই অবস্থার জন্য দায়ী কে?
- সৃষ্টি :** দায়ী সবাই কিন্তু মূলত দায়ী উন্নত বিশ্ব। এদের সৃষ্ট সিএফসি গ্যাসের কারণেই আমাদের বৈশ্বিক আবহাওয়াকে খারাপ করেছে।
- স্বস্তিকা :** পৃথিবীর আবহাওয়া উষ্ণ হবে, বন্যা বাড়বে আবার খরাও হবে।
- সৃষ্টি :** হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। এমনও হতে পারে যে, বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে।
- স্বস্তিকা :** এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?
- সৃষ্টি :** উপায় হলো- ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ। বৃক্ষের পরিমাণ বাড়লেই বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে আসবে। বায়ু আর উত্তপ্ত হবে না।
- স্বস্তিকা :** সাথে সাথে সিএফসি নির্গমনও কমাতে হবে। এই জন্য অবশ্য সারা বিশ্বে আন্দোলন তৈরি হয়েছে।
- সৃষ্টি :** আমাদের দেশেও বৃক্ষরোপণকে জনপ্রিয় করতে হবে।
- স্বস্তিকা :** তুমি হয় তো পত্রিকায় দেখে থাকবে রংপুর জেলার তারাগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উদ্যোগে এক ঘণ্টায় আড়াই লক্ষ বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।
- সৃষ্টি :** হ্যাঁ, আমি দেখেছি পত্রিকায়। বিষয়টি আমাকে খুব উদীপ্ত করেছে। সারা দেশে এরকম উদ্যোগ নিলে সবুজ বাংলাদেশ আরো সবুজ হয়ে যাবে।
- স্বস্তিকা :** চল আমরা এমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করি। বাংলাদেশসহ

সমস্ত পৃথিবীকে রক্ষা করি।

- সৃষ্টি : অবশ্যই। চল পড়তে বসি, আগামীকাল বাংলা পরীক্ষা আছে।
- স্বস্তিকা : চল। আল্লাহ হাফেজ।
- সৃষ্টি : আল্লাহ হাফেজ।

প্রশ্ন ২ : উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (সিবো-১৬)

উত্তর: উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ

- জিনিয়া : শুভ সন্ধ্যা সুদেষ্ণা, তুমি কেমন আছ?
- সুদেষ্ণা : শুভ সন্ধ্যা জিনিয়া। আমি ভালো। তুমি কেমন আছ?
- জিনিয়া : আমিও ভালো আছি। আমি তোমার ভালো ফলাফলে আনন্দিত হয়েছি। ভবিষ্যতে তুমি কী করবে এই বিষয়ে কি কিছু ভেবেছো?
- সুদেষ্ণা : আমি ইতোমধ্যে স্থির করেছি যে, আমি প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাবো।
- জিনিয়া : ঠিক বুঝলাম না।
- সুদেষ্ণা : আমি বিএড, এমএড করব এবং পিএইচডিও করব। এবং আমি একজন শিক্ষক হব। সমাজ থেকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা দূর করে দেব এবং অগণিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবতাবোধ ও ইতিবাচক জীবনবোধ ছাড়িয়ে দেব।
- জিনিয়া : খুব ভালো। এটি একটি মহৎ কাজ কিন্তু এর বাস্তবায়ন খুব কঠিন।
- সুদেষ্ণা : মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বাংলা বিষয়ে স্নাতক সন্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেব। তারপর বিএড-এমএড ট্রেনিং শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করব।

- জিনিয়া : এত বিষয় থাকতে তুমি বাংলায় শিক্ষক হতে চাও কেন?
- সুদেষণা : প্রথমত, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তাছাড়াও আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারে না। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বাংলায় খারাপ রেজাল্ট করে। সবচেয়ে বড় কারণ হল বাংলা আমার প্রিয় বিষয়।
- জিনিয়া : তা বুঝলাম বাংলা ভাষার প্রতি তোমার বিশেষ টান আছে। কিন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক না হয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চাও কেন? তারপর আবার পিএইচডি করে?
- সুদেষণা : এই জন্য চাই যে, সর্বোচ্চ ডিগ্রি থাকলে আমাকে কেউ ছোট করে দেখতে পারবে না। আমার প্রতি সবার আদর থাকবে।
- জিনিয়া : তা বুঝলাম। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কেন?
- সুদেষণা : কারণ, এই বয়েসের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সহজে ইতিবাচক চিন্তা ও সৎ ভাবনার ছাপ ফেলা সহজ।
- জিনিয়া : ভাষা শেখার বিষয়ে তোমার চিন্তাটিও আমার ভালো লেগেছে। এই বিষয়ে আমার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন।
- সুদেষণা : আসলেও তাই। যে ভাষার জন্য বাঙালি জাতি রক্ত দিয়েছে? সে ভাষায় যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা শক্ত ভিত তৈরি করতে পারে, সে ভাষাকে ভালোবাসতে পারে- সেদিকে আমার খেয়াল থাকবে।
- জিনিয়া : তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনে ভালো লাগল।
- সুদেষণা : আমার জীবনের লক্ষ্য তো শুনলে, তোমার লক্ষ্য কী?
- জিনিয়া : আর আমার লক্ষ্য হলো ডাক্তার হওয়া। তবে প্রচলিত ধারার ডাক্তার নয়।
- সুদেষণা : কেমন?
- জিনিয়া : আমি রোগের চিকিৎসা করার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ কীভাবে করা যায় তা নিয়ে গবেষণা করব।

- সুদেষণা : খুবই মহান উদ্যোগ। তাহলে তোমাকে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আজ আর নয়, বিদায়।
- জিনিয়া : ঠিকই বলেছ। এখন থেকে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আজ আর নয়, বিদায়।
- সুদেষণা : তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিদায়।
- জিনিয়া : তোমাকেও ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ৩ : সমাজ সেবী এক বন্ধুর সঙ্গে অন্য বন্ধুর সংলাপ। অথবা, একজন উদ্যোক্তা বন্ধুর সঙ্গে অন্য এক বন্ধুর সংলাপ।

উত্তর: একজন উদ্যোক্তার সঙ্গে তার বন্ধুর সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: একজন উদ্যোক্তার সঙ্গে তার বন্ধুর সংলাপ

- রাহাবিন : ঈদ মোবারক বন্ধু।
- গুনগুন : তোমাকেও ঈদ মোবারক।
- রাহাবিন : তারপর বলো কেমন আছো? অনেক দিন দেখা নেই তোমার সঙ্গে। ৫/৬ বছর তো হবেই।
- গুনগুন : ভালো আছি। হ্যাঁ, প্রায় ছয় বছর দেখা হয় না আমাদের। তবে এই দেখা না হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে বন্ধু।
- রাহাবিন : তো কারণটা কী, বন্ধু?
- গুনগুন : আমার এলাকায় আমি পশ্চাদপদ নারী ও পুরুষদের নিয়ে। ‘মৎস্য ও পশু চাষ প্রকল্প’ শুরু করেছি। ২৫ জন নারী ও ২৫ জন দরিদ্র পুরুষকে বেচে নিয়ে কাজ করছি। প্রথম বছরেই খরচ বাদে আমাদের লাভ হয়েছে হয়েছে চার লাখ টাকা।
- রাহাবিন : দরিদ্র নারী পুরুষ তোমার এখানে কি হিসেবে কাজ করে?
- গুনগুন : পার্টনার হিসেবে কাজ করে। তবে সময় বেঁধে দেওয়া আছে ১০ ঘন্টা করে। আপাতত আমরা প্রত্যেকে মাসে ৫,০০০ টাকা করে

বেতন বাবদ নিছি। উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে নতুন কোনো প্রকল্পে হাত দেব আমরা।

রাহাবিন : এলাকার মানুষের প্রতিক্রিয়া কী? এতে কি তারা খুশি? তারা কি পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে?

গুনগুন : আমরা প্রথমে এদের বুঝিয়েছি। ভালো আয় হওয়াতে মনে হয় সবাই খুশি।

রাহাবিন : এলাকার দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে তুমি নিজেকে সমর্পণ করেছো গুন। খুব ভালো লাগল।

গুনগুন : এবার এসে তো গুনলাম, তুমি এলাকার দরিদ্র বেকার যুবকদের নিয়ে ‘আউটসোর্সিং’এর কাজ শুরু করেছো। তাদেরকে প্রথমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছ, তারপর প্রজেক্টের কাজে লাগাচ্ছে।

রাহাবিন : হ্যাঁ, একটু চেষ্টা করছি। প্রথমে পাঁচজনকে নিয়ে শুরু করছিলাম। এখন শতাধিক নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আর প্রজেক্টে কাজ করছে ৫০ জনের মতো। এখন ঐ পাঁচজনকে পাঁচটা প্রজেক্ট দিয়ে দিয়েছি। সফলতা এসেছে, সুনামও এসেছে। উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে এক একর জমিতে নিজস্ব অফিস কমপ্লেক্স তৈরি করছি।

গুনগুন : স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। মাত্র চার বছরে এতটা উন্নতি, অভিনন্দন বন্ধু।

রাহাবিন : তোমার আরো উন্নতি হবে। যেভাবে লেগে আছ, এলাকার মানুষ তোমাকে ছাড়বে না।

গুনগুন : আমিও আজীবন থাকতে চাই। সাধারণ মানুষের সাথে কাজ করার আনন্দই আলাদা। ওদের উৎসাহ, কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

রাহাবিন : আমিও আনন্দিত এবং তৃপ্ত। এটা আরো সম্প্রসারিত হয়ে সারা বিশ্বে যখন কাজ করবে, তখন আমার স্বপ্নপূরণ হবে।

গুনগুন : তোমাদের স্বপ্ন বাস্তব হোক।

রাহাবিন : তোমার স্বপ্নও বাস্তবায়িত হোক।

[দুজনে পরম আনন্দ নিয়ে আবার কোলাকুলি]

প্রশ্ন ৪ : কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। (চবো-২৪)

উত্তর: কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব।

জুনায়েদ : শুব বিকেল হিমেল, তুমি কেমন আছো?

হিমেল : শুব বিকেল। আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো?

জুনায়েদ : আমিও ভালো আছি। কী খবর হিমেল, আজকাল দেখছি তুমি বেশ সিরিয়াস হয়ে গেছো পড়াশোনায়। এইচএসসির পর কী বিষয় নিয়ে পড়বে? ভবেছো কিছু?

হিমেল : হ্যাঁ বন্ধু, অনেক ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করব। আমাদের দেশের বাস্তবতা বুঝেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

জুনায়েদ : বাহ! খুব ভালো কথা। তবে বল তো, সাধারণ শিক্ষা বাদ দিয়ে তুমি কারিগরি শিক্ষাকেই কেন বেছে নিচ্ছে?

হিমেল : দেখ, আমাদের দেশে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষায় স্নাতক হয়ে বের হয়, কিন্তু তাদের অনেকেই চাকরি পায় না। অথচ দক্ষ কারিগরি জনবল সব সময় চাহিদায় থাকে। চাকরি না পেলেও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথ থাকে। তাই আমি মনে করি, টিকে থাকতে হলে দক্ষ হতে হবে—শুধু ডিগ্রি নয়।

জুনায়েদ : তোমার কথা যথার্থ। আমার ভাইটিও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এখন ভালো একটি কোম্পানিতে কাজ করছে। সে বলছিল, বিদেশেও কারিগরি শিক্ষার অনেক কদর।

হিমেল : একদম ঠিক বলেছে। মালয়েশিয়া, জার্মানি বা জাপানের মতো দেশগুলোতে কারিগরি শিক্ষিত জনবল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের

দেশেও সরকার এখন কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। 'একটি দক্ষ জাতি গড়তে চাই'—এই স্লোগান নিয়েই সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে।

জুনায়েদ : কিন্তু আমাদের সমাজে এখনো অনেকে কারিগরি শিক্ষাকে ছোট করে দেখে। এটা একটা বড় সমস্যা, না?

হিমেল : অবশ্যই। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। কারিগরি শিক্ষিত একজন মানুষ শুধু চাকরির জন্য বসে থাকে না, সে উদ্যোক্তা হয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। এই বিষয়টি সবাইকে বোঝাতে হবে।

জুনায়েদ : তুমি ঠিক বলেছো হিমেল। আমারও এখন মনে হচ্ছে, কারিগরি শিক্ষা শুধু একটি বিকল্প পথ নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পথ হতে পারে।

হিমেল : তাই বলি, শিক্ষা মানেই শুধু বই মুখস্থ নয়, বরং বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য জ্ঞানই আসল শিক্ষা। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আমরা তা অর্জন করতে পারি।

জুনায়েদ : তোমার কথা শুনে আমিও আগ্রহী হয়ে উঠেছি। আমি ভাবছি, উচ্চ মাধ্যমিক শেষে কোনো টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্তি হব।

হিমেল : অবশ্যই। আমরা যদি সবাই দক্ষ হই, তাহলে নিজের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারব।

জুনায়েদ : একমত। ধন্যবাদ বন্ধু, তোমার কথাগুলো আমাকে অনেক বাস্তব সচেতনতা এনে দিল।

হিমেল : আমরাই পরিবর্তন আনব, জুনায়েদ। শিক্ষা হোক জীবনের জন্য, কেবল পরীক্ষার জন্য নয়।

জুনায়েদ : ধন্যবাদ তোমাকে।

হিমেল : তোমাকেও ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ৫ : সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

উত্তর: সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: সড়ক দুর্ঘটনা।

জিলান : শুভ সকাল বন্ধু, কেমন আছ?

সিয়াম : শুভ সকাল, ভালো আছি। তবে মনটা খুব খারাপ। তুমি কেমন আছ?

জিলান : আমিও ভালো আছি। হ্যাঁ তোমাকে খুব মলিন দেখাচ্ছে। মন খারাপের কারণ কী?

সিয়াম : আজকের পত্রিকা পড়নি?

জিলান : না, কী আছে পত্রিকায়?

সিয়াম : একটা দুর্ঘটনার খবর পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল। আহ! কী মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

জিলান : কী রকম?

সিয়াম : এক পরিবারের ৪ সদস্যের মধ্যে ৩ জনই মারা গেছে।

জিলান : খুবই হৃদয়বিদারক।

সিয়াম : আসলেই হৃদয়বিদারক। পরিবারের ৮ বছরের মেয়েটি শুধু বেঁচে আছে। ওর নিকট আত্মীয় বলতে কেউ নেই।

জিলান : কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনাটি?

সিয়াম : পরিবারটি রাস্তার পাশে দাড়িয়ে বাসের অপেক্ষা করছিল। দুই বাসের মধ্যে যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একটি আরেকটিকে টেকা দিতে গিয়ে নিরপরাধ মানুষগুলোর উপর বাস তুলে দেয়। বেঁচে থাকা মেয়েটির বাবা-মা এবং ছোট ভাইটি সঙ্গে সঙ্গেই বাসের ধাক্কা ও চাপা খেয়ে মারা যায়।

জিলান : খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। এরকম ঘটনা অহরহই ঘটছে। কেউ যেন দেখার নেই।

সিয়াম : দেখার থাকলেও দেখছে না। পরিবহণ সেক্টরের সাথে কেউই পারছে না।

- জিলান :** বেরোয়া ড্রাইভিং-এর জন্যই রকম ঘটনা ঘটছে।
- সিয়াম :** তাছাড়া, ড্রাইভাররাও অনেক ক্ষেত্রে অদক্ষ হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই এমন ড্রাইভারও অনেক সময় গাড়ি চালায়।
- জিলান :** ঠিকই বলেছো। অনেক ক্ষেত্রে ড্রাইভারদের যথাযথ প্রশিক্ষণও থাকে না। অনেক ড্রাইভারের নৈতিক এবং মানবিক দিকও খুব নীচু মানের।
- সিয়াম :** অন্যদিকে ফিটনেস বিহীন গাড়িও রাস্তায় চলতে দেখা যায়। অনেক মালিক অতিরিক্ত লাভের আশায় ফিটনেস বিহীন গাড়ি রাস্তায় নামিয়ে দেয়। এই সমস্ত ফিটনেস বিহীন গাড়িই বেশি দুর্ঘটনা ঘটায়।
- জিলান :** ভাঙা রাস্তা এবং ট্রাফিক আইনের প্রতি পথচারী ও চালকদের যথাযথ সচেতনতা না থাকার কারণেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে।
- সিয়াম :** আসলেই তাই।
- জিলান :** চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিলে, ফিটনেস বিহীন গাড়ি রাস্তায় নামতে না দিলে এবং ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টি করলেই সড়ক দুর্ঘটনা অনেক কমে আসতে পারে।
- সিয়াম :** খুবই সুচিন্তিত কথা বলেছো।
- জিলান :** সড়ক দুর্ঘটনা রোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চলো আমরা ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলনের সাথে যোগ দেই এবং আমাদের কলেজে একটি সংগঠন গঠন করে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে তুলি।
- সিয়াম :** খুবই ভালো প্রস্তাব। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। চলো এখনই এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করি।
- জিলান :** অবশ্যই।
- সিয়াম :** তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।
- জিলান :** তোমাকেও ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ৬: সম্প্রতি পড়া কোনো বই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ। (রাবো-১৬)

অথবা, বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো। (দিবো-১৯, রাবো-২৫)

উত্তর: সম্প্রতি পড়া কোনো বই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ**বিষয়: বই পড়ার গুরুত্ব**

- মুস্তাকিম :** ঈদ মোবারক বন্ধু।
- রায়হান :** তোমাকেও ঈদ মোবারক।
- মুস্তাকিম :** ঈদের আজ তৃতীয় দিন। তোমাকে এই দুই দিন দেখিনি কেন? মোবাইলেও পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত বাসায় এলাম।
- রায়হান :** এই দেখা না হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে বন্ধু।
- মুস্তাকিম :** তো কারণটা কী? বলো শুনি।
- রায়হান :** আগে বসো, তারপর বলি।
- মুস্তাকিম :** নাও, বসলাম।
- রায়হান :** ঈদের দুই দিন আগে থেকে আমি একটি বই পড়ছিলাম। পড়ায় ডিস্ট্রাব হবে বিধায় আমি মোবাইল বন্ধ করে রেখে ছিলাম। আজ বিকালে পড়া শেষ করলাম। অনেক বড় বই তো একটানা পড়তে চেয়েছিলাম। তাই এই আত্ম গোপন।
- মুস্তাকিম :** তবে তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছো। বই পড়া যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বিভিন্ন পণ্ডিতদের মুখে শোনা যায়। তো কী বই পড়লে?
- রায়হান :** বইটির নাম হলো: ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’। লেখক সেলিনা হোসেন। বইটি অনেক বড়। এই বইটির তিনটি খণ্ড আছে। আর, হ্যাঁ বই পড়ার গুরুত্বের কথা তুমি বলছিলে। এই বইটি পড়লে এর গুরুত্ব তুমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবে।

- মুস্তাকিম : ও, তাই বল। সেলিনা হোসেনের কয়েকটি বই আমি পড়েছি। তবে এটি পড়া হয়নি। এটি তো উপন্যাস। এর বিষয়বস্তু কী?
- রায়হান : হ্যাঁ, এটি উপন্যাস। এর বিষয়বস্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং বাংলাদেশের জন্ম ও বিকাশ।
- মুস্তাকিম : তো কেমন লাগলো তোমার?
- রায়হান : খুবই ভালো লেগেছে। বইটির আমেজ এখনো আমার সত্তার মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছে।
- মুস্তাকিম : যতদূর শুনেছি এটি ইতিহাস কেন্দ্রিক উপন্যাস। তো, কোন সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করা আছে এখানে?
- রায়হান : তুমি ঠিকই শুনেছ। এটি ইতিহাস কেন্দ্রিক উপন্যাস। এখানে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ইতিহাস স্থান পেয়েছে।
- মুস্তাকিম : তাহলে তো এখানে বাংলাদেশের জন্ম-কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।
- রায়হান : হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছো। বাঙালি যে কত বড় মহান জাতি এখানে তাই চিহ্নিত করা হয়েছে।
- মুস্তাকিম : তাহলে তো বইটি পড়তেই হয়।
- রায়হান : হ্যাঁ অবশ্যই পড়বে। বইটা এখনই তুমি নিয়ে যাও। যাওয়ার আগে চা খেয়ে যাও।
- মুস্তাকিম : অবশ্যই। চায় খেয়েই উঠবো। এবং রাত থেকেই পড়া শুরু করবো। কলেজ খোলার আগেই পড়া শেষ করবো।
- রায়হান : তবে যথা সময়ে বইটা ফেরৎ দিও। মা-বাবা দু'জনই বইটা পড়বেন।
- মুস্তাকিম : অবশ্যই। আজ উঠি বন্ধু। চায়ের জন্য ধন্যবাদ। বিদায়।
- রায়হান : ধন্যবাদ। বিদায়।

প্রশ্ন ৭ : বাংলা নববর্ষের উদযাপন নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (ববো-১৬)

উত্তর: বাংলা নববর্ষের উদযাপন নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: নববর্ষ উদযাপন

- নিকুঞ্জ :** আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, কেমন আছো?
- হৃদয় কুণ্ড :** ওয়ালাইকুম সালাম, বন্ধু। ভালো আছি। কী ব্যাপার তোমাকে বেশ খুশি খুশি লাগছে?
- নিকুঞ্জ :** খুশি খুশি লাগছে, কারণ কয়েক দিন পরেই বাংলা নববর্ষ।
- হৃদয় কুণ্ড :** হ্যাঁ তাইতো, আমি তো লেখাপড়া চাপে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।
- নিকুঞ্জ :** গত বছরে তো আমরা শুধু আলোচনা সভা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন শেষ করেছি। এবারও কি আমরা তাই করবো?
- হৃদয় কুণ্ড :** না, না, এবার নতুন কিছু করতে হবে। একটু বৈচিত্র্য আনতে হবে আমাদের কর্মসূচিতে।
- নিকুঞ্জ :** কিন্তু সেই নতুন বিষয়টা কী?
- হৃদয় কুণ্ড :** সকালে সবার কল্যাণ কামনা করে একটা মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা যায়। বিকালে বা সারাদিনব্যাপী একটা মেলার আয়োজন করা যায়।
- নিকুঞ্জ :** ভালো প্রস্তাব। আগে নাকি নববর্ষ উপলক্ষে নদীতে নৌকাবাইচ হতো, মাঠে ষাঁড় বা মোরগ লড়াই হতো। এ রকম ঐতিহ্যবাহী কিছু করা যায় না?
- হৃদয় কুণ্ড :** অবশ্যই যায়। এর পাশাপাশি বিকালে কলেজ মাঠে একটা প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা যায়।
- নিকুঞ্জ :** হ্যাঁ, ১১শ ও দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে ম্যাচ হলে খুবই জমজমাট হবে।
- হৃদয় কুণ্ড :** আর কী কী করা যায় বল তো?
- নিকুঞ্জ :** শিশুদের জন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক আয়োজন থাকলে ভালো হয়। যেমন ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা।
- হৃদয় কুণ্ড :** হ্যাঁ, করা যেতে পারে।
- নিকুঞ্জ :** তাহলে চল, এ বিষয়ে অধ্যক্ষ স্যারের সঙ্গে কথা বলি।
- হৃদয় কুণ্ড :** চল।

প্রশ্ন ৮ : নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (দিবো-১৬, মবো-২৫)

উত্তর: নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: নারীশিক্ষার গুরুত্ব

সিমান্ত : আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, কেমন আছো?

আবিদুর : ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছি। কিন্তু কী ব্যাপার? তোমাকে বেশ উত্তেজিত উত্তেজিত মনে হচ্ছে?

সিমান্ত : হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো। পত্রিকা পড়নি?

আবিদুর : কেন, পত্রিকায় কী লিখেছে?

সিমান্ত : একজন জ্ঞানপাপী ধর্ম-পাণ্ডিত বিবৃতি দিয়েছে, মেয়েদের লেখাপড়ার দরকার নেই।

আবিদুর : বলো কি? এরকম অজ্ঞ লোকও আজকাল আছে?

সিমান্ত : আছে, তিনি বলেছেন, মেয়েরা বাইরে আসলে না কি সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

আবিদুর : মূর্খ আর কাকে বলে? অথচ প্রত্যেক ধর্মেই শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সিমান্ত : হ্যাঁ তাই। নবীজীর (সা.) অনেক হাদিসে জ্ঞান অর্জনের জন্য গভীরভাবে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। এখানো তো বলা হয়নি জ্ঞান অর্জন শুধু পুরুষেরা করবে। নারী-পুরুষ সবার কথাই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবিদুর : তাছাড়া জ্ঞান অর্জন প্রত্যেকের জন্যই ফরজ।

সিমান্ত : সব ভাষার, সব ধর্মের প্রবক্তারাই সার্বজনীন শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার ‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধটি পড়নি? এখানে নারী শিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আবিদুর : কী আছে ঐ প্রবন্ধে?

সিমান্ত : ঐ প্রবন্ধে বলা হয়েছে সমাজ হলো দুই চাকার গাড়ির মতো। এর একটি চাকা হলো পুরুষ আরেকটি হলো নারী। গাড়ির একটি চাকা ছোট এবং আরেকটি চাকা বড় হলে গাড়ি যেমন একই জায়গায় ঘুরতে থাকে, সামনে এগুতে পারে না; সমাজও তাই, নারী পুরুষ সমান না হলে সমাজ সামনের দিকে এগুতে পারে না।

আবিদুর : চমৎকার ব্যাখ্যা। আসলে একটি দেশ, জাতি কিংবা সমাজের অগ্রগতির জন্য নারী পুরুষের সমান হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। সমাজের কিছু অপ শক্তি আছে, তারাই নারী শিক্ষার বিরোধিতা করতে পারে, অন্য কেউ নয়।

সিমান্ত : আমাদের এই অপশক্তি বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আবিদুর : ঠিক তাই, চলো এ বিষয়ে আমরা একটা সমাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি।

সিমান্ত : চলো। ধন্যবাদ।

আবিদুর : ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ৯: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(যবো-২০১৬, ববো-২৫)

অথবা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংলাপ।

উত্তর: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

মেয়ে (সাদিয়া) : আসসালামু আলাইকুম, বাবা।

বাবা (আবু তালহা): ওয়ালাইকুম সালাম। তুমি মনে হয় কিছু বলবে, মা?

- সাদিয়া** : জ্বী বাবা। আজকে আমাদের কলেজে "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি" নিয়ে আলোচনা সভা হয়েছিল। আমি অনেক কিছু জানলাম। তুমি কি বলবে, এটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?
- বাবা** : খুব ভালো প্রশ্ন করেছো মা। আমাদের দেশের ইতিহাস আর সংস্কৃতি বোঝার জন্য এই বিষয়টা জানা খুব দরকার। বাংলাদেশ একটি বহু ধর্ম-বর্ণের দেশ। এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই মিলেমিশে বাস করে।
- সাদিয়া** : কিন্তু বাবা, টিভিতে দেখি মাঝে মাঝে কোথাও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। মানুষ এত ঘৃণা করে কেন?
- বাবা** : মানুষ যখন নিজের ধর্ম, ভাষা বা পরিচয়কে শ্রেষ্ঠ ভাবতে গিয়ে অন্যকে ছোট করে দেখে, তখনই সমস্যা তৈরি হয়। আবার রাজনৈতিক স্বার্থেও অনেক সময় এসব ইস্যু উসকে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা দেয় শান্তি ও সহনশীলতা।
- সাদিয়া** : তাহলে কি ধর্মভিত্তিক বিভাজন দূর করা সম্ভব?
- বাবা** : অবশ্যই সম্ভব, যদি আমরা মানবিক মূল্যবোধ আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে গুরুত্ব দিই। ছোটবেলা থেকে যদি আমরা শিখি যে সব ধর্মের মানুষ আমাদের ভাই-বোন, তাহলে বিভেদ আর থাকবে না।
- সাদিয়া** : আমাদের বইতে লেখা আছে, ১৯৭১ সালে সব ধর্মের মানুষ মিলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এটাও কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ?
- বাবা** : খুবই বড় উদাহরণ, মা। বাংলাদেশের জন্মই হয়েছে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের রক্তের বিনিময়ে।
- সাদিয়া** : বাবা, আমরা কীভাবে নিজেদের জীবনেও এই সম্প্রীতির চর্চা করতে পারি?
- বাবা** : খুব সহজ। অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করো, ভিন্ন মত শুনতে শিখো, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করো। বন্ধুরা যদি অন্য ধর্মের হয়, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখো। ধর্ম নয়, মানুষ আগে—এই মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

সাদিয়া : আমি বুঝতে পারছি বাবা। শুধু বক্তৃতা বা সেমিনারে নয়, এই মূল্যবোধ আমাদের আচরণে আনতে হবে।

বাবা : একদম ঠিক বলেছো। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শুধু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি নয়, এটি উন্নত ও মানবিক সমাজ গঠনের পূর্বশর্তও।

সাদিয়া : ধন্যবাদ বাবা, তুমি এত সুন্দর করে বোঝালে। আমি এখন থেকেই চেষ্টা করব সম্প্রীতির মানসিকতা নিয়ে চলতে।

বাবা : তুমি যদি সত্যিই তা করতে পারো, তবে আমি গর্বিত হবো মা। কারণ পরিবর্তন শুরু হয় নিজেকে দিয়েই।

সাদিয়া : ধন্যবাদ বাবা।

বাবা : তোমাকেও ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ১০: ফেসবুকের সুফল ও কুফল নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

উত্তর: ফেসবুকের সুফল ও কুফল নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: ফেসবুকের সুফল ও কুফল।

জিম : শুভ বিকাল, ঐশী! কেমন আছো?

ঐশী : শুভ বিকাল, জিম। ভালো আছি। তুমি?

জিম : আমিও ভালো। আজকে কলেজ থেকে ফিরেই দেখলাম, তুমি একটা সুন্দর পোস্ট দিয়েছো ফেসবুকে। খুব ভালো লাগলো।

ঐশী : ধন্যবাদ জিম। আমি এখন নিয়মিত ফেসবুকে কিছু শিক্ষামূলক পোস্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। ফেসবুক এখন শুধু বিনোদনের নয়, শিক্ষার মাধ্যমও হতে পারে।

- জিম** : একমত। ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা দেশের খবর, শিক্ষা, প্রযুক্তি, সাহিত্য—অনেক কিছু জানতে পারি। আমাদের অনেক ভালো শিক্ষকও ফেসবুকে শিক্ষামূলক কনটেন্ট দেন।
- ঐশী** : হ্যাঁ, আর কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ রাখা যায়। কোনো ক্লাসের নোট বা সময়সূচি মিস হলে ফেসবুক গ্রুপে জেনে নেওয়া যায়।
- জিম** : আবার ফেসবুক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, ওয়েবিনার বা অনলাইন কোর্স সম্পর্কে জানার সুযোগও করে দেয়। আমি একটা অনলাইন লেখালেখির প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম ফেসবুকেই জানতে পেরে।
- ঐশী** : দারুণ! তবে জিম, সবকিছুর যেমন ভালো দিক থাকে, তেমনি খারাপ দিকও থাকে, তাই না?
- জিম** : একদম ঠিক। ফেসবুকে সময়ের অপচয় হয় অনেক। অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রল করে, যা পড়াশোনার ক্ষতি করে।
- ঐশী** : শুধু তা-ই নয়, অনেকেই গুজব বা ভুয়া খবর ছড়ায় ফেসবুকে। আবার অচেনা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে অনেক সমস্যায় পড়ে।
- জিম** : সত্যি কথা বলেছো। ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য শেয়ার করলে সেগুলো কেউ অপব্যবহারও করতে পারে। সাইবার বুলিং, হ্যাকিং এসবও বড় ঝুঁকি।
- ঐশী** : তাই ফেসবুক ব্যবহারে আমাদের সচেতন হতে হবে। শিক্ষার্থীদের উচিত সময় বেঁধে ব্যবহার করা এবং ভালো কিছু শেখার জন্য কাজে লাগানো।
- জিম** : ঠিক বলেছো। যদি আমরা ফেসবুককে একটি উপকারী মাধ্যম হিসেবে দেখি, তাহলে এটা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াবে। না হলে সেটা সময় নষ্ট ও ক্ষতির কারণ হবে।
- ঐশী** : আসল কথাটা হলো—ব্যবহার নির্ভর করে আমাদের উপরে। ভালো ব্যবহার করলে সুফল, না হলে কুফল।
- জিম** : একদম ঠিক, ঐশী। আজকের কথোপকথন থেকে অনেক কিছু শিখলাম।
- ঐশী** : আমিও, জিম। আজ তাহলে উঠি। পড়াশোনায় বসতে হবে।
- জিম** : আমিও তাই করবো। দেখা হবে কাল কলেজে।
- ঐশী** : অবশ্যই। ভালো থাকো।

জিম : তুমিও। শুভ সন্ধ্যা!

প্রশ্ন ১১: ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

উত্তর: ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল।

মাহি : শুভ বিকাল, শাফি! কী খবর? আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছো মনে হয়?

শাফি : শুভ বিকাল, মাহি! হ্যাঁ, আজ ক্লাস শেষে ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু আড্ডা দেই। তবে জানো, রাস্তায় আসতে আসতেই একটা জিনিস ভাবছিলাম।

মাহি : কী জিনিস?

শাফি : ইন্টারনেট নিয়ে। এটা যেমন আমাদের জীবনে দরকারি হয়ে উঠেছে, তেমনি অনেকে এটাকে অপব্যবহারও করছে।

মাহি : একদম ঠিক বলেছো। ইন্টারনেট ছাড়া এখন যেন কিছুই ভাবা যায় না। পড়াশোনা, যোগাযোগ, কেনাকাটা, এমনকি ক্লাস—সবই তো অনলাইনে হয়।

শাফি : হ্যাঁ, আমার তো ইন্টারনেট ছাড়া প্রজেক্ট তৈরি করাও সম্ভব নয়। গুগল, ইউটিউব, অনলাইন লাইব্রেরি—সবই ভরসা। আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে শিক্ষক-বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগও সহজ।

মাহি : আমিও অনলাইনে নানা কোর্স করছি, নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাচ্ছি। অনলাইনে বই পড়ে ফেলেছি কয়েকটা, যা আগে কখনো কল্পনাও করিনি।

- শাফি** : এসব তো ইন্টারনেটের বড় সুফল। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই, যখন মানুষ এটিকে শুধুই বিনোদনের জন্য ব্যবহার করে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট করে।
- মাহি** : একমত। অনেকেই ভিডিও গেম বা অপ্রাসঙ্গিক ভিডিও দেখে দিন পার করে। আবার কিছু কিছু ওয়েবসাইট তো তরুণদের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত।
- শাফি** : তার চেয়েও বড় বিপদ হলো সাইবার ক্রাইম। ফিশিং, হ্যাকিং, ভুয়া প্রোফাইল—এসব ব্যাপার খুব ভয়ানক। অনেক সময় অজান্তেই মানুষ প্রতারণার শিকার হয়ে যায়।
- মাহি** : হ্যাঁ, আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্য বা গুজব ছড়িয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরির ঘটনাও তো আমরা দেখেছি।
- শাফি** : তাই বলি, ইন্টারনেট একদিকে যেমন জ্ঞানের দ্বার খুলে দেয়, তেমনি অসচেতন হলে বিপদের কারণও হয়ে দাঁড়ায়।
- মাহি** : তাহলে সমাধান কী বলো তো?
- শাফি** : সমাধান হলো সচেতন ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। সময় বেঁধে ইন্টারনেট ব্যবহার করা উচিত। কী দেখছি, কোথা থেকে তথ্য নিচ্ছি, সেটা যাচাই করে নেওয়াও জরুরি।
- মাহি** : একদম ঠিক বলেছো। ইন্টারনেট যেন আমাদের সাহায্য করে, ক্ষতি নয়—এই দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে।
- শাফি** : হ্যাঁ। আজকের আলোচনা খুব উপকারে এলো। এই বিষয়টা নিয়ে ক্লাসে যদি উপস্থাপনা দিতে হয়, আমরা দুজনই প্রস্তুত থাকবো।
- মাহি** : দারুণ হবে! এখন তাহলে যাই, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।
- শাফি** : আমিও উঠি। দেখা হবে কাল।
- মাহি** : ইনশাআল্লাহ। ভালো থেকো, শুভ সন্ধ্যা!

প্রশ্ন ১২ : আসন্ন এইচ এস সি পরীক্ষা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

উত্তর: আসন্ন এইচ এস সি পরীক্ষা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: আসন্ন এইচ এস সি পরীক্ষা

মুখ : শুভ সন্ধ্যা, সৈকত।

সৈকত : শুভ সন্ধ্যা, মুখ। তুমি কেমন আছো?

মুখ : ভাল আছি। তবে পরীক্ষা নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত।

সৈকত : তুমি তোমার কোর্স শেষ করতে পারেনি?

মুখ : অন্যান্য বিষয়ে প্রস্তুতি ভালো। তবে ইংরেজি বিষয়ে আমার প্রস্তুতিও তেমন ভাল নয়।

সৈকত : এ নিয়ে ভেবো না। আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে তুমি উতরে যাবে। তুমি তো ইংরেজিতে ভালো। এক সপ্তাহ পড়াশুনা করলে তোমার পড়া শেষ হয়ে যাবে। ইংরেজি বিষয়ে তোমার প্রস্তুতি কেমন?

মুখ : ইংরেজিতে আমার প্রস্তুতি খুবই ভালো। তবে বাংলা প্রথম পত্র একটু কঠিন মনে হয়। কারণ সৃজনশীল প্রশ্নের প্রয়োগ ও উচ্চতার দক্ষতা প্রশ্নের উত্তরগুলো আমার কাছে জটিল মনে হয়।

সৈকত : সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে মূল বই ভাল করে বুঝে পড়তে হবে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাসের প্রতিটি লাইন উপলব্ধির মধ্যে আনতে হবে। কবিতার প্রতীকী শব্দের অর্থ বুঝতে হবে। তাহলেই প্রয়োগ ও উচ্চতার দক্ষতা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হয়ে যাবে। আমার এ বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, ক্লাশগুলো ভালোভাবে করেছিলাম।

মুখ : বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে তোমার প্রস্তুতি কেমন?

সৈকত : রসায়ন ছাড়া, অন্য বিষয়গুলো ভালো।

মুঞ্চ : আমার রসায়নের প্রস্তুতি ভালো, তবে গণিত এখনও শেষ করতে পারি নি।

সৈকত : বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় আমার বড় ভাই বাসায় এসেছিলেন, তার কাছ থেকে আমি গণিতটা কমপ্লেট করে নিয়েছি। গণিত এখন আমার আর কোনো সমস্যা নেই। তুমিও পারবে, কয়েক দিন অনুশীলন করলেই হয়ে যাবে। আর কোনো সাহায্য লাগলে আমাকে বলো।

মুঞ্চ : অবশ্যই বলবো এবং প্রয়োজনে তোমার সাহায্য নেব।

সৈকত : আজ আর নয় বন্ধু, রাত হয়ে যাচ্ছে। মা চিন্তা করবেন।

মুঞ্চ : হ্যাঁ, তাই চল, যাওয়া যাক। শুভ সন্ধ্যা।

সৈকত : শুভ সন্ধ্যা।

প্রশ্ন ১৩ : জীবনের লক্ষ্য নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

উত্তর: জীবনের লক্ষ্য নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: জীবনের লক্ষ্য

আহনাফ : শুভ সকাল জেরিন, তুমি কেমন আছ?

হামিম : শুভ সকাল মৌমিতা। আমি ভালো। তুমি কেমন আছ?

আহনাফ : আমিও ভালো আছি। আমি তোমার ভালো ফলাফলে আনন্দিত হয়েছি। ভবিষ্যতে তুমি কী করবে এই বিষয়ে কি কিছু ভেবেছো?

হামিম : আমি ইতোমধ্যে স্থির করেছি যে, আমি একজন শিক্ষক হব। সমাজ থেকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা দূর করে দেব এবং অগণিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবতাবোধ ও ইতিবাচক জীবনবোধ ছাড়িয়ে দেব।

আহনাফ : খুব ভালো। এটি একটি মহৎ কাজ কিন্তু এর বাস্তবায়ন খুব কঠিন।

হামিম : মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বাংলা বিষয়ে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেব। তারপর বিএড-এমএড ট্রেনিং শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করব।

আহনাফ : এত বিষয় থাকতে তুমি বাংলায় শিক্ষক হতে চাও কেন?

হামিম : প্রথমত, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তাছাড়াও আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারে না। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বাংলায় খারাপ রেজাল্ট করে। সবচেয়ে বড় কারণ হল বাংলা আমার প্রিয় বিষয়।

আহনাফ : তা বুঝলাম বাংলা ভাষার প্রতি তোমার বিশেষ টান আছে। কিন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক না হয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চাও কেন?

হামিম : এই জন্য চাই যে, এই বয়েসের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সহজে ইতিবাচক চিন্তা ও সৎ ভাবনার ছাপ ফেলা সহজ।

আহনাফ : ভাষা শেখার বিষয়ে তোমার চিন্তাটিও আমার ভালো লেগেছে। এই বিষয়ে আমার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন।

হামিম : আসলেও তাই। যে ভাষার জন্য বাঙালি জাতি রক্ত দিয়েছে? সে ভাষায় যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা শক্ত ভিত তৈরি করতে পারে, সে ভাষাকে ভালোবাসতে পারে- সেদিকে আমার খেয়াল থাকবে।

আহনাফ : তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনে ভালো লাগল। আর আমার লক্ষ্য হলো ডাক্তার হওয়া।

হামিম : এটিও মহান পেশা। তাহলে তোমাকে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আজ আর নয়, বিদায়।

আহনাফ : ঠিকই বলেছ। এখন থেকে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আজ আর নয়, বিদায়।

হামিম : তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ । বিদায় ।

আহনাফ : তোমাকেও ধন্যবাদ ।

প্রশ্ন ১৪: বই মেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর ।

উত্তর: বই মেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: বই মেলা ।

ওয়াফা : শুভ বিকাল । তুমি কেমন আছ শিফা?

শিফা : শুভ বিকাল । আমি ভালো আছি । তুমি কেমন আছ ওয়াফা?

ওয়াফা : আমিও ভালো । গতকাল বিকেলে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

শিফা : আমি আমার বোনের সাথে একুশে বইমেলায় গিয়েছিলাম ।

ওয়াফা : এবার মেলা থেকে কী কী বই কিনলে শিফা?

শিফা : কোনো বই কিনি নি, শুধু ক্যাটালগ সংগ্রহ করেছি । ক্যাটালগ দেখে বইয়ের তালিকা করব তারপর কিনবো । তাছাড়া বই মেলা তো শুধু

বই কেনার জন্য নয় ।

ওয়াফা : তা হলে কীসের জন্য?

শিফা : বই মেলায় বইয়ের সঙ্গে পাঠকের সংযোগ ঘটে ।

ওয়াফা : হ্যাঁ, তা ঠিক বলেছ । বই মেলায় বইয়ের সঙ্গে শুধু পাঠকের সংযোগ ঘটে না, বরং পাঠকের সঙ্গে পাঠকের, পাঠকের সঙ্গে প্রকাশকের, পাঠকের সঙ্গে লেখকের সংযোগ ঘটে ।

শিফা : তুমি না গত সপ্তায় মেলায় গিয়েছিলে? তুমি কী বই কিনলে?

ওয়াফা : আমি মেলায় গিয়ে ছিলাম একটি সেমিনারে অংশ নেয়ার জন্য এবং কিছু সংগঠনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য । তবে

বইও কিছু কিনেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সেলিনা হোসেনের ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’, ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ ও ‘চাঁদবেনে’।

শিফা : সেলিনা হোসেনের এই বইগুলো অবশ্য আমি পড়েছি। খুব ভালো লেগেছে।

ওয়াফা : মেলায় বইয়ে দামের যে ছাড় দেয় তা যথেষ্ট নয়। আরো ছাড় দেয়া উচিত। মেলায় যে বই ৩০% কমিশন দেয় সেই বই নীলক্ষেতে কিনা যায় ৩৫% থেকে ৪০% কমিশনে।

শিফা : হ্যাঁ, তা ঠিক বলেছো। তাছাড়া বইয়ের মূল পাঠক ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু এদের ক্রয় ক্ষমতা কম। তাই এদের জন্য মেলায় বেশি সুযোগ থাকা দরকার ছিল।

ওয়াফা : হ্যাঁ, তাই হওয়া উচিত। আজ আসি বন্ধু। আবার দেখা হবে।
খোদা হাফেজ।

শিফা : খোদা হাফেজ।

প্রশ্ন ১৫: মাদকাসক্তির কুফল ও এর প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।
(ববো-২৪)

উত্তর: মাদকাসক্তির কুফল ও এর প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: মাদকাসক্তির কুফল ও এর প্রতিকার।

- সামিন** : কিরে জারিফ, আজকাল তোকে কেমন যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে। কিছু হয়েছে নাকি?
- জারিফ** : আর বলিস না সামিন, আমার এক দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। ওর পরিবারে রীতিমতো অশান্তি চলছে। ওকে দেখে খুব কষ্ট হয়।
- সামিন** : হ্যাঁ রে, মাদকাসক্তি তো একটা সর্বনাশা ব্যাপার। এর কুফলগুলো মারাত্মক। একবার কেউ এই ফাঁদে পড়লে সহজে বের হতে পারে না।
- জারিফ** : ঠিকই বলেছিস। মাদক শুধু শরীরকেই নয়, মনকেও শেষ করে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, লিভার, কিডনি, হৃৎপিণ্ড সবকিছুর ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে।
- সামিন** : শুধু তাই নয়, এর সামাজিক কুফলও অনেক। একটা মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায। তারা চুরি, ডাকাতি এমনকি খুনের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এতে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।
- জারিফ** : একদম তাই। আমার মামাতো ভাইয়ের জন্য ওর বাবা-মা কতটা কষ্ট পাচ্ছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু এর থেকে মুক্তির উপায় কী?
- সামিন** : প্রতিকার অবশ্যই আছে। প্রথমত, পরিবারকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসা ও সহানুভূতি দিতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে যে সে একা নয়, পরিবার তার পাশে আছে।
- জারিফ** : এরপর?
- সামিন** : এরপর পেশাদার সাহায্য নেওয়া জরুরি। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে সঠিক চিকিৎসা ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে তাদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সেখানে তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা কাটাতে সাহায্য করা হয়।

জারিফ : এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের মতো বন্ধুদেরও কি কোনো ভূমিকা আছে?

সামিন : অবশ্যই! বন্ধুদেরও সচেতন থাকতে হবে। কেউ মাদকাসক্ত হলে তাকে তিরস্কার না করে বা দূরে ঠেলে না দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে এবং সঠিক পথে আসার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের সবাইকে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে হবে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে বোঝাতে হবে যে মাদক তাদের জীবন ধ্বংস করে দেবে।

জারিফ : তুই ঠিক বলেছিস সামিন। আমরা যদি সবাই মিলে চেষ্টা করি, তাহলে হয়তো অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে। ধন্যবাদ তোকে, খুব ভালো আলোচনা হলো।

সামিন : তোকেও ধন্যবাদ জারিফ। আশা করি তোর মামাতো ভাই দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ১৬ : লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

উত্তর: লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা।

অপর্ণা : শুব সন্ধ্যা, লুবাবা, তুমি কেমন আছো?

লুবাবা : শুব সন্ধ্যা, অপর্ণা, আমি ভালো আছি। তুমি কিছু বলবে মনে হয়?

অপর্ণা : হ্যাঁ, লুবাবা, জানো? আমি অনেকদিন ধরে ভাবছি, আমাদের পাড়ায় একটা ছোট পাঠাগার থাকলে কেমন হতো!

- লুবাবা : দারুণ একটা আইডিয়া বলেছ! এখনকার ছেলেমেয়েরা মোবাইল আর গেমে আসক্ত হয়ে বই থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। একটা লাইব্রেরি হলে হয়তো বই পড়ার পরিবেশটা আবার ফিরবে।
- অপর্ণা : একদম ঠিক। আমাদের আশেপাশে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আছে, কিন্তু বই কেনার সামর্থ্য সবার নেই। ওদের জন্য লাইব্রেরি খুব উপকারে আসবে।
- লুবাবা : তাহলে আমাদের কাজটা শুরু করা উচিত। প্রথমেই পুরোনো বই সংগ্রহের একটা উদ্যোগ নিতে পারি। বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, শিক্ষক— সবাইকে বলব যাতে যার যার ঘরে থাকা বই দান করে।
- অপর্ণা : হ্যাঁ, আমি আমাদের স্কুলে একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিতে পারি। ‘বই দান, জ্ঞান দান’ এমন একটা স্লোগান দিলেই ভালো হয়।
- লুবাবা : চমৎকার! আর লাইব্রেরির জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গাও লাগবে। জানো, আমাদের পাড়ার কমিউনিটি সেন্টারের একটা ঘর প্রায় ফাঁকা থাকে। চাইলে কাউন্সিলরের অনুমতি নিয়ে সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- অপর্ণা : সেটা দারুণ হবে। আর লাইব্রেরির একটা সুন্দর নামও দরকার। ‘সকাল পাঠাগার’ কেমন?
- লুবাবা : এক কথায় অসাধারণ! আমরা চাইলে সপ্তাহে একদিন শিশুদের জন্য গল্পপাঠ, কুইজ প্রতিযোগিতা কিংবা চিত্রাঙ্কন আয়োজনও করতে পারি।
- অপর্ণা : হ্যাঁ, এতে শিশুরা আগ্রহী হবে এবং বইয়ের প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠবে। আমরা যদি ইচ্ছা আর নিষ্ঠা দিয়ে কাজ করি, তাহলে এটা সম্ভব।
- লুবাবা : ঠিক বলেছো। চল, আমরা এখনই পুরো পরিকল্পনাটা লিখে ফেলি, পরে বন্ধুদের নিয়ে একটা মিটিং করি।
- অপর্ণা : চল, আমাদের স্বপ্নের লাইব্রেরি গড়ার পথে এখনই শুরু হোক যাত্রা!

প্রশ্ন ১৭: গণতন্ত্রে উত্তরণ ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

উত্তর: গণতন্ত্রে উত্তরণ ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: গণতন্ত্রে উত্তরণ ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ।

ফারিন : শুভ বিকাল, মানাল! কেমন আছো?

মানাল: শুভ বিকাল, ফারিন! ভালো আছি। তুমি?

ফারিন : আমিও ভালো। আজ পত্রিকায় পড়ছিলাম, জাতীয় সংসদে গণতন্ত্র চর্চা নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে একটু কথা বলি।

মানাল : দারুণ বিষয় এনেছো। আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের গণতন্ত্র নিয়ে সচেতন হওয়া খুব দরকার। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পথচলা কিন্তু খুব সহজ ছিল না।

ফারিন : ঠিক বলেছো। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক শাসন, একদলীয় শাসনের মতো ঘটনা ঘটেছে। তবে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

মানাল : হ্যাঁ, বিশেষ করে ১৯৯১ সালের নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তখন থেকেই দেশে আবার বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হয়।

ফারিন : এখন মানুষ অনেক সচেতন। গণমাধ্যম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম—এসবের মাধ্যমে সাধারণ মানুষও এখন মত প্রকাশ করতে পারে। এটা গণতন্ত্রের একটা ইতিবাচক দিক।

মানাল : তাছাড়া, সরকার বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করছে—মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, স্মার্ট বাংলাদেশ উদ্যোগ ইত্যাদি—সবই দেশের অগ্রগতির চিহ্ন।

- ফারিন** : তবে গণতন্ত্র মানে শুধু উন্নয়ন নয়। জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার—এসবই গণতন্ত্রের মূল উপাদান।
- মানাল** : একদম ঠিক। মাঝে মাঝে আমরা দেখি বিরোধী মত দমন বা তথ্য নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ আসে। এই বিষয়গুলো গণতন্ত্রের পথকে দুর্বল করতে পারে।
- ফারিন** : এজন্য আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের সচেতন হতে হবে। যুক্তিভিত্তিক আলোচনা, তথ্যনির্ভর মতামত—এসবই গণতান্ত্রিক চর্চা গড়ে তোলে।
- মানাল** : হ্যাঁ, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বিতর্ক, মতবিনিময়, নেতৃত্ব গঠনের আয়োজন বাড়ানো উচিত। এতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৈরি হয়।
- ফারিন** : গণতন্ত্র তখনই টিকে থাকবে, যখন আমরা সবাই নিজের অধিকার আর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবো।
- মানাল** : একমত। আজকের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো। এটা আমাদের পরবর্তী উপস্থাপনায় কাজে দেবে।
- ফারিন** : নিঃসন্দেহে! এখন উঠি, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।
- মানাল** : আমিও যাচ্ছি। দেখা হবে কাল কলেজে।
- ফারিন** : অবশ্যই। ভালো থাকো, শুভ সন্ধ্যা!

প্রশ্ন ১৮: যানজটের ভোগান্তি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

উত্তর: যানজটের ভোগান্তি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: যানজটের ভোগান্তি ।

অর্জন : আসসালামু আলাইকুম, আহ্নাফ। কেমন আছিস।

আহ্নাফ : ওয়ালাইকুম সালাম, অর্জন। বেশি ভালো না। কালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় এমন এক জ্যামে পড়লাম, আধা ঘণ্টার রাস্তা তিন ঘণ্টায় পার হলাম! তাই শরীরটা কেমন করছে।

- অর্জন** : কী বলিস! আমিও তো একই অবস্থা—বাসে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পিঠে ব্যথা ধরে গেছে। ঢাকার এই যানজট দিন দিন অসহনীয় হয়ে উঠছে।
- আহনাফ** : ঠিক বলেছিস। সকাল-বিকেল তো বটেই, এখন তো মাঝরাতেও জ্যামে পড়তে হয়। গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু রাস্তা তো বাড়ছে না!
- অর্জন** : তার ওপর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কী বেহাল দশা! যেখানে সেখানে পার্কিং, লেন না মানা—সব মিলিয়ে রীতিমতো নৈরাজ্য।
- আহনাফ** : আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে রিকশা আর প্রাইভেট গাড়ির আধিক্য। একটা ছোট রাস্তায় একসঙ্গে এত রকমের যানবাহন চললে তো যানজট হবেই।
- অর্জন** : হ্যাঁ, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যদি উন্নত করা যেত, তাহলে মানুষ প্রাইভেট গাড়ি কম ব্যবহার করত। এতে অনেকটা সমস্যা কমত।
- আহনাফ** : সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়ন মানেই ভোগান্তি। সিটি কর্পোরেশন বা বিআরটিএ-র পক্ষ থেকেও খুব একটা কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায় না।
- অর্জন** : কিন্তু এর প্রভাব পড়ছে আমাদের জীবনযাত্রায়—সময় নষ্ট, মানসিক চাপ, দূষণ—সবই বাড়ছে।
- আহনাফ** : শুধু ব্যক্তিগত না, দেশের অর্থনীতিতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যানজটে কর্মঘণ্টার অপচয় অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- অর্জন** : অবশ্যই। এই সমস্যার সমাধানে এখনই কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে অবস্থা আরও খারাপ হবে।
- আহনাফ** : সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে—ট্রাফিক আইন মানা, অপ্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহার না করা।
- অর্জন** : একমত। সবাই যদি নিজ নিজ জায়গা থেকে সচেতন হয়, তবেই পরিবর্তন সম্ভব।
- আহনাফ** : চল, পরিবর্তনের জন্য আমরা নিজেরা আগে সচেতন হই। আশাকরি একদিন যানজটমুক্ত শহর দেখব।
- অর্জন** : ইনশাআল্লাহ, নিশ্চয়ই দেখব!

প্রশ্ন ১৯ : খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

উত্তর: খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সংলাপ

বিষয়: খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার।

- প্রমিত** : আসসালামু আলাইকুম, শীতল। কী খবর? এত চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?
- শীতল** : ওয়ালইকুম সালাম। মনাটা খুব খারাপ।
- প্রমিত** : কেন?
- শীতল** : আর বলিস না ভাই। খবরের কাগজে পড়লাম—ফলের রসে কেমিক্যাল, দুধে ডিটারজেন্ট, এমনকি শিশুখাদ্যেও ভেজাল! ভাবতেই গা শিউরে উঠছে।
- প্রমিত** : হ্যাঁ রে, এ এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ আজ খাবারে নয়, বিষ গ্রহণ করছে না জেনেই।
- শীতল** : শুধু ব্যবসায়িক লাভের আশায় কীভাবে মানুষ এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে? একটা জাতির স্বাস্থ্য এভাবে ধ্বংস হতে বসেছে!
- প্রমিত** : একদম ঠিক বলেছিস। অথচ খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। বিশুদ্ধ খাদ্য পাওয়া নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন।
- শীতল** : শুনলাম, বাজারে কৃত্রিম ডিম, নকল ঘি, এমনকি রাসায়নিক মিশ্রিত সবজিও বিক্রি হচ্ছে। এসব খেয়ে তো ক্যানসার, কিডনি বিকলসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ।

- প্রমিত** : আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তা আইন আছে, কিন্তু তার কার্যকর প্রয়োগ নেই বললেই চলে। নিয়মিত মনিটরিং ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া জরুরি।
- শীতল** : আমি মনে করি, সরকারের পাশাপাশি আমাদের সাধারণ মানুষেরও সচেতন হতে হবে। ভেজাল চেনার উপায় জানতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে।
- প্রমিত** : একমত। যেমন, ঘরে তৈরি খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি, রাসায়নিক মুক্ত কৃষিপণ্যের দিকে ঝুঁকতে পারি।
- শীতল** : আর মিডিয়া ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও সচেতনতা তৈরিতে এগিয়ে আসতে হবে। ছোটদের থেকেই ভেজালবিরোধী শিক্ষার সূচনা দরকার।
- প্রমিত** : খুব ভালো বলেছিস। আমাদের নিজেদের মধ্য থেকেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই পরিবর্তন সম্ভব।
- শীতল** : তাহলে চল, আমরা নিজেরা ভেজালবিরোধী সচেতনতা ক্যাম্পেইনে অংশ নিই। অন্যদেরও জানাই “বিশুদ্ধ খাবার, সুস্থ জীবন” আমাদের অধিকার।
- প্রমিত** : একদম ঠিক! ছোট পদক্ষেপ থেকেই বড় পরিবর্তনের শুরু হয়। চল, আজ থেকেই শুরু করি।

-০-

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬যে কোনো বিষয়েMCQ মডেল টেস্ট দিতেঅথবাঅধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতেস্ক্যান করুন:

ক্ষুদে গল্প: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন-১: প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি ক্ষুদে গল্প রচনা কর।

মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় হাসান...

উত্তর: নিচে প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণ করে 'অনুতাপের আগুন' শিরোনামে একটি খুদে গল্প উপস্থাপন করা হলো :

শিরোনাম: অনুতাপের আগুন

মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় হাসান, প্রতিটি মুহূর্তে। ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সে। বয়স চল্লিশ ঝুঁইঝুঁই, সংসার আছে, সন্তান আছে—তবু একটানা মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে চোখে।

মা ছিলেন গ্রামে, একা। হাসান প্রতিবার ফোনে বলত, "এই তো মা, আগামী ঈদেই ছুটি নিয়ে আসছি।" কিন্তু ঈদ আসত, ছুটি মিলত না। কখনো সন্তানের স্কুল পরীক্ষা, কখনো বসের জরুরি মিটিং, কখনো স্ত্রীর অনীহা—একটার পর একটা অজুহাত তাকে আটকে রাখত।

এর মধ্যেই একদিন ফোন এল—“তোমার মা আর নেই।”

বুকটা যেন চেপে ধরল কিছু একটায়। পায়ের নিচের মাটি সরে গেল। সেই রাতে ট্রেন ধরার সময়টা এখনো ভুলতে পারে না হাসান। স্টেশনের শেষ ট্রেনটা চলে গিয়েছিল মিনিট দশ আগে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর সব শব্দ থেমে গেছে—শুধু তার বুকের ভেতর অনুতাপের বজ্রনিদাদ চলছে।

শেষবার মায়ের কপালে চুমু দিতে পারেনি, এক গ্লাস পানি পর্যন্ত হাতে তুলে দিতে পারেনি সে।

এরপরের দিনগুলো যেন অনুতাপের গর্ভে জন্ম নেওয়া নিঃসঙ্গ সময়। হাসান আজও মায়ের ছবি সামনে রেখে বলে, “মা, আমায় ক্ষমা করো।”

দেয়ালে ঝোলানো ছবির চোখ দুটি যেন নীরবে বলে—“তুই আসবি বলেছিলি রে... অপেক্ষায় ছিলাম...”

হাসান জানে, সময় আর ফিরে আসবে না। এখন শুধু বেঁচে থাকা মানে—প্রতি নিঃশ্বাসে অনুতাপের আগুনে পোড়া।

প্রশ্ন-২: 'স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

উত্তর: নিচে 'স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা করা হলো:

শিরোনাম: স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি

নয়ন গ্রামের এক গরিব ছেলে। বাবা দিনমজুর, মা গৃহকর্মে সহায়তা করেন। ছোটবেলা থেকেই নয়নের স্বপ্ন ছিল শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কিন্তু দারিদ্র্য ছিল তার সবচেয়ে বড় বাধা। স্কুলে যেতে হতো পায়ে হেঁটে, অনেক সময় না খেয়েই। বন্ধুদের কাছে বই ধার করে পড়ত, রাতে হারিকেনের আলোয় পড়াশোনা চালিয়ে যেত।

একদিন স্কুলে শিক্ষক বললেন, “স্বনির্ভর হতে চাইলে প্রথমে চাই ইচ্ছাশক্তি। দারিদ্র্য নয়, মানসিক শক্তিই বড় সম্বল।” এই কথাটা নয়নের মনে গভীর রেখাপাত করল। সে নিজেকে বলল, “আমি পারব, আমাকেই পারতে হবে।”

এসএসসি পরীক্ষায় নয়ন জেলায় প্রথম হলো। মিডিয়াতে তার গল্প ছড়িয়ে পড়ল। একজন সমাজসেবক তার দায়িত্ব নিলেন। কলেজে ভর্তি হলো, পাশাপাশি টিউশনি শুরু করল। উচ্চশিক্ষা শেষে নয়ন সরকারি চাকরি পেল।

বছর দশেক পর নয়ন ফিরে এল নিজের গ্রামে, প্রতিষ্ঠা করল একটি পাঠাগার ও টিউশন কেন্দ্র। দরিদ্র শিশুদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করল। সে জানত, ইচ্ছাশক্তি থাকলে প্রতিকূলতাকেও জয় করা যায়।

আজ নয়ন অনেকের অনুপ্রেরণা। সে প্রমাণ করেছে, স্বনির্ভরতা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়—ইচ্ছাশক্তিই এর মূল চাবিকাঠি।

প্রশ্ন-৩: 'মোবাইল ফোনে বন্ধুত্বের পরিণাম' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

উত্তর: নিচে 'মোবাইল ফোনে বন্ধুত্বের পরিণাম' শিরোনামে একটি খুদে গল্প উপস্থাপন করা হলো:

শিরোনাম: মোবাইল ফোনে বন্ধুত্বের পরিণাম

রাফি একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থী। মেধাবী, ভদ্র এবং পরিবারের আদরের ছেলে। কিন্তু হঠাৎই সে বদলে যেতে শুরু করে। ক্লাসে মনোযোগ কমে যায়, ঘরে বসেও ফোনে ব্যস্ত থাকে। মা-বাবা প্রথমে বুঝতে পারেননি সমস্যাটা কী।

রাফির জীবনে পরিবর্তনটা আসে একদিন ফেসবুকে এক অচেনা মেয়ের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাওয়ার পর। মেয়েটির নাম ছিল "মায়া"। চ্যাটিং শুরু হয়, এক সময় তা নিয়মিত ফোনালাপে গড়ায়। মায়া রাফিকে খুব সহজেই প্রভাবিত করে ফেলে। সে বলে, “তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ!” রাফি ধীরে ধীরে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো কমিয়ে দেয়, এমনকি পড়াশোনাও বন্ধের পথে।

একদিন মায়া জানায়, তার মা অসুস্থ এবং হাসপাতালে ভর্তি। সে কিছু টাকা চাই। রাফি নিজের সঞ্চিত টাকা তো দেয়ই, বাবার ঘর থেকে লুকিয়ে আরও টাকা নেয়। এরপর থেকে মায়া ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়। একদিন পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাফি তখন বুঝতে পারে সে প্রতারণার শিকার হয়েছে। মায়া নামের ওই প্রোফাইলটি ছিল ভুয়া, আর যার ছবি সে দেখেছিল, তা ছিল কোনো অভিনেত্রীর। সে ভীষণভাবে ভেঙে পড়ে। বাবা-মা সব জানতে পারেন। প্রথমে রাগ হলেও পরে ছেলেকে সাহায্য দেন। রাফি আবার নিজের জীবন গুছিয়ে নিতে শুরু করে। সে উপলব্ধি করে, অচেনা মানুষদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব কখনোই বাস্তব ও নিরাপদ হয় না।

এ অভিজ্ঞতা রাফির জীবন বদলে দেয়। সে নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় এবং অন্য বন্ধুদেরও সতর্ক করে দেয়— “মোবাইল ফোন ব্যবহার করো, কিন্তু বুঝে-শুনে। ভুয়া বন্ধুতে নয়, সত্যিকারের জীবনের বন্ধুতেই ভরসা রাখো।”

প্রশ্ন-৪: 'স্বনির্ভরতার জন্য দেশি শিল্পের বিকাশ চাই' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

উত্তর: নিচে 'স্বনির্ভরতার জন্য দেশি শিল্পের বিকাশ চাই' শিরোনামে একটি খুদে গল্প উপস্থাপন করা হলো :

শিরোনাম: স্বনির্ভরতার জন্য দেশি শিল্পের বিকাশ চাই

গ্রামের ছেলেটি অয়ন ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালোবাসত। কলম, কাগজ, রং-তুলি হাতে পেলেই সে ডুবে যেত নিজস্ব জগতে। শহরের কোনো আর্ট স্কুলে পড়ার সুযোগ না থাকলেও স্থানীয় এক শিল্পীর কাছে সে শিখে নেয় পটচিত্র আঁকার কৌশল।

কিছুদিন পর গ্রামের হাটে সে নিজের আঁকা পটচিত্র, হাতে তৈরি মাটির পুতুল ও বাঁশের তৈরি জিনিস নিয়ে একটি ছোট দোকান দেয়। প্রথমদিকে খুব একটা বিক্রি না হলেও সে হাল ছাড়েনি।

একদিন হাটে ঘুরতে এসেছিলেন ঢাকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি অয়নের শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হন। তিনি ছবিগুলো কিনে নেন এবং সামাজিক মাধ্যমে তা প্রচার করেন। অয়নের ছোট দোকানটিই হয়ে ওঠে বড় পরিচয়ের কেন্দ্র।

এরপর স্থানীয় আরও অনেক যুবক অয়নের সাথে যুক্ত হয়। গ্রামের নারীরাও শাড়ি, নকশিকাঁথা, বুমকা তৈরি করে অয়নের মাধ্যমে বাজারে তুলে ধরে। অয়ন একটি ছোট কারখানা গড়ে তোলে, যেখানে দেশি কাঁচামাল ব্যবহার করে তৈরি হতে থাকে নান্দনিক হস্তশিল্প।

বছর দুয়েকের মধ্যেই ‘অয়ন হ্যান্ডিক্র্যাফটস’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান দেশের বাইরেও নাম করে। অয়ন বিশ্বাস করে, বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে যদি দেশি শিল্পের উন্নয়ন করা যায়, তবে আমাদের কর্মসংস্থান বাড়বে, অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে।

স্বনির্ভরতার পথে হাঁটতে হলে চাই দেশি শিল্পের বিকাশ। অয়নের মতো তরুণরা যদি এগিয়ে আসে, তবে একদিন বাংলাদেশ নিজের শিল্প দিয়ে বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নেবেই।

প্রশ্ন-৫: শিরোনামসহ নিচের সংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর:

ঝড়ের রাত। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। পিয়ালের মন খুবই অস্থির। রাত আনুমানিক একটা। হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ। অজানা আতঙ্কে পিয়াল.....

উত্তর: নিচে প্রদত্ত সংকেত অবলম্বনে 'ঝড়ের রাতে দেবদূত' শিরোনামে একটি খুদে গল্প উপস্থাপন করা হলো:

শিরোনাম: ঝড়ের রাতে দেবদূত

ঝড়ের রাত। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জানালার কাছে ঝামঝাম করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত একটার ঘরে। পিয়ালের মন অস্থির হয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে। মায়ের শ্বাসকষ্ট হঠাৎ বেড়ে গেছে, ওষুধও প্রায় শেষ। বাইরে বেরোতে সাহস করছে না। বিছানায় বসে মায়ের পাশে হাত ধরে বসে আছে পিয়াল। এমন সময় হঠাৎ করেই দরজার কলিং বেলের টুনটুন শব্দ। হঠাৎ এমন সময়ে কে এলো?

অজানা আতঙ্কে পিয়াল থমকে যায়। ছুরি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। বাইরের ঝড়ের শব্দ যেন এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে আসে পিয়ালের কানে।

“কে?” দরজার ফাঁক দিয়ে প্রশ্ন করে পিয়াল।

একটা কণ্ঠ উত্তর দেয়, “আমি টুটুল ভাই। পাশের বাসা থেকে এসেছি।”

দরজা খুলে দেখে, পাশের বাসার টুটুল ভাই হাতে ইনহেলার ও স্যালাইন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

“তুই বলেছিলি না, আন্টির ইনহেলার শেষ হয়ে গেছে? মনে ছিল, তাই আনলাম। আম্মুও বলেছে দরকার হলে ডাক্তার ডেকে আনতে। ভয়ের কিছু নেই।”

পিয়ালের চোখে পানি চলে আসে। এত বড় বিপদের মধ্যে কেউ এমন পাশে দাঁড়াবে ভাবেনি সে।

মায়ের মুখে ওষুধ প্রয়োগ করতেই একটু স্বস্তি ফিরে আসে। ঝড়ের রাতটাও যেন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে।

পিয়াল বুঝে যায়—সবকিছু হারিয়ে গেলেও, মানুষের পাশে মানুষের এমন বন্ধনই সবচেয়ে বড় আশ্রয়। পিয়ালের মনে হলো টুটুল ভাই যেন আজ ঝড়ের রাতের দেবদূত।

প্রশ্ন-৬: নিচের উদ্দীপক অবলম্বনে একটি খুদেগল্প রচনা কর:

পদ্মা সেতুর টোল প্লাজায় বাইক থামিয়ে টোল দিতে হাত বাড়ায় ইশতিয়াক সাহেব। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিছন থেকে সজোরো ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে সে। জ্ঞান ফিরলে তার সাথে থাকা স্ত্রী ও শিশুপুত্রের কথা জানতে চায় উপস্থিত লোকজনের কাছে....

উত্তর: নিচে প্রদত্ত উদ্দীপক অবলম্বনে 'সেতুর ওপারে' শিরোনামে একটি খুদে গল্প উপস্থাপন করা হলো:

শিরোনাম: সেতুর ওপারে

পদ্মা সেতুর টোল প্লাজায় বাইক থামিয়ে টোল দিতে হাত বাড়ালেন ইশতিয়াক সাহেব। হাওয়ায় তখন ভাসছে নদীর গন্ধ, মৃদু রোদে সেতুর ঝলমল ধাতব কাঠামো চোখে লাগে। মুহূর্তেই পিছন থেকে এক বিকট শব্দ—“ধাম!”—তারপর শরীর ছিটকে পড়ে যায় রাস্তায়। মনে হলো পৃথিবী ঘুরছে, কান ঝিমঝিম করছে। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু।

জ্ঞান ফিরল হঠাৎ করেই। কপাল ও হাতে রক্তের উষ্ণতা টের পাচ্ছেন। আশপাশে কয়েকজন অপরিচিত মুখ; কেউ পানি দিচ্ছে, কেউ ফোনে অ্যাম্বুলেন্স ডাকছে। প্রথমেই তার মনে পড়ল—স্ত্রী সুমি আর কোলে বসা দুই বছরের ছেলে রাফি। গলা শুকিয়ে গেছে, কাঁপা কণ্ঠে বললেন,
—আমার স্ত্রী... আমার ছেলে... ওরা কোথায়? ঠিক আছে তো?

একজন যুবক বলল, “ভাই, আপনি শান্ত হন। আপনার স্ত্রী আর বাচ্চাকে আমরা হাসপাতালে পাঠিয়েছি। ওদের অবস্থা তেমন খারাপ না, তবে চেকআপ লাগবে।” ইশতিয়াক সাহেবের বুকের ভেতর এক ঝটকায় একটু স্বস্তি এলো, কিন্তু চিন্তা এখনো কাটেনি। মাথার ভেতর তখনো সেই ধাক্কার শব্দ বাজছে।

পরে জানা গেল, পেছন থেকে আসা একটি দ্রুতগামী প্রাইভেট কার টোল লাইনে গতি কমায়নি। চালকের অসতর্কতায় গাড়িটি সরাসরি তাদের বাইকে ধাক্কা মারে। ইশতিয়াক সাহেব মাটিতে ছিটকে পড়েন, স্ত্রী ও সন্তান সামনের দিকে পড়ে গিয়ে গাড়ির ধাক্কা এড়িয়ে যায়, কিন্তু আঘাত পায় হাত ও হাঁটুতে।

হাসপাতালে পৌঁছে ইশতিয়াক সাহেব প্রথমেই রাফিকে বুকে টেনে নিলেন। ছেলের মুখে ভয় আর কান্নার ছাপ, আর সুমি চোখে জল নিয়ে বলল, “তুমি ভালো আছো তো?” ইশতিয়াক সাহেব হাসতে চেষ্টা করলেন, “আমরা সবাই ভালো আছি—এটাই বড় কথা।” পরদিন সংবাদপত্রে ছোট করে খবর বের হয় “টোল প্লাজায় দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল এক পরিবার।”

কিন্তু ইশতিয়াক সাহেবের কাছে এটি কেবল একটি দুর্ঘটনার খবর নয়; এটি ছিল জীবনের ভঙ্গুরতা আর পরিবারের গুরুত্বের নির্মম স্মরণ করিয়ে দেওয়া এক মুহূর্ত। তিনি জানলেন, কয়েক সেকেন্ডেই সবকিছু বদলে যেতে পারে, আর সেতুর ওপারে পা রাখার আগে জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা কতটা জরুরি।

সেদিন থেকে তিনি শুধু বাইকের গতি নয়, নিজের জীবনের গতি নিয়েও সচেতন হলেন। কারণ, পরিবারের হাত শক্ত করে ধরা থাকাই তার কাছে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা।

প্রশ্ন-৭: প্রদত্ত সংকেত অবলম্বনে 'লোভের পরিণাম' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা কর।

গল্প সংকেত: স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি ফলের বাগান করে শামীম ...

উত্তর: নিচে 'লোভের পরিণাম' শিরোনামে একটি খুদ্রে গল্প উপস্থাপন করা হলো:

শিরোনাম: লোভের পরিণাম

স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শামীম তার পৈতৃক জমিতে একটি ফলের বাগান গড়ে তোলে। প্রথমদিকে সে গাছপালার পরিচর্যা করত নিয়মিত, কীটনাশক ব্যবহারে সচেতন ছিল এবং জৈব সার প্রয়োগে গুরুত্ব দিত। দুই বছর পর বাগানে ফল ধরতে শুরু করে। আম, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল—সবই হয়েছিল দারুণ। শামীমের পরিশ্রমে লোকজনও প্রশংসা করত, অনেকেই তার বাগান দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেরাও বাগান করতে শুরু করে।

এক মৌসুমে শামীমের ফল অনেক দাম পেয়েছিল। লাভ দেখে তার মনে লোভ জাগে—কীভাবে আরও বেশি ফল পাওয়া যায়, কীভাবে আরও দ্রুত গাছ বড় হয়। এই ভাবনায় সে ধীরে ধীরে রাসায়নিক সার আর কীটনাশকের ব্যবহার বাড়িয়ে দেয়। কৃষি অফিসের পরামর্শ না নিয়েই শুরু করে মাটি-পরিবর্তন, অতি দ্রুত ফল ধরার জন্য অপ্রয়োজনীয় হরমোন প্রয়োগ।

শুরুর দিকে ফল বড় হলেও স্বাদ ও গুণমানে ঘাটতি পড়ে। বাজারে তার ফল বিক্রি কমে যায়। কিছু ফল খেয়ে কয়েকজন ক্রেতা অসুস্থ হলে স্থানীয় প্রশাসন তার বাগান পরীক্ষা করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহারের প্রমাণ পায়। কৃষি বিভাগ থেকে তার নামে সতর্কীকরণ নোটিশ জারি হয় এবং তার বিরুদ্ধে মামলা হয়।

পরিণামে শামীমের বাগান সরকারি নজরদারির আওতায় চলে যায় এবং তার সম্মান ও আয়ের প্রধান উৎসটি ধ্বংস হয়ে পড়ে।

একসময় পরিশ্রমী কৃষক হিসেবে পরিচিত শামীম আজ শুধুই উদাহরণ—লোভে পড়ে নিয়ম ভাঙার পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে, তা সবার কাছে স্পষ্ট করে দেয়।

প্রশ্ন-৮: 'মানুষ মানুষের জন্য' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।

উত্তর: নিচে 'মানুষ মানুষের জন্য' শিরোনামে একটি খুদে গল্প উপস্থাপন করা হলো:

শিরোনাম: মানুষ মানুষের জন্য

শীতের এক ভোরে গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল রহমান চাচা। বয়স হয়েছে অনেক, তবুও ভোরবেলা মসজিদে নামাজ পড়ে ফেরেন নিয়মিত। সেদিন রাস্তার ধারে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল এক অচেনা মানুষ। গায়ের চাদরটা ছেঁড়া, পায়ে জুতো নেই, মুখে ক্লান্তির ছাপ। রহমান চাচা থেমে দাঁড়ালেন। বললেন, “ভাই, কে আপনি? এখানে একা একা বসে আছেন কেন?”

অচেনা মানুষটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জানালেন যে তিনি পাশের জেলার বাসিন্দা। কাজের সন্ধানে ঢাকায় যাচ্ছিলেন, কিন্তু পথে টাকা-পয়সা, সবকিছুই চোরে নিয়ে গেছে। খাওয়ার মতো কিছু নেই, থাকার জায়গাও নেই। কথাগুলো বলতে বলতে লোকটির চোখে জল এসে গেল।

রহমান চাচা গভীরভাবে ভাবলেন। তাঁর নিজের অবস্থাও খুব ভালো নয়। সংসারে অভাব, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ জোগাতে হিমশিম খেতে হয়। কিন্তু এই বিপদগ্রস্ত মানুষকে তিনি ফেলে যেতে পারলেন না। তিনি লোকটিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। গরম ভাত আর আলুভর্তা খাইয়ে দিলেন। স্ত্রী প্রথমে একটু দ্বিধা করলেও রহমান চাচার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তিনিও এগিয়ে এলেন।

কয়েকদিন লোকটি রহমান চাচার বাড়িতে রইল। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। এরপর রহমান চাচা গ্রামের এক দোকানে তাঁর জন্য কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। কাজ পেয়ে লোকটির চোখে আনন্দের অশ্রু ঝরল। তিনি বললেন, “চাচা, আমি আপনাদের কাছে জীবনভর ঋণী হয়ে রইলাম। আপনাদের জন্যই আমি আবার বাঁচতে পারলাম।”

রহমান চাচা হেসে উত্তর দিলেন, “ঋণী হওয়ার কিছু নেই ভাই। মানুষ মানুষকে সাহায্য না করলে কার জন্য বাঁচবে? আজ তুমি বিপদে আছ, কাল আমি বা আমার সন্তানও এমন বিপদে পড়তে পারি। তখন যদি আরেকজন হাত বাড়িয়ে দেয়, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।”

গ্রামের লোকজনও এই ঘটনার মাধ্যমে নতুন শিক্ষা পেল। তারা বুঝল, সামান্য সহযোগিতা একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। এভাবেই মানুষের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা সমাজকে সুন্দর করে তোলে।

এই ছোট ঘটনায় সবাই উপলব্ধি করল যে, “মানুষ মানুষের জন্য”—এ শুধু কোনো স্লোগান নয়, বরং জীবনের এক অনন্য সত্য।

প্রশ্ন-৯: “রক্ত দেই জীবন বাঁচাই” শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।

উত্তর: নিচে “রক্ত দেই জীবন বাঁচাই” শিরোনামে একটি খুদে গল্প উপস্থাপন করা হলো:

শিরোনাম: রক্ত দেই, জীবন বাঁচাই

সকালের সূর্য তখনও পুরোপুরি উঠেনি। শহরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে নাহিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ শিক্ষার্থী। হাতে ছোট্ট একটি ব্যানার— “রক্ত দেই, জীবন বাঁচাই”। সে ও তার বন্ধুরা আজ বিনা মূল্যে রক্তদানের আয়োজন করেছে।

এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তির ছুটে আসা। চেহারা গভীর উৎকণ্ঠা।

— “আপনারা কি রক্ত দিচ্ছেন?”

— “জি ভাই, বলুন কী সমস্যা?”

লোকটি কাঁপা কণ্ঠে জানাল, তার ৮ বছরের মেয়ে রিয়া হাসপাতালে ভর্তি, হঠাৎ করেই অপারেশন জরুরি হয়ে পড়েছে। বি-পজিটিভ রক্ত না পেলে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু কোথাও মিলছে না।

নাহিদ ব্যাগ খুলে নিজের রক্ত গ্রুপ চেক করল— বি-পজিটিভ! এক মুহূর্ত দেরি না করে সে লোকটির সঙ্গে হাসপাতালে ছুটে গেল।

রক্ত দেওয়ার পর ক্লান্ত হলেও নাহিদের মুখে শান্তির হাসি। ছোট্ট রিয়া বাঁচল। মেয়েটির বাবা অশ্রুসজল চোখে বলল, “তুমি শুধু রক্ত দাওনি ভাই, আমার মেয়ের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছো।”

নাহিদের মনে তখন এক অদ্ভুত প্রশান্তি। সে বুঝল, সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে মানবিক রূপ হলো রক্তদান। মানুষ মানুষের জন্য—এ সত্য আজ বাস্তবে রূপ নিল।

সন্ধ্যাবেলায় ক্যাম্পে ফিরে নাহিদ তার বন্ধুদের বলল,

— “আমরা শুধু রক্ত দিচ্ছি না, আমরা জীবন বাঁচাচ্ছি।”

সেদিন থেকেই তাদের রক্তদাতা সংগঠনের নাম হয় “জীবনসার্থী”।

ছোট একটি উদ্যোগ কীভাবে একটি প্রাণ বাঁচাতে পারে—এটাই ছিল নাহিদদের পথচলার প্রেরণা।

প্রশ্ন-১০: মানুষের স্বার্থপরতার উপর একটি ক্ষুদ্রে গল্প লেখ।

উত্তর: নিচে মানুষের স্বার্থপরতার উপর “স্বার্থের বীধন” শিরোনামে একটি খুদে গল্প উপস্থাপন করা হলো:

শিরোনাম: স্বার্থের বীধন

রফিক ও করিম শৈশবের দুই বন্ধু। একই গ্রামে বড় হওয়া, একসঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলা—সবই ভাগাভাগি করত তারা। মানুষজন বলত, এ দু’জনকে আলাদা করা যায় না। সময়ের সঙ্গে রফিক শহরে চাকরি পেল, করিম রয়ে গেল গ্রামে। তবু বন্ধুত্বে ভাটা পড়েনি।

একদিন গ্রামের খালে ভয়াবহ বন্যা এলো। করিমের বাড়ি ভেসে গেল, জমি ডুবে গেল পানিতে। হতাশ করিম শহরে থাকা রফিকের কাছে সাহায্য চাইতে এল। ভরসার জায়গা তো সেই শৈশবের বন্ধু! করিম বলল, “বন্ধু, আমার মাথার উপর আর ছাদ নেই, তোমার সাহায্য দরকার।”

রফিক প্রথমে সহানুভূতি দেখালেও ভেতরে ভেতরে দ্বিধায় পড়ল। চাকরির টানাটানি, সংসারের খরচ, স্ত্রীর আপত্তি—সব মিলে করিমকে সাহায্য করতে সে অনীহা দেখাল। সে বলল, “করিম, আমি তো চাই তোমাকে সাহায্য করতে, কিন্তু এখন নিজেই সমস্যায় আছি। কিছু করতে পারছি না।”

করিম অবাক হয়ে তাকাল। যার সঙ্গে শৈশব কেটেছে, সেই বন্ধু আজ স্বার্থের কাছে পরাজিত। সে চুপচাপ ফিরে গেল গ্রামে। নিজের ভাঙা ঘরের পাশে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবল—বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, আত্মীয়তা সবই ম্লান হয়ে যায় যখন মানুষের ভেতর স্বার্থপ্রবণতা জেগে ওঠে।

কয়েক মাস পর রফিক নিজেই বিপদে পড়ল। চাকরি হারাল, সংসারে অভাব দেখা দিল। তখন মনে পড়ল সেই দিনের করিমের কথা। লজ্জা গোপন করে সে করিমের কাছে গেল। করিম যদিও অভাবী, তবু যেটুকু আছে, তা ভাগ করে নিল রফিকের সঙ্গে।

রফিক স্তব্ধ হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, করিমের মতো মানুষরা বিরল, যারা স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। নিজের স্বার্থপরতার জন্য সে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করে ফেলেছিল।

এই ঘটনার পর থেকে রফিক উপলব্ধি করল, মানুষের প্রকৃত শক্তি সম্পদ বা অবস্থানে নয়, বরং অন্যের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কিছু করার মধ্যেই।

<সমাপ্ত>

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:





অনলাইন রিডিং রুম পাবলিকেশন্স- নিয়ে এলো
মুসা স্যারের অনলাইন- eBook সিরিজ



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

সাজেশন ও সমাধান

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বিষয়: রচনা । নম্বর: ২০

প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা: ৫টি বিকল্প থাকবে, একটি রচনা লিখতে হবে



প্রণয়নে: মুসা স্যার

(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)

ভূতপূর্ব শিক্ষক: রংপুর সরকারি কলেজসহ অন্যান্য কলেজ

(মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র)

প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা;
৫টি বিকল্প থাকবে,
১টি রচনা লিখতে হবে।

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

সাজেশন: রচনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

সাজেশনে রচনা দেওয়া আছে ১৮টি। এই সবগুলো রচনা পড়া সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। গুচ্ছ আকারে সাজেশন দেওয়া আছে। যে কোনো দুটি গুচ্ছের রচনা ভালোভাবে পড়লেই রচনা কমন থাকবে ইনশাল্লাহ। লক্ষ কর:

অ, আ, ই, ঈ এই চারটি গুচ্ছ থেকে একটি করে রচনা থাকবে। তাই অ এবং আ গুচ্ছের রচনাগুলো একটি রচনা অবশ্যই কমন থাকবে। নির্দিষ্টভাবে বললে ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২ এবং ১৪ নম্বর রচনা পড়লে অবশ্যই কমন থাকবে।

◇ অ-গুচ্ছ : বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা

- (১) আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ/ দৈনন্দিন জীবনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার। (ঢবো, দিবো, ববো-২০১৬, কুবো-১৭, রাবো-১৭, ২৫ রাবো-১৬, ১৯, সিবো, চবো-১৯, ২৫)
- (২) আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান/বিজ্ঞানের জয়যাত্রা/মানব কল্যাণে বিজ্ঞান। (দিবো-২৫, কুবো-২৫, যবো-১৬, ২৫, মবো-২৫, ববো-১৬, চবো-১৬)
- (৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার
- (৪) কৃষি কাজে বিজ্ঞান (সিবো-২০১৬, যবো, ববো-১৭, কুবো-১৯)

◇ আ-গুচ্ছ : বাংলাদেশ : প্রধান প্রধান সমস্যা ও সম্ভাবনা কেন্দ্রিক রচনা :

- (৫) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার; (চবো, সিবো, দিবো-১৫, চবো-১৬, কুবো, চবো-১৭, ববো-১৯)
- (৬) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার। (কুবো-২৫)
- (৭) জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশ/বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও বাংলাদেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন/জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব/বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন; (যবো-১৬, সিবো-১৫, ববো-১৫, চবো-১৬, ১৯ কুবো-১৫, ১৯, মবো-২৫, রাবো-২৫)

(৮) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা ;

(ঢাবো-১৫, ২৫, সিবো-১৭, ২৫, ববো-১৫, ১৬, ২৫, রাবো-১৫, ১৭, ২৫, চবো-১৬, ২৫, কুবো-১৬, ২৫, যবো-২৫, মবো-২৫, দিবো-১৫, ১৬, ২৩, ২৫)

(৯) পোশাক শিল্প: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ;

(ঢাবো-১৭, ঢাবো, সিবো, রাবো-১৬, কুবো-১৯, সিবো-১৯, মবো-২৫)

(১০) মাদক আসক্তি কারণ ও প্রতিকার। ট) দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার,

◇ ই-গুচ্ছ : বাংলাদেশ ও জাতীয় চেতনা বিষয়ক রচনা :

(১১) রূপসী বাংলা;

(১২) একুশের চেতনা/ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ একুশ আমার অহংকার;

(কুবো, দিবো-১৫, ২৫, সিবো-১৭, ২৫, ববো-১৭, ২৫, ঢাবো-১৯, চবো-১৯, ২৫, রাবো-২৫)

(১৩) গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ

(১৪) স্বদেশ প্রেম। (যবো-২৫, মবো-২৫)

(১৫) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি (চবো-২৫)

◇ ই-গুচ্ছ : ভাব-প্রধান রচনা :

(১৬) বই পড়ার আনন্দ (ববো-২০১৬, কুবো, ববো-১৯ চবো-২৫)

(১৭) শিষ্টাচার বা গুণাচার (কুবো-২০১৬, ঢাবো-২৫, রাবো-২৫, কুবো-২৫)

(১৮) অধ্যবসায় (দিবো-২৫, যবো-২৫, ববো-২৫, সিবো-২৫)



সমাধান

২০২৬ সালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা

অ-গুচ্ছ : বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা

আধুনিক প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

প্রারম্ভ : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের অব্যাহত জয়যাত্রার এক যুগান্তকারী যুগ। একদা গৃহবাসী, অরণ্যচারী মানুষ বিজ্ঞানের বদৌলতে আজ ছুটে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে অভাবনীয় বেগ, সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে দ্রুততর ও বহুমাত্রিক। ঘুচিয়ে দিয়েছে দূর-দূরান্তরের ব্যবধান। মানুষকে দিয়েছে অনিঃশেষ সম্ভাবনার অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা। আর এই জয়যাত্রায় शामिल হতেই বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশকে ‘আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ নতুন বাংলাদেশ’-এ পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও পা দিয়েছে এআই প্রযুক্তির নতুন সিঁড়ির সম্ভাবনাময় দিগন্তে। স্বাধীনতার পাঁচ দশক অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ, কিন্তু এর উন্নতি বলতে তেমন কিছু আজও দেখা যায়নি। আর তাই সরকার বাংলাদেশকে বিশ্বের সাথে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একে ‘তথ্য প্রযুক্তির বাংলাদেশ’ হিসেবে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যার অর্থ হলো উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির স্থলে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির প্রয়োগ। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই একদিন গড়ে উঠবে স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশ।

উন্নয়ন ও প্রযুক্তি: আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নতির শীর্ষ সোপানে পদার্পণের প্রতিযোগিতা চলছে আজ সারা বিশ্বে। হিংস্র পশুপাখি আর প্রকৃতির বিরূপ আচরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ যে প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়েছিল তা আজ সমৃদ্ধি লাভ করেছে সর্বত্র। জার্মান, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া, জাপান, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীনসহ পৃথিবীর বহুদেশ আজ প্রযুক্তিকে তাদের উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আধুনিক জীবন ও প্রযুক্তি : আধুনিক বিশ্ব সমাজের মানুষ এখন সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তিনির্ভর। বৃহত্তর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আছে প্রযুক্তি সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন যেকোনো যায়

সেখানেই দেখা যায় প্রযুক্তির অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য। একথা এখন ধ্রুবতারার মতো সত্য যে, মানুষের জীবনে প্রযুক্তির বিকল্প নেই। প্রযুক্তিহীন মানুষ আর এখন আর সামনে এগুতে পারবে না, এটাই চরম বাস্তবতা।

বাংলাদেশের ডিজিটাল ভাবনা : ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বর্তমানে বাংলাদেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে প্রধান আলোচ্য বিষয়। সবার মনে একটিই কৌতূহল, কেমন হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। ইংরেজি ‘Digital’ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হলো কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সংযুক্ত হওয়া। মূলত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ -এর অর্থ হলো একটি আই.সি.টি (Information and communications Technology.) অর্থাৎ তথ্য ও কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তি; যার লক্ষ্য হলো প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের আধুনিকায়ন করা যেখানে অনলাইনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি সংযুক্ত থাকবে বাংলাদেশের মানুষ। যেখানে এদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের কার্য সম্পাদন করবে। এটিই হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা

ডিজিটাল করণের উদ্দেশ্য : ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো সরকার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি উৎপাদন, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের ওপর জোর দেওয়া, যার মাধ্যমে একদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ।

কৃষি ক্ষেত্রে : বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। বাংলাদেশের কৃষিকে বাদ দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা কখনই সম্ভব হবে না। আর তাই স্বপ্নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কৃষিকে করে তুলতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর। জমি কষণ থেকে শুরু করে শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তিকে সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে ৬গুন বেশি উৎপাদন সম্ভব। তাই কৃষির প্রাণভূমি বাংলাদেশকে ডিজিটাল করে এক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার জন্য কৃষিতে আনতে হবে প্রযুক্তির মায়াবী ছোঁয়া।

শিক্ষা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ : যেকোনো দেশের উন্নয়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে শিক্ষা। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে করতে হবে প্রযুক্তি নির্ভর। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকসহ শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে ডিজিটাল ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি চালু করতে হবে। এই জন্য সারা দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ বিস্তৃত করতে হবে। ভর্তি ও ফলাফলসহ যাবতীয় শিক্ষাকার্যক্রমই করতে হবে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে : রোগ নিরাময়ের পূর্বশর্ত হলো সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়। এটির নির্ভুল সমাধান একমাত্র কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। তাছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পেলে হয়তো ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে চিকিৎসা হবে দুর্গম স্থানে থাকা কোনো মূর্খরোগীর।

বিনোদনের ক্ষেত্রে : বিনোদনের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের ছেলেমেয়ের কাছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক একমাত্র জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূর দেশের কারও সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন, খেলাধুলা প্রভৃতি এখন ‘ক্লিক’ শব্দ মাত্র। স্বপ্নের বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানেই হয়তো একদিন বসবে বিনোদনের মিলনমেলা।

যোগাযোগ ক্ষেত্রে : বর্তমান বিশ্বকে বলা হয় এক Global village. কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারনেট, অনলাইন, ফোন, ফ্যাক্স প্রভৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ স্থাপন এখন কিছু সময়ের ব্যাপার মাত্র। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে উঠলে দেশের প্রতিটি মানুষ বিশ্বকে তথ্য প্রযুক্তি মহাসড়কে তার জ্ঞানের চাকাকে সচল করতে সমর্থ হবে। যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

অফিস আদালতে : প্রশাসনিক গতিময়তা আনয়নের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম যে কাজটি করা একান্ত প্রয়োজন তা হলো অফিস আদালতে কম্পিউটার প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার। এক্ষেত্রে সি সি ক্যামেরা অফিস আদালতের দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি দূর করে কর্মে গতি ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিস আদালতের একগুয়েমি কাজেও আসতে পারে স্বাস্থ্য, যা কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা : বর্তমান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিরাপত্তার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে জাতির উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। কারণ নিরাপত্তা হীনতায় কোনো জাতিই দেশের সুখম উন্নয়ন আনতে পারে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশের কম্পিউটার প্রযুক্তি রাখতে পারবে অগ্রণী ভূমিকা।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে : কম্পিউটার প্রযুক্তি অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের প্রকাশনা খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকাশনা জগতে কম্পিউটার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করেছে। নির্ভুল তথ্য এবং সঠিক বানান নির্ণয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তি সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে : বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কম্পিউটারের অবদান অকল্পনীয়। কোটি কোটি টাকার লেনদেনের নির্ভুল হিসাব-নিকাশ মানুষের পক্ষে অসম্ভব এবং সময়সাপেক্ষ ছিল, তা বর্তমান কম্পিউটার প্রযুক্তি করছে সব্যসাচীর মতো। তাছাড়া অনলাইনের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেন, এটিএম কার্ডের মাধ্যমে টাকার ঝুঁকিমুক্ত লেনদেন বর্তমান বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ ডিজিটাল বাংলাদেশেরই আভাস দান করছে।

সংবাদ মাধ্যম : ইন্টারনেটের সাহায্যে বর্তমানে একটি পত্রিকা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে এখন পত্রিকা মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে অতিসত্ত্বর। তাছাড়াও ওয়েব সাইডের মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদও আমরা ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হলে হয়তো আমরা ডিজিটাল পত্রিকাও পেয়ে যাবো হাতের কাছে।

শেয়ার বাজার: শেয়ার বাজারের লেনদেন এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব রাখতেও এখন ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার প্রযুক্তি। অনলাইনের মাধ্যমে এখন ঘরে বসেও লেনদেনের বিষয়টি অতি সহজেই করে নেয়া যাচ্ছে। যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনলাইন তথ্যকেন্দ্র স্থাপন : তথ্য প্রাপ্তি মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এই অধিকার নিশ্চিত করা যাবে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে। আর এটি সম্ভব একমাত্র অনলাইন তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে। যার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ ও সেবা গ্রহণ করতে পারবে। যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য একান্ত আবশ্যিক এবং প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

একটি আশঙ্কার কথা : বাঙালি কর্মঠ, পরিশ্রমী আর সৃজনশীল জাতি হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু ডিজিটাইজেশন বাঙালিকে অলস জাতি হিসেবে পরিণত করতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যে জাতি এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বীরের বেশে অর্জন করেছিল স্বাধীনতা, সেই জাতি আজ অলসতার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। তবে এ অভিযোগ শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সারা বিশ্বের প্রযুক্তিনির্ভরশীল দেশ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত। মানুষ নিজের সৃষ্ট প্রযুক্তি দিয়ে কাজ করাতে করতে এক সময় সেই পরিণত হবে তার প্রযুক্তির ক্রীতদাসে। কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে দেখলেই দেখা যাবে সত্যটা বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতেও সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে ডিজিটাল প্রযুক্তি মানুষের কাজ কেড়ে নিলে বেকারের মিছিলে ভরে যাবে দেশ। অন্যদিকে এক শ্রেণীর আরামপ্রিয় মানুষ হয়ে পড়বে

গৃহবন্দি। ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা বই পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করবে, ফলে জাতি প্রকৃত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়বে। তবে এটি নির্ভর করবে ডিজিটাল বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনার উপর। প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনা যথাযথ হলে এই আশঙ্কা হয়তো সত্য হবে না। আর আমরা এই স্বপ্নই দেখি।

আশার মায়াবী আলো: ডিজিটাল বাংলাদেশ কি বাংলাদেশের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে? অবশ্যই না। কেননা, প্রতিটা বিষয়েরই আছে ভালো-মন্দ, সাদা-কালো, কল্যাণ-অকল্যাণের দিক। আমরা এর কোনটা নিব এটাই মুখ্য। আমরা যদি প্রযুক্তি ও মানুষকে সমন্বয় করতে পারি তবে সমৃদ্ধিশালী দেশ গঠনে সক্ষম হবো। কর্মক্ষেত্রে যদি মানুষ কর্মের সুযোগ পায় তবে তারা কাজে যেমন আনন্দ পাবে তেমনি তারা হয়ে উঠবে একেক জন দক্ষকর্মী। তাই শত আঁধারের মধ্যেও আমরা স্বপ্ন দেখি ডিজিটালময় সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের।

উপসংহার : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে প্রযুক্তির ব্যবহার তত হয় নি। সর্বক্ষেত্রে এখানে যদি প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তবে বাংলাদেশের উন্নয়ন সুনিশ্চিত। প্রযুক্তির ব্যবহার সুনিশ্চিত করতেই বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছে। আর এ লক্ষ্য যদি বাস্তবায়ন হয়, তবে দারিদ্র্যের আঁধার পেরিয়ে আমরা উপনীত হবো আলোক-উজ্জ্বল সমৃদ্ধির এক স্বপ্ন রাজ্যে। সেই স্বপ্ন আমরা সবাই দেখবো। কারণ, মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়ো।

আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান

অথবা বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

প্রারম্ভ : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের অব্যাহত জয়যাত্রার এক যুগান্তকারী যুগ। একদা গৃহবাসী, অরণ্যচারী মানুষ বিজ্ঞানের বদৌলতে আজ ছুটে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে অভাবনীয় বেগ, সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে দ্রুততর ও বহুমাত্রিক। ঘুচিয়ে দিয়েছে দূর-দূরান্তরের ব্যবধান। মানুষকে দিয়েছে অনিশেষ সম্ভাবনার অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা।

বিজ্ঞানের উৎপত্তি : বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। অতি প্রাচীনকালে মানুষের বিশেষ কৌতূহলের চেতনায় বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রাকৃতিক নানা বিষয় সম্পর্কে অন্বেষে দৃষ্টি মানুষের মনে বিজ্ঞানের প্রেরণা সঞ্চারিত করেছে। আর এই প্রেরণাই মানুষকে পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং বিজ্ঞানকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মানব সভ্যতায় বিজ্ঞান : প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতের এক অসহায় ক্রীড়ানক। গুহাবাসী সেই পশুসদৃশ মানুষ যখন প্রথম পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালায় তখন থেকেই শুরু হয় মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। তারপর যেখানেই বাধার সম্মুখীন হয়েছে, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, মানুষ ব্যবহার করেছে বিজ্ঞানকে। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই মানুষ এখন সমগ্র পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেছে। বিজ্ঞানই মানুষকে গুহাবাসী অবস্থা থেকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করেছে।

বিজ্ঞানীদের ত্যাগ : বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানব সভ্যতাও অগ্রগতির দিকে এগিয়েছে। অতীতের সাথে বর্তমান পৃথিবীর তুলনা করলে এ সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু এই উন্নতির পেছনে অসংখ্য বিজ্ঞানীর অবদান সম্পর্কে চিন্তা করলে আপনা থেকেই আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। সত্য কথা বলেছিলেন বলে ব্রুনোকে আগুনো পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, ল্যাভয়সিয়েকে হত্যা করা হয়েছিল গিলোটিনে। মহান বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও প্রমুখ অসংখ্য বিজ্ঞানী তাঁদের সমগ্র জীবন বিজ্ঞানের পিছনে ব্যয় করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত সাধনার পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান মানুষ এক অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের নানা অবদান : বর্তমান যুগে, মানব জীবনের বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞানের বহুবিধ অবদান পরিলক্ষিত হচ্ছে। যাতায়াত, কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ মানব জীবনের বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞান এক বিশাল ভূমিকা রাখছে। বিজ্ঞানকে এখন বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এর ফলে বিজ্ঞানকে মানব জীবনের বহুক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষি কাজে বিজ্ঞান : মানব সভ্যতার সূচনা লগ্নে মানুষ তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে উর্বর জমিতে কৃষিকাজের উপায় উদ্ভাবন করে। বিজ্ঞানের বদৌলতে সে কৃষিতে মানুষ এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মানুষ আবিষ্কার করেছে ট্রাক্টরসহ নানা রকম কৃষি সরঞ্জাম। আগে যেখানে নদী থেকে পানি তুলে সেচ দিতে হত, এখন তার পরিবর্তে মানুষ পাম্প ব্যবহার করে ভূঅভ্যন্তর থেকে পানি উত্তোলন করে সেচ কাজ সম্পন্ন করছে। কীটনাশকের সাহায্যে পোকামাকড় ও পঙ্গপালের হাত থেকে ফসল রক্ষা করছে। বর্তমানে ক্লোনিং পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল বীজ তৈরি করেছেন। এর ফলে মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এভাবে খাদ্য উৎপাদনে বিজ্ঞান বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে।

যাতায়াত ও যোগাযোগে বিজ্ঞান : বিজ্ঞান আজ দূর-দূরান্তকে করেছে নিকট। বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ আবিষ্কার করেছে দ্রুতগামী যানবাহন, বুলেট ট্রেন, শব্দাতিগ উড়োজাহাজ। আজ মানুষ পৃথিবীর একপ্রান্তে বসে অপর প্রান্তের মানুষের সাথে টেলিফোনে কথা বলতে পারে। টেলিভিশন, ফ্যাক্স, রেডিও, ই-মেইল ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্বের খবর যে-কোনো মুহূর্তে পেয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, রকেটে করে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে পাড়ি জমাতে প্রস্তুত এখন মানুষ। পৃথিবীর বাইরের কৃত্রিম উপগ্রহগুলো হল বর্তমানের সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন নামক এই প্রক্রিয়ার দ্বারা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তের খবরাখবর, তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করা যায়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে আলোক তন্তু নিয়ে এসেছে নতুন প্রযুক্তি। এর ফলে টেলিফোনে কথা বলার পাশাপাশি পরস্পরের ছবি দেখা যাচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেনদেন করা যাচ্ছে কম্পিউটারের তথ্যাবলি। এভাবে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সারা বিশ্বে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে।

চিকিৎসায় বিজ্ঞান : চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানে সাফল্যগুলোও কম বিস্ময়কর নয়। জন্মপূর্ব রোগ নির্ণয়ে সাফল্যের ক্ষেত্রে বড় রকমের উত্তরণ ঘটেছে। জিন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এক বিশাল সম্ভাবনা হাজির করেছে। কনিয়া (অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণ), বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস এবং যকৃতের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সাফল্য অভাবনীয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফাইবার অপটিকস্ (আলো তন্তু বিদ্যা) ব্যবহারের ফলে মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ ফুসফুস, পাকস্থলী, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, অস্থিগ্রন্থি, শিরা, ধমনী ইত্যাদির অবস্থা যন্ত্রের সাহায্যে অবলোকন করে নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। শুধু তাই নয়, অপটিক ফাইবার (আলোক তন্তু) সংবলিত বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্যে নমুনা সংগ্রহ করা যায়, অনাকাজিষ্ট বস্তুসামগ্রী ও ছোট ছোট টিউমার অপসারণ করা যায় এবং রক্তবাহী নালিকা মেরামত করা যায়। অতিকম্পনশীল শব্দ ও লেজারকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছে। এর ফলে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গের অবস্থা দেখা যেমন সম্ভব হচ্ছে তেমনি মূত্রথলি ও পিত্তকোষের পাথর চূর্ণ করার কাজেও এর সফল ব্যবহার হচ্ছে। বহুমূত্র রোগীর অন্ধত্ব প্রতিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে লেজার রশ্মি। এই রশ্মি কোষকলা ছেদনে ও রক্তবাহী নালিকার ভেতরে জমে ওঠা প্রলেপ অপসারণেও সাহায্য করেছে। কম্পিউটার প্রযুক্তি চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছে সর্বাধুনিক পর্যায়ে। এর মাধ্যমে ছবি তুলে রোগ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষায় বিজ্ঞান : শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর প্রায় সবই বিজ্ঞানের উদ্ভাবন। বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষা-ব্যবস্থা আরও আধুনিক এবং উন্নত। এখন বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে রেডিও-টেলিভিশন শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। কম্পিউটার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত করেছে এক নতুন শিক্ষা পদ্ধতি। বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা এখন কম্পিউটারেই শিখতে পারছে অসংখ্য জিনিস। তাছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন বিখ্যাত লাইব্রেরির বই পাঠ করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন বিদেশী শিক্ষকের কাছ থেকে পড়ালেখা সম্পর্কে পরামর্শও গ্রহণ করা যায়।

আবহাওয়া বিশ্লেষণ বিজ্ঞান : মানুষের জীবনযাত্রার প্রায় সব কাজই নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপর। আর এই আবহাওয়ার খবরাখবর বের করতে গিয়ে বিজ্ঞান তার প্রচণ্ড ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা মহাকাশে এমন কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করেছেন যেগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে প্রতিদিনই তৈরি করছে পৃথিবীর মানচিত্র। ৭/৮ দিন আগে থেকেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানিয়ে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যায়। আর এসব সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। তাছাড়াও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে খনিজ সম্পদ, তেল ও গ্যাসের উৎস, মাটির উপাদান ও জলজ সম্পদ সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে পতঙ্গপালের আক্রমণের খবরও। অন্যদিকে মানুষ এখন কৃত্রিম বৃষ্টি নামাতে পারে, রঙ্গিন ধোঁয়া দিয়ে আকাশের গায়ে রংধনুও সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া বাঁধ দিয়ে মানুষ এখন বন্যা জলোচ্ছ্বাস থামিয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছে। এমন দিন দূরে নয়, যেদিন মানুষ আবহাওয়ার ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে। আর তা কেবলই সম্ভব হতে পারে বিজ্ঞানের বদৌলতে।

বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ : বিজ্ঞান মানব সভ্যতার উন্নতির সর্ববৃহৎ হাতিয়ার। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানব জীবন হয়েছে সহজ ও স্বচ্ছল। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান শুধু মানুষের উপকারই করে নি। স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র মানুষের কাজ সম্পাদন করতে শুরু করার পরপরই অসংখ্য মানুষ বেকারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বিশ্বের বিশাল জনসমষ্টির রুজি-রোজগারের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসম্বলিত বড় বড় শিল্প-কারখানা ও মোটরচালিত গাড়িগুলো নষ্ট করছে পরিবেশ। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ অনেক সময় পরিবেশ ও মানুষের ক্ষতি করেছে। অ্যারোসল স্প্রে, ফ্রিজ ইত্যাদি হতে নির্গত পদার্থ পৃথিবীর ওজন স্তরকে ফুটো করে দিচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছে ও মেরুদ্বয়ের বরফ গলা শুরু হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কারের ভয়াবহতা পৃথিবীর মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করেছিল প্রথম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। এ সময় মানুষ বিজ্ঞানের অপব্যবহার দেখে চমকে উঠেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে অসংখ্য শহর-বন্দর ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যত যাই হোক, বিজ্ঞানের অবদানকে মানুষ কখনই অস্বীকার করতে পারবে না। বরং বিজ্ঞানের অপব্যবহার রোধে সচেতন হলে তা মানব জীবনে আরও ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে।

উপসংহার : “বিজ্ঞান যেন এ যুগের তিলোত্তমা স্বরূপিনী যার এক হাতে আছে অমৃত ভাণ্ড কিন্তু তার নয়ন কটাক্ষে প্রলয় ঘটে যায়।” মানুষের জীবনে তাই বিজ্ঞানের সার্থক ও ইতিবাচক প্রয়োগ ঘটাতে হবে। বিজ্ঞানের আলোকে মানবজীবন আলোকিত করতে হবে। বিজ্ঞানের অপব্যবহার রোধে সকল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমেই মানব সভ্যতার অগ্রগতি নির্ণিত হবে।

[অনুরূপ রচনা : আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব, আধুনিক সভ্যতার বাহন বিজ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান, প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন, মানব-কল্যাণে বিজ্ঞান।]

কৃষি কাজে বিজ্ঞান

ভূমিকা: পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো শিল্প কৃষি; আর সবচেয়ে প্রাচীন শ্রমিক কৃষক। প্রতিদিনের খাদ্যের জন্যে আমরা কৃষকের কাছে ঋণী। কৃষক তার কাজ বন্ধ করলে অন্য সব শিল্প অচল হয়ে যাবে এবং সমগ্র জাতিকে তখন ফিরে যেতে হবে আদিম যুগে। অতএব, সভ্যতার অগ্রগতির নেপথ্যে যে কৃষির ভূমিকা বিরাট ও ব্যাপক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অতীতের কথা: আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে কৃষক বা কৃষি কিছুই ছিল না। মানুষ ফল-মূল, মাছ ও শিকার করে এবং জন্তু-জানোয়ারের মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। দুর্ভিক্ষ ছিল তাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। বুনো খাদ্যসম্ভার অনেক সময় একবারেই জুটত না। ফলে মানুষকে খাদ্যের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। খাদ্যের দখল নিয়েও মারামারি, কাটাকাটি হত প্রতিবেশীর সঙ্গে। যে-যুগ স্থায়ী আস্তানা ছিল না কারোর। তাই উন্নতির সম্ভাবনা ছিল সামান্য। অবশেষে মানুষ পশু-পালন ও বীজ বপন করতে শেখে। ফলে খাদ্যদ্রব্য সুলভ এবং জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। মানুষ তখন সমাজবদ্ধভাবে বাস করেছে। একদল মন দিয়েছে খাদ্যদ্রব্য উপাদানে; আর

-অন্যদের অনেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্যে অথবা হাতে তৈরি পণ্য উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করছে। কৃষির উপর ভিত্তি করে এ ধরনের শ্রম বিভাগ কালক্রমে সভ্যতাকে দিয়েছে গতি।

শিল্পবিপ্লব ও কৃষি: প্রস্তর যুগের শেষদিক থেকে কৃষিকার্যের সূচনা। কিন্তু এর প্রকৃত উন্নতি গত দুই শতাব্দীর মধ্যেই ঘটেছে। আদিম যুগে যে-পরিশ্রমে মানুষ এক একর জমি চাষ করত, দু-শতাব্দী আগে সে পরিশ্রমেই চাষ হয়েছে পঞ্চাশ একর জমি; আর আজ ঠিক একই পরিমাণ শ্রমের বিনিময়ে এক হাজার একর জমি চাষ করা সম্ভব। শ্রম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার মানুষকে আজ বিরাট শক্তির অধিকারী করেছে। সন্দেহ নেই, হাল-লাঙলই কৃষিকাজের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহৃত প্রথম যান্ত্রিক উপকরণ। অতীতে চাষাবাদ মূলত গরু-মোষ জাতীয় গৃহপালিত পশুদের সাহায্যেই হত। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিল্পবিপ্লব কৃষি কর্মে যুগান্তর এনেছে। এ সময় থেকেই কৃষকদের হাতে এসেছে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপদ্ধতিতেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

কৃষিযন্ত্র ও সুবিধা: অসংখ্য নিড়ানি সমন্বিত এক-একটি কৃষি যন্ত্র চাষাবাদের জন্যে জমি তৈরিতে মানুষকে বিপুল সাহায্য করেছে। নিড়ানি দিয়ে একজন কৃষক সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমেও খুব অল্প জমিই চাষ করতে পারে। কাস্তে দিয়ে ফসল কাটার তুলনায় শস্যছেদনকারী যন্ত্র(মোয়ার) ব্যবহারে সুবিধা অনেক। দাঁতাল র্যাদারযুক্ত মই বা আঁকড়শিগুলো জমি মসৃণ করা এবং শস্য, খড় ইত্যাদি গাদা করার কাজে যুগান্তর এনেছে। এছাড়া, কপিকল জাতীয় যন্ত্র কৃষিকার্যে অশেষ সহযোগিতা করেছে। কৃষিক্ষেত্রে আজ হামেশা ব্যবহৃত হয় নানা ধরনের ফসল-কাটা যন্ত্র (রিপার) অসংখ্য রকম ফসল বন্ধনকারী যন্ত্র (বাইন্ডার) এবং ফসল-সংগ্রহের বিশেষ-বিশেষ যন্ত্র (হারভেস্টিং ম্যাশিনস)। শস্যাদি মাড়াইয়ের যন্ত্রগুলো (থ্রেশিং ম্যাশিনস) কয়েকজন মাত্র লোকের পরিচালনায় দু-তিন দিনে যে পরিমাণ কাজ করেছে, এক-একটি পরিবার সারা ঋতু জুড়ে পরিশ্রম করেও সম্পন্ন করতে পারবে না। সেকেলে পদ্ধতিতে বজি বপন করতে যেখানে দশ ঘণ্টা সময় লাগত, এখন উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেখানে আধ ঘণ্টারও কম সময়ে কার্যোদ্ধার করা যায়। এ যুগে শস্য-ছেদকযন্ত্র এক ঘণ্টারও কম সময়ে যে পরিমাণ কাজ করে কাস্তের সাহায্যে সে কাজ করতে গেলে সময় লাগবে সাত ঘণ্টারও অধিক। নিড়ানির কাজে যন্ত্রের ব্যবহার আলু-উৎপাদকের কর্মদক্ষতা আট-দশ গুন বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিস্কার, কুলার ইত্যাদি: খামারের অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈদ্যুতিক দোহক-যন্ত্র (মিস্কার), শীতলকারী যন্ত্র (কুলার), মাখন তোলা যন্ত্র (ক্রিম-সেপারেটর) ভোজ্যদ্রব্য-পেষক যন্ত্র (ফিড গ্রাইণ্ডার) এবং সার ছাড়ানোর যন্ত্র (ম্যানিউর স্প্রেডার) ইত্যাদি। সম্প্রতি কৃষিকার্যে নানা ধরনের যন্ত্রকে কাজে লাগানো হচ্ছে পেট্রোল-চালিত ইঞ্জিন অথবা ট্রাক্টরের সাহায্যে।

সেলফ বাইণ্ডার, ক্রাইন হারভেস্টার: সেলফবাইণ্ডার বা স্বয়ং বন্ধনকারী যন্ত্র ফসল কাটার সঙ্গে-সঙ্গে আঁটি (শস্যের) বাঁধে। তবে ফসল কাটার যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ‘ক্রাইন হারভেস্টার’। যন্ত্রটি একই সঙ্গে ফসল কাটে এবং ঝাড়াই মাড়াই করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারগুলিতে শক্তিশালী এক-একটি ট্রাক্টর তিন-চারটি পর্যন্ত ফসল কাটার যন্ত্রকে এক সঙ্গে কাজে লাগায় এবং ১০০ একর পর্যন্ত জমির কাজ একদিনে সারতে পারে।

কৃষি পদ্ধতি ও পশু পালন: বিজ্ঞানের বদৌলতের শুধু কৃষিপদ্ধতি ও চাষাবাদের কায়দা কানুন বদলায় নি। খামার জাত ফসলে এবং সেখানে উৎপাদিত জীব-জন্তুর আকৃতিতেও এসেছে বিরাট পরিবর্তন। বহু শতাব্দী ধরে কৃষিকার্যে এবং গৃহপালিত জীব-জন্তুর প্রজননে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফসল উৎপাদনে ও পশু পালনে যুগান্তর এনেছে। আজ তাই সহজেই বিচিত্র ধরনের শস্য ও ফলমূল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। গৃহপালিত জীবজন্তুর চেহারাও আনা সম্ভব হয়েছে এমন সব উন্নত পরিবর্তন যা তাদের বন্য পূর্বসূরীদের থেকে বিস্ময়কর ভাবে স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের অবদানের ফলেই ফসলের গুণগত সমৃদ্ধি ঘটেছে এবং উৎপাদনও বাড়ছে। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কৃষকদের অশেষ কল্যাণ সাধনে তৎপর। ফসল-উৎপাদনে উন্নয়ন-সাধন ও বৈচিত্র সৃষ্টির তালিম কৃষকরা বিজ্ঞানবিদ্যার কাছে থেকেই পাচ্ছে। এছাড়া, বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পশুপালন সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা বদলাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

গবাদিপশু উৎপাদনে বৈচিত্র্য: যে ঘোড়া মাল টানবে আর যে ব্যবহৃত হবে দ্রুত ছোট্টার কাজে, তাদের প্রজননপদ্ধতি আজ আলাদা। গবাদি-পশুর প্রজননেও এসেছে বৈচিত্র্য। কোথাও ভালো মাংসের দিকে নজর রেখে, আবার কোথাও বেশি দুধ উৎপাদনের কথা ভেবে ওদের প্রজনন এবং লালন-পালনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভেড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব; কোথাও তার মাংসের উপর, কোথাও আবার তার পশমের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর। এছাড়া, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের ফলেই আজ ডিম উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি সাধন সম্ভবপর হয়েছে।

শস্য ও ফলমূল: ফলমূল ও শস্যাদি-উৎপাদনে বিশ্বায়ের উপাদান নানা দিকে। বীজ নির্বাচনে সতর্কতা নতুন ও উন্নত ধরনের গাছপালার প্রজনন ব্যবস্থা এবং বীজ-অঙ্কুরণ ও গাছের কলম ব্যবহারে নতুন নতুন ব্যবস্থা কৃষিকাজে বিস্তারিত এনেছে। আলু উৎপাদনের সময় লক্ষ্য রাখা হচ্ছে, যাতে তার ফলন বাড়ে, তার গা মসৃণ হয় এবং উৎপাদিত ফসল আকারে হয় অপেক্ষাকৃত বড়। বুনো টক আপেলের জায়গায় আজ এক হাজারের বেশি প্রজাতির আপেল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। আকারে, বর্ণে, গন্ধে এই বিশেষ ফলটিতে যে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে, এক কথায় তা চমৎকার। আঙুর উৎপাদনেও এসেছে যুগান্তর। অল্পয়, বীজে ভরা ছোট ছোট ফলের জায়গায় এখন এমন সব আঙুর ফলানো হচ্ছে যেগুলি স্বাদে মধুর, রসে পরিপূর্ণ এবং বীজের আধিক্য থেকে প্রায় মুক্ত। এমনকি কোন-কোন শস্যের গঠনমূলক উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে, যাতে বেশি পরিমাণ প্রোটিন শর্করা বা তেল জাতীয় বস্তু প্রয়োজন অনুযায়ী লাভ করা যায়। এ ধরনের প্রয়াসে কৃষি রসায়নবিদ্যা বা ‘এগ্রিকালচারাল-কেমিস্ট্রি’ পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির সাহায্যে আমরা জানতে পারি, বিশেষ কোন প্রকারের মাটিতে গাছপালার কী কী বিশেষ খাদ্য বিরাজ করছে এবং নিকৃষ্ট মানের মাটি বা জমির উন্নতিকল্পে কী কী সার-পদার্থ প্রয়োজন।

ভেটেনারি সায়েন্স অ্যানাটোমালজি: পশুরোগ-সংক্রান্ত বিজ্ঞান (ভেটেনারি সায়েন্স) খামারের পশুদের মধ্যে রোগজনিত মৃত্যুহার বিপুল পরিমাণে কমিয়েছে। গাছপালা ও শস্যাদির মধ্যে নানা ধরনের পতঙ্গের উৎপাত, জীবাণু-সংক্রামণ ও রোগ থেকে যে সব ক্ষতি হয়, সাম্প্রতিকালে সে-সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। পতঙ্গবিভাগ জানতে সাহায্য করেছে, কোন কোন ধরনের পতঙ্গ কৃষি-উৎপাদনে সহায়ক এবং কোন গুলো ফসল ও গাছপালার পক্ষে ক্ষতিকর। কৃষকরা বিপজ্জনক পতঙ্গ বা পোকা-মাকড় সম্পর্কে আজকাল আগে থাকতেই সাবধান হওয়ায় সুযোগ পায় অপরদিকে যারা কৃষিকার্যের অনুকূলে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় আগ্রহ দেখায়।

অতীতের উন্নত জাতি ও তাদের কৃষিকাজ: ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অতীতের উন্নত জাতিগুলো কৃষিকার্যেও উন্নত ছিল। প্রাচীন মিসরবাসী পালানক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাষ জানত। কৃত্রিম জলসেচন-পদ্ধতির সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল। এছাড়া, কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটানোর কার্যক্রমও তাদের অজানা ছিল না। উন্নত ধরনের জলসেচন-পদ্ধতি প্রাচীন ভারত ও ব্যাবিলনে প্রচলিত ছিল। পারস্যে এক সময় চালু ছিল প্রগাঢ় খাঁচের ক্ষেত (ইনটেন্সিভ ফার্মিং)। জলসেচন পদ্ধতি, জমিচাষ-প্রক্রিয়া, সার ব্যবহার প্রভৃতি কাজে প্রাচীন রোমানরা ছিল অগ্রদূত।

প্রকৃত উন্নতির কাল: কৃষিকাজে প্রকৃত যুগান্তর সূচিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। শালগম জাতীয় সমূল উদ্ভিদের চাষ এই পবেই শুরু হয়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রবার্ট বেক ওয়েল কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সেই থেকেই খামারে পশু পালনের ক্ষেত্রে যুগান্ত এল। বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর জন্মদানের সময় পশু-নির্বাচনের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হল। এবং এদের লালন-পালন এবং খাদ্যের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হল বিশেষভাবে। ওদিকে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার পশু-পালনের কাজকে আগের তুলনায় অনেক সহজ করল এবং যন্ত্র মানুষের হয়ে তো বটেই, পশুর হয়েও অনেক কাজ করতে লাগল। হাঁস-মুরগির খামারে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে দিনের মতো আলোকজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টির ফলে প্রকারান্তরে দিনই প্রতিভাত হয় এবং ডিম-পাড়া, ডিম-ফোটানো ইত্যাদির অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে।

উপসংহার: অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দু-ঘণ্টারও অনেক কম সময়ে এক একর গমের জমির চাষাবাদ-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ করা যায়। পুরোনো পদ্ধতি এই একই কাজ করতে সময় লাগত ৬০ ঘণ্টার বেশি। বস্তুত, বিজ্ঞান আজ যেন অসাধ্য সাধন করছে। উষ্ম মরুভূমি, হাজার বছরের পতিত জমি-যেসব জায়গায় ফসল ফলানোর কল্পনাও করা যেত না এক সময়, সেখানেও আজ অতি প্রয়োজনীয় সব ফসল ফলছে। এক কথায়, অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে ক্রমোন্নতিশীল বিজ্ঞান শক্তি। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে আমাদের দেশেও যদি কৃষিতে বিজ্ঞানের সামগ্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তবে আশ্চর্য অর্থেই আমরা পৃথিবীর অন্যতম কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

আ-গুচ্ছ: প্রধান প্রধান সমস্যা ও সম্ভাবনা

কেন্দ্রিক রচনা

পরিবেশ-দূষণ ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ হলো পরিবেশ। তাই মানুষের সামগ্রিক জীবনে পরিবেশের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ ক্রমে ক্রমে তার পরিবেশকে নির্মাণ করেছে। মানুষের নির্মিত পরিবেশ তারই সভ্যতার বিবর্তনের ফল। পরিবেশ প্রাণের রক্ষক ও ধারক। এ কারণেই

পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার উপরই নির্ভর করে প্রাণীকূলের অস্তিত্ব। পরিবেশ বিরুদ্ধ হয়ে উঠলে প্রাণীর ধ্বংস অনিবার্য। আর পরিবেশ অনুকূল থাকলে মানুষের জীবন হয় সুখকর, শান্তিময়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ আজ নিজেই নিজের পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। ফলে তার জীবনের অস্তিত্ব আজ হুমকীর সম্মুখীন।

কাকে পরিবেশ দূষণ বলি : মানুষের অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের যে নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে তাই পরিবেশ দূষণ। আমাদের পরিবেশ হলো- আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তথা – মাটি, পানি, বাতাস, গাছপালা, নদী, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির সমষ্টি। কোন কারণে এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানের সামঞ্জস্য বিনষ্ট হলে পরিবেশ বিপন্ন হয়, হয় দূষিত। পরিবেশের এই বিপন্ন বা বিনষ্টের পিছনে মানুষের ভূমিকাই মুখ্য !

পরিবেশ দূষণের স্বরূপ : পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশের অতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে। সেই সাথে বাংলাদেশের পরিবেশেরও অবনতি ঘটছে দ্রুত। গত কয়েক দশকে এ অবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের কারণে দেশের পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে পৌঁছতে যাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের অবিবেকী আচরণ এবং পরিকল্পনাবিহীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিবেশকে এক নাজুক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে যেমন কাজে লাগাচ্ছে বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে, প্রকৃতিও তেমনি ছিন্ন-ভিন্ন -আহত রূপ নিয়ে মানুষের তথা সমগ্র প্রাণপুঞ্জের ঠিক সমপরিমাণ বিরোধিতা করতে তৎপর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের বিজয়গৌরবে মোহান্বিত মানুষ পৃথিবীর পরিবেশকে বিষাক্ত করেছে। আজও করছে। ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষতিকর সব আবর্জনা। তার ফল হয়েছে বিষময়। পরিবেশ দূষিত হয়েছে। আর দূষিত পরিবেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। তাই গোটা জীবজগতের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন।

বায়ু দূষণ : আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে সুখকর এবং সীমাহীন সম্পদ হলো - বায়ু। কিন্তু এই বায়ু আজ দূষিত। তা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠছে জীবনের জন্য হুমকী স্বরূপ। কেননা বায়ুর সাথে আজ মিশে যাচ্ছে বুল জাতীয় কার্বন কণা, ভারী ধাতু, নিউক্লিয় আবর্জনা, বিভিন্ন জ্বালানি থেকে প্রস্তুত কার্বন-ডাইঅক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরোমিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। তাছাড়া বায়ু দূষণের মূলে আছে কলকারখানা, মোটর গাড়ি, ট্রেন, ঘরবাড়ি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উত্তাপ সৃষ্টির যন্ত্রপাতি এবং নানান আবর্জনা। তাছাড়া বিভিন্ন অক্সাইড

বাতাসের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে তৈরি করে সালফার এবং নাইট্রোজেনের অম্ল। এই অম্লেরই নাম 'এসিড রেইন' বা অম্লবর্ষণ। এই অম্লবর্ষণ মাটি, নদী ও হ্রদ ইত্যাদির পানিতে মিশে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আমাদের বায়ুমণ্ডল দূষণের আর একটি দিক হলো ভূ-পৃষ্ঠের উর্ধ্বাকাশে ভাসমান বিভিন্ন রাসায়নিক কণার পরিমাণ বৃদ্ধি। উপর আকাশে এই সব ভাসমান বস্তুকণার সঙ্গে জলীয় বাষ্প মিশে গড়ে ওঠে বৃষ্টি-বিন্দু। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অকাল বর্ষণ এবং বর্ষণের সঙ্গে ঝড় ও শিলা- বৃষ্টি হয়ে থাকে। কুয়াশা আর তেল, কয়লা দহনের ফলে নির্গত গ্যাসের মিশ্রণে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। এই ধোঁয়াশা মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করে। শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, মাথাধরা, দীর্ঘস্থায়ী ব্রংকাইটিস, ফুসফুস ক্যান্সার এই ধরনের ক্ষতিকর বায়ু দূষণের ফল।

পরিবেশ দূষণ ও পানি : আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো পানি দূষণ প্রক্রিয়া। পৃথিবীর পানির উৎসগুলো বর্তমানে নানানভাবে দূষিত হচ্ছে। ভারী ধাতু হ্যালোজেন নিষিদ্ধ হাইড্রোকার্বন, কার্বন ডাই অক্সাইড, পেট্রোলিয়াম, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা ও শহরের পয়ঃপ্রণালী বেয়ে আসা দূষিত তরল আবর্জনার কারণে পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। নদীর তীরে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ কিংবা শহর। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক চামড়ার কারখানা, চটকল, কাপড় কল, চিনি কল, কাগজের কল, ভেজ তেল ইত্যাদি। এইসব কলকারখানার আবর্জনা প্রতিনিয়ত নদনদীর পানিকে দূষিত করছে। দ্রুত শিল্পায়ন বিভিন্ন দেশের পানি সরবরাহের এবং আবর্জনা নিক্ষেপের সমস্যাকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে। উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলোতে দেখা দিচ্ছে গৃহকার্যে ব্যবহৃত নোংরা পানিকে শোধন করে পুনরায় তা ব্যবহারযোগ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা।

শব্দ দূষণের প্রভাব : শব্দদূষণের কারণে বর্তমান জনস্বাস্থ্য ক্ষতিকর হুমকীর সম্মুখীন। শব্দ দূষণের মূল উৎসগুলো হচ্ছে মোটরগাড়ির হর্ণ, বাজি ও পটকার আওয়াজ, রেডিও-টেলিভিশনের আওয়াজ, মাইকের আওয়াজ, কলকারখানার শব্দ ইত্যাদি। শব্দ-দূষণের পরিণামে শ্রবণেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যায়, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, স্নায়ুতন্ত্রের ওপর চাপ পড়ে অনিদ্রা এবং নানা প্রকার স্নায়ুরোগের সৃষ্টি হওয়া। এছাড়া কলকারখানার আশেপাশের স্থায়ী বাসিন্দাদের শিশু সন্তানরা কমবেশি বধির হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশের শব্দ দূষণের বিভিন্ন কারণ : শব্দ দূষণের প্রকোপ বাংলাদেশের জন্য এক সুদূরপ্রসারী পরিণতি বয়ে আনছে। গাড়ির হর্ণ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোন ট্রাফিক আইন না থাকায় শহরের অনেক অংশে শব্দ সমস্যা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছে।

মৃত্তিকাজনিত দূষণ : মৃত্তিকা বা মাটি ভূত্বকের উপরিভাগের একটি পাতলা আবরণ। বিভিন্ন কারণে মৃত্তিকা দূষণ ঘটে। যেমন, ভূমিকম্প, বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টি, গাছকাটা, বন উজাড়, জমিতে অতিরিক্ত বা নিয়মিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ইত্যাদি কারণে মাটির গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়, ফলে মৃত্তিকা দূষণ ঘটে।

তেজস্ক্রিয়তাজনিত দূষণ : মানুষের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর এক ধরনের অদৃশ্য দূষণ। ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়তার অধিকাংশ বিকরিত হয় বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সামগ্রী থেকে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেজার রশ্মি, এক্সরে মেশিন, রঙিন টেলিভিশন সেট, মাইক্রো ওয়েভ ও ওভেন ইত্যাদি। অধুনা পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট দূষণ বিশ্বব্যাপী মানুষের আতঙ্ক ও উদ্বেগের কারণ হয়েছে।

পরিবেশ দূষণ ও বাংলাদেশ : বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের কারণগুলো হলো-জীবাশ্ম জ্বালানি, ইটের ভাটা, সার কারখানা এবং চিনি- কাগজ-পাট-বস্ত্র ও সুতা কল। তাছাড়া চামড়া শিল্পের বর্জ্য, রাসায়নিক ও ঔষধ কারখানার বর্জ্যও বাংলাদেশের পরিবেশকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। নদী ভরাট, অপরিবর্তিত বাঁধ নির্মাণ, নিচু জলাভূমি ভরাট ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ ক্রম অবনতির দিকে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার শিল্প শহরের আবর্জনা বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়গুলোকে দূষিত করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর উল্লেখ করেছে যে চট্টগ্রামের টিএসপি সারকারখানা থেকে সালফিউরিক ও ফসফরিক এসিড এবং চন্দ্রঘোনার কণ্ঠফুলি কাগজের মিল, সিলেট কাগজ মিল, দর্শনার কেরু অ্যান্ড কোম্পানি, খুলনার শিপইয়ার্ড ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, ঢাকার অলিম্পিক ও কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস লক্ষ লক্ষ গেলন তরল বর্জ্য পার্শ্ববর্তী নদী ও জলাশয়ে নিক্ষেপ করে পানির দূষণ ঘটচ্ছে। ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে ও বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয় যে, বাংলাদেশের ১.৮৫ থেকে ২.২৭ কোটি মানুষ ভূগর্ভস্থ আর্সেনিক দূষণযুক্ত পানি ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছে।

পরিবেশ-দূষণের কারণ : আমাদের এই সুন্দর পরিবেশ এমনিতেই দূষিত হয় নি। এর পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। স্থল দাগে পরিবেশ দূষণের কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ এবং এটি অনেক কারণের জনকও বটে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা যেমন - অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও

চিকিৎসার আয়োজনের জন্য যে দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় তা পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য আবাস নির্মাণ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কৃষি জমি যেমন ধ্বংস হয় তেমনি গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়। যা পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

২। প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার : মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প নেই। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিবর্তিত ব্যবহার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যেমন : নদীতে বাঁধ, খনি থেকে খনিজ দ্রব্যাদির উত্তোলন, গাছপালা কটন, পশুপাখির নিধন পরিবেশকে সামঞ্জস্যহীন করে তোলে।

৩। বনভূমি উজাড় : পৃথিবীর যথাযথ ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য স্থলভূমির ২৫ ভাগ বৃক্ষ থাকা আবশ্যিক। কিন্তু নানা কারণে এই বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে পরিবেশ হয়ে উঠছে দূষিত।

৪। ওজোন স্তরের ক্রমাবনতি : বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের কারণে ওজোন স্তর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এই কারণে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। যা আমাদের মতো উপকূলবর্তী দেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকী হয়ে উঠেছে।

৫। পরিকল্পনাহীন নগরায়ণ : বর্তমান যুগ নগরায়ণের যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপক হারে নগরায়ণ হচ্ছে। নগর তৈরির জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন হয় তা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৬। অপরিবর্তিত শিল্পায়ন : আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় শিল্পের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অনেক শিল্প অপরিবর্তিত ভাবে গড়ে উঠছে। ফলে এই সমস্ত শিল্পের ক্ষতিকর বর্জ্য পরিবেশের জন্য হুমকী হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের বুড়িগঙ্গাসহ অনেক নদী অপরিবর্তিত শিল্পায়নের শিকার হয়েছে।

৭। কলকারখানার ক্ষতিকর বর্জ্য : বিভিন্ন প্রকার কারখানার বর্জ্য পদার্থ বায়ু ও পানির সাথে মিশে পরিবেশকে ক্ষতির সম্মুখীন করে তুলছে। আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিক নয়। ফলে এই বর্জ্য পৃথিবীর পরিবেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

৮। এসিড বৃষ্টি : কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া এসিড বৃষ্টির অন্যতম কারণ।

এই এসিড বৃষ্টি গাছপালাসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

৯। ক্ষতিকর প্রসাধন সামগ্রী : আমরা এমন অনেক প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করি যেগুলো পরিবেশ বান্ধব নয়। এই প্রসাধন সামগ্রী থেকে নির্গত ক্ষতিকর গ্যাস পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

১০। সার ও কীটনাশকের ব্যবহার : ফসল রক্ষা কিংবা অনেক সময় অধিক ফলনের আশায় কৃষকরা জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার করে থাকে। এই সমস্ত সার ও কীটনাশক পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

১১। গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া : গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া নগর জীবনের পরিবেশকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি সামগ্রিক পরিবেশের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

১২। অপরিকল্পিত আবাস নির্মাণ : সভ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য আবাসনের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে আবাস নির্মাণের কারণে একদিকে যেমন মোট ভূমির উপর চাপ পড়ে তেমনি পরিবেশের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

১৩। বিভিন্ন প্লাস্টিক দ্রব্য : প্লাস্টিক দ্রব্যের বড় বৈশিষ্ট্য হলো তা মাটির সাথে সহজে মিশে না বা ধ্বংস হয় না। যুগ যুগ ধরে তা অক্ষত থাকে। এটি নগর জীবনের পরিবেশ নষ্ট করার পাশাপাশি আবাদি জমিরও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

প্রতিকার ও বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ: পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্যে সারা বিশ্ব সচেতন হয়ে উঠেছে। পরিবেশ দূষণের ফলে বিশ্বের বিভিন্নস্থানে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দূষণ রোধকরার প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে এ ব্যাপারে সচেতনতার সৃষ্টি হচ্ছে। সরকার এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবস্থা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। যেমন -

১। ব্যাপক ভিত্তিতে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

২। পলিথিন জনিত দূষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকার ইতোমধ্যে পলিথিন নিষিদ্ধ করেছে।

৩। বায়ু দূষণ রোধের জন্য টু-স্ট্রোক ইঞ্জিন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪। মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এরকম যান বাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহার বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৬। ইতোমধ্যে সরকার পরিবেশ আদালত গঠন করেছে। এই আদালতের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশ অপরাধ সম্পর্কিত বিচার কাজ ত্বরান্বিত করা।

৭। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ ও এর প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

৮। সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল ২০০২ এবং পরিবেশ আদালত (সংশোধন) বিল ২০০২ নামে দুইটি আইন পাশ করেছে। তাছাড়া পরিবেশ দূষণ রোধে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তার কয়েকটি দিক নিচে তুলে ধরা হল-

(ক) পরিবেশ রক্ষার জন্য দেশের মোট আয়তনের শতকরা পঁচিশভাগ বনায়ন করতে হবে।

(খ) পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে।

(গ) যে কোনো প্রকার গাছ কাটা নিষিদ্ধ করতে হবে।

(ঘ) পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সৌর ও পানি বিদ্যুতের মতো উৎস আবিষ্কার করতে হবে।

(ঙ) আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(চ) কৃষিতে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

(ছ) কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার রোধ করতে হবে।

(জ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

(ঝ) পরিবেশ দূষণ রোধে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

উপসংহার : একসময় মানুষ মনে করত পরিবেশের উপর যে কোনো প্রকারে আধিপত্য বিস্তার করতে পারলেই হলো। কিন্তু আজ সেই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবেশকে রক্ষা করেই সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এর অন্যথা হলে আমাদের এই সুন্দর সবুজ পৃথিবী একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষ হিসেবে আমরা নিশ্চয় এটি চাই না। তাই আমাদের একটা মাত্র পৃথিবীকে সকলেরই রক্ষা করতে এগিয়ে আসা উচিত।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশে এর প্রভাব

[বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও বাংলাদেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন/জলবায়ুর পরিবর্তন ও এর প্রভাব/বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন।]

ভূমিকা : সারা বিশ্বে যে কয়টি সমস্যা গভীরভাবে আলোড়িত করেছে, জলবায়ু জনিত সমস্যা তাদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সরকার এবং বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেছে, জলবায়ু পরিবর্তন মানবসভ্যতা এবং প্রকৃতির জন্য বিপদজনক। শুধু ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IGPC)-র গবেষণা নয়, বরং অনেক পূর্ব থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানগুলো বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবের কথা বলে আসছে। ফলে পৃথিবী এক ভয়াবহ সংকটময় অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে পরিবেশবাদী মানুষ ও সংগঠন জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে একটি বৈশ্বিক আন্দোল গড়ে তুলতে চাইছে। বিশেষ করে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের যেমন, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল ও আফ্রিকার দেশসমূহের মানুষ ও পরিবেশবাদী সংগঠন তাদের রাজনৈতিক নেতাদের কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য চাপ দিয়ে আসছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহীত না হলে বাংলাদেশসহ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কম উচ্চতাসম্পন্ন দেশসমূহ একদিন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে।

জলবায়ু : কোন স্থানের কোন বিশেষ সময়ের বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ুচাপের শিথিল অবস্থাকে সে স্থানের সময়ের আবহাওয়া বলা হয়। আবহাওয়ার সর্বদা পরিবর্তন ঘটে। কারণ বায়ুর উষ্ণতা তাপ, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা সর্বদা এক রূপ থাকে না। প্রতি মিনিটে বা প্রতি ঘন্টায় এদের পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে কোন স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির ২৫ বা ৩০ বছরের গড় অবস্থাকে সে স্থানের জলবায়ু বলে। মোট কথা, আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের গড়ই জলবায়ু।

জলবায়ুর উপাদান : আবহাওয়ার ন্যায় জলবায়ুরও প্রধান উপাদান হচ্ছে বায়ুর তাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর চাপ ইত্যাদি। তবে এসব নিয়ন্ত্রণ করে অক্ষাংশ, ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা, সমুদ্র হতে দূরত্ব, বায়ু প্রবাহের দিক, সমুদ্র স্রোত ইত্যাদি। আবহাওয়ার উপাদানসমূহ ও তাদের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামকসমূহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া জলবায়ুর ও পরিবর্তন হয়।

জলবায়ুর প্রকারভেদ : জলবায়ুকে সাধারণত ৬ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে; যেমন: নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, চরমভাবাপন্ন জলবায়ু, সমভাবাপন্ন জলবায়ু, আর্দ্র

জলবায়ু, শুষ্ক জলবায়ু, সামুদ্রিক জলবায়ু। এজন্য এলাকাভেদে জলবায়ুর তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তবে এলাকা বা প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলো কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা পৃথক করা সম্ভব নয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ু অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়, এটি পরিবর্তনশীল। জলবায়ুর চিরাচরিত অবস্থায় ও আচরণে যখন লক্ষণীয় অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তখনই তাকে বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তন। গত শতাব্দীর শেষপাদে এসে বিশ্বের পরিবেশবিদগণ লক্ষ্য করেন যে, সারা বিশ্বের জলবায়ুর ক্ষেত্রে বহু ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তনের অন্যতম দিক হচ্ছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা আবহাওয়া মণ্ডলের উত্তাপ বৃদ্ধি। ঋতুচক্রের শৃঙ্খল ভেঙে যাওয়া বা ঋতুবৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অকালবন্যা, সামুদ্রিক ঝড়, দাবানল, সর্বোপরি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতির প্রকোপ।

জলবায়ু বিবর্তন বা পরিবর্তনের প্রমাণ : জলবায়ু যে পরিবর্তনশীল তা আজ প্রমাণিত। পাললিক শিলার গঠন বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথিবীর আদি কালের জলবায়ু সম্পর্কে জানা যায়। হিমবাহ দ্বারা সঞ্চিত শিলাচূর্ণ হতে অতীত হিমবাহ সংশ্লিষ্ট জলবায়ুর আভাস পাওয়া যায়। সাধারণত জিপসাম ও লবণ খনির অস্তিত্ব অতীতের শুষ্ক জলবায়ুর অবস্থান উল্লেখ করে। তবে চুনা-পাথরের অস্তিত্ব হতে উষ্ণ জলবায়ুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীতকালের স্বাভাবিক জলবায়ু ছিল মৃদুভাবাপন্ন। সিলুরিয়ান, নিয় কার্বনিফোরাস, জুরাসিক, ইয়োসিন প্রভৃতি ভূতাত্ত্বিক যুগে পৃথিবীর জলবায়ু স্বাভাবিক ধরনের ছিল।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ : পৃথিবী আজ ঋৎসের মুখে দাড়িয়েছে। আর এই ঋৎসের কারণ মানুষ নিজেই। জলবায়ুর অস্বাভাবিক গতিপ্রকৃতির পেছনে মানুষের হাত সরাসরি রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন। অক্সিজেন আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে। পৃথিবীতে যত আগুনের ব্যবহার হবে ততই অক্সিজেন কমতে থাকবে। বায়ুমন্ডলের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ ২০.৭১ ভাগ, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ০.০৩ ভাগ। মানুষের হাতে অতিরিক্ত বৃক্ষ নিধন হওয়ার ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব পৃথিবীর জলবায়ুর উপর পড়ছে। ক্রমে পৃথিবীতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও ওজোন স্তরের ক্ষয় ও গ্রিন হাউস ইফেক্ট এর কারণে বিশ্ব উষ্ণ হচ্ছে। সি.এফ.সি গ্যাসের অতিমাত্রিক নির্গমন জীবাসম

জ্বালানির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার জনিত ধোঁয়া প্রভৃতি কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে আমাদের প্রকৃতিতে যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি : পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে মেরু অঞ্চলে ও সুউচ্চ পর্বতে জমে থাকা বরফরাশি গলতে শুরু করেছে। বরফগলা পানি সমুদ্রপৃষ্ঠকে স্ফীত করে তুলেছে। ২০০৭ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেলের (আইপিসিসি) প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০৫০ সালের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের পানি উচ্চতা এক মিটার বাড়বে। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলের ১৭ শতাংশ ভূমি ডুবে যাবে। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে মালদ্বীপ রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে।

২। বন্যা : পৃথিবীর আবহাওয়া যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তা যদি অব্যাহত থাকে তবে ঘনঘন বন্যা হবে। ইতোমধ্যেই জোয়ার ভাটাজনিত বন্যা, মৌসুমী বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার পাশাপাশি আকস্মিক বন্যা পৃথিবীর জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত বিশ্ব থেকে শুরু করে তৃতীয় বিশ্বের প্রায়ই অধিকাংশ দেশই এই নির্মম পরিবেশের কবলে পড়েছে।

৩। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস : জলবায়ুর পরিবর্তনে সমুদ্রে এল নিনিও প্রভাবে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। বিগত দুই দশক ধরে সুনামি, সিডর, আইলা, নার্গিস, হারিকেন, টাইফুন, টর্নেডো প্রভৃতির ভয়াবহতা বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

৪। লবণাক্ততা বৃদ্ধি : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি করেছে। ভূমি চাষাবাদের অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। পরিণতিতে অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। মানুষের জীবন যাত্রার মান নিচে নেমে যাচ্ছে।

৫। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও দাবানল : জলবায়ুর পরিবর্তনে একদিকে যেমন অতিবৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি অনাবৃষ্টিতে দীর্ঘস্থায়ী খরার প্রকোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর অস্বাভাবিকভাবে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বনাঞ্চলে আকস্মিক আগুন লেগে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশে দাবানল ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে।

৬। ঋতুচক্রে পরিবর্তন : আষাঢ় মাসে এখন আর বৃষ্টি খুব একটা দেখা যায় না। তেমনি পৃথিবীর প্রতিটি এলাকাতেই সময়মত ঋতু শুরু হয় না। বর্ষাকালে বৃষ্টি

নেই, শীতকালে শীত নেই আবার বসন্তকালে মনে হয় গ্রীষ্মকাল। ঋতু দেহিতে আসে আবার দেহিতে বিদায় নেয়। ফলে জীববৈচিত্র্য ঋৎস হয়।

বাংলাদেশের জলবায়ু : যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন তার মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান। গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতকালে সর্বোচ্চ ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বর্ষাকালের গড় তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা-এ তিনটি ঋতু এদেশে চরমভাবে পল্ল।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০০৭ সালে জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেলের (আইপিসিসি) প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০৫০ সালের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা এক মিটার বাড়বে। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলের ১৭ শতাংশ ভূমি ডুবে যাবে। এর ফলে প্রায় ৫ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি, নদীভাঙন, সামুদ্রিক ঝড় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সিডর, আইলা, নার্গিসের ক্ষতচিহ্ন এখনও শূকায়নি। ২০০৯ সালের ২৩ জুন দেশে ইতিহাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। ২০০৯ সালের ২৮শে জুন মাত্র ৬ ঘন্টায় দেশে ৩৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। উত্তরবঙ্গে মন্বিকরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদেশে সময়মত বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। সময়মত শীত আসছে না আবার প্রায় সারা বছরই গ্রীষ্মের দাবদাহ থাকছে।

বাংলাদেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন : কোপেনহেগেনে ৭ই ডিসেম্বর ২০০৯ শুরু হওয়া জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে ১৯৩টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ১৯শে ডিসেম্বর একটি অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষরের মাধ্যমে শেষ হয়। এতে উন্নত দেশ অঙ্গীকার করে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ৩০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য দরিদ্র দেশগুলোকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হওয়ায় ১৫ শতাংশ সাহায্যের আশা করছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞানীদের নতুন তথ্য : বাংলাদেশ সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট

অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) বলেছে, হিমালয় পর্বতমালা থেকে প্রতিবছর ২০০ কোটি টন পলি বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার টানে তা বাংলাদেশের উপকূলে এসে জড়ো হয়ে নতুন ভূমি গঠন করে। এভাবে গত ৬৫ বছরে বাংলাদেশের উপকূলে এক হাজার ৮০০ বর্গকিলোমিটার ভূমি জেগে উঠেছে। ফলে সমুদ্রের পানি বেড়ে গেলেও উপকূলীয় এলাকায় পলি পড়ার ফলে ভূমির স্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব এলাকা সমুদ্রে বিলীন হবে না।

উপসংহার : যে অপরাধ বাংলাদেশ করে নি অথচ সেই অপরাধের জন্য তাকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলতে হবে। অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের কোনো হাত ছিল না, অথচ এর প্রভাব বাংলাদেশকে ভুগতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে যে সি.এফ.সি. গ্যাস দায়ী তার শতকরা ৮৫ ভাগই উৎপন্ন করে উন্নত দেশগুলো। উন্নত বিশ্ব যদি সিএফসি গ্যাস উৎপন্ন অব্যাহত রাখে তবে বাংলাদেশ এক জটিল অবস্থার মুখোমুখি হবে। পৃথিবীর অনেক দেশই বাংলাদেশের সঙ্গী হবে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এখনই সময় বিশ্বকে একতাবদ্ধ হতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে এক সময় পৃথিবীর কাগজের মানচিত্রে বাংলাদেশের শুধু ছবি থাকবে, বাস্তব দেশটি থাকবে না।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার

ভূমিকা: এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো ভূমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

কবির এই অমর বাণী কখনও কখনও যেন আমাদের জীবন মিথ্যা হয়ে যেতে চায়। যখন নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের সব্যগ্রাসী শক্তি নিয়ে আমাদের উপর চেপে বসে, তখন নিজেদের বড় অসহায় মনে হয়। তবে সর্বসহা জাতি হিসেবে পরিচিত আমরা পুনরায় জেগে উঠি নতুন উদ্যোগে।

সবুজ-শ্যামলে, হরিতে-হিরণে সুন্দর এই পৃথিবীর মানচিত্র ছোট্ট একটি দেশ-বাংলাদেশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে লাল-সবুজের এই দেশটি সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের লীলাভূমি হিসেবে আখ্যায়িত। প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এমন এক জায়গায় যে, নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন এদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। দেশটি নদীবাহিত পলিমাটিতে তৈরি একটি বদ্বীপ। বিশাল গঙ্গা-যমুনা-মেঘনার প্রবাহ মিলিয়ে সাতশত নদ-নদী বয়ে গেছে এদেশের ওপর দিয়ে। তার ওপর এদেশের দক্ষিণাংশ জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর-যার আকার অনেকটা ওল্টানো ফানেলের মতো সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যা, ঝড় ঝঞ্ঝা, টর্নেডো, সাইক্লোন- তার সঙ্গে নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস ও জমিতে লবণাক্ততার আক্রমণ-যেন প্রায় প্রতিবছর লেগেই আছে। এমনি নানা দুর্যোগ এদেশের মানুষের জীবনকে তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে তছনছ করে দেয়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে অধিক হারে পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে রয়েছে-

- ১। বন্যা
- ২। সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস
- ৩। ঝড় ও ঝঞ্ঝা
- ৪। খরা
- ৫। নদীভাঙন
- ৬। ভূমিকম্প
- ৭। আর্সেনিক দূষণ
- ৮। লবণাক্ততা
- ৯। টর্নেডো
- ১০। ভূমিক্ষয় ইত্যাদি।

বন্যা: প্লাবন বা বর্ষার ভয়াল রূপ হল বন্যা। বন্যার করালগ্রাসে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে যায়। অসংখ্য মানুষ ও গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায়, ঘর-বাড়ি ও ফসল বিনষ্ট হয়। বিগত চার দশক থেকে বন্যা বাংলাদেশের একটি বার্ষিক ব্যাপার পরিণত হয়েছে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের বন্যা মানুষের মনে এখনও বিভীষিকারূপে বিরাজ করছে। ১৯৬৪ সালের বন্যায় সারা দেশ প্লাবিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালেও লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৪ ও ১৯৮৭ সালের বন্যায় দেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয় ১৯৮৮ সালে। মহাপ্লাবনে দেশের বহু প্রাণহানি ঘটে, ক্ষেতের ফসল, ঘর-বাড়ি ও মূল্যবান সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ দুর্যোগ প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশে কম বেশি আঘাত হানে। বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের

ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া স্মরণকালের সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস ছিল খুবই ভয়াবহ। এ সব সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে ১৯৭০ সালে প্রায় ৫ লাখ এবং ১৯৯১ সালে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। আশ্রয়চ্যুত হয় লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ। এ সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, লণ্ড-ভণ্ড হয়ে পড়ে সব কিছু। ফলে মানুষ পতিত হয় অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশায়।

ঝড়-ঝঞ্ঝা: গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আমাদের দেশে প্রতিবছরই অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা সংঘটিত হয়ে থাকে। এসব ঝড় সাধারণত বৈশাখ ও আশ্বিন মাসে হয়। ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে এদেশের প্রচুর ঘর-বাড়ি এবং খেতের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

অনাবৃষ্টি বা খরা: বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃতির হেয়ালিপনার শিকার এ দেশে প্রায় প্রতি বছরই অনাবৃষ্টি বা খরার মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পতিত হয়। খরার প্রচণ্ড তাপদাহে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সংঘটিত খরার প্রকোপে ব্যাপক ফসলাদি নষ্ট হয় ও জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। খরার হিংস্র থাবার ফলে দেখা দেয় খাদ্যাভাব ও বিভিন্ন রোগ-শোক।

নদীভাঙন: নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুক চিরে বয়ে গেছে হাজারো ছোট-বড় নদী। নদীর ধর্মই হল-এপাড় ভেঙ্গে ওপাড় গড়া। কিন্তু নদীর এ সর্বনাশা ভাঙন এক মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতি বছরই এ দেশের প্রচুর সম্পদ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এ দুর্যোগের কবলে পড়ে এদেশের বহু লোককে তাদের ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ হারিয়ে উদ্ধাস্ত জীবন যাপন করতে হয়।

ভূমিকম্প: প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক ভয়াবহ রূপ হচ্ছে ভূমিকম্প। বিভিন্ন কারণে এদেশে মাঝে মাঝে ছোট-বড় ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পের মাত্রা বেড়ে গেলে তাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এতে বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে পড়ে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়াসহ জানমালের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

লবণাক্ততা: এদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে লবণাক্ততা। সমুদ্রের লবণাক্ত পানির প্রভাবে এদেশের উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল লবণাক্তত থাকে। এতে কোন ফসল উৎপাদিত হয় না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ: এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দুটি প্রধান কারণ হল বন্যা ও নদীভাঙন এবং উপকূল, লে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। নদী-শাসনের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী ‘ফ্যাপ’ (ফ্লাপ অ্যাকশন প্লান) প্রকল্পে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। এর জন্য বিশ্ব ব্যাংক, এশীয়

উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতি দাতা সংস্থা সহায়তা দিয়েছে। উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় পুনর্বাসন প্রকল্পের দুর্যোগ ব্যবস্থাপন কার্যসূচির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাতে বহুসংখ্যক উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের এবং উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে ঝড়ের তীব্রতা কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগ প্রতিরোধের উপায় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার ভালো উপায়:

প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি অভিশাপ। এ অভিশাপ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বজুড়ে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। এসব প্রস্তুতির মধ্যে পড়ে আগাম সতর্কতা, দুর্যোগকালে ক্ষয়ক্ষতির প্রশমন, দুর্যোগের পর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন। দুর্যোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে যাতে দুর্যোগ না ঘটে সে জন্যে অবকাঠামোগত ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। এসবের প্রস্তুতিকল্পে বাংলাদেশও বেশে সোচ্চার। আমাদের দেশে চিরাচরিতভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা বলতে বোঝাতে দুর্যোগ ঘটে যাবার পর সাহায্য দানের মাধ্যমে তার ক্ষয়ক্ষতি নিরসনের চেষ্টা করা। কিন্তু আজ আর এই ধারণা নিয়ে দুর্যোগ মোকাবেলা হচ্ছে না। এর জন্যে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে অভিনব পদ্ধতিতে। যেমন:

- ১। দুর্যোগ ঘটার পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সেজন্যে বিশেষ ধরনের কর্মীবাহিনী সৃষ্টি এবং জনগণকে প্রশিক্ষিত করে তোলা।
- ২। জাতীয়ভিত্তিতে দুর্যোগ মোকাবেলা করার নীতিমালা পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন।
- ৩। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা।
- ৪। পরীক্ষিত পদ্ধতির ভিত্তিতে যথাসময়ে কর্মকর্তা সৃষ্টির আয়োজন।
- ৫। দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের ব্যবস্থা করা।
- ৬। তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নত করা।
- ৭। সামরিক বাহিনীকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাজে সমন্বয় সাধন করা।
- ৮। থানা, জেলা, ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিদের নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- ৯। দুর্যোগ মোকাবেলায় নিয়োজিত কর্মীবাহিনীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০। সর্বোপরি দুর্যোগের সম্ভাব্যতা ও সেগুলোর মোকাবেলা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন সংস্থা:

দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতিসংঘের ভূমিকা: জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিপর্যয় মোকাবেলার সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্যে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের একটি মানবিক বিষয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে। এই বিভাগ সারাক্ষণ সারা বিশ্বের কোথাও কোনো দুর্যোগ ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কিনা সেদিক নজর রাখে। কোথাও দুর্যোগ ঘটলে সেখানে সাহায্য পৌঁছাবার জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়। এছাড়াও দুর্যোগের কারণ চিহ্নিত করা, পূর্ব সতর্কতার ব্যবস্থা করা, ত্রাণ পৌঁছানো জাতিসংঘের কাজ। শুধু অর্থ ও ত্রাণ দিয়েই যে জাতিসংঘ সহায়তা করে তা নয়। জাতিসংঘ দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি বাস্তবায়নেও সহায়তা দেয়। খরচের কারণে দূর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে জাতিসংঘের খাদ্য সাহায্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। পরিবেশ উন্নয়নের জন্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ বিভিন্নভাবে কাজ করে। তাছাড়া পরমাণু অস্ত্ররোধ, যুদ্ধ বিগ্রহ থামানো প্রভৃতি ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জাতিসংঘ।

জাতিসংঘের যেসব সংস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলো হলো:

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি(UNDP), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(WHO) এবং জাতিসংঘ উদ্ধাস্ত সংক্রান্ত হাই কমিশনারের দপ্তর (UNHCR) এছাড়াও বিভিন্ন দেশের প্রায় দু'শ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দুর্যোগপরবর্তী পুনর্বাসন কাজে জাতিসংঘকে সহযোগিতা করে থাকে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপঃ বাংলাদেশেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয়ভিত্তিক নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে একটি

জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্য-পরিকল্পনা (NEMAP) গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছেও সরকার প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা চাইছে। বিশেষ করে ১৯৮৭, ৮৮ ও ৯৮-র বন্যা এবং ৯১-এ ঘূর্ণিঝড় দুর্গতের জন্য বাংলাদেশের আহ্বানে ব্যাপক আকারে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে।

উপসংহার: এক সময় মানুষের ধারণা ছিল প্রকৃতির ওপর যে কোন উপায়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই সবচাইতে জরুরি। আজ সে ধারণা পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা দেখা যাচ্ছে, এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বন ধ্বংস করে, নদীর প্রবাহ বন্ধ করে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে মানুষ নিজের জন্যে সমূহ বিপদ ডেকে এনেছে। তাই আজ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, মানুষ গড়ে তুলতে চাইছে প্রকৃতিক সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ। আর চেষ্টা করছে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকৃতির সহায়তায় তার নিজের জীবন ধারাকে আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

অথবা,

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভূমিকা: কবি উচ্চারণ করেছেন:

তোমার যেখানে সাধ চ'লে যাও— আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাবো; দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে; (জীবনানন্দ দাশ)
কিংবা

অবারিত মাঠ, গগন ললাট, চুমে তব পদধূলি
ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।

পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো-জল নিশীত শীতল স্নেহ। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাংলাদেশ সম্পর্কে বাঙালি কবিদের উল্লিখিত অনুভূতি অমূলক নয়। কেননা, ব-দ্বীপ সদৃশ এই বাংলার ভূ-ভাগ সমগ্র পৃথিবীতেই তুলনাহীন। এর রয়েছে বিস্তৃর্ণ সমভূমি, পার্বত্য অঞ্চল, ম্যানগ্রোভ বন, জলপ্রপাত, চা-বাগান, সবুজ গালিচার মতো শস্য ক্ষেত, মাঠ ও প্রান্তর। সর্বোপরি এর রয়েছে নয়ান্তিরাম নদী, যা মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে একে নন্দন কাননে পরিণত করেছে। সব কিছুর সমন্বয়ে পর্যটন শিল্পের জন্য বাংলাদেশ এক আদর্শ স্থান। কবিতার ভাষায়:

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

পর্যটনের বিকাশ: মানুষ কৌতূহলী প্রাণী। নতুন কিছু জানার, পরস্পরকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরায়ত। মানুষের এই বৈশিষ্ট্য থেকেই পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে বিশ্বময়। পর্যটন বিষয়টি অত্যন্ত পুরাতন। বর্তমানের রূপে না থাকলেও কোনো না কোনো রূপে পর্যটন সুপ্রাচীনকাল থেকেই ছিল। ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং-সহ বিখ্যাত পর্যটকের ইতিহাস আমাদের এই বক্তব্যকেই সমর্থন করে। অতীত কালে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই কষ্টদায়ক, তবুও ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে বিশ্বময়।

লাভজনক খাত: অর্থনীতির লাভজনক খাত হিসেবে পর্যটন শিল্প এখন সারা বিশ্বে খুবই আদরণীয়। পর্যটন এমনই এক অর্থনৈতিক খাত যেখানে প্রচুর বিনিয়োগ না করেও অনেক বেশি আয় করা সম্ভব। পর্যটনের জন্য নতুন তেমন কিছু তৈরি বা নির্মাণ করতে হয় না। শুধু প্রকৃতির দেয় উপকরণকে একটু পরিবর্তন করে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করলেই চলে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে এরকম স্থানগুলোকে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করলেই এ খাতে বিপুল আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের ইতিহাস: ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন এক দেশের জন্ম হয়, যার নাম বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরই তৎকালীন সরকার পর্যটন শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেই অনুভব থেকেই ১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ জারির মাধ্যমে পর্যটন শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৫ সালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে নবগঠিত মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে এই

সংস্থার মূল কাজ হচ্ছে— বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের কাম্য বিকাশ, পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পর্যটকদের সেবা প্রদান ইত্যাদি। আর এই সমস্ত দায়িত্ব সুচারু রূপে সম্পন্ন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যবিমোচন।

পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা: বাংলাদেশ একটি সুপ্রাচীন জনপদ। এর রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। প্রাচীনত্বের গরিমায় বাংলাদেশ সারা বিশ্বে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজপরিবারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিপুলভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আমরা জানি প্রাচীনকালে বিশ্ব জয় করেছিল বাংলার মসলিন। পৃথিবীব্যাপী এদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, এখানে আছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত যা অবিচ্ছিন্নভাবে ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। তাছাড়া এখানে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন। যা আমাদের কাছে সুন্দরবন হিসেবে পরিচিত। এখানে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, বৃক্ষ এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ বিচিত্র ধরনের প্রাণী। যা বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। বস্তুত ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ব-দ্বীপটি যেন প্রকৃতি সৃষ্ট এক নয়ানভিরাম মিউজিয়াম। তাই কবি উচ্চারণ করেছেন:

আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে থাকে সারা মন

শ্যামল কোমল পরশ ছড়ায় নেই কিছু প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অনুপম নৈসর্গ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য আদর্শ উপকরণ। এর অনুপম নৈসর্গিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অবলোকনের জন্য কাছের এবং দূরের বহু ভ্রমণ পিপাসু মানুষ এখানে এসেছে। তারা অবাক হয়ে দেখেছে এবং উপলব্ধি করেছে ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, সবুজ শ্যামল আর সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি দেশটিকে শ্রষ্টা নিজের হাতে সাজিয়েছেন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পর্যটন শিল্প: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশে পর্যটন শিল্প নানাভাবে অবদান রাখতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বাংলাদেশের যে সমস্ত খাত লাভজনক অবস্থায় আছে পর্যটন খাত তার একটি। ২০১০ সালে পর্যটন খাত থেকে বাংলাদেশ মোট ৫৫৬২.৭০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। পর্যটন খাত বাংলাদেশের সুনাম অর্জনেও বিরাট অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন মানবসম্পদ উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। এ সংস্থাটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রায় ২৫ হাজার যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষিত করেছে। তারা দেশে

বিদেশে কাজ করছে। বিদেশে কর্মরতরা মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে। পর্যটন খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা দেখানো হলো:

ক. প্রাকৃতিক সম্পদের কাম্য ও টেকসই উন্নয়ন ;

খ. নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূর;

গ. মাঝারি ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন;

ঘ. অভিনব অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ;

ঙ. যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন;

চ. বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ;

ছ. বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির উন্নয়ন

জ. বিদেশে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান ইত্যাদি।

২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে পর্যটন কর্পোরেশন কত টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে তা নিচের ছকে দেখানো হলো:

সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
টাকার পরিমাণ (মিলিয়ন)	৭৯৫০.৪৬	১০০৪৭.৩০	১১৩৪৮,১৯	১১৩৪৭.৪৩	৯৩৪.৪৫	৮৫৩৪.৩৪

উল্লিখিত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন খাত কত বিশাল অবদান রাখছে। সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করলে এই পরিমাণ আরো কয়েকগুণ বেড়ে যেতে পারে। বস্তুত দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে হলে পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিতে হবে।

পর্যটনের ক্ষেত্র : বাংলাদেশের পর্যটনের ক্ষেত্র তথা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় বিষয়গুলোকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ধারায় ভাগ করা যেতে পারে:

১। পর্যটনের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র: অনেক পর্যটকদের কাছে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আকর্ষণের বিষয় হয়ে থাকে। বাংলাদেশের অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে যা পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ঢাকার লালবাগের দুর্গ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় জাদুঘর, সোনারগাঁও জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর, নাটোর ও পুঠিয়ার রাজবাড়ি এবং এমনি আরো অনেক সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে যা বাংলাদেশের অনন্য ঐতিহ্যকে নির্দেশ করে।

২। পর্যটনের প্রাকৃতিক ক্ষেত্র: নাগরিক জীবনের একগেয়েমি দূর করতে অনেক পর্যটক প্রাকৃতিক পরিবেশে যেতে চায়। বাংলাদেশের অনেক প্রাকৃতিক স্থান রয়েছে যা বিশ্বের অন্য কোথাও নেই। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পর্যটন ক্ষেত্রগুলো হলো: কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকত, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল ও চা বাগান, তামাবিল, জাফলং, রাঙামাটির নয়নাভিরাম কৃত্রিম হ্রদ, সুন্দরবনসহ বিভিন্ন বনাঞ্চল। এছাড়াও রয়েছে উপকূলীয় দীপাঞ্চল, বর্ণাঢ্য উপজাতীয় ও গ্রামীণ জীবনধারা।

৩। রোমাঞ্চকর পর্যটন ক্ষেত্র : মানুষ স্বভাবতই রোমাঞ্চপ্রিয়। বাংলাদেশে অনেক রোমাঞ্চকর স্থান এবং বিষয় রয়েছে যা বিদেশি ও দেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। এগুলো হলো: সুন্দরবনের বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদ, রাঙামাটির হ্রদে নৌবিহার, মৎস শিকার, জলক্রীড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ট্র্যাকিং, হাইকিং, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইত্যাদি।

৪। নৌ পর্যটন : নদী চিরকালই যে কোনো মানুষকে আকর্ষণ করে, করে বিমোহিত। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এর রয়েছে ছোট-বড় প্রায় আড়াই শ নদী। তাছাড়া এর রয়েছে বিস্তৃত হাওর অঞ্চল। এই সমস্ত নদীতে ও হাওরে পর্যটনের সুবিধা বিস্তৃত করলে প্রচুর দেশি-বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট হতে পারে।

৫। ধর্মীয় পর্যটন ক্ষেত্র : অনেক মানুষ শুধু ধর্মানুভূতি থেকেই বিভিন্ন তীর্থ স্থান ভ্রমণ করে থাকে। বাংলাদেশের এরকম অনেক ধর্মীয় স্থান রয়েছে যা ধর্মানুভূতি সম্পন্ন মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো: মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মাজার, দরগাহ, মঠসহ বিভিন্ন নিদর্শন। এসব আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, ঢাকার সাতগম্বুজ মসজিদ, রাজশাহীর শাহ মখদুমের মাজার, পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার, মহাস্থানগড়, নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, আমেনিয়ান চার্চ, চট্টগ্রামের বায়োজিদ বোস্তামীর দরগাহ, সিলেটের হযরত শাহজালালের দরগাহ, কক্সবাজারের রামু মন্দির, রাজশাহীর তাহেরপুর রাজবাড়ি, লালবাগের মসজিদ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যা: বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প একটি অসীম সম্ভাবনার শিল্প। কিন্তু এর অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। পর্যটন শিল্প আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ না করার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। নিচে এর কয়েকটি আলোচনা করা হলো:

১। নিরাপত্তাহীনতা: পর্যটন শিল্প বিকাশের প্রথম শর্ত হলো নিরাপত্তা। কিন্তু বাংলাদেশের পর্যটন স্পটগুলোতে নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বাংলাদেশে

আসা পর্যটকরা প্রায়শই চুরি, ছিনতাই, হত্যা, রাহাজানি কিংবা সহিংসতার শিকার হন।

২। **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেও আমাদের দেশের পর্যটন শিল্প বিকশিত হচ্ছে না। গত কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে হরতাল অবরোধ ছিল নিত্য দিনের বিষয়। এধরনের অস্থিরতার মধ্যে পর্যটকরা আসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না।

৩। **যোগাযোগ ও যাতায়াতের সীমাবদ্ধতা :** সমৃদ্ধ পর্যটন শিল্পের জন্য যাই আধুনিক, দ্রুতগামী, সস্তা, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা এখনও প্রাচীন আমলের। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থায় রয়েছে প্রচুর দুর্বলতা। এখানকার রাস্তাঘাট সংকীর্ণ, অনেক জায়গায় রাস্তা বিপজ্জনক। আমাদের মহাসড়কগুলোতে প্রায়শই যানজটে অযথা সময় নষ্ট হয়।

৪। **উন্নত আবাসিক ব্যবস্থার অভাব:** সাধারণত বিত্তবান বিলাসীরাই পর্যটক হয়ে থাকে। তারা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পরিবেশে থাকতে চায়। কিন্তু আমাদের দেশের হোটেল ও মোটেলগুলো মান-সম্মত নয়। তাই অনেক পর্যটক এখানে আসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।

৫। **মানসম্মত সেবার অভাব:** পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও মার্জিত জনবল। কিন্তু আমাদের দেশে দক্ষ ও মার্জিত জনবলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৬। **সাংস্কৃতিক সমস্যা :** আমাদের দেশীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের সঙ্গে বিদেশি পর্যটকদের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণেই অনেক পর্যটককে প্রায়শই বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। তাছাড়া অনেক সময় পর্যটকরা মন্দ লোকের পাল্লায় পড়ে আর্থিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭। **প্রচারের অভাব :** যে সমস্ত দেশের পর্যটন শিল্প খুব উন্নত তাদের রয়েছে পরিকল্পিত প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচার ব্যবস্থা তত উন্নত নয়। আমরা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক সৌন্দর্যকে অনেক সময় যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারি না। ফলে আমাদের পর্যটন শিল্প কাক্ষিত মাত্রায় উন্নত হয় নি।

পর্যটন শিল্পকে কাক্ষিত মানে উন্নীত করার উপায়: আমাদের পর্যটন শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এই শিল্পকে যথার্থ মানে উন্নীত করতে হলে নিচের পদক্ষেপগুলো নেয়া অত্যন্ত জরুরি।

- প্রথমত** : পর্যটন স্পটগুলোকে নিরাপদ ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে হবে।
- দ্বিতীয়ত** : আবাসন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।
- তৃতীয়ত** : যাতায়তের ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করতে হবে।
- চতুর্থত** : রাজনৈতিক অস্থিরতা দূরীকরণে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- পঞ্চমত** : মানসম্মত অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- ষষ্ঠত** : স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- সপ্তমত** : উন্নত জনবল তৈরির মাধ্যমে পর্যটকদের সেবার মান বাড়াতে হবে।
- অষ্টমত** : পর্যটকদের সবধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নবমত** : পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- দশমত** : ঐতিহ্য ও ইতিহাসাশ্রয়ী স্থানগুলোকে নান্দনিক করে গড়ে তুলতে হবে।

সরকারি উদ্যোগ : আশার কথা বাংলাদেশ সরকার পর্যটন শিল্পের যথাযথ বিকাশে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ক. পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক্সক্লুসিভ জোন করার পরিকল্পনা গ্রহণ।
- খ. স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের পর্যটন শিল্পকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য একটি যুগ-উপযোগী নীতিমালা প্রস্তুত।
- গ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ।
- ঘ. যাতায়তের জন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন।

উপসংহার: অসীম সম্ভাবনার এক অর্থনৈতিক খাত পর্যটন শিল্প। এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া দরকার। আর আন্তরিকতার সাথে যদি আমরা সেই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে শুধু পর্যটন খাতই

নয়, এর বহুমুখি বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দ্বারও উন্মোচিত হবে। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশ।

আমাদের পোশাক শিল্প

অথবা, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

অথবা, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

সূচনা : বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প এক নতুন সম্ভাবনাময় সংযোজন। কর্মসংস্থান, বিশেষ করে অনগ্রসর মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এককালে বাংলাদেশের মসলিন ও জামদানি ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু ব্রিটিশদের আগমনের ফলে সে শিল্পের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর বাংলাদেশ তার তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বঙ্গক্ষেত্রে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে চলছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ শিল্পের অবদান উৎসাহজনক।

পোশাক শিল্পের পরিচয় : গায়ে পরার জন্য যে সকল আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয় তা-ই পোশাক। যন্ত্রে বা হাতের মাধ্যমে কর্মকুশলতা দ্বারা পোশাকের উপর যে সকল শৈলী প্রয়োগ করা হয়, তা হল শিল্প। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মধ্যে শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, ল্যাবরেটরী কোট, ড্রাউজার, গেঞ্জী, সোয়েটার, নাইট ড্রেস, খেলাধুলার পোশাক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মান : বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মান উন্নত বলেই বিশ্ববাজারে এ শিল্প ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। আমাদের দেশের পোশাকের মান উন্নত বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর স্থান পঞ্চম। যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ানের পরেই বাংলাদেশের স্থান। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশের পোশাকের প্রচুর চাহিদা আছে, যেমন: জাপান, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, মধ্যপ্রাচ্য ও বেলজিয়ামসহ মোট ২৩টি উন্নত দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অবস্থান : ১৯৭৭ সালে সম্পূর্ণ বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় পোশাক শিল্প যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রায় ২২০০টি পোশাক কারখানা চালু আছে। এ সকল কারখানায় প্রায় ১২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এদের মধ্যে ৮৫% মহিলা শ্রমিক। সমাজের

নির্যাতিত, অবহেলিত, অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে নিজের পায়ে দাড়াতে সাহায্য করে দিয়েছে এ পোশাক শিল্প। আমাদের রপ্তানি আয়ের ৮১.৮১ শতাংশ যোগান দিচ্ছে পোশাক শিল্প।

পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ : যদিও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প খুবই সম্ভাবনাময় কিন্তু এর নানাবিধ সম্যা আছে। নিম্নে সে সমস্যোগুলো দেখানো হলো :

ক. নিম্নমানের কাঁচামাল : এদেশের পোশাক শিল্পসমূহকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে ক্রয় করতে হয়। বিদেশী বাজারে সরবরাহকারীরা সর্বক্ষেত্রে সৎ নয়, সততার অভাবে তারা নিম্নমানের কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে। আর এই নিম্ন মানের কাঁচামাল দিয়েই পোশাক তৈরি করতে হয়। ফলে বিদেশে বাংলাদেশী পোশাকের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে এটি যথেষ্ট ক্ষতিকর।

খ. রপ্তানি ক্ষেত্রে বিলম্ব : আমাদের পোশাক রপ্তানিকারকগণ বিদেশ থেকে সুতা প্রাপ্তিতে বিলম্ব, গুঁজ জটিলতা, পরিবহণ ঝামেলা প্রভৃতি কারণে সময়মত পোশাক ডেলিভারী দিতে পারে না। এক্ষেত্রে বিদেশী আমদানিকারকগণ তাদের ফরমায়েশ নাকচ করে দেন। ফলে রপ্তানি কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

গ. দক্ষ শ্রমিকের অভাব : বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের অন্যতম সমস্যা হলো দক্ষ শ্রমিকের অভাব। এদেশের বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্পে যেসব শ্রমিক কাজ করে তাদের শতকরা ৮৫ জনই অশিক্ষিত ও অদক্ষ মহিলা। দক্ষ শ্রমিকের অভাবে দেশ উন্নতমানের পোশাক তৈরি করতে পারে না।

ঘ. মুষ্টিমেয় কয়েক শ্রেণির পোশাক রপ্তানি : এখানকার পোশাক শিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো এর তৈরি পোশাকের ধরণ খুবই স্বল্প। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ১১৫ প্রকার পোশাকের চাহিদা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে শুধু ৫-১০ প্রকার পোশাক তৈরি হয়। অথচ হংকং ৬৫ প্রকারের, তাইওয়ান ৫৩ প্রকারের এবং চীন ৫৬ প্রকারের পোশাক সরবরাহ করে। ফলে বাংলাদেশের পোশাক আন্তর্জাতিক বাজারে-বিস্তৃতি লাভ করতে পারছে না।

ঙ. বিদেশি আমদানিকারকগণের কোটা আরোপ : ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির শতকরা সত্তর ভাগ ক্রেতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। অথচ ১৯৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানির উপর কোটা আরোপ করে। ফলে পোশাক শিল্প সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পূর্বে উৎপাদিত পোশাকগুলো শিপমেন্ট হওয়ার পরেই অনেক চুক্তিবদ্ধ দেশ সেগুলো গ্রহণ করেনি। ফলে গার্মেন্টসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ব্যাংকগুলো পোশাক

উৎপাদনকারীদের ঋণদান বন্ধ করে দেয়। সে কারণে অনেক পোশাক কারখানাই রাতারাতি বন্ধ হয়ে যায়।

চ. আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা : এদেশের শিল্পের অন্যতম সমস্যা হলো আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হয়। ভারত, হংকং, তাইওয়ান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ পোশাক শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। এদের সাথে ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে কঠোর প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে।

ছ. রাজনৈতিক অস্থিরতা : দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, মিটিং, মিছিল, সভা, ধর্মঘট ইত্যাদি কারণে শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

সমাধানের উপায় : আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের বৈদেশিক বাজারকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক। যা নিম্নরূপ :

১. **গুণ ও মানের উৎকর্ষ সাধন :** বর্তমান সময়ে হংকং, কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশসমূহ আন্তর্জাতিক বাজার তাদের পোশাকের গুণ ও মান সম্পর্কে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমনকি, শ্রীলংকাও এরূপ মানসম্মত পণ্যের বহু রপ্তানিকারক দেশ। এসব দেশের সাথে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার টিকে থাকবে এর মান ও গুণাগুণের উপর।

২. **দ্বিপাক্ষিক চুক্তি :** দ্বিপাক্ষিক বর্তমান সময়ে আমেরিকা এবং কানাডাতে প্রচলিত কোটা অনুযায়ী পোশাক রপ্তানিকে সমৃদ্ধ করতে হলে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি অতি শীঘ্রই সমাধান করা উচিত। বর্তমান সময়ে চীন বিশ্ব চাহিদার ৩০ শতাংশ পোশাক রপ্তানি করেছে তাদের পক্ষে বিশ্ববাজারে এরূপ অবস্থানের মূল কারণ পাক্ষিক ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি।

৩. **বিকল্প দেশ অনুসন্ধান :** চীনের এ বৃহৎ বাজার কেবল আমেরিকা ও কানাডাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তারা তাদের দ্রব্য সারা বিশ্বে রপ্তানি করেছে। অথচ আমাদের পণ্য আমেরিকা, E.E.C এবং কানাডাতে রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমান সময়ে প্রয়োজন নতুন বাজার অনুসন্ধান।

৪. **আইটেমের সংখ্যা :** বাংলাদেশে রপ্তানিজাত গার্মেন্টস দ্রব্যের আইটেম সংখ্যা খুবই কম, আমেরিকা যেখানে ৭৬ প্রকারের গার্মেন্টস পণ্য আমদানী করে। আমাদের দেশ সেখানে মাত্র ১৩ প্রকারের গার্মেন্টস রপ্তানি করে।

৫. **অত্যাধুনিক মেশিনারী :** গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ এবং দ্রুত অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখা এবং সাফল্যমন্ডিত করার জন্য প্রয়োজন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ এবং প্রয়োজন দেশে উৎপাদিত আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি।

৬. রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল : বাংলাদেশে স্থাপিত চট্টগ্রাম এবং ঢাকা E.P.Z ইতোমধ্যেই রপ্তানি বাজারে অবদান রাখতে শুরু করেছে। দেশী-বিদেশী উদ্যোগ এবং বিনিয়োগ এসব এলাকায় শুরু হয়েছে। সীমিত সুযোগ-সুবিধার কারণে এরূপ এলাকায় ব্যাপকভাবে পোশাক শিল্প গড়ে উঠছে না। চট্টগ্রাম E.P.Z -এ ২৩টি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি অনুমোদন লাভ করেছে এবং ঢাকায় এ পর্যন্ত ছয়টি শিল্প অনুমোদন লাভ করেছে। এইভাবে E.P.Z বৃদ্ধি করে বেশি বেশি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প : সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ

বিভিন্ন প্রকার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। সেজন্যই পোশাক শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। এর অন্যতম প্রধান কারণগুলো হলো-

ক. সস্তা শ্রম : বাংলাদেশে শ্রমের যোগান প্রচুর এবং শ্রম তুলনামূলকভাবে খুবই সস্তা। স্বল্প মজুরিতে তৈরির ফলে পোশাকের উৎপাদন খরচ কম হয়। এ কারণে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিদেশে দ্রুত ব্যাপক বাজার লাভ করেছে।

খ. নারী শ্রম : নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অসহায় মেয়েরা পোশাক শিল্প কারখানায় কাজ করে। এমনিতেই আমাদের দেশে শ্রম সস্তা, তদুপরি নির্যাতিতা মহিলাদেরকে আরো বেশি স্বল্প মজুরিতে নিয়োগ করে লাভজনকভাবে পোশাক তৈরি সম্ভব হয়েছে।

গ. অধিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা কম : পোশাক তৈরির কারখানাকে আমরা বড় ধরনের দর্জির দোকান হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। পোশাক শিল্পের সেলাইয়ের মেশিনগুলো বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয়। স্বল্প-মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায় বেশিরভাগ শিল্প উদ্যোক্তা এ শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়েছে।

ঘ. বিনিয়োগ-উৎপাদন ব্যবধান স্বল্প : এ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহযোগ্য। জমি ও ভবনের জন্য বিনিয়োগ করতে হয় না। বাড়িতেই স্থাপন করা যায় এবং চার থেকে ছয় মাসের মধ্যেই উৎপাদন শুরু করা যায়। সেজন্য এ শিল্পে বিনিয়োগ প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

ঙ. দ্রুত শিল্প ঋণ প্রাপ্যতা : বিনিয়োগ উৎপাদন ব্যবধানের স্বল্পতার কারণে ও দ্রুত উৎপাদন ব্যয় ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দ্রুত ও সহজ শর্তের এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে।

চ. সরকারের উদার শিল্প নীতি : ১৯৭৫ সালের পর থেকে সরকার বেসরকারি খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান করেছে। তৈরি পোশাক শিল্প মূলত বেসরকারি খাতেই গড়ে উঠেছে। নানা প্রকার কর বেয়াত, নিম্ন সুদের হার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সরকার পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করেছে।

উপসংহার : বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করার জন্য তথা প্রধান রপ্তানিকারক উপাদান হিসেবে জাতীয় অর্থনীতির পরিচালক হিসেবে পোশাক শিল্প নিয়ে ভেবে দেখার সময় এসেছে। সরকারি এবং বেসরকারি হস্তক্ষেপের ব্যাপক প্রত্যাশা এবং অংশগ্রহণ এ শিল্পের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য জরুরি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

সূচনা: পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করতে পারি নি। জনসংখ্যা সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, কর্মসংস্থানের সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য নানাবিধ সমস্যায় দেশ আজ জর্জরিত। বিগত কয়েক বছর থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে লাগামহীন উর্ধ্বগতি চলছে তাতে জনজীবন আরো পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আজ আর কোন বিশেষ সংবাদ নয় বরং এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ একটি নিত্য সত্য। দেশে প্রতি ঘণ্টায়, এমনকি প্রতি মুহূর্তে জিনিসপত্রের মূল্য বাড়ছে। গ্রামের এমন অনেক মানুষ আছে যারা আজ দু'বেলা দু'মুঠোভাতের জোগাড় করতে পারছে না। অনেকেরই আবার নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ

নিত্য প্রয়োজনীয় এই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম এমনভাবেই বাড়ে না এর পিছনে সক্রিয় থাকে অনিবার্য কিছু কারণ। এই সমস্ত কারণের কিছু আছে প্রাকৃতিক এবং

কিছু মানুষের সৃষ্টি। আবার কিছু বিশ্ব অর্থনীতির অনিবার্য ফল। নিচে এই সমস্ত কারণের বিশদ বিবরণ দেয়া হলো :

১। ভারসাম্যহীন যোগান ও চাহিদা: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ হল চাহিদার ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান কম। আমাদের দেশে বর্তমানে লোকসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা এতই বেশি যে তার তুলনায় যোগান বা সরবরাহ খুবই কম। ফলে সীমাবদ্ধ জিনিসের জন্যে অগণিত ক্রেতার ভিড় এবং পণ্য সংগ্রহের জন্যে তীব্র প্রতিযোগিতা- পরিণামে মূল্যবৃদ্ধি। স্বল্প আয়ের লোকেরা এ প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। এখানে কেবল বিভবানদের আধিপত্য।

২। অসৎ ব্যবসায়ী : আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আরেকটি বিশেষ কারণ মধ্যস্বত্বভোগীদের অতিরিক্ত মুনাফালোভী দৃষ্টিভঙ্গি। উৎপাদনের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। উৎপাদকদের কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে জিনিস কিনে সেটাই নানান হাত বদলের মাধ্যমে চড়া দামে বাজারে বিক্রি করে। আবার এক ধরনের অসৎ ব্যবসায়ী আছে যারা দ্রব্যমূল্য বাড়ানোর জন্য মজুদের মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে পণ্য নষ্ট করে দেয়- যাতে দ্রব্যমূল্য হ্রাস না পায়। এসব মুনাফাখোর মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাভ্যের কারণেই মূলত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়ে।

৩। কালো টাকা ও মুদ্রাস্ফীতি: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম মুদ্রাস্ফীতির কারণেও বাড়ে। দেশের ঘাটতি অর্থব্যবস্থায় ব্যয় সংকুলানের জন্য কিংবা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি পূরণের জন্য সরকার অনেক সময় অতিরিক্ত নোট বাজারে ছাড়েন ফলে সম্পদের তুলনায় টাকার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সেই টাকার বেশির ভাগই মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবানের হাতে থাকে। এসব ভাগ্যবানেরা সরকারের বিভিন্ন রাজস্ব, বিল ফাঁকি দিয়ে প্রভূত পরিমাণ কালো টাকার মালিক হন। এর ফলে যাদের ক্রয় ক্ষমতা বেশি তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্যপণ্য ক্রয় করেন এবং জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন।

৪। সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা: পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং বণ্টন ব্যবস্থায় ত্রুটির জন্যেও অনেক সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বেড়ে যায়। কখন, কোথায়, কোন জিনিস কতটুকু প্রয়োজন তা পূর্ব থেকে হিসেবে করে যথাসময়ে ঐ জিনিস সেখানে পৌঁছে দিলে অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশে পরিবহণ ধর্মঘট, শ্রমিক ধর্মঘট, রাস্তাঘাট বন্ধ ইত্যাদি প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে

দাঁড়িয়েছে। এসবের জন্য অনেক সময় ক্ষুদ্র সমস্যাও জটিল হয়ে পড়ে। উপযুক্ত রাস্তাঘাট ও পরিবহনের অভাবে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে জনসাধারণকে অনাকাঙ্ক্ষিত বর্ধিত দ্রব্যমূল্যে জিনিসপত্র কিনতে হয়।

৫। প্রশাসনিক দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা: প্রশাসনিক দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণেও দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশের প্রশাসন অনেকেংশেই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অদক্ষ। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন অনেক সময় ব্যক্তিগত সুবিধা পেয়ে বিশেষ কোনো দ্রব্যের আমদানী সীমিত করে দেয়। ফলে এই বিশেষ দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায়। আবার কোন দ্রব্য কখন কী পরিমাণে প্রয়োজন হবে তা প্রশাসনের অদক্ষতার কারণেই বোঝা যায় না। পরিণামে বাজারে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের যোগান সীমিত হয়ে যায়। আর তাতেই নির্দিষ্ট দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। আবার অনেক সময় আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বিশেষ কোনো দ্রব্যের আমদানী ও বাজারজাতকরণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় লেগে যায়। ফলে দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়।

দ্রব্যমূল্য: বাংলাদেশ ও উন্নত বিশ্ব : পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তবে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর সাথে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সেখানে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে জনগণের আয়ও সে তুলনায় বাড়ে। যা আমাদের দেশে কখনও হয় না। আমাদের দেশে আয় যদি বাড়ে ১০০টাকা তো বাজারে দাম বাড়ে ৩০০ টাকা। ফলে বহু লোক অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও কিনতে পারে না। বাধ্য হয়েই নির্দিষ্ট আয়ের লোকদেরকে তাদের জীবনযাত্রার মানকে নিম্নে নিয়ে আসতে হয়। তাছাড়া উন্নত বিশ্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু থাকলেও Market mechanism -এ সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে। ফলে দাম মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেতে পারে না।

জনজীবনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব : ক্রমাগত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য জনজীবনে অসন্তোষ, ক্রোধ ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। সমাজ জীবনে বিক্ষোভ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ছড়িয়ে পড়ে। নিরুপায় মানুষ বেতন- ভাতা বৃদ্ধির দাবী ধর্মঘটে নামে। কল-কারখানা, যানবাহন, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবই বন্ধ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে বেতন হয়তো কিছু বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রকৃত

সমস্যার সমাধান কিছুই হয় না। কেননা বেতন বাড়তে না বাড়তেই দ্রব্যমূল্য বেড়ে আবার ক্রেতার নাগালের বাইরে চলে যায়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার :

পৃথিবীর কোনো সমস্যাই প্রতিকারহীন নয়। সমস্যা যতই কঠিন হউক তার প্রতিকার অবশ্যই থাকবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ একটি জটিল কাজ হলেও তার প্রতিকারের উপায় রয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির রোধকল্পে তাই নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। উৎপাদন বৃদ্ধি: দেশের সর্বস্তরের জনগণ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে এবং কল-কারখানায়, ক্ষেতে, খামারে সর্বত্র উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে তবে দেশের মোট উৎপাদন (GNP) বাড়বে। ফলে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সাম্য ফিরে আসবে। এতে করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকোপ হ্রাস পাবে।

২। আইন প্রণয়ন: দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী, মজুদদার ও ফটকা কারবারীদের প্রতি সরকার যদি সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর ও কঠিন আইনের ব্যবস্থা করে তবে এরা এদের কুটিল স্বার্থ হাসিল করতে পারবে না। ফলে দ্রব্যমূল্যও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাছাড়া এদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসীকেও সোচ্চার থাকতে হবে।

৩। মুদ্রাস্ফীতি রোধ: দেশে মুদ্রাস্ফীতি যথাসম্ভব কমিয়ে আনার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যখন তখন কাগজী মুদ্রা ছাপানোও বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া কালো টাকা উদ্ধারের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪। বণ্টন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের জন্য বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূর করতে হবে। দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত ও পর্যাপ্ত করতে হবে। পরিকল্পিত ভাবে দেশের নতুন রাস্তাঘাট পুল, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। জনসংখ্যা ও আঞ্চলিক চাহিদার অনুপাতে দ্রব্য বণ্টনের দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে।

শেষত: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের জন্য সবচেয়ে বড় ও বেশি যেটা দরকার তা হল- আমাদের সবাইকে আদর্শ দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী হয়ে উঠা। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল প্রকার অন্যায়-অপরাধ দুর্নীতি বর্জন করে অকৃত্রিমভাবে

দেশকে ও দেশের জনগণকে ভালবাসতে হবে। তবেই আমরা একটি সুখী, সুন্দর, সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলার গড়ে তুলতে পারব।

মাদকাসক্তি: কারণ ও প্রতিকার

ভূমিকা : বহু সমস্যায় দীর্ঘ-বিদীর্ণ বাংলার ধমনীর শোণিত ধারায় আজ প্রবেশ করেছে মৃত্যু-কুটিল কালনাগিনী। সুচিন্তিত পরিকল্পনা, সমবেত শুভপ্রয়াস এবং সদিস্কার মধ্যস্থতায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের যদিও বা সমাধান সম্ভব, কিন্তু নবাগত এ কালকেউটের আক্রমণ থেকে সমাজকে বিশেষত যুব সমাজকে রক্ষা করা যাবে কীরূপে? বাংলার লৌহ বাসরের দুর্নীতির রক্তপথে যে ভয়ংকরী কালনাগিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার মৃত্যুময় বিষদংশন থেকে আমাদের জাতির লখিনদরদের বাঁচার উপায় যদি অবিলম্বে, উদ্ভাবিত বা গৃহীত না হয়, তবে এ হতভাগ্য জাতির পুনরুত্থানের স্বপ্ন অচিরেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এই ভয়ংকরী কালনাগিনী আর কেউ নয়, সে হলো মাদকাসক্তি।

মাদকাসক্তি কী : সাধারণত যেসব দ্রব্যসামগ্রী পান বা ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি হয় তা গ্রহণ করাকে মাদকাসক্তি বলে। অন্য কথায়, নেশা জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী যা চিন্তা ও চেতনা বিভ্রমকারী তা গ্রহণ করাই মাদকাসক্তি।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন-“ নেশা জাতীয় যে কোন দ্রব্যই মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম”। (সহীহ মুসলিম) মহানবী (সা.) আরও ঘোষণা করেন-“যে জিনিসের বেশি পরিমাণের মধ্যে মাদকাসক্তির কারণ রয়েছে তার অল্প পরিমাণও হারাম।” (তিরমিযি ২য় খন্ড)

মাদক দ্রব্যের প্রকার ভেদ : নেশা সৃষ্টিকারী বা চিত্তবিভ্রমকারী দ্রব্যসমূহ মাদক দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. প্রাকৃতিক ও

২. রাসায়নিক।

১. প্রাকৃতিক: প্রাকৃতিক উপায়ে যে সকল মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাই প্রাকৃতিক মাদক দ্রব্য। প্রাকৃতিক মাদক দ্রব্যসমূহ প্রধানত গাছ থেকে আসে। যেমন- তাড়ি, আফিম, গাজা, ভাঙ্গ, চরশ, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদি।

২. রাসায়নিক: পরীক্ষাগারে রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাই রাসায়নিক মাদক দ্রব্য। রাসায়নিক মাদক দ্রব্য প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন মাদক দ্রব্য থেকে বেশি নেশা সৃষ্টিকারী ও ক্ষতিকারক। যেমন

হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন, সঞ্জীবনী সুরা, বিভিন্ন প্রকার অ্যালকোহল ইত্যাদি।

মাদকের সংখ্যা কত: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশে এখন পর্যন্ত ২৪ ধরনের মাদক উদ্ধার হয়েছে। আর এসব মাদকের মধ্যে রয়েছে ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, গাঁজা, চোলাই মদ, দেশি মদ, বিদেশি মদ, বিয়ার, রেস্তিফাইড স্পিরিট, ডিনেচার্ড স্পিরিট, তাড়ি, প্যাথেডিন, বুপ্রেনরফিন (টি.ডি. জেসিক ইঞ্জেকশন), ভাং, কোডিন ট্যাবলেট, ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া), বুপ্রেনরফিন (বনোজেসিক ইঞ্জেকশন), মরফিন, আইচ পিল, ভায়াগ্রা, সানাগ্রা, টলুইন, পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট ও মিথাইল-ইথাইল কিটোন।

৩. মাদকের উৎস: হেরোইনের মূল উৎস আফিম। আর আফিম পাওয়া যায় পপি উৎপাদনের মাধ্যমে। তিনটি জায়গায় প্রধানত ‘পপি’ উৎপাদন করা হয়। ককট ক্রান্তির ৮০° হতে ২৪° উত্তর দ্রাঘিমাংশের মধ্যে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল। এর পরিধি থাইল্যান্ড, বার্মা ও লাওস।

‘পপি’ উৎপাদনকারী গোল্ডেন ক্রিসেন্ট বিস্তৃত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্ক জুড়ে। এর মধ্যে পাকিস্তানে উৎপন্ন হয় সিংহভাগ। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ও দক্ষিণে ৯৬° হতে ১০৪° উত্তর দ্রাঘিমাংশের মধ্যে গোল্ডেন ক্রিসেন্টের মধ্যবর্তী আরও একটি নতুন অঞ্চলের আভাস পেয়েছে নোরকোটিক্স বিশেষজ্ঞরা। এর নামকরণ করা হয়েছে গোল্ডেন ওয়েজ। এ অঞ্চলটি ভারত ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, গুয়াতেমালা, জ্যামাইকা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, দঃ আফ্রিকা, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড-১২টি দেশে মারিজুয়ানা উৎপন্ন হচ্ছে। আমেরিকায় কলম্বিয়া, পেরু, ব্রাজিল, বলিভিয়ায় কোকেনের উৎপাদন সীমাবদ্ধ। মেক্সিকো, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরীর সীমান্ত প্রদেশ, সাইপ্রাস, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বার্মা, থাইল্যান্ড, লাওস এবং অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে তাসমেনিয়ায় আফিম ও হেরোইন উৎপাদিত হচ্ছে। হাশিস উৎপাদনের জন্য জ্যামাইকা, মরক্কো, জর্দান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত ও নেপাল সমধিক পরিচিত।

মাদকাসক্তের সংখ্যা:

১. পৃথিবী: বিশ্বের শতাধিক দেশের ৫০/৬০ কোটি মানুষ মাদকে আসক্ত বলে WHO-এর রিপোর্টে প্রকাশ। ৩৬টি দেশে অত্যধিক ক্ষতিকর মাদক দ্রব্য উৎপাদন করা হলেও এর স্থানান্তর প্রক্রিয়া শতাধিক দেশকে মাদকের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

২. বাংলাদেশ: বাংলাদেশে গত দু' বছর আগে পরিচালিত এক সরকারি জরিপে জানা গেছে যে, সমগ্র দেশে ৫০ লাখ মানুষ মাদকাসক্ত। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসকদের মতে, দেশে মাদকাসক্ত লোকের সংখ্যা ৮০ লাখেরও অধিক। শুধু রাজধানীতেই ১ থেকে ১.৫ লাখ। আসক্তদের মধ্যে ১৬-৩০ বছরের লোক বেশি। প্যাথেড্রিনে আসক্তদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বেশি।

পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে যে, মাদকাসক্তদের শতকরা ৬ ভাগ স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শতকরা ৫ জন চোরাচালানী, শতকরা ৫ জন সাধারণ নর-নারী, শতকরা ৪.৫ জন কর্মজীবী

মাদকাসক্তির কতিপয় কারণ : বিশ্বের এত বিপুল সংখ্যক মানুষের মাদক ব্যবহারের মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে সমাজবিদ ও বিশেষজ্ঞদের ধারণা হলো-

১. বেকারত্ব, হত্যাশা, বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচনা, ২. সৌখিনতা ও কৌতূহল, ৩. পারিবারিক অশান্তি, ৪. প্রেমে ব্যর্থতা, ৫. মাদক ব্যবসায়ীদের প্ররোচনা, ৬. পাশ্চাত্য জীবনের অন্ধ অনুকরণ ও ৭. দেশের বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা।

মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব : মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রভাব বিভিন্নরূপে দেখা দেয় যাকে আমরা পর্যালোচনার সুবিধার্থে দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১. আত্মগত বহিঃপ্রকাশ: মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আস্তে আস্তে তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এভাবে একটি সজীব প্রাণের অস্তিত্বের বিনাশ ঘটে।

২. সামাজিক প্রকোপ: মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশার উপকরণের অর্থ যোগার করতে গিয়ে ছিনতাই, চুরি, রাহাজানি, ধর্ষণসহ নানা ধরনের সামাজিক অনাচারে লিপ্ত হয়। এভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমাজ ব্যবস্থা হয়ে পড়ে অরক্ষিত।

মাদকাসক্তির প্রতিরোধ চিন্তা: পাশ্চাত্য সভ্যতা নামক বিষবৃক্ষের বিষফল মাদকাসক্তির সববিধ্বংসী রূপ আজকের বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলছে। সমগ্র বিশ্বের বিবেকবানরাই এর প্রতিকার প্রতিরোধের সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নিত্য নতুন পন্থার কথা চিন্তা-ভাবনা করছেন। বর্তমানে মাদকাসক্তি প্রতিরোধ করা কোন একক সংস্থা বা শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, মাদকাসক্তি দেশ ও জাতি তথা আন্তর্জাতিক বিধ্বংসকারী ব্যাধি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা জঘন্যতম পাপাচার, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ একটি চরম অপরাধ। এর প্রতিরোধে তাই সকলকে সমন্বিত প্রয়াস ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে সমাজের বিভিন্ন পক্ষ হতে যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

১. প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারীকে প্রতিরোধ: যারা মাদক দ্রব্য প্রস্তুত প্রচলন ও সরবরাহের কাজে জড়িত, তাদেরকে জাতীয় স্বার্থে এ ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. পারিবারিক কর্তব্য: প্রত্যেক পরিবার প্রধানের উচিত নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের মাদক দ্রব্যের ক্ষতি সম্পর্কে উত্তম প্রশিক্ষণ দান করা এবং নিজেদের সন্তানদের মধ্যে এ কুঅভ্যাস যেন কোন মতেই গড়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকেন।

৩. শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব : মাদকাসক্তি রোধে শিক্ষক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষকদের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, চিন্তা-বিশ্বাস, নির্দেশনা ও উপদেশ এবং অভ্যাসের একটি কার্যকরী প্রভাব ছাত্রদের উপর পড়ে থাকে। শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের মধ্যে এ বদঅভ্যাস গড়ে ওঠার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন এবং এ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দিতে থাকেন তাহলে ছাত্ররা এ পথে পা বাড়াতে সহজে সাহস করবে না।

৪. ইমাম ও আলিম সমাজের ভূমিকা : মসজিদের ইমামগণ সময়ে সময়ে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ওয়াজ নসিহত দান করার মাধ্যমে এর বিস্তৃতি রোধ করতে পারেন।

৫. সমাজ নেতাদের কর্তব্য: মাদক দ্রব্যের প্রসার রোধকল্পে সমাজ নেতাদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কোন পাড়ার সর্দার বা সমাজ নেতা যদি মাদকাসক্তির প্রসার রোধের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রচেষ্টা চালান সে পাড়া বা সমাজে কখনো মাদকাসক্তির বিস্তার ও প্রসার ঘটতে পারে না।

৬. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগকারী সংস্থা তথা সরকারের। কেননা, দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অপরাধ প্রবণতা দমন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। শক্ত হাতে মাদকাসক্তির মত অন্যতম অপরাধ দমন করতে সরকারকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তব্য: বিশ্বের সকল দেশ ও জাতিকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এর উৎপাদন, সরবরাহ ও পাচার রোধকল্পে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

মাদকাসক্তির প্রতিকার ও বাংলাদেশ : মাদক বিরোধী একটি সংগঠন বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে। এর নাম “আধুনিক”। এর প্রভাবে মাদকবিরোধী প্রচার এবং

অভিযান তুঙ্গে এগিয়ে এসেছে। আন্দোলনের ধারায় বাংলাদেশে প্রয়াস নেয়া হচ্ছে মাদকাসক্ত যুবকদের সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমত মাদকাসক্ত যুবকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের সুস্থ সমাজে পুনর্বাসিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এছাড়াও এখন দেশে বিভিন্ন সময়ে মাদকবিরোধী সেমিনার, সভা-সমিতির আয়োজন করা হচ্ছে। তারপরেও মাদকবিরোধী চেতনাসমৃদ্ধ রচনা প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদি প্রচারমূলক কার্যক্রম প্রায় প্রতিনিয়ত চলছে। মাদকবিরোধী আন্দোলনে এসবের ভূমিকাও কম নয়। এ ব্যাপারে আমাদের গণ মাধ্যমগুলোও জোরালো ভূমিকা পালন করছে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র- পত্রিকায় মাদকবিরোধী প্রচারণা চলছে। টিভি এবং রেডিওতে মাদকাসক্তির ভয়ানক পরিণাম দেখিয়ে নাটক প্রচার করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের “ফিরিয়ে দাও অরণ্য” ধারাবাহিক নাটকটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এছাড়াও দেশে প্রণীত হয়েছে মাদকবিরোধী শক্তিশালী আইন। মাদক দ্রব্য চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির বিধান করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন এর বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

উপসংহার: এত আইন এবং কড়াকড়ির মধ্য দিয়েও কি আমাদের সমাজকে আমরা মাদক দ্রব্যের কালো থাবা থেকে রেহাই দিতে পারছি? পারছি না। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার ঐতিহাসিক মাদকবিরোধী আইনের কথা স্মরণ করা যায়। তখন আমেরিকার উন্মুক্ত এবং চেতনাহীন জনগণ ঐ মাদকবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করেছিল। হিংসা হানাহানিতে লাখ লাখ লোক মারা যায়। শেষে উপায়ান্তর না দেখে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উক্ত আইনের বিলুপ্তি সাধন করে মাদকসেবীদের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং শুধু আইন করলেই হবে না, বিপ্লব করলেই হবে না। বরং সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমগ্র জনসাধারণের মাঝে প্রোথিত করতে হবে মাদকবিরোধী চেতনাকে।

ই গুচ্ছ : বাংলাদেশ ও জাতীয় চেতনা বিষয়ক রচনা।

স্বদেশ প্রেম

অথবা

মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি

সূচনা : নিজের দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ আর ভালবাসার বোধই হল স্বদেশপ্রেম। একটি সাধারণ পাখি সন্ধ্যায় ঠিক ফিরে আসে নীড়ে। নীড়ের প্রতি তার টান প্রখর, মমত্ববোধ তীক্ষ্ণ। তেমনি স্বদেশের প্রতি মানুষের একটি সহজাত নিষ্কলুষ ভালবাসা থাকবেই।

স্বদেশপ্রেম-এক আন্তরিক অনুভব : একেবারে বুকের গভীরে যার জন্য পরম মমতা, আন্তরিকতা আর ভালবাসা সঞ্চিত থাকে, আবহমান কাল ধরে যার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, চৈতন্য বা স্বর্ণালি অনুভব কখনও এতটুকু কমে না, যারে নিয়ে দেখা বর্ণিল স্বপ্নের কল্পনার রং এতটুকু ফিকে হয় না কোনদিন, তার মধ্যে স্বদেশ অন্যতম। স্বদেশের প্রতি এই গভীর ভালবাসায় মিশে আছে অনেক শ্রদ্ধাবোধ, স্নিগ্ধতা আর কল্পিত স্বপ্নের অরুণিমা। দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে একটু ভেবে দেখুন তো, চোখ বন্ধ করে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে শৈশবের বর্ণালি দিনগুলোর কথা চিন্তা করুন, চোখ মেলে ঐ হাত-পা ছড়ানো ছিপছিপে সুন্দর কৃষ্ণচূড়ার পল্লবগুলো একবার প্রাণ ভরে দেখুন দিগন্তবিস্তৃত ঐ নীল আকাশটাকে একবার হৃদয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করুন কী স্বদেশের সোঁদা গন্ধ, স্বদেশের মিষ্টি অনুভব, স্বদেশের রূপের বলক কি আপনাকে নাড়া দেয় না?

"জননী গো জন্মভূমি তোমারি পবন
দিতেছে জীবন মোরে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে!
সুন্দর শশাঙ্কমুখ, উজ্জ্বল তপন,
হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে।"
(জন্মভূমিঃ গোবিন্দচন্দ্র দাশ)

দেশপ্রেম ও আল্লাহভক্তি : কেউ কেউ আল্লাহকে প্রেমপ্রীতি নিবেদনের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়ে সংসারে বিরক্ত হয়ে ওঠেন, আবার কেউ কেউ নিমগ্নচিত্তে জ্ঞানার্জনের মধ্যে জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে বেড়ান। কিন্তু মনে হয় স্বদেশ বা মাতৃভূমিকে প্রেমপ্রীতি নিবেদনের আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলে জীবন মহিমাময় হয়ে উঠতে পারে। স্বদেশ আমার মা। দেশের প্রতিটি ধূলিকণায়

আল্লাহর অধিষ্ঠান, আবার আল্লাহর সাধনা বা জ্ঞানার্জন দেশের মানুষের মুক্তির জন্য। এই মনোভাব যদি হৃদয়ে প্রোথিত করা যায় তবে আমাদের ভেতরকার অবরুদ্ধ সদগুণগুলো প্রবাহের পথ আপনা থেকেই খুঁজে পাবে। মনে রাখি যেন খোদাপ্রেমের সাথে দেশপ্রেমের কোন বিরোধ নেই। Devotness - এর মতই Patriotism হল 'One of the finest & noblest sentiments of the human heart'.

মাতৃভক্তি ও স্বদেশপ্রেম : আসলে যিনি মা তিনিই মাতৃভূমি, জগৎমাতা, মহামায়া তাঁরই মধ্যে বিরাজিত। আজীবন ভক্তি শ্রদ্ধাতেও যেমন মায়ের ঋণ শোধ করা যায় না তেমনি ” We can never be too grateful to the land where we were born. তাই কবি বলেন- ”

হে স্বদেশ

তুমি আমার মায়ের মত

আমার আশ্রয় শেষ আশ্রয়

অন্তিম আকাজক্ষার উষ্ণ প্রস্রবণ।”

সুতরাং 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী' জ্ঞানীর অতিশয়োক্তি মাত্র নয়, জীবনের যথার্থ সত্যোপলব্ধি।

শিল্প ও স্বদেশপ্রেম : দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমের ভূমিকা ব্যাপক ও বিস্তৃত। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ দেশীয় শিল্পের প্রতি এবং উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, মালিকরা যথাসম্ভব লাভবান হবে। সর্বোপরি শিল্পায়নে আমূল পরিবর্তন ঘটবে যদি মানুষ স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপলব্ধি করে-

‘পাকা হোক, ভাই, পরের ও বাসা

নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।’

-স্বাধীনতার সুখ - রজনীকান্ত সেন

স্বদেশপ্রেম ও সংস্কৃতি : ইংরেজি Culture বলতে আমরা বুঝি সংস্কৃতি। আচার্য সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি বোঝেন 'মার্জিত মানসিকতা' যাতে প্রকাশ পায় আধ্যাত্মিকতা। আর বুঝি পূর্ণতার সাধনা (Perfection of life)। এর পরিপূষ্টির জন্য প্রয়োজন-

- (i) Freedom of mind (মনের স্বাধীনতা) ,
- (ii) Universalism (বিশ্বাত্মবোধ),
- (iii) Urbanity (শালীনতা)।

-এ তিনটি সত্যই যে জাতির মধ্যে পরিপুষ্ট তারাই স্বাভাব্যবোধে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু আজ বাংলার লোকসংগীত, কুটির শিল্প, লোকসাহিত্য ইত্যাদি নিমগ্ন উপাদানগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন বিজাতীয় ভাবধারায় পুষ্ট যে "বাবু সংস্কৃতি" গড়ে উঠেছে তার সাথে দেশের মাটি ও মানুষের যোগ সামান্যই। তাই বিশ্বের দরবারে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য সমুজ্জ্বল করতে দেশীয় সংস্কৃতি নবধারায় এগিয়ে নিতে হবে এবং দেশপ্রেমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে হবে-

'ও আমার দেশের মাটি

তোমার বুকে ঠেকাই মাথা।'

দেশপ্রেম ও শিক্ষা : সুষ্ঠু সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে মানুষ স্বদেশের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। আগামী দিনের নাগরিক নবীন শিক্ষার্থীকে জানাতে হবে-

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।'

কবিতায় দেশপ্রেম : যুগে যুগে কবিতায় দেশপ্রেম ধরা দিয়েছে সৌন্দর্যে। দেশপ্রেমী সব মানুষের কাছেই-

'আমাদের গ্রামখানি ছবির মতন

মাটির তলায় এর ছড়ানো রতন।'

কবি জীবনানন্দের স্বদেশ ধরা দিয়েছে এভাবে-

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে

চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে

ভোরের দোয়েল-

এছাড়া রবি ঠাকুর, নজরুল, সুকান্ত, জসীম উদ্দীন, মধুসূদন- এর কবিতায়ও স্বদেশপ্রেম দারুণভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রকৃত দেশপ্রেমিক : প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে দেশের সবকিছুই পরম পূত ও পবিত্র। দেশের জন্য তাঁরা সববিছু ত্যাগ করতে, হাসিমুখে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন। তাদের সাহস, শৌর্য, দৃঢ়তা যুগে যুগে জাতিকে প্রেরণা যোগায়, জাতীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের অমানিশায়ও প্রবল নক্ষত্রের দীপ্তি নিয়ে আশা ও আদর্শের আলোকে অনিবার্ণ করে রাখে।

দেশপ্রেম ও রাজনীতি : দেশপ্রেমিক না হলে খাঁটি রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে ক্ষমতা লোলুপতাই মুখ্য আর দেশ গৌণ সেখানে রাজনীতির মহৎ উদ্দেশ্য লাক্ষিত হয় মাত্র। হিটলার ও মসোলিনীর মত

রাষ্ট্রনায়করা দেশপ্রেমিক নিশ্চয়ই নন; ভ্রান্ত রাজনীতিবিদ মাত্র। আর দেশপ্রেমহীন রাজনীতির ফলশ্রুতিতে ধ্বংস আর সর্বনাশ। আইনস্টাইনের "

‘How long shall we tolerate the politicians hungry for power?’

এই আর্জিতে যে ক্ষোভ ও বেদনা পুঞ্জীভূত সত্যের খাতিরে কোন বিবেকবান মানুষ কি তা সমর্থন না করে পারেন ?

প্রবাস জীবনে স্বদেশপ্রেম : ‘তোমার যেখানে সাধ চলে যাও আমি এই বাংলার পারে র’য়ে যাব’; কবি জীবনানন্দ স্বদেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাননি। তবে যাঁরা গেছেন তাঁরা মর্মে মর্মে টের পায় স্বদেশের জন্য কী কষ্ট প্রবাসজীবনে। আসলেও তাই। সারা পৃথিবী জুড়ে স্বদেশের মত সুন্দর জায়গা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না -

‘মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম

তার চেয়ে রত্ন নাই আর-

-ঈশ্বরগুপ্ত

মধুসূদন ও স্বদেশপ্রেম : দেশপ্রেম ছাড়া মানুষের জীবন যে কত অর্থহীন তা জীবন দিয়ে বুঝে ছিলেন বাংলা কাব্যে সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক ইংরেজিতে পারঙ্গম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখে তাঁর যশস্বী হবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে যশ খ্যাতি কোনটিই জোটে নি। তাই তখন স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরে আসেন বাংলায়। এখানে তিনি শান্তি ও যশ সবই পান। তাঁর সমাধিস্তম্ভে তাঁরই লেখাটি শোভা পায়-”

দাঁড়াও পথিক বর’ জন্ম যদি তব

বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধি স্থলে’

পরাদীন বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেম : ১৭৫৭ সালে পলাশীতে দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের সাথে সাথে দু’শ বছরের পরাদীনতার আঁধার নেমে আসে বাংলায়। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায় সে কী যুদ্ধ! স্কুদিরাম করলেন হাসিমুখে নজীরবিহীন আত্মদান। মাস্টার দ্যা সূর্যসেন ফাঁসির পূর্বরাতে দেশবাসীকে জানানলেন’ আমার শেষ বাণী আদর্শ ও একতা।’ ভাষা আন্দোলনে সালাম-বরকত-রফিকের তাজা রক্তের উপর দিয়ে এল স্বাধীনতা যুদ্ধ।’ ৭১-এর লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক শহীদের রক্তের বন্যা নিয়ে এল বাংলার স্বাধীনতা। দেশপ্রেমিক মাওলানা ভাসানী, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান-এদের কথা কি কোনদিন বাঙালি ভুলতে পারে?

স্বাধীন বাংলাদেশ ও দেশপ্রেম : স্বাধীন বাংলাদেশে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। এখন ভাঙ্গার প্রয়োজন যতটা গড়ার প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি। 'পশ্চিমী হটাও'-এর বদলে জাতীয় কণ্ঠে আজ নতুন শ্লোগান 'গরীবী হটাও'। কিন্তু শ্লোগান যদি হয় শুধু উচ্চাস আর ভাঁড়, তবে গরীবীর আগে গরীবরা হটবে। আজও এদেশের অনেক লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, যাপন করে করুণ মানবেতর জীবন। তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক নওজোয়ানের দল।

ইতিহাসে দেশপ্রেমিক : যুগে যুগে বহু দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা সবাই আজ অমর ইতিহাসে। মহামানব হযরত মুহম্মদ (স) বলেছেন, 'হুবুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান।' জর্জ ওয়াশিংটন, নেলসন মেডেলা, মাও সেতুং, মহাত্মা গান্ধী, ফিদেল কাস্ট্রো, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, টিপু সুলতান, সম্রাট আকবর, খলিফা ওমর (রা) এর সবাই স্বদেশপ্রেমের মহিমায় চির অম্লান।

দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম : স্বদেশপ্রেমের সাথে বিশ্বপ্রেমের কোন বিরোধ নেই। বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশকে ভালবেসেছিলেন বলেই না বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে বিশ্বপ্রেমের মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। কবিগুরু যে বিশ্ব মানবধর্মের কথা বলেছিলেন, স্বদেশিকতা তা থেকেই উদ্ভব ও পরিপুষ্ট। তাই 'যথার্থ দেশপ্রেমের মধ্যেই বিশ্বপ্রেমের অঙ্কুর।' প্রথম প্রবৃতিটি শেষোক্তের পরিপূরক মাত্র।

উপসংহার : স্বদেশপ্রেম বিমূর্ত একটি আদর্শই তো নয়, আদর্শের নামে কিছু অপপ্রচার বা বক্তৃতাবাজীও নয়, স্বদেশ বা মাতৃভূমির কল্যাণ বিধানের জন্য যে সংকল্প ও কর্মোদ্যম তারই মধ্যে এর উদ্ভব, বিকাশ ও পরিপুষ্ট। তাই আমাদের সকলের স্বদেশকে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে চিনে নিতে হবে। তবে নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিতে হবে, তার সেবা করতে হবে আর আকাজক্ষা জাগাতে হবে-

‘ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমি ধরি
এদেশেতে জন্ম, যেন এদেশেতেই মরি।’

রূপসী বাংলা

‘এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার? কোথায় এমন ধূস্র পাহাড়?

কোথায় এমন তড়িৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে?

এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে?’

-দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

সে আমারই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, সাগর-মেঘলা, বন-কুন্তলা সোনার দেশ-বাংলাদেশ। প্রকৃতি তার উদার অকূপণ হাতে অপূরণ সৌন্দর্য আর মাধুর্য ছড়িয়ে সমৃদ্ধ করেছে এ দেশকে।

প্রকৃতির বুকে আঁকা বাংলাদেশ: বাংলাদেশ এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার পঁচাত্তর বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট একটি দেশ। গাঙ্গেয় অববাহিকায় সাগর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এ দেশ উত্তর পলিমাটি-সমৃদ্ধ। উত্তরে ভাওয়াল ও মধুপুর গড়। গেরুয়া রঙের মাটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি গজারি গাছ। দক্ষিণে ৪৪৫ মাইলব্যাপী বঙ্গোপসাগর আর সুন্দরবন। পূর্বে আসামের শ্রেণিবদ্ধ পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেন দেহরক্ষীর মত। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সাজানো চা বাগান। এরই মাঝে মাঝে বিশাল সব ছায়াবৃক্ষ। পাশ দিয়ে বয়ে চলে পাহাড়ি নদী। রূপালি মাছের আনমনে খেলা করে সেই নদীতে। পশ্চিমে ধূ-ধু প্রান্তর। প্রকৃতির রুক্ষতার মধ্যেও এখানে দেখা যায় সারি সারি আম্রকানন, আখের ক্ষেত কিংবা পানের বরজ।

প্রকৃতির বৈচিত্র্যে রূপসী বাংলাদেশ: সমতল বদ্বীপ হিসেবে পরিচিত হলেও দক্ষিণের পার্বত্য জেলাগুলোতে এবং সিলেট আর ময়মনসিংহের সীমান্তে আছে পাহাড়ি এলাকা। তাই সাগরের গর্জন মুখরতা, পাহাড় আর বনাঞ্চলের সবুজ শ্যামল স্নিগ্ধতা নদীমাতৃক এ দেশকে করেছে বৈচিত্র্যময়, রূপসী। তাই মনের অজান্তেই মন গেয়ে ওঠে।-

‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।’

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন। এর রয়েছে বিশ্ব পরিচিতি। সুন্দরবনকে ঘিরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র জীবনধারা। বিশ্বের সেরা

প্রজাতির গাছপালা-সমৃদ্ধ সুন্দরবন মূলত ‘সুন্দরী’ গাছের জন্যে বিখ্যাত। সুন্দরবনের ‘রয়েল বেঙ্গল টাইগার’ আর চিত্রা হরিণ বিশ্বে অনন্য। নদীতে আছে কুমির। এ ছাড়াও আছে নানা জাতের পাখি আর অজগর সাপ। সব মিলিয়ে সুন্দরবনে ঘটেছে ভয়ংকর আর সুন্দরের বিচিত্র সমাবেশ।

বাংলাদেশ-সমুদ্রের গর্জন, পাহাড়ের নিসর্গ: দক্ষিণে কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল বিশ্বের সর্ববৃহৎ সৈকত। ফেনিল সাগরের মাঝখানে জেগে ওঠা দ্বীপগুলোর সারি সারি নারিকেল আর সুপারি বাগান। সাগরের সাথে দ্বীপাঞ্চলবাসীর অপূর্ব মিতালি। মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ সাগর ভুলে যায় সে কথা। প্রবল আক্রোশে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব। তবুও নতুন আশায় বুক বাঁধে এখানকার অকুতোভয়। মানুষ সাগরের উত্তাল ঢেউয়ে আবার দুলে ওঠে জেলে নৌকা। রাতে এসব নৌকায় জ্বলে লঠনের আলো। আকাশ ভেঙ্গে জ্যোৎস্না নামে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল এলাকা জুড়ে সীমাহীন সৌন্দর্যের সমাবেশ। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ আর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আদিবাসীদের বসবাস। এরাও প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার।

অকৃত্রিম সৌন্দর্যে গ্রামবাংলা: হাতে গোনা শহরগুলো বাদ দিলে বাংলাদেশ বলতেই গ্রাম বাংলা। এই গ্রাম বাংলার অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যে এ দেশ গর্বিত। গ্রামের সৌন্দর্য নিটোল, এতটুকু কৃত্রিমতার ছোঁয়া নেই তাতে। যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ মাঠ, কোথাও কোথাও সবুজের অবগুণ্ঠন ভেদ করে সোনালি শস্যের উঁকিঝুঁকি। মেঠো পাথরের ধারে হয়তো বা মৌনী তাপসের মতো দাঁড়িয়ে ছায়া দিচ্ছে বিশাল বট কিংবা অশ্বথ গাছ। গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট ঘরগুলো ‘ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়’। পুকুর, নদী, বিল কিংবা ঝিলে কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ কালো জল। ফুটে আছে শাপলা-সাদা, লাল কিংবা গোলাপি। এরই পাশে হয়তো একঝাঁক রাজহাঁস আপন মনে খেলছে জলের খেলা। ঠিক দুপুরে কাছেই কোথাও একটানা ডেকে চলেছে অলস বিরহী ঘুঘু। ক্লান্ত রাখাল গরু চরানোর ফাঁকে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বাঁশিতে তুলছে অপূর্ব সুর। গ্রাম বাংলার এই অকৃত্রিম সৌন্দর্যে রূপমুগ্ধ কবি গেয়েছেন-

‘অবারিত মাঠ, গগন ললাট, চুমে তব পদধূলি
ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো-জল নিশীত শীতল স্নেহ।’

গোধূলি ও জ্যোৎস্নায় নদীমাতৃক বাংলা: গ্রাম বাংলার সন্ধ্যার রূপটি আরোও মধুময়। গোধূলি বেলায় রাখাল মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফেরে। দিনান্তে

কাজ শেষে গাঁয়ের চাষি ঘরে ফেরে, পাখিরা ফেরে নীড়ে। সূর্য প্রায় অস্ত যায় যায়। চারিদিকে এক অপার্থিব আলো। দূরে নীল আকাশের বুক চিরে দল বেঁধে উড়ে যায় বলাকারা। রাতে বাঁশ বাগনের মাথার ওপর চাঁদ ওঠে। ঢেলে দেয় জ্যোৎস্নার আলো। নিকোনো উঠোনো গাছের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো নানা আকৃতি নেয়, চলে আলো-আঁধারির অপূর্ব খেলা।

নদীমাতৃক বাংলার মাটিকে উর্বর করেছে অসংখ্য নদী-উপনদী। শীতে নদীগুলো খানিকটা শুকিয়ে এলেও বর্ষার যেন নতুন প্রাণ পেয়ে দুকূল ছাপিয়ে যায়। নদীপথে তখন সাদা পাল উড়িয়ে সারি সারি নৌকা চলে। সে এক অভাবনীয় সৌন্দর্য। যেন একপাল রাজহাঁস ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে নদীর বুকে।

ষড়ঋতুর সৌন্দর্য: বিভিন্ন ঋতুর রূপবৈচিত্রে বাংলাদেশের নৈসর্গিক দৃশ্যের বিরাট পরিবর্তন ঘটে। পালাবদলের খেলায় বৈচিত্রময় রূপের পসরা নিয়ে আসে ছয় ঋতু।

গ্রীষ্মকাল: গ্রীষ্মের আগমনে বাংলার প্রকৃতি রুক্ষ, বিবর্ণ ও বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। চিড় ধরে মাটিতে, হারিয়ে যায় অপরূপ সবুজ প্রকৃতির শ্যামল শোভা। ভয়াল রুদ্ধ রূপ নিয়ে, ধুলোর ঝড় তুলে আসে কালবৈশাখী। বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে হার মানে গাছপালা। ভেঙ্গে মুচড়ে যায়। রুক্ষতা আর কঠোরতার মধ্যেও প্রকৃতি এ সময় ডালি ভরে সাজিয়ে দেয় বিচিত্র সব ফল।

বর্ষাকাল: প্রচণ্ড রুক্ষতার পর সজল কালো মেঘময় দিনের ছায়া নামে বাংলাদেশে। পালটে যায় প্রকৃতির চেনা রূপ। বৃষ্টির অঝোর ধারায় গাছে গাছে পাতায় লাগে শিহরণ, জাগে সজীবতা। কেয়া, কদম আর যুথীফুল পাপড়ি মেলবার প্রতিযোগিতায় মাতে। কালো মেঘের দল পলকে হানে বিদ্যুৎ-বাণ। বৃষ্টিপ্লাবিত গ্রামগুলোকে মনে হয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দ্বীপ। জলের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ধান আর পাটের সবুজ চারা। প্রবল বর্ষণে কখনো কখনো নেমে আসে বন্যা। তখন গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়-হয় ফসলহানি।

শরৎকাল: শরতের প্রথম দিকে সারাদিন চলে মেঘ বৃষ্টি আর আলোর লুকোচুরি খেলা। এই খেলা খেলতে খেলতেই বর্ষার কালো মেঘের দল কোথায় যেন একেবারে লুকিয়ে যায়। ঝকঝকে নীল আকাশে পুচ্ছ পুচ্ছ সাদা মেঘ পাল তুলে ভেসে বেড়ায়। সারারাত ফুটে ফুটে ভোরবেলায় ঝড়ে পড়ে শিউলি। নদীতীরে কাশফুল শুভ্র হাসি ছড়িয়ে দেয় দিগন্তে।

হেমন্তকাল: হেমন্তে ঘরে ঘরে ফসল ওঠে। ঢেঁকির তালে তালে ধান ভানার গানে গানে গ্রামগুলো মুখরিত হয় নবান্ন উৎসবে। সকালের সোনালি রোদে যখন সোনালি ধানের ডগা বাতাসে দোল খায় তখন মনে হয় চারদিকে সোনা ছড়ানো। পিঠে-পুলির উৎসবে মুখরিত হলেও হেমন্তে প্রকৃতি থাকে শান্ত, সৌম্য।

শীতকাল: উৎসব প্রমত্ত বাংলার বৃকে শীত বুলিয়ে দেয় হিমেল হাওয়া। ভোরের ঘন কুয়াশার আবরণের অন্তরালে প্রকৃতি তার সমস্ত রূপসজ্জার অলংকার ছুঁড়ে ফেলে রিক্ত বৈরাগীর রূপ নেয়। গাছপালা হারায় সজীবতা। শুরু হয় পাতা ঝরার পালা। অন্যদিকে নানারকম শাকসব্জি আর রঙ-বেরঙের ফুলের শোভায় প্রকৃতির মালঞ্চ ভরে ওঠে।

বসন্তকাল: শিশিরসিক্ত যেসব পাতা পড়ি পড়ি করেও পড়েনি হঠাৎ একদিন দখিনা পবনে সেগুলো ঝরে যায়। প্রকৃতিতে দারুন চাঞ্চল্য জাগে। গাছে গাছে কোথা থেকে আবার ফিরে আসে পাখিরা। গাছের শূন্য শাখা-প্রশাখা নতুন সবুজ কিশলয়ে বিকশিত হয়। অশোক, পলাশ, কুমুদচূড়া আর শিমুলের গাছে যেন লাল ফুলের আগুন লাগে। শেষ বিকেলের ‘কনে দেখা আলো’ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখা যায়। রাত একটু গভীর হতেই লাখো তারায় ছেয়ে যায় আকাশ। একসময় চৈতালি ঝড় ওঠে। উড়িয়ে নেয় পাতা ফুল-সব। বোঝা যায়, আবার আসছে গ্রীষ্ম।

উপসংহার: বিচিত্র আর অফুরন্ত সৌন্দর্যের ডালি সাজানো এই বাংলাদেশ। দুচোখ ভরে যায় স্নিগ্ধতায়, মনকে ভাবুক করে তোলে তার অফুরন্ত সৌন্দর্য। তাই দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতা ছাপিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে ভাবুক। প্রকৃতির পরতে পরতে ছড়ানো আল্পনা আমাদের মনের ক্যানভাসে বুলিয়ে দেয় নানা রঙের তুলির ছোঁয়া। তাই হৃদয়ের মণিকোঠা থেকে উঠে আসে গভীর এক বোধ-

‘তোমার যেখানে সাধ চলে যাও
আমি এই বাংলার পরে রয়ে যাব।’

[অনুরূপ রচনা : বাংলাদেশের প্রাকৃতিকসৌন্দর্য/বৈচিত্র্য]

একুশের চেতনা অথবা, জাতীয় জীবনে একুশের তাৎপর্য

ভূমিকা : আমরা মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান। মেধার বিকাশ, মনের আকুলতা, কল্পনা, অনুভূতি সবকিছু প্রেরণা পায় ও রূপায়িত হয়ে ওঠে ভাষা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমেই। এজন্যই মাতৃভাষার দাবি জীবনের দাবি, মনুষ্যত্বের দাবি। অপ্রতিরোধ্য বাঙালি জীবন দিয়ে- এ জীবন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি। সেদিন জাতির মানসভূমিতে উগ্ঠ স্বাধীকারের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, আজ তা স্বচ্ছলতায় শিকড় গাড়া সশাখ বৃক্ষ। সেদিনের চারপ্রহরে আটকে আছে বাঙালির অনন্ত মহাকাল, অখণ্ড সময়। সে চেতনার পরিমণ্ডলে গরবিনী জাতির ইতিহাস সংযোজিত হয়েছে আরও অনেক অধ্যায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তর সত্যভাষণ প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার, একুশ তার অমিয় শক্তির উৎস।

একুশে ফেব্রুয়ারি কী এবং কেন : সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর প্রতিক্রিয়াশীলতার দানবীয় নিষ্পেষণে দেশের অর্থনৈতিক জীবন যখন, পঙ্গু, শিক্ষার অধিকার যখন ভুলুঠিত, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা যখন বিপর্যস্ত, গণতন্ত্র যখন নির্বাসিত এবং শোষণের শানিত খড়গ যখন উল্লাসিত, নিঃসীম অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার যখন জীবন গভীর হতাশার আছন্ন আর তখনই এক বলক আশীর্বাদের আলোর মত এল একুশে ফেব্রুয়ারি।

দিনে দিনে যে বিপুল বিক্ষোভ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমেছিল বাংলার মানুষের মনে মনে, শহীদের পবিত্র রক্তস্পর্শে যেন কোন মন্ত্র গুণে তার বাঁধ গেল ভেঙ্গে-১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করে উচ্ছল তরুণ, ছাত্র জনতা সামিল হলো মিছিলে। মিছিলের দাবি একটাই-‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’। বিকাল তিনটার দিকে মেডিকেল কলেজের সামনে বিক্ষোভ রত ছাত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালালো পুলিশ। হতাহত হলেন অনেকে। রক্তস্নাত গরবিনী রাজপথে ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে মৃত্যুর শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়লো কয়েকটি তাজা প্রাণ। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম সে রক্তিম সে রক্তিম বিকেলে জন্ম নিল মহান একুশের চেতনা।

একুশের আন্দোলনের পটভূমি : রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার চূড়ান্ত রূপ লাভ হঠাৎ একদিনেই সম্ভব হয় নি। এর পেছনে আছে অনেক সংগ্রাম, অনেক ত্যাগ। ভাষার অধিকার নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যুগ যুগ আগে সেই অবিভক্ত ভারতে। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষে মানস জগতে গণতান্ত্রিক চেতনা, জাতীয়

মুক্তির চেতনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। আর এ জাতীয় মুক্তির অপরিহার্য শর্ত হিসেবে ভাষা অধিকার সর্বোচ্চ স্থান পায়।

ভাষার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা দেশবিভাগের পরও শেষ হয় নি, বরং আগের স্বেচ্ছাচারিতার রোল বদলিয়ে নতুন স্বেচ্ছাচারিতার রূপ গ্রহণ করল। স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ শাসক জনগণের প্রাণের দাবিকে পদদলিত করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করল। কিন্তু প্রাণধর্মতো সহজে দলিত হবার কথা নয়-

‘মাগো ওরা বলে,
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো মা, তাই কি হয়?

হ্যাঁ, হায়েনাদের অপপ্রয়াস আর বাস্তব রূপ লাভ করে নি। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিকে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলার ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমুল্লত রেখেছে।

একুশের ঘটনাপঞ্জি :

২৬ জানুয়ারি- নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা ও জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়া।

৩০ জানুয়ারি- বাঙালির ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বিদ্বেষ আর অসন্তোষ বিস্ফোরিত হল একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে। গুলি চালানো পুলিশ, হতাহত হলো প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা। নিহত সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের নিষ্পন্দ দেহ এবং আহত অগণিত উচ্ছল তরুণের দৈহিত বৈকল্যের পথ বেয়ে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হলো।

একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য: ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যে বর্বর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছিল তা স্মরণ করার জন্য প্রতি বছর ভাবগম্ভীর পরিবেশে শহীদ দিবস উদযাপন করা হয়। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য কেবল শহীদ দিবস পালনের মধ্যে, শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তা বাঙালির জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাই বাঙালিকে স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে এবং এর মাধ্যমে বাঙালি আত্মসচেতন হয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

জাতীয় চেতনা : একুশের চেতনা থেকেই ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার বাঙালির সংগ্রামী চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মাতৃভাষার মর্যাদা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে জাতিয়তাবোধের বিকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের

স্বাধীনতা সংগ্রামে এ জাতীয়তাবোধ বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। তাই বলা চলে, একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছে।

আমাদের সাহিত্যে একুশের প্রভাব :

কবিতার একুশ : একুশের তাৎক্ষণিক প্রভাব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় বাংলা কবিতায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ঢাকার রক্তাক্ত ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রামের কবি মাহবুবুল আলম চৌধুরী একুশ নির্ভর একটি কবিতা রচনা করে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সে কবিতায় তিনি খুনি জাভাদের ফাঁসির আবেদন জানান। কবিতার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

“এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনায় উধমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
সেখানে দাঁড়িয়ে আমি কাঁদতে আসি নি
আজ আমি শোক বিহীন নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল
আমি আজ তাদের ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে নির্বিচারে হত্যা করেছে।”

একুশের সংগ্রামী চেতনাক উপজীব্য করে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ‘শহীদ স্মরণে’ কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতায় শহীদদের প্রতি তাঁর গভীর অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে-

“কবিতায় আর কি লিখবো
যখন বুকের রঙে লিখেছি একটি নাম
বাংলাদেশ।”

সঙ্গীতে একুশ : একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে লক্ষ কোটি বাঙালির কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত নিম্নলিখিত গানটি
“আমার ভাইয়ের রঙে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।”

নাটকে একুশ : বাংলার নাটকে একুশের প্রভাব লক্ষণীয়। মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’ নাটকটি একুশের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে।

উপন্যাসে একুশ : একুশের ঘটনাবলীকে উপজীব্য করে জহির রায়হানের কালজয়ী উপন্যাস ‘আরেক ফাল্গুন’ সর্বজনবিদিত। শওকত ওসমানের ‘আর্তনাদ’ এবং সেলিনা হোসেনের ‘নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি’ একুশের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস।

ছোটগল্পে একুশ : জহির রায়হান বিরচিত ‘অতি পরিচিত’, ‘কয়েকটি সংলাপ’, ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’, ‘একুশের গল্প’ প্রভৃতি ছোটগল্প একুশের প্রত্যক্ষ চেতনা থেকে জন্মেছে।

চিত্রকলায় একুশ: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, হামিদুজ্জামানের আঁকা ছবি ও ভাস্কর্যে একুশের চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

২১ ফেব্রুয়ারি নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয় : একুশ শুধু কিছু ঘটনা কিংবা হতাহতের পরিসংখ্যান নয়। এটি একটি আত্মপ্রত্যয়ের দিবস। এ প্রত্যয়কে বুকে ধারণ করেই আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছি। সুতরাং এ দিনটির আদর্শ, দর্শন ও চেতনাকে সামনে রেখে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি জাতি গড়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের শিক্ষার হার বাড়াতে পারি, শিক্ষার মানও বাড়াতে পারি। এ দিনটি তাই শুধু কিছু আনুষ্ঠানিকতায় ফুরিয়ে যাবার জন্য নয়। এর মহান আদর্শ বিস্মৃত হলে আমাদের অগ্রযাত্রা নিশ্চিতভাবে ব্যহত হবে। এ কারণে, কর্মশৈথিল্য পরিহার করে যথাযথ উদ্যোগের মাধ্যমে তাকে সফল করতে হবে।

উপসংহার : দেশ আজ স্বাধীন। পরিস্থিতি আজ পরিবর্তিত। কিন্তু আজও বাঙলা ভাষা জীবনের সর্বস্তরে চালু হয় নি। অফিস-আদালতে সম্পূর্ণ আসন গ্রহণ করে নি। শিক্ষার পরিপূর্ণ মাধ্যম হয় নি বাংলা ভাষা। নিজের বিবেকের মুখোমুখি তাই আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশের চেতনাই আমাদের উপহার দিয়েছে চেতনার রঙে রাজ্য একটি মানচিত্র-বাংলাদেশ। সুতরাং কথাসর্বস্ব জীবন যাপন করলে চলবে না। বাংলা ভাষাকে, বাংলা সাহিত্যকে জীবনের সামগ্রী করতে হবে, চালু করতে হবে সরকারি-বেসরকারি সর্বস্তরে বাংলাভাষাকে। আর এর মধ্য দিয়েই একুশ লাভ করবে যথার্থ মর্যাদা এবং শহীদদের আত্মত্যাগ হবে যথার্থ।

ঈ গুচ্ছ : ভাব-প্রধান রচনা

বই পড়ার আনন্দ

অথবা,

সাহিত্য পাঠের আনন্দ

ভূমিকা: সাহিত্য পড়ে আনন্দ পাওয়া একটি দৈব আশীর্বাদের মতো। আশীর্বাদ এই জন্য যে, এ আনন্দ যে পায় সে পায়, যে পায় না সে পায় না। সাহিত্যানুরাগের এইটেই হল সবচেয়ে বড় নিশানা যে, বই পড়ে আনন্দ পাওয়া চাই আর সে-আনন্দ বিশুদ্ধ হওয়া চাই। অর্থাৎ, বইয়ের কী জাত, বইয়ের কে লেখক, লেখকের কী জাতি-গোত্র এ সব প্রশ্ন আনন্দের ভোজ্য গ্রহণের সময় গণনার বহির্ভূত হলে তবেই সাহিত্য পাঠের স্বাদ পুরোপুরি মেলে। অর্থাৎ আগে রচনাটি ভালো লাগা চাই, তার নিজস্ব গুণে ও আকর্ষণে, কোনরকম অবান্তর বিবেচনার খাদ না মেশানো অবস্থায়; তারপর কে লেখক কী বৃত্তান্ত এ সব জল্পনার অবসর দেখা দিতে পারে। বইয়ের ভালো-লাগা মন্দ লাগা দিয়েই বইয়ের গুণাগুণের নিরিখ ঠিক হবে, অন্যান্য প্রশ্ন তার পরে।

প্রিয় লেখক ও সাহিত্য পাঠের আনন্দ: এমন বলি না যে লেখকের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ বাহ্য। তা হওয়া সম্ভবও নয়। বইটি ভালো লাগলে স্বতই কৌতূহল জাগবে তার লেখককে তা জানবার। তার পর সে লেখকের আরো বই পড়বার জন্যে মনে আগ্রহ জন্মাবে। এভাবে পুস্তক থেকে পুস্তকান্তরে আগ্রহকে চালনার দ্বারা এবং প্রথম ভালো লাগাটা আরো কয়েকটি বইয়ের ক্ষেত্রে সুপরীক্ষিত আর বিশিষ্ট এক সজীব সত্তার জন্ম নেয়। কিন্তু প্রথমে বিশুদ্ধ সাহিত্য পাঠের আনন্দ, তার প্রিয় লেখকের প্রতি পক্ষপাত। যখন একবার মনের ভেতর ‘প্রিয় লেখক’-এর প্রতি অনুরাগ জন্মে যায়, তখন প্রিয় লেখকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সাহিত্যপ্রীতিকে মলিন করে দেয়।

সাহিত্য পাঠের আনন্দ, শিশুমন ও কল্পনা শক্তি: সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পাঠক হচ্ছে শিশু, কিশোর, যার বয়স পাঁচ বছর থেকে বারো থেকে তেরোর মধ্যে। শিশু ও কিশোর সাহিত্য পড়ে যে আনন্দ পায়, কোন বয়স্ক পাঠকের ভাগ্যে তার সিকি আনন্দও জোটে না। হতে পারে, শিশু মন অপরিণত, তার চিন্তা ও বিবেচনাশক্তি অগঠিত; কিন্তু এ সব অভাব পূরণ হয়ে যায় তার অপরিসীম কল্পনার ঐশ্বর্যে।

শিশুর অপরিসীম কল্পনাবৃত্তি তার সাহিত্য পাঠের আনন্দের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। রূপকথার গল্প পেলে শিশু নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়। শুধু তা-ই নয়, এই ধরা-ছোঁয়ার পৃথিবী তখন তার চেতনার স্তর থেকে মিলিয়ে যায়, দেখা দেয়

তারই সমান্তরাল আর এক জগৎ। সেখানে সোনার গাছে হীরের ফল ফলে রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ এক লহমায় পেরিয়ে যায়, হীরামন-তোতা মানুষের মতো কথা কয়, খাঁ-খাঁ করা শূন্য রাজপুরীর মধ্যখানে যে মণি-মাণিক্য খচিত কুঠারি, তার সোনার পালঙ্কের মখমলের শয়্যায় অপরূপ লাবণ্যবতী এক রাজকন্যা, দুখে আলতার মতো যার গায়ের রং, ফুলের মতো পেলব যার দেহ, রাক্ষসীর জাদুমন্ত্র-প্রভাবে অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে থাকে। সাত-সমুদ্রের তেরো নদীর পার থেকে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে আসা রাজকুমার সোনার কাঠি রূপার কাঠির ঠাঁই বদল করে রাজকন্যার কাল ঘুম ভাঙায়। রাজপুরীর সংলগ্ন দিঘির সাত হাত জলের তলায় লুকিয়ে রাখা কৌটোর ভেতর আছে রাক্ষসীর প্রাণ এক ভোমরার প্রাণ সংহার। বাস্তব জীবন এ সব কাহিনী থেকে শিশু যে রস সংগ্রহ করে, আমরা বয়স্ক পাঠকেরা শত চেষ্টা করলেও তার শতাংশ একাংশ তার থেকে পাবার আশা করতে পারি না। বয়স্ক পাঠকের চিন্তা পরিণত, বিচার-বিবেচনা সুগঠিত। কল্পনার দৌড়ে শিশুর কাছে তার পুরমাত্রায় হার। আনন্দ যদি সাহিত্য পাঠের সবচেয়ে বড় অন্বিষ্ট হয় তা হলে শিশুর আনন্দের কাছে বয়স্কের আনন্দ পরাজিত হতে বাধ্য।

কল্পনাপ্রধান শিশু সাহিত্য: ছোটবেলায় বাংলা শিশু সাহিত্যের জাদুকর দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ ‘ঠাকুরদার ঝুলি’ সকলেই আমরা পড়েছি, পড়েছি সত্যচরণ চক্রবর্তীর, ‘ঠাকুরমার ঝোলা’, ‘ঠাকুরদার ঝোলা’, ‘দাদামশায়ের থলে’, রূপকথার গল্পের বই। সেই সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ‘ছেলেদের রামায়ণ’, ‘ছেলেদের মহাভারত’, ‘টুনটুনির গল্প’, ‘কুলদারঞ্জন রায়ের’, ‘পুরাণের গল্প’, সুখলতা রাওয়ের গল্পের ‘রামনন্দ’, চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘আরব্য উপন্যাসের গল্প’ ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের শিশু সাহিত্য পড়ে কত না আনন্দ পেয়েছি। ভাবতে গেলেই কালের দূর ব্যবধান ভেদ করে হারানো শৈশব যেন চেতনায় উঁকি দিয়ে যায়।

সাহিত্য পাঠের আনন্দ, জ্ঞান ও কল্পনা: সাহিত্য সৌন্দর্যের জগৎ আনন্দের জগৎ সেই জগতের পারতে পরতে জাদু, রঞ্জে-রঞ্জে কল্পনার কুহর। বয়স্ক পাঠকের মুশকিল এই যে, সে যখন সাবালক চোখে পৃথিবীর দিকে তাকায় তার দৃষ্টিতে আর শিশুর মায়া কল্পনার রং মাখানো থাকে না, তার দৃষ্টিতে ফোটে জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, এক কথায় স্থূল জানবার স্পৃহা। জানবার স্পৃহা অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষুধা। এখন জ্ঞানের ক্ষুধার সঙ্গে কল্পনার বৃত্তির প্রায় অহি-নকুল সম্পর্ক। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের তৃষ্ণা যত বৃদ্ধি পায় তত তার কাল্পনিকতা মন্দীভূত হয়ে আসে। শিশুর অফুরন্ত কৌতূহল, কিন্তু সে কৌতূহলের সুস্পষ্ট কোন আকার নেই, তা আকাশের

নীহারিকারপুঞ্জের মতো নিরবয়ব, ইতস্তত সঞ্চারমাণ, দূরবিস্তৃত কিন্তু তার অনুভবের ক্ষমতা আর মনের চোখে রঙিন ছবি দেখবার শক্তি বিশাল। জ্ঞানের অভাব সে কল্পনায় পূরণ করে নেয়। এই কল্পনাবৃত্তিই হল সাহিত্যরসের অফুরান উৎস। বই পড়ে আনন্দ পাওয়ার যদি কিছু অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত থাকে তো তা এই কল্পনার শক্তি।

সাহিত্যপাঠের আনন্দ ও সংসারী মানুষ: বয়স্ক পাঠকের অসুবিধা এই যে, জ্ঞানটাই সাহিত্য উপভোগের পথের একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়; আরো নানা কারণে তাঁর উপভোগের প্রক্রিয়ায় খাদ এসে মেশে। বয়স্ক পাঠক যখন সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, কর্মজীবনের নানা দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয় বলে তাঁর জীবনে এক প্রকার কঠিন বাস্তব চৈতন্যের সঞ্চার হয়। এই বাস্তব চেতনা মানুষের স্বপ্ন দেখার অভ্যাসের মূল কুরে-কুরে খায়, তার কল্পনাবৃত্তিকে ধীরে ধীরে অসাড় করে আনে।

কর্মবন্ধনকে অস্বীকার করা নয়, কর্মবন্ধনকে স্বীকার করে নেওয়া মধ্যে মনুষ্যত্বের স্ফুর্তি। সংসারে যার উপর যে কর্তব্য আরোপিত, নির্দিষ্ট, সেইভাবে পালনের মধ্যে অদ্ভুত একটা আনন্দ আছে। কিন্তু দেখতে হবে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে জীবন থেকে স্বপ্ন না মরে যায়। দেখা যায়, তাঁরাই সাহিত্যের সবচেয়ে রসিক পাঠক হন যারা পরিণত বয়সেও বালককালীন মনের সজীবতা বজায় রাখেন।

সাহিত্য পাঠের আনন্দ ও শিশুমন: পৃথিবীর সাহিত্যে যারাই প্রতিভাধর স্রষ্টার মর্যাদা পেয়েছেন, লোকসমাজে বিখ্যাত হয়েছেন প্রথম শ্রেণির শিল্পী বলে দেখা যায় তাদের প্রায় সকলেরই হাতে সাহিত্য আনন্দের লীলায় পরিণত হয়েছে। সৃষ্টির নেশায় বুদ্ধ হয়ে থেকে তাঁরা সাহিত্য সরোবরে নিত্য নতুন সৌন্দর্যের কমল ফুটিয়েছেন। এই আনন্দ বা এই নেশা কখনোই তাদের আদিগত হতে পারত না যদি তাঁরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের দিক দিয়েও বুড়িয়ে যেতেন। শৈশবের বিশুদ্ধ আনন্দ চেতনা কল্পনা বৃত্তিকে তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধরে রাখেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে, অবনীন্দ্রনাথের জীবনে, আমাদের সাহিত্যর আরো কোন কোন স্রষ্টার জীবন দ্বিতীয় শৈশবের লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। রবীন্দ্রনাথ জীবনের মধ্যবয়সে একবার আত্মকথা লিখেছিলেন ‘ছেলেবেলা’। বইটি শিশু-কিশোরদের বিশেষ উপযোগী হলেও ঠিক যে শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে তিনি তা লিখেছিলেন তা নয়। আসলে ছেলেবেলা শিশুর খাদ্যহীন বিশুদ্ধ অনুভবের দৃষ্টিতে লেখা, তাই তার পাঠ এত হৃদয়গ্রাহী, এত প্রত্যক্ষ তার আবেদন। রবীন্দ্রনাথের ‘সে’, ‘খাপছাড়া’, ‘ছড়া ও ছবি’ প্রভৃতি গ্রন্থ কিংবা তাঁর ছবি আঁকা-বিচিত্র রঙের

সমাবেশে নির্জন মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা জন্তু-জানোয়ারের জগৎটাকে আলোর সামনে মেলে ধরার প্রয়াস।

অবনীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ‘কুটুম-কাটুম’ শিশুর নিশ্চেতন সৃষ্টির লীলার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। কুটুম-কাটুম রেখা বা লেখা এ দুয়ের কোনটাই নয়, ওটা আসলে হস্তশিল্পের কারিগরি-নানা রকম টুকিটাকি, যথাঃ গাছের ডাল বা কাঠের টুকরো বা নারকেলের ছোবড়া ইত্যাদি সাহায্যে খেয়াল খুশিমাফিক নানারকম নকশা তৈরির শিল্প। কিন্তু তা যে ছাঁদের শিল্পই হোক তার ভেতর প্রকাশ পেয়েছে শিশু কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, শৈশব স্বপ্নের মায়া-ঝুমঝুমির বোল তার মধ্যে দিয়ে ছন্দিত ও নন্দিত হয়ে উঠেছে।

টলস্টয়ের বৃদ্ধ বয়সের লেখা টুয়েন্টি থ্রি টেলস-এর গল্পগুলির মধ্যে শিল্পের যে সহজ রূপের পরিচয় পাই, তার মধ্যে নেই নাগরিক শিল্পীর জটিলতা। সমগ্র জীবনের সাধনায় অর্জিত সচেতন শিল্পনৈপুণ্য, ভাষা সংস্কার বিষয়কৌলীন্য ইত্যাদি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো পথের ধুলায় হেলায় নিক্ষেপ করে টলস্টয় এখানে শৈশবে আদিম সারল্যে ফিরে গেছেন। খেটে খাওয়া রুশ চাষী কিংবা মুচি কিংবা খুদে বণিক ইত্যাদির ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন টলস্টয় গল্পগুলিতে। গল্পগুলির রূপকথায় প্রকাশ পেয়েছে শিশুসুলভ সারল্য। কেননা, সারল্যের মধ্যেই শক্তির বিকাশ। টলস্টয় জেনে-বুঝে, তাঁর সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য সকল পরিণামফল বিচার করেই, নগর জীবনের দরকারি শিল্পরীতি ত্যাগ করে জীবনের পরিণত পর্যায়ে এসে এই শিল্পকে গ্রহণ করেছিলেন।

উপসংহার: প্রকৃত সাহিত্য ভোক্তা হতে গেলে খানিকটা শৈশব সংস্কার মনের মধ্যে ধরে রাখা দরকার। শৈশবের কাল্পনিকতা, স্বাপ্নিকতা, সহজ অনুভবের ক্ষমতা এ সব লক্ষণ উত্তর জীবনের যত বেশি আমরা জিইয়ে রাখতে পারব তত বেশি আমরা সাহিত্যের গহীনে প্রবেশ করতে পারব। কাব্য উপভোগের দেউড়িতে যে কড়া পাহারাদার মোতায়েন আছে সে হিসেবি লোকে তো নয়ই, এমনকি শুষ্ক জ্ঞানের কারবারি ব্যক্তিকেও প্রবেশের ছাড়পত্র দেয় না। স্বপ্ন অভ্যাস যার নেই, তার পক্ষে কাব্য সাহিত্যের দুয়ার রুদ্ধ। পরিণত বয়সী পাঠকের পরিণত মন বুদ্ধি নিয়েই চলতে হবে।

শিষ্টাচার ও সৌজন্য

ভূমিকা : রাজা সলোমন বলেছেন, ‘অহঙ্কার মানুষের পতন ঘটায়, কিন্তু বিনয় মানুষের মাথায় সম্মানের মুকুট পরায়’। শিষ্টাচার হল এই বিনয় বা নম্রতা, বিশেষ করে আচরণে তার সার্থক বহিঃপ্রকাশ। দেহের সৌন্দর্য অলঙ্কার, কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য শিষ্টাচার। অলঙ্কার বাইরের সামগ্রী আর শিষ্টাচার অন্তরের এবং সৌজন্যবোধ হলো তার মার্জিততম প্রকাশ। মানুষ যতদিন অরণ্যচারী ছিল, ততদিন সে শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ প্রকাশের প্রয়োজনবোধ করেনি। যখন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হলো, তখন থেকে শিষ্টাচার ও ভদ্রতাবোধের প্রয়োজন অনুভূত হলো। শিষ্টাচার সমাজ-সরসীর বিকশিত শুভ্র-সমুজ্জ্বল শতদল। শুধু আমাদের ব্যক্তিজীবনের সৌন্দর্যই নয়, আমাদের সমাজজীবনেরও গৌরবজনক আভরণ। Oscar wilde তাঁর ‘The importance of being Earnest’ নাটকে বলেছেন, ‘courtesy and politeness are the basic principle which directs human life smoothly.’

শিষ্টাচার ও সৌজন্য বলতে কী বোঝায় : আভিধানিক অর্থে রুচিপূর্ণ ভদ্র ব্যবহারই শিষ্টাচার-সৌজন্য। শিষ্টাচার ও সৌজন্য উভয়ই সমার্থক হলেও দুয়ের মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম পার্থক্য। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত- অপরিচিত সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ, রুচি-সম্মত ব্যবহারই শিষ্টাচার। শিষ্টাচারে সকলেই মুগ্ধ হয়। আর সৌজন্য বলতে বাইরের মার্জিত ব্যবহারই শুধু নয়, নয় ভদ্রতার সামাজিক রীতি অনুসরণ, এর সঙ্গে যুক্ত আছে সৃষ্টির মহৎ হৃদয়ের গভীর উষ্ণ স্পর্শ। আছে অন্তর সৌন্দর্যে বিকশিত মহিমা।

মানবজীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব : ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশি। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক, ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ এবং উভচর। এই বন্ধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়।’ (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী)। এই পৃথিবীর কোন মানব-সন্তানই স্বয়ম্ভু নয় সে একদিকে যুক্ত তার পরিবারের সাথে, অন্যদিকে যুক্ত তার সমাজের সাথে। উভয়ের সাথে তার সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ, তার কর্তব্যও তেমনি গভীর। তার এই দ্বৈত কর্তব্য অনুষ্ঠান তাকে একদিকে আত্মীয়তা, অন্যদিকে সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়। ভদ্রতা বা সৌজন্যবোধ আত্মীয়তার মতো সুগভীর কিংবা সামাজিকতার মতো আনুষ্ঠানিকতার মতো আনুষ্ঠানিক নয়। শিষ্টাচার ও সৌজন্য সামাজিক মানুষের এক দুর্লভ সম্পদ; তার সৌন্দর্য, তার অলঙ্কার। এ তার দীর্ঘ জীবন-সাধনার পরিণত ফল। তার সিদ্ধি।

বহু যত্নে আহৃত এক দুর্লভ ঐশ্বর্য। একে আয়ত্ত করেই মানুষের গর্ব, তার অহঙ্কার, তার গৌরব। যে-মানুষ এই সম্পদের অধিকারী, সে- মানুষই তত ভদ্র, বিনয়ী। যে সমাজ একে সাদরে গ্রহণ করেছে, সে- সমাজই সে-পরিমাণে সভ্য। তার লোক-ব্যবহারও তত মার্জিত, সম্ভাবনামূলক। একে নির্বাসন দিয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব নয়। উন্নত সভ্যতা তো এরই অবদানপুষ্ট। এই শিষ্টাচার ও সৌজন্য কোন অর্থ বা ঐশ্বর্য দিয়েই কেনা যায় না।

ছাত্রজীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব : ছাত্রজীবন হল মানুষের প্রস্তুতি পর্ব। এরই ওপর নির্ভর তার পরবর্তী জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা। নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-প্রকৃতি। এসময়ই হল তার শিষ্টাচার ও সৌজন্য আহরণের যথার্থ কাল, উন্মেষ-লগ্ন। শিষ্টাচার ও সৌজন্যের ছোঁয়াতেই ছাত্র হয় বিনীত, ভদ্র। নতুন প্রাণ-সম্পদ হয় গৌরবান্বিত। ছাত্রজীবনে যে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে শিখল না, যার উদ্ধত, অবনীত ব্যবহারে শিক্ষক বিরক্ত, যার রুঢ়, অমার্জিত আচরণে সহপাঠী-বন্ধুরা ক্ষুব্ধ, বেদনাক্লান্ত; পরবর্তী জীবনেও তার একই আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তখন সে হয় অশুভ-শক্তি, অকল্যাণের মূর্ত প্রতীক। হতাশা, ব্যর্থতার তিল তিল দংশন-জ্বালায় সে নিজেকে নিঃশেষ করে। আর সমাজের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে যায় অশুভ গরল। ছাত্রজীবনই মানুষের সুকুমারবৃত্তি লালনের শুভক্ষণ। এখানেই তার চরিত্রগঠনের ব্রত-অনুষ্ঠান। শিষ্টাচার ও সৌজন্য তো তার মনুষ্যত্ব অর্জনেরই সোপান। এরই মধ্যে আছে নিজেকে সুন্দর ও সার্থকতায় পরিপূর্ণ করে তোলার মহাশক্তি। শিষ্টাচার, সৌজন্য প্রকাশের জন্যে ছাত্রদের কিছু হারাতে হয় না, কোন অর্থব্যয় করতে হয় না, বরং এক মহৎ অঙ্গীকারে তার সমৃদ্ধ জীবন-বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিনয়ী, ভদ্র ছাত্র শুধু শিক্ষকের স্নেহই কেড়ে নেয় না, সে পায় শিক্ষকের আশীর্বাদ, পায় তাঁর সাহায্য। শিষ্টাচার, সৌজন্যের অভাব ছাত্রকে অবিনীত, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর করে। ধ্বংস করে তার প্রেম, মমতা, সহানুভূতি, দয়া ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তি। এই অভাবই তাকে ঠেলে দেয় অন্যায়, অসত্যের চোরা-অন্ধকারে। সেই অন্ধকার শুধু ব্যক্তিকেই আচ্ছন্ন করে না, গ্রাস করে গোটা সমাজকে।

সামাজিক রীতি ও শিষ্টাচার : একুশ শতকের সূচনা লগ্নে দাঁড়িয়ে আমাদের একবার হিসাব-নিকাশ করতে হবে। তা' হলে দেখতে পাবো, সভ্যতা আমাদের শিষ্টাচার উপহার দিয়েছে, এবং তা মানুষের শ্রেষ্ঠতম সম্পদের ক্রমপুঞ্জির যোগফল। কেবল এর জন্যেই আমরা সুসভ্য মানুষ হিসেবে গর্ববোধ করতে পারি। যে সমাজ যত সভ্য, তার লোক-ব্যবহার তত মার্জিত, সম্ভাবনামূলক এবং সুরুচিব্যঞ্জক। সেই লোকব্যবহারকে কোথাও কোথাও রীতিমাত্র বলে ভ্রম হয়,

সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হয়, তাকে রীতি বলা হয়। কিন্তু ভদ্রতা রীতিমাত্র নয়, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উদার। রীতি কেবল বাইরের অভ্যাসমাত্র। যাতে অন্তরের স্পর্শ থাকে না।

আজ সমাজের নানা ক্ষেত্রেই শিষ্টাচার, সৌজন্যহীনতার নিষ্ঠুর চিত্র দেখা যায়। দিন দিনই মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ছে। বাড়ছে তার সীমাহীন ঔদ্ধত্য আজ বার্ষিক্যকে সম্মান করি না। শ্রদ্ধেয়দের করি অবজ্ঞা পুরাতনের প্রতি অশ্রদ্ধা। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে মানুষে মানুষে বিরোধ। বিভবানের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য। প্রবলের সীমাহীন অত্যাচার। আজ শিষ্টাচার ও সৌজন্য দুর্বলের ভীরুতারই অসহায় প্রকাশ মাত্র। মানুষকে অপমান করতে পারলেই বুঝি তৃপ্তি। অবিনয় আজ আর তার লজ্জা নয়। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের সৌন্দর্য হারিয়ে মানুষ আজ নিঃস্ব, হৃদয়হীন। অন্তরের পুষ্পিত শতদল আজ ছিন্নভিন্ন।

শিষ্টাচার ও স্পষ্টবাদিতা বা শিষ্টাচার অর্জনের উপায় : The greatest ornament of an illustrious life is modesty and humanity. শৈশব আত্ম-সংযম ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গিতে অনুশীলন-ফল হলো শিষ্টাচার। কাজেই আন্তরিক স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে রয়েছে শিষ্টাচারের মৌলিক গরমিল। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ইতরতা বা রুঢ়তার অস্ত্র-প্রয়োগ সামাজিক শালীনতাবোধকে পীড়িত করে। তথাকথিত স্পষ্টবাদীর দল লোক-সমক্ষে নিজেদের অসাধারণরূপে জাহির করবার ঘৃণা লোভ সংবরণ করতে না পেরে সামাজিক শিষ্টাচারকে পদদলিত করে এক-একসময় অত্যন্ত রুঢ় কথা বলে ফেলেন। অথচ সেই সত্য বাক্যটিকে অপ্রিয়ভাবে না বলে মার্জিত ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারলে আত্মিক সমুন্নতি প্রকাশ পেতো। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে- Courtesy costs nothing but buy everything. শিষ্টাচারের গুণে মানুষের হৃদয়ে অতি সহজেই জায়গা করে নেয়া যায়।

শিষ্টাচার ও খোশামোদ-বৃত্তি : ভদ্রতা হলো সব মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টি, আর খোশামুদীর দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি নিবদ্ধ। শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ নিজের অসুবিধা করে পরের সুবিধা করে দিতে উৎসুক; খোশামোদ-বৃত্তি বোঝে শুধু নিজের সুবিধা আর খোঁজে আত্মসুখ ও আত্মসমৃদ্ধি। শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ সৌষ্ঠবমণ্ডিত, সরল ও সুন্দর। খোশামোদ-বৃত্তি সৌষ্ঠবহীন, কুঠিল ও কুৎসিত। শিষ্টাচারে আছে বিশ্বমুখীনতা, আর খোশামোদ-বৃত্তিতে আছে আত্মমুখীনতা।

চক্ষুলজ্জা ও শিষ্টাচার : চক্ষুলজ্জা নামে একটি সামাজিক উপসর্গ শিষ্টাচারের বেনামীতে লোক-সমাজে প্রচলিত আছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে অসত্যকে সত্য বলে স্বীকার করা একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধি। শিষ্টাচারের সঙ্গে দৃঢ়তার

মিশ্রণই এই ব্যাধির সঠিক চিকিৎসা। এদেশে অমায়িক এবং মানুষের খুবই অভাব। তাই আমাদের সমাজে এখনো শিষ্টাচার নামক স্বভাবটি গড়ে উঠতে পারেনি।

উপসংহার : মোটকথা, দৈনন্দিন কর্মজীবন-যাত্রায় সংসার-চক্রের অনিবার্য ঘর্ষণে যে শ্বাসরোধকারী ধূম্রজাল উত্থিত হতে থাকে, শিষ্টাচারের বুদ্ধি শান্তি-বারি সিঞ্চেই তা নিবারিত হতে পারে। শিষ্টাচার ধূলি-ম্মান পৃথিবীর রুক্ষতাকে কোমলতা দান করে দৈনিক জীবনযাত্রাকে শোভামণ্ডিত করে তোলে। অতিসাম্প্রতিককালের মতো মানব-সভ্যতার এমন সংকট আর কখনো দেখা যায় নি। বর্তমান শতাব্দীর অপরাহ্নে এসে সভ্যতা একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে। সভ্যতার যা আত্মিক সম্পদ যা যুগ-যুগান্তরের চিৎ-প্রকর্ষের অনবদ্য যোগফল, যা কর্ম ও বাক্যের নিকষিত হেম, সেই শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের দুর্ভিক্ষ আজ দিকে দিকে মরু-রসনা বিস্তার করছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ

ভূমিকা : বাংলাদেশ মুসলিম দেশ। তবে এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বাস হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মানুষ নিজ নিজ ধর্ম নিবিষে পালন করছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর সংহতি ও ঐক্য জাতীয় জীবনের এক গৌরবময় আবহ। সমাজবদ্ধ মানুষ নানা ধর্মে, বর্ণে, গোত্রে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তবে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা এক নয়। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মানুষে মানুষে প্রীতি ও মৈত্রীর শান্তিময় সহাবস্থানই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাংবিধানিক ভিত্তি : বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের চোখে সম্প্রদায় ভেদে সবার অধিকার সমান। এখানে সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকারী। এটি সাংবিধানিক অনুশাসন। এই অনুশাসনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষাকবচ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি হলো- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি অংশে ১২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

- (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ,
- (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান ,
- (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিষয়ে ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।

এছাড়াও সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

(ক) প্রত্যেক নাগরিক যে কোন ধর্মাবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে,

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

মানবিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অসাম্প্রদায়িক। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাপকাঠিতে উন্নয়নশীল দেশ হলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিবেচনায় বাংলাদেশ একটি অনুসরণীয় অগ্রগামী রাষ্ট্র। বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক চেতনা হলো বাঙালির মৌল দর্শন। বাংলাদেশের সংবিধানে থাকা ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তিজীবনে চর্চা করতে পারলে দেশে শান্তি বজায় থাকবে। বাংলাদেশের ইতিহাস হচ্ছে হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের পর ৬৭ বছরের ইতিহাসে এদেশে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি।

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা : এশিয়ায়র দক্ষিণ অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি নৈমিত্তিক বিষয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ঐতিহাসিকভাবে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী বিভিন্ন বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম ধর্মকেন্দ্রিক। প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসন ও তাদের বিষাক্ত কূটনীতি এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ। শুধু বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার নয় শ্রীলঙ্কার তামিল সমস্যা, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সংঘর্ষের বাইরে নয়। ভারতের আসামে ১৯ জুলাই ২০১২ শুরু হওয়া বোড়ো উপজাতি ও বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। সরকারি হিসাবে এতে পায় ১০০ জনের মতো নিহত হলেও বেসরকারি হিসাবে এ সংখ্যা এর দ্বিগুণেরও বেশি। নতুন করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়ানো হয় সেই পুরনো অনুপ্রবেশ ইস্যুকে কেন্দ্র করে। আসামে মুসলমানদের বসতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে। ১২১২ সালে মুসলমানেরা সেখানে প্রথম বসতি স্থাপন করে। অন্যদিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজিসহ বাংলার মুসলমান বিজেতা ও শাসকরা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আফগানিস্তানের রোহার অঞ্চলের কিছু ব্যক্তিকে আরাকানে পাঠিয়েছিলেন। রোহার অঞ্চলের ঐ মুসলমানরা আরাকানের নামকরণ করছিলেন রোহাং। সেইমতে রেঙ্গুনে বসবাসকারী বার্মিজ সম্প্রদায় 'রোহিঙ্গা' নামে পরিচিতি

পায়। ৮ জুন ২০১২ মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা জাতিগত সংঘাত শুরু হয়। সাম্প্রতিককালের মিয়ানমারের জাতিগত দাঙ্গায় আবারও জীবন্ত হয় ওঠে রোহিঙ্গা ইস্যু। রোহিঙ্গা এমন একটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যারা নিজ দেশেও পরবাসী। বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গায় দমনাভিযানের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গারা এখনো বাংলাদেশে ও থাইল্যান্ডে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। মিয়ানমারে সংঘটিত বৌদ্ধ-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঢেউ পরবর্তীতে আসতে শুরু করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার রাষ্ট্র বাংলাদেশে। রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে কক্সবাজারের রামুতে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ মন্দির আগুনে ভষ্মীভূত করে দেয়া হয় এবং আশেপাশের মন্দির, লোকালয়ে আগুন দেয়া হয়। পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সূবিচার না পাওয়ায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়।

বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার মডেল: বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য মডেল। অসাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর প্রীতিময় বন্ধনের কারণে এখানে কখনও আঘাত হানে সাম্প্রদায়িক বিষ আঘাত আনেনি। বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জন্য মডেলস্বরূপ। ‘ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার’—এই মূলনীতিই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের মূল আদর্শ। ধর্মকে ইস্যু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতিগত সংঘাত আবর্তিত হয়। কোন ধর্ম কখনো সন্ত্রাস, অত্যাচার, নির্যাতন সমর্থন করে না। ধর্ম মানুষের সম্প্রদায়ের শান্তির লক্ষ্যে প্রবর্তিত হয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনার লক্ষ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম। বাংলাদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। দীর্ঘদিনের ইতিহাসের ধারায় বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম বিকশিত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিসেবে রয়েছে হিন্দুরা। স্বাধীনতা পূর্বকালে বিশেষত ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে এ দেশের বিপুল পরিমাণ হিন্দুর বসবাস থাকলেও মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে হিন্দুরা কালক্রমে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাড়ি জমায়। স্বাধীনতার আগের দুটি ও পরের পাঁচটি শুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা ও হার কমেছে। মুসলমানদের সংখ্যা ও হার সব সময়ই বেড়েছে।

বাংলাদেশের ধর্ম

আদমশুমারি রিপোর্টে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা (%)

জাতি	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
মুসলিম	৮৬.৭	৮৮.৩	৮৯.৭	৯০.৪
হিন্দু	১২.১	১০.৫	৯.২	৮.৫

বৌদ্ধ	০.৬	০.৬	০.৭	০.৬
খ্রিস্টান	০.৩	০.৩	০.১	০.২
অন্যান্য	০.৩	০.৩	০.১	০.২

অসাম্প্রদায়িক ও শুভ চেতনাসম্পন্ন সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বার্তা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। ব্রিটিশ শাসনামলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছেদ ঘটে। এ সময় ব্রিটিশ শাসকরা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' অর্থাৎ 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চালায়। অনেক পরে হলেও ব্রিটিশদের এ অপনীতি বুঝতে পেরে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করে। ব্রিটিশদের কূটরাজনীতির কারণে ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে এবং এর পরিণতিতে বাংলা ভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরো সুদৃঢ় হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগোষ্ঠী ভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসী মানুষের ওপর আক্রমণ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অপচেষ্টা করেছে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় নেতা ও সরকারের সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে এর বিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরো সুদৃঢ় করতে হিন্দু-মুসলিম সহ সকল ধর্মের সবাইকে আন্তরিক ও সচেতন হতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু শ্রেণির সবাইকে উগ্রতা-উস্কানিমূলক বক্তব্য-কর্মকাণ্ড পরিহার করতে হবে। সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে ও কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো সতর্ক থাকতে হবে এবং দুর্বৃত্তদের কঠোর আইনের আওতায় আনতে হবে। বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা বাড়াতে হবে। এসব বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতাকর্মী সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে আলাদা হলেও বাংলার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা আন্দোলন এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা আন্দোলনে এ দেশের মানুষ জাতীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়েছে। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ ও অন্যতম দিক ধর্মীয় স্বাধীনতা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো মানুষের দীর্ঘদিনের আচার-আচরণ, কাজকর্ম, রীতিনীতির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য কোন প্রথা বা উপাদান। বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। বাঙালি সংস্কৃতি বললেই উদ্ভাসিত হয় এক মিশ্র-সংস্কৃতির চেহারা, যা গড়ে উঠেছে নানা জাতি,

নানা ধর্মের, নানা পর্বের, নানা সময়ের পলিস্তর জমে। তাই সংস্কৃতির শক্তিকে দিয়ে অশুভ শক্তিকে মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর কোন আঘাত দেশমাতৃকার অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক আঘাত। তাই সর্বশক্তি দিয়ে দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের এ সংকটকে চিরদিনের জন্য প্রতিহত করতে হবে।

গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ

ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা শাসন পদ্ধতি বোঝাতে সবচেয়ে পরিচিত যে বাংলা প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে 'গণতন্ত্র'। এর অর্থ জনগণের শাসন। গণতন্ত্র ধারণাটি যেমন নিছক তত্ত্ব নয় তেমনি এটি কোনো নতুন ধারণাও নয়। মানব সভ্যতায় দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এর প্রয়োগ চলে আসছে। গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে রোমক প্রজাতন্ত্রে দেশ শাসন হতো। সেখানে জনপ্রতিনিধির দ্বারা শাসনের নীতি চালু ছিল তাও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারণা-বীজ। নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গণতন্ত্রের ধারণা আরও সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র এখন পর্যন্ত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য : গণতন্ত্র শব্দটির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। সর্বপ্রথম গ্রিকরা এ শব্দটি ব্যবহার করেন। গণতন্ত্র শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'ডিমোক্রেসি'। 'ডিমস' এবং 'ক্রেটোজ' এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে ডিমোক্রেসি বা গণতন্ত্র কথাটির উৎপত্তি ডিমস এর অর্থ জনগণ এবং ক্রেটোজ এর অর্থ শাসন বা কর্তৃত্ব। অর্থাৎ গণতন্ত্র কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো জনগণের শাসন বা কর্তৃত্ব।

গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে জনগণের শাসন। যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা এক বা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে না থেকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সব জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকে এবং জনগণকে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেয়া হয়, তাকে গণতন্ত্র বলে। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমনঃ

ঐতিহাসিক হিরোডোটাস বলেন, গণতন্ত্র এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের উপর ন্যস্ত থাকে না, বরং সমাজের সদস্যগণের উপর ন্যস্ত হয় ব্যাপকভাবে।

লর্ড ব্রাইস গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন, যে শাসন প্রথায় জনসমষ্টির অন্তত তিন-চতুর্থাংশ নাগরিকের অধিকাংশের মতে শাসন কার্য পরিচালিত হয় তাই গণতন্ত্র। ক্রিপস বলেন, গণতন্ত্র বলতে আমরা সেই শাসন ব্যবস্থাকে বুঝি, যেখানে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সকল বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং সকলের মধ্যে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে পারে।

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, যদিও তা অধিকতর অস্পষ্ট। তাঁর মতে, গণতন্ত্র হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন।

তাই বলা যায় যে, শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র বলতে এটাই বুঝায় যে, রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর মানুষ সমভাবে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে, আইন পরিষদে সকল শ্রেণীর মানুষের মতামত প্রতিফলিত হয় এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। এছাড়া নিয়মিত সুষ্ঠু নির্বাচন ও রাজনৈতিক কার্যাবলিতে সকলের অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা শাসন ব্যবস্থাই গণতন্ত্র।

ইংল্যান্ডের মহাসনদ ও গৌরবময় বিপ্লব, মার্কিন স্বাধীনতা আন্দোলন ও ফরাসি বিপ্লব আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। বিশেষ করে, ফরাসি বিপ্লবের 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র বাণী গণতন্ত্রকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে রেখেছে প্রভাবক অবদান। এ ছাড়া ইংরেজ দার্শনিক জন লক, ফরাসি দার্শনিক জঁ জাক রুশো ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন প্রমুখ তাত্ত্বিক ও প্রবক্তাদের হাতে গণতন্ত্রের নানা তত্ত্ব ও ধারণা বিকশিত হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ : রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণ কীভাবে অংশ নিচ্ছে সে বিচারে গণতন্ত্র দু'ধরনের :

ক. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র : এই ব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি শাসন পরিচালনায় অংশ নেয়;

খ. পরোক্ষ গণতন্ত্র : এই ব্যবস্থায় জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং প্রতিনিধিরাই শাসন কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

জনগণের অর্থনৈতিক-সামাজিক অধিকারের স্বরূপ বিচারে গণতন্ত্রকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. সংসদীয় গণতন্ত্র : অংশগ্রহণমূলক ও অবাধ নির্বাচন, গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে সাধারণ নির্বাচন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, বহুদলীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি সংবলিত গণতন্ত্র;

২. অর্থনৈতিক গণতন্ত্র : সম্পত্তির মালিকানায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান, উৎপাদন-মাধ্যমের সমাজতান্ত্রীকরণ, কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ-সুবিধা, ব্যক্তিগত আয়ের সুষম বণ্টন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সংবলিত গণতন্ত্র;

৩. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র : এক শ্রেণির হাতে অন্য শ্রেণির শোষণের অবসান তথা শ্রেণিসাম্য প্রতিষ্ঠামূলক গণতন্ত্র ।

এ ছাড়াও বুর্জোয়া গণতন্ত্র, নয়া গণতন্ত্র, প্রলেতারীয় গণতন্ত্র, সামাজিক গণতন্ত্র ইত্যাদি ধারণা গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে ।

গণতন্ত্রের ইতিবাচক দিক : আধুনিক কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র । নানা ধরনের সুফল থাকায় এই শাসন ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় । এর দৃশ্যমান সুফল হচ্ছে :

১। এই ব্যবস্থায় শাসকবর্গ নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে । শাসন ব্যবস্থায় জনমত গুরুত্ব পায় । নির্বাচিত শাসকরা জনগণের কাছে দায়ী থাকেন । ফলে তারা জনকল্যাণে সাধ্যমতো কাজ করেন ।

২। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিতে পারে । এই ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পায় । তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও অধিকার সচেতনতা জাগ্রত হয় । এর ফলে জনগণের মধ্যে গভীর দেশপ্রেম সৃষ্টি হয় ।

৩। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করে । আইন ও বিচারের প্রশ্নে জনগণের সমান অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃতি পায় । বিভিন্ন শ্রেণি, দল ও মতের মিশ্রণে কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে একদিকে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহনশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয় ।

৪। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনস্বার্থবিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে জনগণ তার বিরোধিতা করতে পারে । ক্ষেত্রবিশেষে জনগণ তা প্রতিহতও করতে পারে । নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ থাকে বলে বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান কিংবা বিপ্লবের আশংকা কমে যায় ।

গণতন্ত্রের ঋণটিসমূহত : গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ইতিবেচক দিক যেম রয়েছে তেমনি এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে ।

১। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য পায় । ফলে রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় স্বার্থে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেয় ।

২। গণতন্ত্রে শাসন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট মেয়াদি বলে তা ক্ষণস্থায়ী। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারের পরিবর্তন ঘটলে প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না। ফলে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং আর্থিক অপচয় ঘটে।

৩। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক দেশেই নির্বাচন অর্থ, বিত্ত, কালো টাকা ও পেশিশক্তির দাপট কবলিত হয়ে পড়ে। ফলে অনেক অশিক্ষিত, অযোগ্য, সুবিধালোভী ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতাকেন্দ্রে চলে আসেন। এরা জনগণের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এবং গণতন্ত্র কার্যত অক্ষম অযোগ্যদের শাসনে পরিণত হয়।

৪। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দলাই মুখ্য। অনেক সময় দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা হয় না ফলে দল স্বৈরাচারী নেতৃত্বের দখলে চলে যায়। এমন দল ক্ষমতায় গেলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও কার্যত স্বৈরাচারী গণতন্ত্রের রূপ নেয়।

৫। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয় প্রাধান্য বেড়ে যায়। অনেক সময় সুযোগসন্ধানীদের হাতে ক্ষমতা গেলে জনমত কেবল পদদলিত হয় না, জনগণও ক্ষমতাসীনদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে এ ধরনের নানা সমস্যা গণতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৬। মার্কসবাদীদের মতে ধনবৈষম্যমূলক সমাজে গণতন্ত্র প্রতিপত্তিশালী ও বিত্তশালীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। ফলে বৈষম্যমূলক সমাজে গণতন্ত্র বুর্জোয়াদের কন্ট্রোল হয়ে তাদের স্বার্থই রক্ষা করে এবং ধনীর হাতে গরিবের শোষণ অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ধারা : বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করে আসছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্যতম মূল রাষ্ট্রীয় নীতি হয় গণতন্ত্র। কিন্তু ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল কায়েম হলে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে। গণতন্ত্রকামী মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এর ধারাবাহিকতায় এক সামরিক কু্য-এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ১৯৭৯ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় বহুদলীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ১৯৮২ সালে আবার এরশাদের সামরিক শাসন শুরু হয় এবং চলে ৯ বছর। এক গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদের পতন হয়। ১৯৯১ সালে আবার গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। ২০০৭ সালে এই যাত্রা থেমে যায়। ২০০৮ সালে আবার সাধারণ নির্বাচন হয়। এতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। তারা তত্ত্বাবদায়ক ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে। ২০১৪ সালে ভোটের বিহীন এক বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে তারা পুনরায় ক্ষমতায় আসে। এবং ধীরে ধীরে এই

সরকার ফ্যাসিবাদী সরকারে রূপ নিতে থাকে। ২০১৮ সালে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে অনেকেই রাতের ভোটের নির্বাচন হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। ফলে গণতন্ত্র নির্বাসনের পথে যাত্রা করে। ২০২৪ সালে আবার প্রহসনমূলক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যে নির্বাচনে বিনপির মতো বড় দল অংশগ্রহণ করেনি। এই প্রহসনমূলক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথে ছোট কয়েকটি দল ছাড়া কেউ অংশগ্রহণ করেনি। এই নির্বাচন আমি-ডামির নির্বাচন নামে পরিচিত। ফলে আওয়ামী লীগের আকাধিপত্য কায়েম হয়। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দুঃশাসন, লুটপাট, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি আর ক্ষমতার দাপট দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। মানুষ ধীরে ধীরে ফুসে উঠতে থাকে। ২০২৪ সালের জুন মাসে ছাত্রদের কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। জুলাই মাসের মধ্যভাগে এই ক্ষোভ-বিক্ষোভ সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য দেখা-মাত্র গুলির অর্ডার দেয়। ১৬ই জুলাই রংপুরে আন্দোলন দমন করতে গিয়ে পুলিশ আবু সাঈদ নামে এক সাহসী যুবকের বুকে গুলি করে। নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের ভিডিও নেটে ছড়িয়ে পড়লে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার ছাত্র-জনতা পুলিশ, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ আর ছাত্রলীগের গুলিতে হাতাহত হয়। কিন্তু ছাত্র-জনতার দুর্বীর আন্দোলনে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের পতন হয়। ৫ই আগস্ট হাসিনা ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। উদার গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতি মুক্ত একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে ছাত্র-জনতা ক্ষমতা বসায় ড. মুহম্মদ ইউনুসকে। সবার প্রত্যাশা বাংলাদেশে ব্যাপক সংস্কারের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ফিরে আসবে।

উপসংহার : জগৎগণের অংশগ্রহণমূলক আইনের শাসনই গণতন্ত্র। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার ছাড়া কেবল আইনের শাসনে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা যায় না। তাই গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলতে হলে চাই বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা। এর সাথে প্রয়োজন জনগণের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার মতো জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা। এর ব্যতিক্রম হলে গণতন্ত্র বিভ্রান্তির চোরাবালিতে নিমজ্জিত হতে বাধ্য।

-০-

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

যে কোনো বিষয়ে

MCQ মডেল টেস্ট দিতে অথবা

অধ্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য (MCQ) পরীক্ষা দিতে স্ক্যান করুন:



বাংলা ১ম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রিন্ট কপি



এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর

বাংলা দ্বিতীয় পত্রের

পূর্ণাঙ্গ সাজেশন ও সমাধানের

প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রাপ্তিস্থান : টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৪১০৬

সাহিত্য ভাণ্ডার, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৩০-৯০৫৯৩৫

মনি লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৪১-৭০০০১৩

রফিক লাইব্রেরি, স্টেশন রোড, রংপুর। মোবাইল : ০১৭৮০-৭০৬০৯০

মিন্টু লাইব্রেরি, লালবাগ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৮১৬৯৯৯৬

তুষ লাইব্রেরি, দিনাজপুর। হাসান লাইব্রেরি : সৈয়দপুর।

আধুনিক লাইব্রেরি, গাইবান্ধা। জ্ঞানাস্কুর ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি, নীলফামারী।

এবং জেলা শহরের প্রধান প্রধান লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

অথবা

অনলাইনে সংগ্রহ করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।

www.boipottro.com

অথবা

কল করুন : ০১৮১৯১২৭৯৯৮

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬: মডেল প্রশ্ন

এইচএসসিপ্রপ/২৬

বিষয় কোড :

102

বাংলা (আবশ্যিক)

দ্বিতীয় পত্র

সময়- ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দৃষ্ণীয়।]

নম্বর

- ১। (ক) স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ। ৫
অথবা, (খ) যে কোনো ৫টি শব্দের উচ্চারণ লেখ :
পদ্য, অক্ষর, সহ্য, গলিত, সঞ্চিত, তীব্র, কণ্ঠ, ঐক্য।
- ২। (ক) বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম লেখ। ৫
অথবা, (খ) যে কোনো ৫টি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ : আইনজীবী, অকস্মাৎ,
শান্তনা, নৈঋত, তীক্ষ্ণ, দূরদর্শীতা, একত্রিত, উদীচি।
- ৩। (ক) আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। ৫
অথবা, (খ) নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর
:
৫
একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে – দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ
নাচিতেছে। আহা! প্রস্তুত হয় নাই – এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি
ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি
না।
- ৪। (ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : (যে কোনো ৫টি) ৫
কুশীলব, বীণাপাণি, রাজভয়, অনাশ্রিত, শিক্ষামন্ত্রী, বিষাদসিন্ধু, মিশকালো,
চৌমাথা।
অথবা, (খ) প্রত্যয়ের নাম সহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে কোনো ৫টি):
জয়, মোড়ক, ঝালাই, গায়ক, স্মরণীয়, দৈত্য, বৃষ্টি, বাগদত্তা।
- ৫। (ক) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যিক?
উদাহরণসহ লেখ।
অথবা, (খ) বাক্যান্তর কর : (যে কোনো ৫টি)
i) যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল)
ii) সর্বদা তার মনে দুঃখ। (বিশ্ময়বোধক)
iii) সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়। (যৌগিক)
iv) করিমের যাওয়াই উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)
v) সে দরিদ্র কিন্তু সৎ। (সরল)
vi) সাহসীরাই সফল হয়েছে। (জটিল)
vii) ধনীরাই তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক)
viii) সে অন্যায় করেছে। (নেতিবাচক)
- ৬। (ক) যে কোনো ৫টি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ :

- i) মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান
- ii) নতুন নতুন ছাত্রগুলো স্কুলে বড় উৎপাত করছে।
- iii) আমি তোমার জ্ঞাতার্থে এই সংবাদ লিখিলাম।
- iv) আমি আপনাকে অন্তরের অঙ্কুশ হতে ধন্যবাদ দিলাম।
- v) অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।
- vi) কারো ফাগুন মাস আর কারো সর্বনাশ।
- vii) তার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।
- viii) শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করব।

অথবা, (খ) অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর :

বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করিতে হইলে পাঠে মনোযোগি হতে হইবে। দূরাবস্থা আকাজ্জার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

৭। (ক) যে কোনো ১০টি শব্দের বাংলা পারিভাষিকরূপ লেখ : ১০

Acknowledgement, Bulletin, Dialect, Urban, Eye-witness, Fiction, Skull, Leap-year, Para, Custom, Interpreter, Republic, Principle, Nursery, Vision.

অথবা, (খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর।

A garden is not a source of beauty only, it is also a source of income to men. Men of their great love of flowers decorate their homes with them on different occasions. Men love flower for they are the symbol of beauty and purity A village home without a garden looks bare and poor.

৮। (ক) কোনো ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ভিজুতা বর্ণনা কর। ১০

অথবা, (খ) মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ভাষণ তৈরি কর।

৯। (ক) বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে ক্ষুদ্রে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর। ১০

অথবা, (খ) কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভের জন্য দরখাস্ত লেখ।

১০। (ক) সারাংশ লেখ : ১০

ছাত্রজীবন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এ সময় যে যেমন বীজ বপন কর-ব, ভবিষ্যৎ জীব-ন সে সেরূপ ফল ভোগ কর-ব। এ সময় যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন করে যাই তবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হবে। আর যদি হেলায় সময় কাটায়ে দেই, তাহলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ-ত বাধ্য। যে শিক্ষা জীবন ও জীবিকার প-থ কল্যাণকর, যে শিক্ষা মানুষ-ক উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে, তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। ছাত্রদের জীবন গঠনে শিক্ষক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁদের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের জীবন গঠিত হয় এবং উন্মুক্ত হয় মহত্তর সম্ভাবনার পথ।।

অথবা, (খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর :

স্বদেশের উপকারে নেই যার মন

কে বলে মানুষ তারে ? পশু সেই জন।

১১। (ক) বাংলা নববর্ষের উদযাপন বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা, (খ) প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে দুর্ঘটনা বিষয়ে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা কর :
মধ্যরাতে মোবাইল বেজে উঠল। অপর প্রান্তের কণ্ঠটি অপরিচিত মনে হলো আমার...

১২। যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখ :

- (ক) আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ
- (খ) একুশের চেতনা
- (গ) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার
- (ঘ) আমাদের পোশাক শিল্প
- (ঙ) বই পড়ার আনন্দ।

বিষয় কোড :

1 0 2

নমুনা প্রশ্ন ২
বাংলা (আবশ্যিক)
দ্বিতীয় পত্র

সময়-৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান - ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দৃষ্ণীয়।]

- ১। (ক) প্রমিত বাংলায় আদ্য 'অ' উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ। ৫
অথবা, (খ) যে কোনো ৫টি শব্দের উচ্চারণ লেখ : ৫
অনিন্দ্য, অভিজাত, ঐহিক, চিহ্ন, প্রাণিজ, বাল্মীকি, শ্রমসঙ্গী, বিদেষ।
- ২। (ক) প্রমিত বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম লেখ। ৫
অথবা, (খ) যে কোনো ৫টি শব্দের বানান শুদ্ধ কর :
এতদ্বারা, প্রতীদম্বিতা, মনিষী, নূন্যতম, কীত্তিবাস, পুরস্কার, বুদ্ধিজীবী, বিদ্যান।
- ৩। (ক) যোজক কাকে বলে? যোজক কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
অথবা, (খ) নিম্নরেখা যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:
i) মাথার উপরে জ্বলিছে সূর্য।
v) তোমায় দেখে প্ৰীত হলাম।
ii) সুখ কে না চায়?
vi) কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।
iii) মান আলোকে ফুটলি কেনো গোলক চাঁপার ফুল?
vii) যথা ধর্ম, তথা জয়।
iv) হে মহান, তোমাকে অভিবাদন।
viii) এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।
- ৪। (ক) 'উপসর্গেও অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'-আলোচনা কর। ৫
অথবা, (খ) প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর। (যে কোনো ৫টি): ৫
আদ্য, পাঠক, মুক্তি, নন্দাই, মেধাবী, মোড়ক, প্রাচুর্য, নীলিমা।
- ৫। (ক) বাক্য কাকে বলে? অর্থ অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ। ৫
অথবা, (খ) বাক্যান্তর কর : (যে কোনো ৫টি)
i) এই স্থান ত্যাগ কর। (নির্দেশক)
ii) -য মিথ্যাবাদী তা-ক কেউ বিশ্বাস ক-র না। (সরল)
iii) তার পাস হয়ে যাবে। (সন্দেহদ্যোতক)
iv) সে আজ কলেজে যাবে না। (প্রশ্নসূচক)

- v) আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক)
 vi) যিনি এই মাত্র এলেন তিনি একজন ডাক্তার। (সরল)
 vii) সুন্দর দৃশ্যটি ভোলা যায়না। (কার্যকারণাত্মক)
 viii) সে আজ ক্লাসে অনুপস্থিত। (নেতিবাচক)
 ৬। (ক) যে কোনো ৫টি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:
 i) সব মাছগুলোর দাম কত?
 ii) আবশ্যকীয় বিছানাপত্র সঙ্গে লইয়া আসিবেন।
 iii) দৈন্যতা সব সময় প্রশংসনীয় নয়।
 iv) ইদানীং কালে তার অবকাশ নেই।
 v) তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
 vi) বাজারে খাঁটি সরিষার তেল দুর্লভ।
 vii) তিনি আরোগ্য হইয়াছেন।
 viii) আপনি কি আমার স্বপক্ষে না বিপক্ষে?
 অথবা, (খ) অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আহাদ জরিনার ভাতুস্পুত্র। তার বাহু দুটি আজানু পর্যন্ত লম্বিত। গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয় সে। উন্নত চিকিৎসা ও সেবা গ্ৰহণের জন্য সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে হাসপাতালের এক ডাক্তার তাকে অনেক সুপরামর্শ দেন।

- ৭। (ক) যে কোনো ১০টি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ: ১০

Affidavit, Bond, Chief whip, Deputation, Embargo, Walk-out, Hostage, Lien, Memorandum, Oath, X-ray Revenue, Sabotage, Worship, Unclaimed.

অথবা

- (খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

Early rising is beneficial to health. The boy who rises early can enjoy the excellent air of the morning. He can take a walk by the reverside or in the open field. He can enjoy the sweet songs of the birds and see the beautiful sight of the sunrise. All these make him healthy and cheerful.

- ৮। (ক) একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরিতে শহীদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। ১০

অথবা, (খ) 'জাতীয় জীবনে একুশের গুরুত্ব' শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ প্রস্তুত কর।

- ৯। (ক) মা দিবসে মাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ কর। ১০

অথবা, (খ) রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

- ১০। (ক) সারাংশ লেখ : ১০

মাতৃ স্নেহ-হর তুলনা নাই, কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনায়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃস্নেহের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান যে পায় না। দুর্বল, অসহায় পক্ষী শাব-কর মত চিরদিন স্নেহাতিশ-য্য আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান

অলস, ভীৰু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকা-শর পথ হই-ত দূ-র সরিয়া যায়।

অথবা, (খ) ভাবসম্প্রসারণ কর: স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে, স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।
১১। (ক) বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা, (খ) প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'সত্যতা' বিষয়ে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা কর :
অন্ধকারে পথ চলার সময় আমিনের পায়ে কী যেন একটা লাগল।...

১২। নিচের যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লেখ : ২০

- (ক) স্বদেশ প্রেম
- (খ) আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান
- (গ) পর্যটন শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা
- (ঘ) বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও বাংলাদেশ
- (ঙ) শীতের সকাল।

সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের পরীক্ষা

(বোর্ড পরীক্ষার নমুনা প্রশ্ন)

দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

বাংলা (আবশ্যিক) দ্বিতীয় পত্র

বিষয় কোড :

1 0 2

সময়-৩ ঘণ্টা;

পূর্ণমান-১০০

দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দৃষ্টীয়।।
ক বিভাগ (ব্যাকরণ)-৩০

১। (ক) ব-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫
অথবা, (খ) নিচের যে কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ: আশ্রম, ঐকমত্য, গ্রীষ্ম, জনশ্রুতি, তত্ত্বাবধান, প্রত্যক্ষ, শ্রবণ, আবৃত্তি।

২। (ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫
অথবা, (খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ:

অধিনস্থ, কুজ্জটিকা, জেষ্ঠ্য, মুমূর্ষু, সম্বর্ধনা, মহীষী, পিপিলীকা, নুন্যতম।

৩। (ক) সাপেক্ষ সর্বনাম বলতে কী বুঝ? যেকোনো চারটি বাক্যে এর প্রয়োগ দেখিয়ে তা চিহ্নিত কর। ৫

অথবা, (খ) নিম্নরেখা যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর।

- (i) পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন।
- (ii) মোদের গরব মোদের আশা আমরা বাংলা ভাষা।
- (iii) আজ নয় কাল সে আসবেই।
- (iv) তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত।
- (v) হঠাৎ সে দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে।
- (vi) বাঃ! চমৎকার একটা গল্প লিখেছ।
- (vii) শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল।
- (viii) সে আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

৪। (ক) শব্দ গঠন বলতে কী বুঝ? কী কী উপায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা (খ) নিচের যেকোন পাঁচটি শব্দের ব্যাবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ:

পুষ্পসৌরভ, গঙ্গা-যমুনা মেঘনা, চন্দ্রচূড়, অনাচার, মহাকবি, গুণমুগ্ধ, সবান্ধব, উপকর্ষ।

৫। (ক) গঠন অনুযায়ী বাংলা বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫
অথবা (খ) বাক্য রূপান্তর করো যেকোনো পাঁচটি।

- (i) সত্য কথা স্বীকার কর নতুবা শাস্তি পাবে। (সরল)
- (ii) ইহারা অন্য জাতের মানুষ (নেতিবাচক)
- (iii) পড়াশুনা কর নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (জটিল)
- (iv) আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি। (যৌগিক)

- (v) হৈম তাহার অর্থ বুঝি না ।(অস্তিবাচক)
 (vi) ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব । (বিস্ময়বাচক)
 (vii) ফুল সকলে ভালোবাসে ।(প্রশ্নবাচক)
 (viii) কাজটা তোমার করা উচিত ।(অনুজ্ঞাসূচক)

৬। (ক) যে কোনো পাঁচটি বাক্যের শুদ্ধরূপ লেখ:

৫

- (i) বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ ।
 (ii) যাবতীয় প্রাণীরাই এই গ্রহের বাসিন্দা ।
 (iii) আকর্ষণ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে ।
 (iv) আজ আমার কণিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান ।
 (v) আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হোলা ।
 (vi) লোকটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও ।
 (vii) এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায় ।
 (viii) পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যতা আমাদের মুগ্ধ করে ।

অথবা, (খ) নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর:

বিদ্বান মূর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । একথা প্রমাণ হয়েছে । জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হয় । দূরবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায় । দৈন্যতা ভালো নয় ।

খ বিভাগ (নির্মিত)-৭০

৭। (ক) যে কোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ:

১০

Autograph, Bilingual, Comet, Dialect, Evaluation, Farce, Global, Hostage, Immigrant, Legend, Manifesto, Nutrition, prefix, Rotation, Symbol.

অথবা, (খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:

Trees are our friend. It helps us in different ways. It gives us shade, food, fuel, medicine and oxygen. Trees make our environment beautiful. Trees are our valuable wealth. It is very much necessary to make a forestation programme successful.

৮। (ক) তোমার কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি দিনলিপি রচনা কর ।। ১০
 অথবা, (খ) তোমার দেখা একটি গ্রামীণ মেলার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর ।

৯। (ক) তোমার বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল প্রেরণ কর । ১০
 অথবা, (খ) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর ।

১০। (ক) সারমর্ম লেখ:

১০

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা/খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি/দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে/ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী ।

বাজারে বিকায় ফল তন্দুল/যে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা/হৃদয়ে প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল/দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা ।

অথবা, (খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর: পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে ।

১১। (ক) বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর । ১০

অথবা, (খ) নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ: সংসারের চাকা সচল রাখতে রোমানা অন্যে বাসায় ঝিয়ের কাজ বেছে নেয়, তার একমাত্র মেধাবী কন্যার স্বপ্ন পূরণের ...

১২। যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখ:

২০

- (ক) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
 (খ) কর্মমুখী শিক্ষা;
 (গ) স্বদেশ প্রেম;
 (ঘ) মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি;
 (ঙ) মাদকাসক্তি ও তার প্রতিকার ।

<সমাপ্ত>